চেনা ছকে অচেনা কথা–৪

(পশ্চিমবঙ্গের চালু পাঠক্রম অনুসারে পাঠভিত্তিক প্রাসঙ্গিক শিক্ষার দিশা-পুস্তিকা)

(শিক্ষক-শিক্ষিকাদের জন্য)

AHEAD Initiatives

(অ্যাহেড ইনিশিয়েটিভ্স্-এর একটি বিশেষ উদ্যোগ)

চেনা ছকে অচেনা কথা-৪

(পশ্চিমবঙ্গের চালু পাঠক্রম অনুসারে পাঠভিত্তিক প্রাসঙ্গিক শিক্ষার দিশা-পুস্তিকা)

(শিক্ষক-শিক্ষিকাদের জন্য)

(৪)

(পঞ্চম শ্রেণির জন্য)

AHEAD Initiatives

(অ্যাহেড ইনিশিয়েটিভ্স্-এর একটি বিশেষ উদ্যোগ)

চেনা ছকে অচেনা কথা

(Chena Chake Ochena katha)

ভাবনা ও পরিকল্পনায়ঃ
দিব্যগোপাল ঘটক
প্রাক্তন উপ-অধিকর্তা শিক্ষা বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

বাস্তব রূপদানেঃ

শ্রীমতি স্বপ্না দাশ
সৃজনমূলক কৃত্যালি বিশেষজ্ঞ

শ্রীমতি সুদেষ্ণা মৈত্র
বিশিষ্ট শিশু সাহিত্যিক

শ্রীমতি সুস্মিতা ঘটক
শিশুশিক্ষা বিশেষজ্ঞ

শ্রী দেবাশিস মণ্ডল
প্রধান শিক্ষক ও আই সি টি পরামর্শদাতা

শ্রীমতি দেবাহুতি মুখোপাধ্যায়
অক্ষর বিন্যাস

অদ্রীশ দাশ
প্রচ্ছদ ও অলংকরণ

প্রকাশকঃ

অ্যাহেড ইনিশিয়েটিভ্স্
৩২/৬, গড়িয়াহাট রোড (সাউথ), কলকাতা-৭০০০৩১
ফোনঃ ০৩৩ ৪০৬৭ ০৩৬৯

ইমেলঃ ahead@aheadinitiatives.in

প্রকাশ কালঃ ২০২০

প্রাসঙ্গিক কথা

শিক্ষা একটি চলমান প্রক্রিয়া। শিক্ষা কোনও 'ইভেন্ট' নয়। সমাজ-সংস্কৃতি এবং জীবনযাপনের অঙ্গ। শিক্ষা কেবল বই পড়া, মুখস্ত করা আর পরীক্ষার দেওয়ার মধ্যেও সীমাবদ্ধ নয়। তা আরও ব্যাপক ও বিস্তৃত। আজকের সময়ে দাঁড়িয়ে বিদ্যালয় শিক্ষাকে জীবনমুখী করার একটা প্রচেষ্টা চলছে। সরকার এবিষয়ে যথেষ্ট সজাগ। ছাত্রছাত্রীদের নিজেদের আবাসভূমির সঙ্গে পাঠ্যপুস্তকের একটা সংমিশ্রণ ঘটানোর প্রয়াস দেখা যাচ্ছে সর্বস্তরে। যদি আমরা ২০০৫ সালের 'জাতীয় পাঠ্যক্রমের রূপরেখা'য় আলোকপাত করি তাহলে দেখব, সেখানে বলা হয়েছে শ্রেণিকক্ষ ভিত্তিক পড়াশোনাই শিক্ষকের একমাত্র হাতিয়ার নয়। পাশাপাশি শিশুর ভবিষ্যৎ গড়ে তোলা ও মানসিক আকাঙ্ক্ষা পূরণেও সহায়তা করতে হবে। শিশুদের জ্ঞানের মধ্যে স্থানীয় জ্ঞান ও পাঠ্যপুস্তকের জ্ঞানের একটা সংযোগ ঘটাতে হবে, যাতে শিশুরা তার চারপাশের পৃথিবীর সঙ্গে সক্রিয়ভাবে একাত্ম হতে পারে। শিশুর পরিবার, গোষ্ঠী, ভাষা এবং সংস্কৃতি যে প্রকৃত মূল্যবান সম্পদ তা তাদের অনুভাব করানো প্রয়োজন।

শিশুদের শিক্ষা বিদ্যালয়ের ভেতর এবং বিদ্যালয়ের বাইরে উভয়ক্ষেত্রেই ঘটে। সেই ভাবনাকে মাথায় রেখে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অনুমোদিত পঞ্চম শ্রেণির পাঠ্যবই 'পাতাবাহার' ও 'আমাদের পরিবেশ'-এর ভিত্তিতে কিছু বাছাই করা কৃত্যালি নিয়ে আমরা রচনা করেছি 'পাঠভিত্তিক প্রাসঙ্গিক শিক্ষার দিশা-পুস্তিকা' ৪ নামে একটি পৃথক গাইডবুক, যেটি শিক্ষার্থীদের নিজেদের স্থানীয় এলাকার সঙ্গে নিবিড় পরিচয় ঘটাতে অনুঘটকের কাজ করবে।

শিক্ষক-শিক্ষিকারা যেরকম ভাবে শ্রেণিকক্ষে পাঠদান করান সেটা করাবেন। তার পাশাপাশি এই কৃত্যালিগুলি সম্পাদন করলে শিশুরা একদিকে যেমন আনন্দ পাবে তেমনই অন্যদিকে হাতে-কলমে কাজ করতে করতে দক্ষতা ও জ্ঞান উভয়ই বাড়াতে পারবে। পাঠগুলির অভ্যন্তরে নিহিত শিশুর সামর্থ্য ও মূল্যবোধের ধারণা বৃদ্ধি করতে যেহেতু সংশ্লিষ্ট কৃত্যালিগুলি নির্মাণ করা হয়েছে, তাই এই উদ্যোগের সঙ্গে সরকারি পাঠক্রম, শিক্ষাদর্শন, শিশুর মনস্তত্ব ও সমাজতত্ত্বের বিশিষ্ট ভাবনাগুলিকে যুক্ত করা হয়েছে। সেগুলিকেই শিক্ষকদের কাছে স্পষ্টভাবে এই দিশা-পুস্তিকায় তুলে ধরা হয়েছে। পাশাপাশি শিশুদের মধ্যে একসঙ্গে কাজ করার মানসিকতাও তৈরি হবে, যা তাদের ভবিষ্যৎ জীবনে মূল্যবোধের ভিত্তিকে আরও দৃঢ় করে তুলবে।

পশ্চিমবঙ্গের চালু পাঠ্যক্রম অনুসারে প্রাসঙ্গিক শিক্ষার এই দিশা-পুস্তিকাটি 'চেনা ছকে অচেনা কথা'- ৪ নামে এই বইটি আলাদাভাবে রচনা করা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিদ্যালয় শিক্ষা দফতর যদি তাদের সমস্ত বিদ্যালয়গুলিতে কৃত্যালিগুলি অনুশীলনের জন্য এই পুস্তিকাটি অনুমোদন দেন তাহলে গ্রামের ছাত্রছাত্রীরা তাদের সংশ্লিস্ট আবাস-উপযোগী স্থানীয় ও প্রাসঙ্গিক শিক্ষার নানান রসদ খুঁজে পাবে বলে আমাদের বিশ্বাস। সেক্ষেত্রে তাদের জীবনে শিক্ষা কার্যকরীভাবে হয়ে উঠবে প্রাসঙ্গিক। এই দিশা-পুস্তিকাটি রূপদান করার জন্য যাঁর বহুমুখী অবদান কখনই ভোলার নয়, তিনি শ্রী দিব্যগোপাল ঘটক মহাশয় (প্রাক্তন ডেপুটি ডিরেক্টর, বিদ্যালয় শিক্ষা দফতর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার)। তাঁর নিবিড় প্রচেষ্টা ছাড়া এই বইটি আমরা কখনই প্রকাশ করতে পারতাম না। এই বইটির সৃজনে যারা অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন তারা হলেন শ্রীমতী স্বপ্না দাশ, সুদেষ্ণা মৈত্র, সুস্মিতা ঘটক, দেবাশিস মণ্ডল, দেবাহুতি মুখোপাধ্যায়, অদ্রীশ দাস ও অমিত দাস। তাঁদের অকুণ্ঠ সহায়তা ছাড়া এই অসম্ভব কাজকে কখনই সুচারুভাবে সম্ভব করা যেত না। 'অ্যাহেড ইনিশিয়েটিভ্স্-এর বাকি সকল সাথীদের সুপরামর্শ ছাড়া এই বইটি সমৃদ্ধ হতে পারত না। সেকারণে তাদের কাছেও আমরা ঋণী। আমরা মনে করি এই দিশা-পুস্তিকাটি তখনই সার্থক হবে যখন মানুষ গড়ার কারিগর শিক্ষক-শিক্ষিকারা শিশুদের নিয়ে সংশ্লিষ্ট কৃত্যালিগুলি শ্রেণিকক্ষের ভেতরে এবং বাইরে অনুশীলন করাবেন। আর তাহলেই শিক্ষা হয়ে উঠবে প্রকৃত অর্থে জীবনের সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ, আমরাও সেই অনাগত দিনের অপেক্ষায় রইলাম।

অ্যাহেড ইনিশিয়েটিভ্স্

কলকাতা

সূচিপত্র

ক. পাঠ্যপুস্তকঃ পাতাবাহার

১। বুনো হাঁস..... ৫

২। এতোয়া মুন্ডার কাহিনি..... ১৪

৩। পাহাড়িয়া বর্ষার সুরে..... ২৫

৪। মধু আনতে বাঘের মুখে..... ৩৩

৫। মাষ্টারদা..... ৪৫

৬। তালনবমী..... ৫৬

৭। আকাশের দুই বন্ধু..... ৬৬

খ. পাঠ্যপুস্তকঃ আমাদের পরিবেশ

১। ভৌত পরিবেশ..... ৭৪

২। পরিবেশ ও সম্পদ..... ৮৬

৩। পরিবেশ ও উৎপাদন..... ৯৭

৪। পরিবেশ ও বনভূমি..... ১০৪

৫। পরিবেশ ও আকাশ..... ১১০

গ. পরিশিষ্ট (ক) পাঠভিত্তিক শব্দ ও শব্দগুচ্ছের তালিকা

পাতাবাহার..... ১১৭

ঘ. পরিশিষ্ট (ক) পাঠভিত্তিক শব্দ ও শব্দগুচ্ছের তালিকা

আমাদের পরিবেশ..... ১২০

ঙ. পরিশিষ্ট (খ) পাঠভিত্তিক মূল ভাব/উপভাবমূল ভাব ও সামর্থ্যের বিকাশ

পাতাবাহার..... ১২৪

চ. পরিশিষ্ট (খ) পাঠভিত্তিক মূল ভাব/উপভাবমূল ভাব ও সামর্থ্যের বিকাশ

আমাদের পরিবেশ..... ১২৬

ছ. পরিশিষ্ট (গ) পাঠভিত্তিক কৃত্যালি সমূহ

পাতাবাহার..... ১২৮

জ. পরিশিষ্ট (গ) পাঠভিত্তিক কৃত্যালি সমূহ

আমাদের পরিবেশ..... ১৪২

পাঠ্যপুস্তকঃ পাতাবাহার

(১)

বুনো হাঁস

পরিযায়ী বুনো হাঁসদের ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে যাওয়ার সঙ্গে লাদাখ অঞ্চলে সেনা ছাউনির সেনানীদের জীবনকে মিশিয়ে দিয়ে লেখিকা লীলা মজুমদার তাঁর গল্পে পরিযায়ী পাখিদের স্বাধীন উড়ান, তাদের সমাজবদ্ধতা, একে অপরকে সহযোগিতা করা আর নিজেদের এলাকায় প্রত্যাবর্তনের মতো বিচিত্র জীবনচর্চার কথা যেমন বলেছেন, তেমনই অন্যদিকে পরিযায়ীদের প্রতি সহানুভূতি, দেশ রক্ষার জন্য তাদের অতন্দ্র নিষ্ঠা এবং গ্রহে প্রত্যাবর্তনের জন্য জওয়ানদের মনের আকুতিকেও একই সঙ্গে যুক্ত করেছেন।

এই গল্পটি থেকে দুটি উপভাবমূল নেওয়া যায়।

ক) দেশের জন্য আত্মত্যাগ ও দেশের জওয়ানদের কথা

খ) নিজের গ্রাম, বাড়ি, পাড়া নিয়ে মানুষের ভালবাসা, আন্তরিকতা ও গৌরববোধ এবং তার উন্নতিতে স্বার্থত্যাগ, বিভিন্ন জনমুখী কাজে অংশগ্রহণ এবং একে অপরের প্রতি সহমর্মিতা।

উপভাবমূলঃ দেশের জন্য আত্মত্যাগ ও দেশের জওয়ানদের কথা।

কৃত্যালি ১

উপভাবমূলটিকে কেন্দ্র করে শিশুদের সাহায্য নিয়ে সংশ্লিষ্ট কিছু শব্দচর্চা করতে হবে। শুরুতে মানস মানচিত্র নির্মাণের মধ্যে দিয়ে একটি সম্ভাব্য 'শব্দজাল' তুলে আনতে হবে শিশুদের মধ্যে থেকেই। এখানে সম্ভাব্য শব্দের তালিকা দেওয়া হল।

শব্দজাল-

দেশপ্রেম, স্বদেশপ্রেম, দেশের জন্য ভালবাসা, সংগ্রাম, আত্মত্যাগ, লড়াই, যুদ্ধ, রণক্ষেত্র, সংকল্প, দেশোদ্ধার, স্বপ্নপূরণ, দেশবিপন্ন, দেশবাসীর পাশে থাকা, প্যারাস্যুট, হেলিকপ্টার, জলপ্রপাত, দুর্গত, সেনাবাহিনী, দুঃসাহস, তুষারাবৃত, পর্বত, জরুরি অবস্থা, আপৎকালীন ক্ষেত্র, বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত, ঝড়ে লন্ডভন্ড।

- কৃত্যালি ১/১

যে শিশুরা ভালভাবে পড়তে পারে না তাদের জন্য উপরের উপভাবমূলটিকে কেন্দ্র করে ছোট ছোট সহজ পাঠ দিতে হবে। সেখানে শব্দজালে চর্চিত শব্দ ও শব্দগুচ্ছগুলিকে যতটা সম্ভব ব্যবহার করতে হবে। পাঠটি হবে চতুর্থ শ্রেণির উপযোগী। বাক্যে সাতটির বেশি শব্দ থাকবে না। যতটা সম্ভব কম যুক্তবর্ণ ব্যবহার করতে হবে। নীচে একটি উদাহরণ দেওয়া হল।

সহজ পাঠঃ

তীর্থযাত্রীরা চলেছে কেদারের পথে। গৌরীকুণ্ড ছাড়িয়ে পাহাড়ের পথে চলেছে অনেকে। কেউ ঘোড়ায়, কেউ ঢুলিতে মানুষের কাঁধে চেপে। হঠাৎ একজন শহীশ চিৎকার করল মেঘের দিকে তাকিয়ে। সবাই বুঝল ঝড় আসছে। পা চালাতে চেষ্টা করল। অনেকে গিয়ে পৌঁছল পরের চটিতে। অনেক লোক পথে। ঝড়, বৃষ্টি, প্রলয় চলছে। মনে হল শিব যেন তাণ্ডব নৃত্য করছেন। ঝড় বৃষ্টি ধরলে দেখা গেল কে কোথায় চলে গেছে। জলের স্রোতে কেউ গড়াচ্ছে, কেউ পাথর আঁকড়ানোর চেষ্টা চালাচ্ছে। হঠাৎ দেখা গেল হেলিকপ্টার। সেখান থেকে প্যারাস্যুট করে নামছেন জওয়ানরা। একদল জওয়ান দুর্গম পথে উঠে এল। দড়ি কোমরে বেঁধে অসহায় বিপন্ন মানুষদের রক্ষা করল। দু-একজন পা হড়কে পড়েও গেল জলপ্রপাতে। তবু তীর্থযাত্রীদের বাঁচাতে এগিয়ে এল সেনাবাহিনী। জীবন বিপন্ন করে যাত্রীদের নিয়ে চলল। ঠিক এই সময়ে পাহাড়ে ধস শুরু হল। একদল যাত্রী নিয়ে সৈনিকটি সবে মাত্র পাথরের গা ঘেঁসে নামছিল। সেই পাথরটাই গড়াতে আরম্ভ করল। আবার সেনাদল ঝাঁপিয়ে পড়ল দুর্গতের রক্ষায়। সেনাদলের বেশ কয়েকজন ওই স্রোতে ভেসে গেল ঠিকই। রক্ষা পেল তীর্থযাত্রীরা।

- কৃত্যালি ১/২

অনুরূপভাবে আরও কয়েকটি সহজপাঠ তৈরি করে বড় বড় হরফে পঠন কার্ড করে নিতে হবে। ওই অংশগুলি চতুর্থ শ্রেণির উপযোগী হবে। উপরের কৃত্যালির মতই তা ব্যবহার করতে হবে।

- কৃত্যালি ১/৩

যদি দেখা যায় শিশুর পঠন ক্ষমতা আরও নীচে, তবে 'মানস মানচিত্র' থেকে উঠে আসা শিশুর জানা অজানা শব্দগুলিকে বড় কার্ডবোর্ডে সাটিয়ে দিতে হবে এবং ওই শিশুকে বা শিশুদের দলটিকে বিশেষ নজর দিয়ে শব্দ উচ্চারণে অভ্যস্ত করাতে হবে। এক্ষেত্রে যুক্তবর্ণের শব্দগুলিকে আলাদা চার্টে ধরতে হবে। যুক্ত বর্ণে কোন কোন বর্ণ আছে, তা ভেঙে দেখিয়ে দিতে হবে। সাথে সাথে শিক্ষক-শিক্ষিকাদেরকে প্রাসঙ্গিকভাবে শব্দ বা শব্দের অর্থ সরাসরি না বলে দিয়ে আরও একবার প্রাসঙ্গিক পরিস্থিতি অনুযায়ী উদাহরণ দিয়ে তাদের মধ্যে সংশ্লিষ্ট শব্দের বোধ গড়ে তুলতে হবে। শিশুরা যাতে নিজের চেষ্টায় অর্থোদ্ধারের আনন্দ পায় তার ব্যবস্থা করার জন্য শিক্ষক-শিক্ষিকাদের যথেষ্ট ধৈর্যশীল হতে হবে।

- কৃত্যালি ১/৪

দু-একদিনের মধ্যে শব্দগুলি রপ্ত হলে তাদের কয়েকটি সহজতর পাঠ দিতে হবে। তার মান হবে তৃতীয় শ্রেণির শুরুর দিকে যেমন মান থাকে সেই রকম। বাক্য হবে চার পাঁচটি শব্দ সম্বলিত। চর্চিত শব্দ ও শব্দগুচ্ছকে সেখানে প্রয়োগ করতে হবে। একটি উদাহরণ দেওয়া হল।

সহজতর পাঠ (তৃতীয় শ্রেণির উপযোগী)-

সেনাবহিনীতে ছিল রমজান আলি। অবসর নিয়ে বাড়িতেই থাকে। নদীতে হরকা বান এল। অনেক কিছুই ভেসে গেল। রসুল মিঞার দু'বছরের ছেলেটা গেল ভেসে। খবর পেয়ে নদীতে ঝাঁপ দিল। ডুব সাঁতার দিল। পাড়ের থেকে রমজানকে দেখা গেল না আর। নদী উত্তাল। নদীর আশেপাশের সব কিছুই নদীর তলায়। জল স্থির হয়ে এসেছে অনেক। ঘণ্টা তিনেক পর দূরে কী যেন দেখা গেল। আস্তে আস্তে বোঝা গেল। দেখা গেল রমজানের বুকের উপর শিশুটি উপুড় হয়ে কাঁদছে আর রমজান তাকে আঁকড়ে ধরে ভাসছে।

- কৃত্যালি ১/৫

যদি দেখা যায় শিশুর পঠন ক্ষমতা আরও নীচে তবে সহজতর পাঠগুলিকে আরও সহজ করতে হবে। এর মান হবে প্রথম শ্রেণির শেষের বা দ্বিতীয় শ্রেণির প্রথম দিকের মতো। তিন-চারটি শব্দ দিয়ে গঠিত হবে বাক্য। এইভাবে কয়েকটি সহজতর পাঠ তৈরি করে পিছিয়ে পড়া শিশুদের মধ্যে প্রয়োগ করতে হবে। একটি উদাহরণ দেওয়া হল।

অধিক সহজতর পাঠ (প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির উপযোগী)

মেলায় আগুন লেগেছে। রহিম ও রিকু নাগরদোলায়। তাদের মা ভয় পেল। চিৎকার করতে লাগল। আগুন যেন এগিয়ে আসছে। দৌড়ে কে একজন এগিয়ে এল। চলন্ত নাগরদোলায় উঠে পড়ল। লোকজন হৈহৈ করল। লোকটির গা রক্তাক্ত। নাগরদোলাকে চেপে নিচে নামাল। আর ছেলেমেয়েদের উদ্ধার করল।

- কৃত্যালি ১/৬

শিক্ষক-শিক্ষিকা উভয়ক্ষেত্রেই অনুরূপ সহজতর পাঠ তৈরি করবেন এবং মান অনুসারে একে একে পাঠগুলি শিশুদের মধ্যে পাঠ করাবেন।

স্ব-পঠনই যে এখানে মূল কথা সেটা সব সময় মনে রাখতে হবে।

কৃত্যালি- ২

বহির্বিদ্যালয় কৃত্যালিঃ

শিক্ষার্থীদের মধ্যে সহমর্মিতার বোধ গড়ে তোলার জন্য প্রথমত ছাত্রছাত্রীদের আশেপাশের পাড়ায়, পরিবারে কেউ বিপদে পড়লে সকলে মিলে কীভাবে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়, কীভাবে তাকে এবং তার পরিবারকে আবার উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করে- এই বিষয় তথ্য সংগ্রহ করবে এবং শ্রেণিকক্ষে ফিরে তথ্যের আদানপ্রদান করবে। অনেকসময় দেখা যায়, কেবলমাত্র শুনেই এই বোধ গড়ে উঠে না। এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, 'নিজের অংশগ্রহণ'। কাজের মধ্য দিয়েই এই বোধ সবচেয়ে ভালভাবে গড়ে ওঠে। স্থান-কাল ভেদে কাজের ধরন ভিন্ন হতে পারে। মূলত শিক্ষক-শিক্ষিকাকেই এবিষয়ে উদ্যোগ নিতে হবে। কোনও অঞ্চলে ঝুলনমেলা, কোনও অঞ্চলে গাজন, কোনও অঞ্চলে রথ অথবা কোনও বিশেষ পুজো উপলক্ষে জনসমাগম হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে ফাস্ট এইড (First Aid) ক্যাম্প, জল দান, ভিড় সামলানো, বয়স্ক মানুষ এবং বাচ্চাদের প্রয়োজনে হাত ধরে নিয়ে যাওয়া ইত্যাদি কাজে অংশগ্রহণ করাতে হবে। এছাড়া এলাকায় আবর্জনা পরিষ্কার, প্লাস্টিক পরিষ্কার এই ধরনের কিছু প্রকল্পও নেওয়া যেতে পারে। সবাই মিলে (ছাত্রছাত্রী/শিক্ষক-শিক্ষিকা সহ) সপ্তাহের একটি নিদিষ্ট দিনে এই কাজ করতে পারে। একসাথে কাজের মাধ্যমেই ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে সহমর্মিতা ও সহযোগিতার বোধ গড়ে উঠবে। অনেক সময় প্রাকৃতিক দুর্যোগ দেখা যায়। সেই সময় দুর্গত মানুষগুলির পাশে থাকা, তাদের সেবা করা, সাধ্যমতো তাদের সাহায্য করা ইত্যাদি কাজও এই বোধ গড়ে তুলতে সাহায্য করবে। ছাত্রছাত্রীদের বিভিন্ন সামাজিক কাজে কীভাবে যুক্ত করা যায় তা পরিস্থিতি বুঝে শিক্ষক-শিক্ষিকাকেই স্থির করতে হবে।

কৃত্যালি- ৩

সৃজনমূলক কাজঃ

শুধু দেশ রক্ষার ক্ষেত্রে জওয়ানদের ভূমিকা নয়, যে কোনও সংকটে যে সমস্ত মানুষ ও কর্মী নিজেদের প্রাণ বিপন্ন করেও দেশের মানুষকে বাঁচাতে সচেষ্ট হয়, তাদের প্রতি শিশুদের মমত্ববোধ গড়ে তুলতে বিভিন্ন প্রকার কৃত্যালি গ্রহণ করা যায়। যেমন সম্প্রতি করোনা ভাইরাস ঘটিত রোগ অতিমারীর রূপ নিলে যে সমস্ত ডাক্তার, স্বাস্থ্যকর্মী, সমাজসেবী নিজেদের প্রাণের মায়া ত্যাগ করে অসুস্থ মানুষের সেবা করেছেন তাদের জন্য স্লোগান তৈরি করা যায়।

- কৃত্যালি -৩/১

ছড়া তৈরি ও ছড়া বলাঃ

ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে ছড়া নির্মাণের ব্যবস্থা করতে হবে। শুরুতে 'বাড়ি', 'মহামারী', 'অন্ন', 'বিপন্ন' এই ধরনের শব্দ দিয়ে দিতে হবে। এগুলি দিয়ে ছড়া তৈরি করতে বলতে হবে। শিক্ষক-শিক্ষিকা এবিষয়ে সাহায্য করবেন। একটি উদাহরণ দেওয়া হল।

(১) সবাই যখন বন্দি বাড়ি

তোমরা তাড়াও মহামারী।

(২) রোগীর সেবা ওষুধ অন্ন

দিচ্ছ হয়েও নিজে বিপন্ন।

এই সমস্ত ছড়ায় জনপ্রিয় গানের সুর লাগিয়ে শিশুদের দিয়ে গাওয়ানো যায়।

- কৃত্যালি -৩/২

নাটকঃ দেশবন্ধু

এমন এই নাটকের উপজীব্য বিষয় হল এমন অনেক পেশা আছে যেখানে নিজের জীবনকে বিপন্ন করে দেশের মানুষকে রক্ষা করাই বড় হয়ে দাঁড়ায়। বিভিন্ন সঙ্কটের সময় এই ব্যপারগুলি আরও স্পষ্ট করে বোঝা যায়। সেই সব মানুষের দেশপ্রীতিকে সম্মান জানিয়ে এই নাটক। শিশুরা নাটকের বিষয়বস্তু ভাল করে জেনে নেবে এবং কার ভূমিকা কী আর কেমন হবে তাও জেনে নেবে। এই শিশুরা নিজেদের মতো করে নাটকটি চালিয়ে যাবে। নাটক করতে করতে তারা নিজেরাই সংলাপ তৈরি করবে। তবু কিছু সংলাপ তৈরি করে দেওয়া হল।

চরিত্রঃ- সেনা জওয়ান, ডাক্তার-নার্স, উদ্ধারকারী দল, যুদ্ধবিমান চালক, পুলিশ বাহিনী।

প্রথম দৃশ্য

[টং টং টং করে ঘণ্টা বাজিয়ে কয়েকজন উদ্ধারকর্মী ঢুকল।]

সবাইঃ- তফাৎ যাও তফাৎ যাও-

১ম জনঃ- পাইপ ফেলতে দিন, সরে যান। আগুন ছড়িয়ে পড়েছে সারা বিল্ডিংয়ে।

২য় জনঃ- দেখ উপরের তলায় একজন রোগী জানলায় হাত বাড়িয়ে কাঁদছে।

৩য় জনঃ- চলুন চলুন, মই লাগান। ওনাকে নামিয়ে আনতে হবে।

১ম জনঃ- পাইপ লাগানো হয়ে গেছে। হসপিটালের পাঁচ তলায় জল ছুঁড়ছি তাহলে।

৩য় জনঃ- সিড়ি খোলা হয়েছে, সাবধানে ওঠো সবাই। কোমরে বেল্ট বেঁধে নিয়েছো তো সবাই?

২য় জনঃ- হ্যাঁ, উঠছি।

১ম জনঃ- সাবধানে ওঠো, ওনাকে পিঠে বেঁধে নিও।

৩য় জনঃ- (উপরের দিকে তাকিয়ে) বা! বা! আর একটু ওঠো।

১ম জনঃ- ব্যাস, ঠিক আছে। এবার পিঠে বেঁধে নাও।

২য় জনঃ- (একজনকে পিঠে নিয়ে প্রবেশ করে)

সবাইঃ- খুশিতে হাততালি দেয়।

দ্বিতীয় দৃশ্য

পাহাড়ের ওপারে শত্রু সৈন্যরা ঘাঁটি গেড়েছে। তাই রাত থেকে উঠেছে আমাদের দেশের সৈন্যরা কীভাবে ধীরে ধীরে ওই পাহাড়ের দিকে এসেছে তার কথোপকথন হবে তারপর গোলাগুলি চলবে। একজনের গায়ে গুলি লাগবে। তাকে পিঠে নিয়ে আর একজন সৈন্য কীভাবে ক্যাম্পে ফিরে আসবে তার দৃশ্য দেখানো হবে।

তৃতীয় দৃশ্য

করোনা ভাইরাস মোকাবিলায় ডাক্তার ও নার্সেরা দিন রাত কাজ করছে করোনা হাসপাতালে এবং রোগীদের সেবা করছে। মুখে মাস্ক পরা, গায়ে রেনকোট, পড়া, মাথায় টুপি। অনেক রাতে তারা যখন ফিরে যাচ্ছে বাড়িতে তখন বাড়িওয়ালা বলছে "না, তোমাকে ঢুকতে দেব না। যদি আমাদেরও এই রোগ হয়ে যায়"। ডাক্তার, নার্স বোঝাচ্ছে, এই নিয়ে কথোপকথন।

চতুর্থ দৃশ্য

সম্প্রতি পাকিস্তান বিমান নিয়ে ঢুকে পড়া উইং কমান্ডার অভিনন্দনের কাহিনী নিয়ে একটা প্লট তৈরি করা যায়। তাকে শারীরিকভাবে অত্যাচার করা হয়। তবু সে কিছুতেই ভেঙে পড়ে না, শেষে তাকে ছেড়ে দিয়ে যায় ভারতে। তখন ভারতে এপাড়ে অজস্র লোক আনন্দে হাততালি দিচ্ছে।

পঞ্চম দৃশ্য

দেশকে যারা বিভক্ত করে দিতে চায় এবং বিচ্ছিন্ন করে দিতে চায় এমন জঙ্গি সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে পুলিশের অভিযান। জঙ্গলের মধ্যে জঙ্গিরা বিস্ফোরণ ঘটায়। কয়েকজন পুলিশ মারা যায়। তারপর করতে হয় লড়াই। তবু পুলিশ পালিয়ে যায় না।

এই দৃশ্যগুলি শেষ হলে শিক্ষক-শিক্ষিকারা এনিয়ে শিশুদের সঙ্গে আলোচনা করবেন। দেশের প্রতি ভালবাসা মানে কেমন, কতটা নিঃস্বার্থ সেই ভালবাসা তা জানতে চাইবেন।

- কৃত্যালি -৩/৩

সেনাবাহিনীদের কীর্তি বা দেশের জন্য আত্মত্যাগের কথা নিয়ে ছোটদের ছবি ও গল্পের বই সংগ্রহ করা এবং সবাই মিলে পড়া। পড়ার পর আলোচনা করা। এইসব বইয়ের সম্ভার নিয়ে বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার তৈরি করা যায়।

কৃত্যালি- ৪

দৃশ্য-শ্রাব্য কৃত্যালিঃ

জীবনের ঝুকি নিয়ে উইং কমান্ডার অভিনন্দনের পাকিস্তান ঢুকে পড়া এবং তারা ধরা পড়ে যাওয়ার ঘটনা ইউটিউব থেকে ডাউনলোড করে নেওয়া যেতে পারে। কীভাবে দেশের জন্য তিনি সমস্ত কষ্ট ও নির্যাতন সহ্য করেছেন তা দেখানো যেতে পারে। শেষে শিশুদের মধ্যে আলোচনার মাধ্যমে দেশের জন্য লড়াই বলতে কী বোঝা যায় তা নিয়ে স্পষ্ট মতামত রাখার চেষ্টা করবে। দেশের জন্য আত্মত্যাগের প্রতি শিশুদের উদ্বুদ্ধ করতে হবে।

উপভাবমূলঃ নিজের গ্রাম বাড়ি পাড়া নিয়ে মানুষের ভালবাসা, আন্তরিকতা ও গৌরববোধ এবং তার উন্নতিতে স্বার্থত্যাগ, বিভিন্ন জনমুখী কাজে অংশগ্রহণ এবং একে অপরের প্রতি সহমর্মিতা।

কৃত্যালি- ৫

এবিষয়ে শিশুদের সাহায্যে মানস মানচিত্র তৈরি করে একটি সম্ভাব্য শব্দজাল নির্মাণ করে নিতে হবে। শব্দজালে সম্ভাব্য শব্দের তালিকা দেওয়া হলঃ

শব্দজালঃ

ভালবাসা, ফিরে আসা, প্রত্যাবর্তন, আগমন, নিজের প্রতিবেশীকে ভালবাসা, আত্মত্যাগ, সংকল্প, জীবন বিপন্ন, উদার, মহৎপ্রাণ, দুঃস্থদের প্রতি সহানুভূতিশীল, সমাজের মঙ্গল, সমাজের কল্যাণের জন্য কাজ, আর্তদের সেবা, ক্ষুধার্তদের খাদ্যদান, অস্বচ্ছল পরিবার, গৃহবন্দি, পরোপকারী।

- কৃত্যালি- ৫/১

যে শিশুরা ভালভাবে পড়তে পারে না তাদের জন্য উপরের উপভাবমূলটিকে কেন্দ্র করে ছোট ছোট সহজ পাঠ দিতে হবে। সেখানে শব্দজালে চর্চিত শব্দ ও শব্দগুচ্ছগুলিকে যতটা সম্ভব ব্যবহার করতে হবে। পাঠটি হবে চতুর্থ শ্রেণির উপযোগী। বাক্যে সাতটির বেশি শব্দ থাকবে না। যতটা সম্ভব কম যুক্তবর্ণ ব্যবহার করতে হবে। একটি উদাহরণ দেওয়া হল।

সহজ পাঠঃ

করোনার প্রকোপে গৃহবন্দি সবাই। পাড়ার একটু দূরে থাকে সতু বোস্টম। সে ভিক্ষা করে খায়। প্রতিবেশীরা কেউ স্বচ্ছল নয়। তারমধ্যে বাইরে ওরা বেরোচ্ছে না। অনাথ বাবু দীর্ঘদিন সেনাবাহিনীতে ছিলেন। তার বয়স হয়েছে। তবুও এগিয়ে এলেন সাহায্যে করতে। হাতে গ্লাভস্, মুখে মাস্ক পড়ে নিলেন। বাড়ি বাড়ি ঘুরে সবাইকে খাওয়ার জল, সাবান কিনে দিলেন। পাড়ায় বাড়ি বাড়ি গিয়ে মাস্ক বানানোর সব জিনিস দিয়ে এলেন। ওই পাড়ার সবাই এগিয়ে আসতে চাইল। করোনার জন্য সবাইকে বাড়ি থেকে বসে কাজ করার নির্দেশ দিলেন। ঝাঁপিয়ে পড়লেন ওই পাড়ার লোকেদের বাঁচাতে। বয়সের বাধা না মেনে কোথাও চাল, কোথাও ওষুধ দিতে থাকলেন। পাড়ার কিছু তরুণ অনাথ বাবুকে সাহায্য করতে এগিয়ে এল। একদিন হঠাৎ পড়ে গেলেন রাস্তায়। পা ব্যথা নিয়েও এগিয়ে চললেন মানুষের সেবা করতে।

- কৃত্যালি- ৫/২

অনুরূপভাবে আরও কয়েকটি সহজপাঠ তৈরি করে বড় বড় হরফে পঠন-কার্ড করে নিতে হবে। ওই অংশগুলি চতুর্থ শ্রেণির উপযোগী হবে। উপরের কৃত্যালির মতই তা ব্যবহার করতে হবে।

- কৃত্যালি- ৫/৩

যদি দেখা যায় শিশুর পঠন ক্ষমতা আরও নীচে, তবে মানস মানচিত্র থেকে উঠে আসা শিশুর জানা অজানা শব্দগুলিকে বড় কার্ডবোর্ডে সাটিয়ে দিতে হবে এবং ওই শিশুকে বা শিশুদের দলটিকে বিশেষ নজর দিয়ে শব্দ উচ্চারণে অভ্যস্ত করাতে হবে। এক্ষেত্রে যুক্তবর্ণের শব্দগুলিকে আলাদা চার্টে ধরতে হবে। যুক্তবর্ণে কোন কোন বর্ণ আছে তা ভেঙে দেখিয়ে দিতে হবে। সাথে সাথে শিক্ষক-শিক্ষিকাদেরকে প্রাসঙ্গিকভাবে শব্দ বা শব্দের অর্থ সরাসরি না বলে দিয়ে আরও একবার প্রাসঙ্গিক পরিস্থিতি অনুযায়ী উদাহরণ দিয়ে তাদের মধ্যে সংশ্লিষ্ট শব্দের বোধ গড়ে তুলতে হবে এবং শিশুরা যাতে নিজের চেষ্টায় অর্থোদ্ধারের আনন্দ পায় তার ব্যবস্থা করার জন্য শিক্ষক-শিক্ষিকাদের যথেষ্ট ধৈর্যশীল হতে হবে।

- কৃত্যালি- ৫/৪

দু-একদিনের মধ্যে শব্দগুলি রপ্ত হলে তাদের কয়েকটি সহজতর পাঠ দিতে হবে। তার মান হবে তৃতীয় শ্রেণির শুরুর দিকে যেমন মান থাকে সেই রকম। বাক্য হবে চার-পাঁচটি শব্দ সম্বলিত। চর্চিত শব্দ ও শব্দগুচ্ছকে সেখানে প্রয়োগ করতে হবে। একটি উদাহরণ দেওয়া হল।

সহজতর পাঠ (তৃতীয় শ্রেণির উপযোগী)

গৃহবন্দি সবাই করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত। অনাথবাবু সেনাবাহিনীতে ছিলেন। হাতে গ্লাভস্, মুখে মাস্ক পরে নিলেন। সবাইকে খাওয়ার জল, সাবান কিনে দিলেন। পাড়ায় বাড়ি বাড়ি ঘুরলেন মাস্ক বানানোর জিনিসপত্র দিয়ে এলেন। ওনার কথা মতো সবাই কাজ করল। দু'মাসের মধ্যে সবাই করোনা মুক্ত হল।

- কৃত্যালি- ৫/৫

যদি দেখা যায় শিশুর পঠন ক্ষমতা আরও নীচে তবে সহজতর পাঠগুলিকে আরও সহজ করতে হবে। এর মান হবে প্রথম শ্রেণির শেষের বা দ্বিতীয় শ্রেণির প্রথম দিকের মতো। তিন-চারটি শব্দ দিয়ে গঠিত হবে বাক্য। এইভাবে কয়েকটি সহজতর পাঠ তৈরি করে পিছিয়ে পড়া শিশুদের মধ্যে প্রয়োগ করতে হবে। একটি উদাহরণ দেওয়া হল।

সহজতর পাঠ (প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির উপযোগী)

সবাই ঘরে বন্দি করোনার জন্য। বাইরে যেতে পারছে না। অনাথবাবু পরোপকারী মানুষ। মানুষদের জল দিলেন। চাল, ডাল পৌঁছে দিলেন। অনেক দুস্থ মানুষেরা বেজায় খুশি হলেন। খুব উপকারে লাগল সবকিছু।

- কৃত্যালি -৫/৬

উভয়ক্ষেত্রেই শিক্ষক-শিক্ষিকা অনুরূপ সহজতর পাঠ তৈরি করবেন এবং মান অনুসারে একে একে পাঠগুলি শিশুদের দিয়ে পাঠ করাবেন। স্ব-পঠনই যে এখানে মূল কথা সেটা সব সময় মনে রাখতে হবে।

কৃত্যালি- ৬

বহির্বিদ্যালয় কৃত্যালিঃ

বাড়ির, পাড়ার বা অঞ্চলের কোনও অবসরপ্রাপ্ত সৈনিক, আপৎকালীন কাজের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিগণ, কোনও মহামারী, বন্যা, ঝড়, ভূমিকম্পে সাহায্য করেছে এমন মানুষ অথবা কোনও স্বাধীনতা সংগ্রামীর সাথে ছাত্রছাত্রীরা সাক্ষাৎ করবে এবং তাদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কাহিনী শুনবে। পরে শ্রেণিকক্ষে ফিরে একে অপরের সঙ্গে সেই কাহিনীর আদানপ্রদান করবে। শিক্ষক-শিক্ষিকাদের খেয়াল রাখতে হবে যেন আলোচনার সময় সেই সমস্ত ব্যক্তিদের সাহসিকতা, স্বার্থত্যাগ, দেশের প্রতি ভালবাসা, আত্মত্যাগ- ইত্যাদি বিষয়গুলি উঠে আসে।

শিক্ষক-শিক্ষিকারা ছাত্রছাত্রীদের সাহায্যার্থে কিছু প্রশ্নের নমুনা দিয়ে দেবেন।

নমুনা প্রশ্নাবলী

(ক) ব্যক্তির নাম-----

(খ) পেশা -------

(গ) কতদিন ধরে এই পেশায় যুক্ত -----

(ঘ) এটা কি তাদের পারিবারিক পেশা ----

(ঙ) পরিবারের অন্য কোনও সদস্য কি এই পেশায় যুক্ত আছেন ----

(চ) তিনি এই বিপদজ্জনক পেশাটি কেন বেছে নিয়েছেন -----

(ছ) পেশাটি তার কেমন লাগে -------

ছাত্রছাত্রীরা ব্যক্তিটির সম্পর্কে প্রাথমিক কিছু বিষয় জেনে নেওয়ার পর তাদের কাছে তাদের ব্যক্তিগত ২/৩টি অভিজ্ঞতার কাহিনী শুনবে। বিপদের মুখে উনি কীভাবে সাহসের সাথে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন, কীভাবে পরিস্থিতি সামলে ছিলেন, কতজনকে রক্ষা করেছিলেন ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা হবে।

কৃত্যালি- ৭

সৃজনমূলক কাজঃ

শিক্ষক-শিক্ষিকারা শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিভিন্ন চরিত্র বন্টন করে দেবেন এবং তাদের অভিনয় করতে দেবেন। যে কোনও ঘটনার উপরেই এই অভিনয় অনুষ্ঠিত করা যায়। তবু একটা উদাহরণ দেওয়া হল;

নাটকঃ শ্রেষ্ঠ দান

চরিত্রঃ- বুড়িমা/লালু/সেলিম/সেলিমের মা/আকবর/ভারত/মেহেরুন করবী ও ৪ জন পথচারী

১ম দৃশ্য

(৪জন পথচারী প্রবেশ করে এদিকে ওদিকে ঘুরবে) (বুড়িমার প্রবেশ)

বুড়িমাঃ- কেউ একটু রক্ত দেবে বাবা! আমার ছেলে লালু, ছেলেটার বড় বিপদ। ওর আজ অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে। হাসপাতালে ভর্তি। অনেক রক্ত বেরিয়ে গেছে। ডাক্তার বলেছে এখুনি রক্ত দিতে না পারলে বাঁচানো যাবে না। কেউ দাও না কিছু রক্ত।

১ম জনঃ- রক্ত দিতে পারব না। টাকা দিচ্ছি। ব্লাড ব্যাঙ্কে যাও। রক্ত পেয়ে যাবে।

বুড়িমাঃ- গেছিলাম। ওরা বলল ওই গ্রুপের রক্ত নেই।

২য় জনঃ- নিজেই দাও নিজের ছেলেকে রক্ত।

বুড়িমাঃ- বলেছিলাম। বলল, আমি দুর্বল। আমার রক্ত নেওয়া যাবে না।

৩য় জনঃ- গয়না দিতে পারি। নিজের রক্ত দিতে পারব না।

বুড়িমাঃ- দাও না গো রক্ত, কিছুটা রক্ত। দয়া করে দাও।

৪র্থ জনঃ- ওরে বাবা গো, পাগলি বুড়িটা রক্ত চাইছে। এখান থেকে পালাই বাবা! (বলে প্রস্থান)

বুড়িমাঃ- কেউ কি দেবে না আমার ছেলের জন্য একটু রক্ত?

সেলিমঃ- তোমার ছেলে বাঁচবে বুড়িমা। আমি দেব রক্ত।

বুড়িমাঃ- তুমি! তুমি কে বাবা? ভগবানের দূত!

সেলিমঃ- আমি সেলিম, আমি দেব রক্ত।

বুড়িমাঃ- তবে তুমি আল্লার ফেরেস্তা।

এরপর নাটকের মধ্যে যে মূল্যবোধের কথা আছে তা নিয়ে সবাই আলোচনা করবে।

- কৃত্যালি- ৭/১

এই বিষয়ে শিশুপাঠ্য সংগ্রহ করা এবং সেগুলি দলে পড়তে দেওয়া এবং আলোচনা করতে দেওয়া খুব জরুরি। শ্রেণিকক্ষে বা বিদ্যালয়ে এমন কোনও গ্রন্থাগার তৈরি করতে পারলে ভাল হয়। শিশুরা সপ্তাহে দু-একটা পিরিয়ডে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের বিভিন্ন বই দেখবে, পড়বে বা পড়ে শোনাবে বন্ধুদের। প্রয়োজনে কোনও কোনও শিশু ওই বইগুলি বাড়িতে পড়ার জন্যও নিয়ে যেতে পারে।

কৃত্যালি -৮

দৃশ্য-শ্রাব্য কৃত্যালিঃ

শিক্ষক-শিক্ষিকা একটি দৃশ্য-শ্রাব্য ক্লীপ তৈরি করবেন যেখানে কোনও ব্যক্তি বা সংগঠন সমাজের জন্য গঠনমূলক কাজ করেছেন। সমাজের জন্য কাজ ও সেবা কাকে বলে সে সম্পর্কে শিশুদের কাছে পরিষ্কার ধারণা তুলে ধরতে এই ধরনের ভিডিও ক্লীপ সাহায্য করবে। শেষে তারা এই বিষয়ে আলোচনা করবে এবং দু-এক কথায় তাদের মতামত দলগতভাবে লিপিবদ্ধ করবে।

কৃত্যালি -৯

মূল পাঠ্যাংশের কাজঃ

এরপর শিক্ষক-শিক্ষিকারা মূল পাঠ্যাংশের প্রধান প্রধান শব্দ ও শব্দগুচ্ছগুলিকে চার্টের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের উচ্চারণ করতে দেবেন এবং প্রতিটি শব্দ নিয়ে উদাহরণ দিয়ে তাদের অর্থোদ্ধারে সাহায্য করবেন।

শব্দজাল - নির্জন, দ্বীপ, শীতকাল, বরফ গলতে, পরিযায়ী, চঞ্চল, আরম্ভ, রেডিও, সঙ্গী, আনন্দ, জখম, জওয়ান, ভুট্টা, নিরাপদ, আস্তে আস্তে, দলে দলে, ছোটো-ছোটো, গাঁক গাঁক, থরথর করে কাঁপা, ঝোপ-ঝাপ, ন্যাড়া, বাচ্চা, ধুপ করে পড়া, তাঁবু, কুঁড়ি, চিঠিপত্র।

- কৃত্যালি- ৯/১

এবার শিক্ষক-শিক্ষিকারা গল্পটিকে সহজ ও সংক্ষিপ্ত করে তৈরি করে শিক্ষার্থীদের পড়তে দেবেন।

সংক্ষিপ্তসারঃ

বুনো হাঁসের দল আকাশ দিয়ে আপন মনে দল বেঁধে চলেছে। তীরের ফলার আকারে, কেবলই উত্তর দিকে উড়ে চলেছে। এরা সাধারণত খুব উঁচু দিয়ে যায়। নীচে ওদের চলার শব্দ আসে না। তবে দু'এক সময় শোঁ শোঁ শব্দ শোনা যায়। কেউ কল্পনায় বলে গাঁক গাঁক। ওরা গরমের দেশে এসেছিল শীত কাটাতে। এখন চলেছে আবার নিজের দেশে।

লাদাখে একটা বরফে ঢাকা নির্জন জায়গা সেখানে ভারতীয় জওয়ানদের ঘাঁটি ছিল। তখন শীত শুরু হয়েছে। সেনা দল অপেক্ষা করে বাড়ির চিঠির জন্য। মাথার উপর দিয়ে পরিযায়ীর দল উড়ে যায়। একদিন বুনো হাঁস দল ছেড়ে নীচে নেমে পড়ল। একটা ঝোপের উপর গেল পড়ে। কাঁপতে লাগল। আরেকটা বুনো হাঁসও নেমে এল। আর ওর চারিদিকে ঘুরতে লাগল। বরফ পড়া শুরু হল। জওয়ানরা আহত হাঁসটি নিয়ে তাঁবুতে এনে রাখল। অন্য হাঁসটি প্রথমে তেড়ে এল ঠিকই। তবে পরে সেও এসে তাঁবুতে ঢুকে পড়ল। জোয়ানদের মুরগি রাখার জায়গায় তারা ঠাঁই পেল। টিনের মাছ, তরকারি, ভুট্টা সবই খেত। ওদের দেখাশোনা করাটা জওয়ানদের আনন্দের কাজ হয়ে দাঁড়াল। আস্তে আস্তে হাঁসের ডানা সারল। শীতও কমল। আহত হাঁসটি একটু একটু উড়তে পারল। আরেকজনের তো কোনও অসুবিধাই ছিল না। অদ্ভুত ব্যাপার সে কিন্তু বন্ধুকে ছেড়ে গেল না। শীত কমে এসেছে। পাখিরা এবার ফিরছে বাড়ি। ফুলের কলি ধরেছে। হাঁসেরা তাঁবুর বাইরে এল। মাথার উপরে হাঁসের দল দেখে এরা চঞ্চল হয়ে উঠল। জওয়ানরা কাজ থেকে ফিরে এসে অবাক। হাঁস দুটো উড়ে গেছে। জওয়ানরা বুঝল তারা বাড়ি ফিরে গেছে। বাড়ির জন্য জওয়ানদেরও মন কেমন করল। তারাও বুঝল তাদেরও বাড়ি ফেরার সময় হয়েছে।

- কৃত্যালি -৯/২

এরপর শিশুরা সহজভাবে সংক্ষিপ্তসারটি পড়তে পারলে শিক্ষক-শিক্ষিকারা মূল পাঠ্যটি পাঠ করাবেন। স্ব-পঠনের মাধ্যমে যাতে তারা গল্পটি অনুধাবন করতে পারে তার চেষ্টা করবেন। পরে বাকি দিনগুলিতে 'হাতে-কলমে' অংশটি করাবেন।

(২)
এতোয়া মুন্ডার কাহিনি

এই পাঠ্যাংশের মধ্যে সাঁওতাল মুন্ডাসহ আপামর আদিবাসী সমাজের প্রতি শাসক শ্রেণির চিরন্তন অবহেলা শোষণ নিপীড়ন জঙ্গল- গ্রাম থেকে বিতাড়ন এবং তার বিরুদ্ধে আদিবাসী সম্প্রদায়ের সঙ্গত লড়াইয়ের কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে। এটি পাঠ্যাংশের মূলভাব হলেও সারা পাঠ্যাংশ জুড়ে রয়েছে নানান উপভাবমূলের ছড়াছড়ি। আমরা এখানে তিনটি উপভাবমূল নিয়ে কাজ করেছি।

ক) বনজীবী মানুষের অরণ্য সংরক্ষণ ও পশুপালন।

খ) আদিবাসী সমাজের লোককথা ও লোকশিল্প।

গ) সব শিশুর জন্য চাই শিক্ষা, বিশেষত তাদের জীবনের প্রাসঙ্গিক শিক্ষা ও বিদ্যালয়ের বাইরের শিক্ষা।

উপভাবমূলঃ বনজীবী মানুষের অরণ্য সংরক্ষণ ও পশুপালন।

কৃত্যালি- ১

এবিষয়ে শিশুদের সাহায্যে মানস মানচিত্র তৈরি করে একটি সম্ভাব্য শব্দজাল নির্মাণ করে নিতে হবে। এখানে সম্ভাব্য শব্দের তালিকা দেওয়া হল;

শব্দজাল-

অরণ্য, আরণ্যক, জীবিকা, মধু সংগ্রহ, শুকনো কাঠ সংগ্রহ, পশুপালন, ফল-ফুল বিক্রি, বনকাটা, শহর সম্প্রসারণ, পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা, পাতা সংগ্রহ, গাছের মূল এবং নানান উদ্ভিদ সংগ্রহ, তৃণভূমি, পশুচারণ, তীর, গুলতির ব্যবহার, জলাশয়, মাছ শিকার, বন্য শূকর, বন মোরগ, খরগোশ শিকার, শিকড়-বাকড়।

- কৃত্যালি- ১/১

যে শিশুরা ভালভাবে পড়তে পারে না তাদের জন্য এক একটি উপভাবমূলকে কেন্দ্র করে ছোট ছোট সহজ পাঠ দিতে হবে। সেখানে শব্দজাল তৈরির সময় উপরের উল্লিখিত শব্দ ও শব্দগুচ্ছকে যতটা সম্ভব ব্যবহার করতে হবে। পাঠটি হবে তৃতীয় শ্রেণির উপযোগী। বাক্যে চার-পাঁচটির বেশি শব্দ থাকবে না। একটি উদাহরণ দেওয়া হল।

সহজ পাঠঃ

বুধু শুকনো পাতা কুড়াতে গেছে। গাছে গাছে ঢাকা বন। পাতার ফাঁক দিয়ে আলো এসে পড়ছে বুধুর গায়ে। মধুকরদের দেখা পায়। একদিন শুকনো পাতায় হিসহিস শব্দ। ভয় পেল না বুধু। সরে দাঁড়াল। সাপটি একেবেঁকে নিজের মনে চলে গেল। বনে সাপ আপন মনে চলে। বুধু শুনেছে সাপদের আঘাত না করলে ওরা কিছু করে না। নিজেকে বাঁচাতে ছোবল মারে। ঠক ঠক শব্দ শুনে উপরে তাকাল। গাছে কাঠঠোকরা বসে। বড় বড় গাছে দেখল মৌচাক হয়েছে। মধু সংগ্রহে এসেছে কয়েকজন। বুধু দূরে চলে গেল। মৌমাছি তাড়া করতে পারে ভেবে। দূরে দেখল ছাগল, ভেড়ার দল নিয়ে চলেছে দুটি ছেলে। আরেক দল লোককে দেখা গেল তারা গাছের ফল ঝুড়িতে কুড়োচ্ছে। অযথা পাতা ছিঁড়ছে না। পাখিদের গুলতি দিয়ে মারছে না। পথে বনের সবাই নিজের মতো কাজ করে চলছে।

- কৃত্যালি নং- ১/২

অনুরূপভাবে আরও কয়েকটি সহজপাঠ তৈরি করে বড় বড় হরফে পঠন-কার্ড করে নিতে হবে। ওই অংশগুলি চতুর্থ শ্রেণির উপযোগী হবে। উপরের কৃত্যালির মতই তা ব্যবহার করতে হবে।

- কৃত্যালি- ১/৩

যদি দেখা যায় শিশুর পঠন ক্ষমতা আরও নীচে, তবে মানস মানচিত্র থেকে উঠে আসা শিশুর জানা অজানা শব্দগুলিকে বড় কার্ডবোর্ডে সাটিয়ে দিতে হবে এবং ওই শিশুকে বা শিশুদের দলটিকে বিশেষ নজর দিয়ে শব্দ উচ্চারণে অভ্যস্ত করাতে হবে। এক্ষেত্রে যুক্তবর্ণের শব্দগুলিকে আলাদা চার্টে ধরতে হবে। যুক্তবর্ণে কোন কোন বর্ণ আছে তা ভেঙে দেখিয়ে দিতে হবে। সাথে সাথে শিক্ষক-শিক্ষিকাদেরকে প্রাসঙ্গিকভাবে শব্দ বা শব্দের অর্থ সরাসরি না বলে দিয়ে আরও একবার প্রাসঙ্গিক পরিস্থিতি অনুযায়ী উদাহরণ দিয়ে তাদের মধ্যে সংশ্লিষ্ট শব্দের বোধ গড়ে তুলতে হবে। শিশুরা যাতে নিজের চেষ্টায় অর্থোদ্ধারের আনন্দ পায় তার ব্যবস্থা করার জন্য শিক্ষক-শিক্ষিকাদের যথেষ্ট ধৈর্যশীল হতে হবে।

- কৃত্যালি ১/৪

দু-একদিনের মধ্যে শব্দগুলি রপ্ত হলে তাদের কয়েকটি সহজতর পাঠ দিতে হবে। তার মান হবে তৃতীয় শ্রেণির পাঠের মতন। তিন-চারটি শব্দ সম্মলিত বাক্য হবে। চর্চিত শব্দ বা শব্দগুলিকেও সেখানে প্রয়োগ করতে হবে।

সহজতর পাঠ (তৃতীয় শ্রেণির উপযোগী)

শুকনো পাতা কুড়াতে গেল বুধু। হঠাৎ দেখল সাপ সরে এল। সাপ বাবাজি ধীরে ধীরে চলে গেল। গরুর পাল নিয়ে চলেছে রাখালের দল। হঠাৎ দেখল মৌমাছির দল ধেয়ে আসছে। বুঝল মধু সংগ্রহ চলছে। মৌমাছির ভয়ে সে দৌড় দিল। দৌড়াতে দৌড়াতে এসে পড়ল নদীর ধারে। দেখল জেলেরা মাছ ধরছে। ওকে জেলে ভাই দুটি মাছ দিল। ও বাড়ির পথ ধরল।

- কৃত্যালি - ১/৫

যদি দেখা যায় শিশুর পঠন ক্ষমতা আরও নীচে তবে সহজতর পাঠগুলিকে আরও সহজ করতে হবে। এর মান হবে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির মতো। দুটি বা তিনটি শব্দ নিয়ে বাক্য গঠন হবে। এইভাবে কয়েকটি সহজতর পাঠ তৈরি করতে হবে এবং আরও বেশি পিছিয়ে পড়া শিশুদের মধ্যে প্রয়োগ করতে হবে।

সহজতর পাঠ (প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির উপযোগী)

মধু সংগ্রহ শেষ। ফিরছিল মাধব। তাড়াতাড়ি পা চালাচ্ছে। মাছ কিনে বাড়ি যেতে হবে। জেলে ভাই রামু। তার সঙ্গে দেখা হল। রামুর কাছে মাছ কিনল। চলল বাড়ির দিকে।

- কৃত্যালি - ১/৬

উভয়ক্ষেত্রেই শিক্ষক-শিক্ষিকারা অনুরূপ সহজতর পাঠ তৈরি করবেন এবং মান অনুসারে একে একে পাঠগুলি শিশুদের মধ্যে পাঠ করাবেন। স্ব-পঠনই যে এখানে মূল কথা সেটা সব সময় মনে রাখতে হবে।

কৃত্যালি– ২

বহির্বিদ্যালয় কৃত্যালিঃ

বিদ্যালয়ের আশেপাশে যদি কোনও আদিবাসী এলাকা অথবা বনজীবী মানুষের বাস থেকে থাকে তাহলে তাদের কাছে গিয়ে এবিষয়ে তাদের মতামত গ্রহণ করা যেতে পারে।

প্রশ্নাবলী –

(ক) আপনি কতদিন ধরে এখানে বাস করেন -------

(খ) আগে কি অন্য কোথাও থাকতেন? ------

(গ) কোথায় থাকতেন?

(ঘ) কেন সেখানে থেকে চলে এলেন?

(ঙ) আপনার জীবিকা কী?

(চ) জঙ্গলে বসবাসের কি অভিজ্ঞতা আছে? হ্যাঁ---- না -----

(ছ) আপনি বা আপনারা পূর্বপুরুষেরা কি কখনো জঙ্গলের উপর নির্ভরশীল ছিলেন? হ্যাঁ---- না -----

(জ) জঙ্গলে কি আগের মতো গাছ আছে? নাকি অনেক কমে গেছে?

(ঝ) যদি কমে গিয়ে থাকে তাহলে কেন?

(ঞ) আপনি কি গাছ কেটে ফেলাকে সমর্থন করেন? হ্যাঁ---- না -----

(ট) যদি না হয় তাহলে কেন?

(ঠ) অরণ্য সংরক্ষণ করা উচিত-

আপনার মতের পক্ষে যে কোনও ৩ টি কারণ বলুন-

(১) ------

(২) ------

(৩) ------

কৃত্যালি- ৩

সৃজনমূলক কাজঃ

আদিবাসী সমাজে অরণ্য সংরক্ষণের একটা রীতি এবং সংস্কৃতি আছে। দেবতা জ্ঞানে ওরা জঙ্গলকে রক্ষা করে। অহেতুক তাকে ধ্বংস করে না। ওরা ছোট গাছের বন কেটে বসত গড়ে ঠিকই, কিন্তু জঙ্গলকে নষ্ট করে না। এই কারণেই ওখান থেকে ওরা ক্ষুধা মেটাবার ও জীবনধারন করবার রসদ পায়। এই বিষয় নিয়ে একটা বিতর্ক সভা করা যায়। যেমন –

বিষয়ঃ 'আদিবাসী সম্প্রদায় বনজঙ্গল কেটে শেষ করে দেয়'।

এই বিষয়ের পক্ষে বা বিপক্ষে শিশুদের মতামত দিতে বলা যেতে পারে। দুটি দল তৈরি করে তাদের নিজেদের মধ্যে প্রথমে আলোচনা সুযোগ করে দেবেন। শিক্ষক-শিক্ষিকা ওই দলে গিয়ে প্রয়োজনে আলোচনার জন্য বিভিন্ন সূত্র সরবরাহ করবেন। পরে প্রতিটি দল নিজেদের মধ্যে এক একটি পয়েন্টে ভাগ করে নিয়ে দাঁড়িয়ে উপস্থাপন করবে। শিক্ষক-শিক্ষিকারা বিচারক হিসেবে তাদের বক্তব্য সম্পর্কে মতামত দান করবেন।

একইভাবে পশুপালনকে কেন্দ্র করেও বিতর্ক আনা যেতে পারে। যেমন-

বিষয়ঃ 'আদিবাসী সম্প্রদায় পশুপালনের চেয়ে পশুপাখি শিকার করতে বেশি ভালবাসে'।

একইভাবে এই বিষয়েও তারা চিন্তা করবে ও মতামত প্রকাশ করবে।

- কৃত্যালি- ৩/১

নাটকঃ জঙ্গল আমার মা

[জঙ্গল থেকে মানুষ ও পশুপাখিরা কত রকমের সাহায্য পায় তা নিয়ে এই নাটক, বিষয়বস্তুটি বুঝিয়ে দিয়ে সংলাপ অনেক বেশি বাড়ানো যায়। তবু কিছু সংলাপ করে দেওয়া হল]

চরিত্রঃ– মানুষের দল, ৪ জন ছাগল, গরু ৪ জন, কাঠুরিয়া ৪ জন, পাখি, শিয়াল, খরগোশ ৪-৬ জন, ৫ জন গাছ, (আরও পশুর নাম দেওয়া যায় যেমন বাঘ, হাতি ইত্যাদি)

১ম দৃশ্যঃ– [লা লা লা তালে তালে গাছেদের প্রবেশ]

১ম জনঃ- [ওই তালে তালে প্রবেশ করবে ফুল তুলবে আবার ছন্দে ছন্দে প্রস্থান]

২য় জনঃ– জঙ্গল আমার মা, জঙ্গল আমার মা

১ম গাছঃ– (২) আমার ডালে ফল ফলেছে মজা করে খা

২য় জনঃ- জঙ্গল আমার মা, জঙ্গল আমার মা (গাইতে গাইতে ফল পাড়বে ও প্রস্থান করবে)

৩য় জনঃ- জঙ্গল আমার মা, জঙ্গল আমার মা

২য় জনঃ- আমার দেহের শুকনো ডাল ভেঙে নিয়ে যা (২)

৩য় জনঃ- জঙ্গল আমার মা, জঙ্গল আমার মা, (তালে তালে ডাল ভাঙবে দড়ি দিয়ে বাঁধবে ছন্দে ছন্দে প্রস্থান)

৪র্থ জনঃ– জ্বর সর্দি মাথা ব্যথা কৃমি আমাশা

৩য় জনঃ- শিকড় বাকড় লতা পাতা তুলে নিয়ে খা

পাখির(প্রবেশ)ঃ- কিচির মিচির কা, জঙ্গল আমার মা, জঙ্গল আমার মা

শিয়াল(প্রবেশ)ঃ- হুক্কা হুয়া হুয়া- জঙ্গল আমার মা, জঙ্গল আমার মা

খরগোশ(প্রবেশ)ঃ-কুচ কুচ কুচা- জঙ্গল আমার মা, জঙ্গল আমার মা

বাঘ(প্রবেশ)ঃ– হালুম হুলুম হুম, জঙ্গল আমার মা, জঙ্গল আমার মা

ছাগল(প্রবেশ)ঃ– ভ্যা ভ্যা ভ্যা জঙ্গল আমার মা, জঙ্গল আমার মা

গরু(প্রবেশ)ঃ- হাম্বা হাম্বা হাম্বা জঙ্গল আমার মা জঙ্গল আমার মা

নাটকটি শেষ করে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করবে। জঙ্গলের উপযোগিতা নিয়ে শিশুদের মধ্যে ধারণা গড়ে তুলতে হবে এবং জঙ্গলের প্রতি মমত্ববোধ গড়ে তুলতে হবে শিক্ষককে।

- কৃত্যালি– ৩/২

এই বিষয়ে শিশুপাঠ্য সংগ্রহ করা এবং সেগুলি দলে পড়তে দেওয়া এবং আলোচনা করতে দেওয়া খুব জরুরি। শ্রেণিকক্ষে বা বিদ্যালয়ে এমন কোনও গ্রন্থাগার তৈরি করতে পারলে ভাল হয়। শিশুরা সপ্তাহে দু-একটা পিরিয়ডে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের বিভিন্ন বই দেখবে, পড়বে বা পড়ে শোনাবে বন্ধুদের। প্রয়োজনে কোনও কোনও শিশু ওই বইগুলি বাড়িতে পড়ার জন্যও নিয়ে যেতে পারে।

কৃত্যালি- ৪

দৃশ্য-শ্রাব্য কৃত্যালিঃ

অরণ্য যখন মানুষের বাঁচার অবলম্বন হয়ে ওঠে তখন তাকে বাঁচাবার দায়িত্বও মানুষ তুলে নেয়। অরণ্য সংরক্ষণে রাজস্থানের আদিবাসী বিশনয়দের ভূমিকা ইউটিউব থেকে নিয়ে দেখানো যেতে পারে। পশ্চিমবঙ্গের জঙ্গলে বিভিন্ন গ্রামের মানুষের পাশুপালন ও সামগ্রী সংগ্রহের ছবি ডাউনলোড করে দেখানো যেতে পারে। পশুপালন থেকে কীভাবে মানুষ তার বেঁচে থাকার রসদ জোগাড় করে তা শিশুদের সঙ্গে আলোচনা করা যেতে পারে।

উপভাবমূলঃ আদিবাসী সমাজের লোককথা ও লোকশিল্প।

কৃত্যালি- ৫

এবিষয়ে শিশুদের সাহায্যে মানস মানচিত্র তৈরি করে একটি সম্ভাব্য শব্দজাল নির্মাণ করে নিতে হবে। এখানে সম্ভাব্য শব্দের তালিকা দেওয়া হল;

শব্দজালঃ

লোকগাথা, লোকগান, নাচ, ছৌনাচ, ভাটিয়ালি, মাঘ সিয়ানের গান, টুসু উৎসব, ঝুমুর নাচ, বাউল গান, গম্ভীরা, কীর্তন, লোকনৃত্য, মাদল, শিঙা, ঢোল, মোহনবংশী, দোতারা, একতারা, ঝুমুর, খোল, করতাল, মৃদঙ্গ, ডুগডুগি, মুখোশ।

- কৃত্যালি- ৫/১

যে শিশুরা ভালভাবে পড়তে পারে না তাদের জন্য এক একটি উপভাবমূলকে কেন্দ্র করে ছোট ছোট সহজ পাঠ দিতে হবে। সেখানে শব্দজাল তৈরির সময় উপরের উল্লিখিত শব্দ ও শব্দগুচ্ছকে যতটা সম্ভব ব্যবহার করতে হবে। পাঠটি হবে চতুর্থ শ্রেণির উপযোগী। বাক্যে চার-পাঁচটির বেশি শব্দ থাকবে না। একটি উদাহরণ দেওয়া হল;

সহজ পাঠঃ

গান গায় মেয়ে বউরা। সঙ্গে নাচও করে। বাবানের মা গান করে। বাবানের খুব ভাল লাগে, ফসল ভাল হওয়ার জন্য মেঘের কাছে তারা প্রার্থনা করে। গেল বছর ভাল বৃষ্টি হয়নি। পাড়ার মেয়ে বৌ-এর দল কুলো নিয়ে গোটা গ্রাম ঘুরে এল। তারপর উঠানে দিল জল। কেউ ব্যাঙের বিয়ে দিল। তারপর কেউ গেয়ে উঠল। কেউ গাইল "শাক ধুই ধুই ফেলা পানি রে", কেউ বলে "আল্লা মেঘ দে পানি দে", বাবান বোঝে কোন কোন সম্প্রদায়ের গান ওগুলো আর বোঝে গানগুলি প্রকৃতিকে বাঁচাতেই।

- কৃত্যালি- ৫/২

যে শিশুরা ভালভাবে পড়তে পারে না তাদের জন্য এক একটি উপভাবমূলকে কেন্দ্র করে ছোট ছোট সহজ পাঠ দিতে হবে। সেখানে শব্দজাল তৈরির সময় উপরের উল্লিখিত শব্দ ও শব্দগুচ্ছকে যতটা সম্ভব ব্যবহার করতে হবে। পাঠটি হবে তৃতীয় শ্রেণির উপযোগী। বাক্যে চার-পাঁচটির বেশি শব্দ থাকবে না। একটি উদাহরণ দেওয়া হল;

সহজতর পাঠ (তৃতীয় শ্রেণির উপযোগী)

ছৌনাচ হবে। সুন্দর সুন্দর মুখোশ তৈরি হয়েছে। ঝলমলে রাংতা দিয়ে তৈরি হচ্ছে। মহিষাসুরমর্দিনী হবে। কেউ গণেশ, কেউ কার্তিকের মুখোশ পড়েছে। দিন কুড়ি আগে থেকে ছৌনাচের প্রস্তুতি চলছে। মেলাও বসেছে। সেখানে ছোটো ছোটো মুখোশও বিক্রি হচ্ছে। সিংহের মুখোশ পড়ে গদাইকে বেশ লাগছে। লাফ ঝাফ দিয়ে নাচ শুরু হল। হঠাৎ করে সিংহের লেজ খসে গেল। হো হো করে সবাই হেসে উঠল।

- কৃত্যালি- ৫/৩

যদি দেখা যায় শিশুর পঠন ক্ষমতা আরও নীচে, তবে মানস মানচিত্র থেকে উঠে আসা শিশুর জানা অজানা শব্দগুলিকে বড় কার্ডবোর্ডে সাটিয়ে দিতে হবে এবং ওই শিশুকে বা শিশুদের দলটিকে বিশেষ নজর দিয়ে শব্দ উচ্চারণে অভ্যস্ত

করাতে হবে। এক্ষেত্রে যুক্তবর্ণের শব্দগুলিকে আলাদা চার্টে ধরতে হবে। যুক্তবর্ণে কোন কোন বর্ণ আছে তা ভেঙে দেখিয়ে দিতে হবে। সাথে সাথে শিক্ষক-শিক্ষিকাদেরকে প্রাসঙ্গিকভাবে শব্দ বা শব্দের অর্থ সরাসরি না বলে দিয়ে আরও একবার প্রাসঙ্গিক পরিস্থিতি অনুযায়ী উদাহরণ দিয়ে তাদের মধ্যে সংশ্লিষ্ট শব্দের বোধ গড়ে তুলতে হবে এবং শিশুরা যাতে নিজের চেষ্টায় অর্থোদ্ধারের আনন্দ পায় তার ব্যবস্থা করার জন্য শিক্ষক-শিক্ষিকাদের যথেষ্ট ধৈর্যশীল হতে হবে।

- কৃত্যালি- ৫/৪

দু-একদিনের মধ্যে শব্দগুলি রপ্ত হলে তাদের কয়েকটি সহজতর পাঠ দিতে হবে। তার মান হবে তৃতীয় শ্রেণির শেষের দিকের পাঠের মতো। তিন-চারটি শব্দ সম্মলিত বাক্য হবে। চর্চিত শব্দ বা শব্দগুলিকেও সেখানে প্রয়োগ করতে হবে।

- কৃত্যালি- ৫/৫

যদি দেখা যায় শিশুর পঠন ক্ষমতা আরও নীচে তবে সহজতর পাঠগুলিকে আরও সহজ করতে হবে। এর মান হবে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির মতো। দুটি বা তিনটি শব্দ নিয়ে বাক্য গঠন হবে। এইভাবে কয়েকটি সহজতর পাঠ তৈরি করতে হবে এবং আরও বেশি পিছিয়ে পড়া শিশুদের মধ্যে প্রয়োগ করতে হবে।

সহজতর পাঠ (প্রথম বা দ্বিতীয় শ্রেণির উপযোগী)

টুসু পুজোর গান করছে অনেকে। খুব ভাল লাগছে শুনতে। এই গান মানুষের মনের গান। বিনি বুঝতে পারে। ভাগ্যিস সে বীরভূমে এসেছিল। না হলে বিনি বুঝতে পারত না। টুসু গানে গল্প আছে। দিদি বুঝিয়ে দিল। বেশ লাগল রিনির।

- কৃত্যালি- ৫/৬

শিক্ষক-শিক্ষিকারা উভয়ক্ষেত্রেই অনুরূপ সহজতর পাঠ তৈরি করবেন এবং মান অনুসারে একে একে পাঠগুলি শিশুদের মধ্যে পাঠ করাবেন। স্ব-পঠনই যে এখানে মূল কথা সেটা সব সময় মনে রাখতে হবে।

কৃত্যালি– ৬

বহির্বিদ্যালয় কৃত্যালিঃ

আদিবাসী সংস্কৃতি, লোকসংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাবোধ এবং গৌরববোধ গড়ে তোলার জন্য কয়েকটি কৃত্যালি নেওয়া যেতে পারে।

(ক) ছাত্রছাত্রীরা তাদের পাড়ার আশেপাশের অঞ্চল থেকে বয়ঃজ্যেষ্ঠ মানুষের কাছে থেকে এই জাতীয় গল্প কাহিনী সংগ্রহ করবে। পরে শ্রেণিকক্ষে ফিরে শিক্ষক-শিক্ষিকার তত্ত্বাবধানে সংগৃহীত গল্প কাহিনীর আদানপ্রদান করবে। কোনও এলাকায় যদি তাদের নিজস্ব কোনও গল্প কাহিনী থাকে তাহলে তাও সংগ্রহের চেষ্টা করতে হবে। অনেক সময় আদিবাসী সমাজে এধরনের নানা কাহিনীর গান পাওয়া যায়। সেই সমস্ত গান সংগ্রহ করবে এবং সম্ভব হলে টেপ রেকর্ডারে রেকর্ড করে নিয়ে আসবে। শিক্ষক-শিক্ষিকার তত্ত্বাবধানে তারা ওই গানের চর্চা করবে। পরে বিদ্যালয়ের কোনও অনুষ্ঠানে তা তারা পরিবেশন করবে।

খ) আদিবাসী নাচ ওদের সংস্কৃতির একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে রয়েছে। যদি সম্ভব হয় তাহলে ছাত্রছাত্রীরা সেই নাচ ও শিখতে পারে। এরজন্য শিক্ষক-শিক্ষিকারা আদিবাসী পাড়ায় গিয়ে আগে তাদের অনুমতি নিতে আসবে। পরে তারা নির্ধারিত দিনে ছাত্রছাত্রীদের সেখানে নিয়ে যাবে। আদিবাসী পাড়ায় ছাত্রছাত্রীরা সরাসরি ওদের কাছ থেকে নাচ শিখতে পারে। বিদ্যালয়ে ফিরে নাচের ও গানের চর্চার মাধ্যমে আদিবাসীদের সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করবে। তাছাড়া, এই সমস্ত গান ও নাচের মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীরা আদিবাসীদের আচার-অনুষ্ঠান নিয়মকানুন সম্পর্কে অবহিত হতে পারবে। বর্তমানে আদিবাসী ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে তাদের সংস্কৃতি নিয়ে কখনও কখনও কিছুটা হীনমন্যতা দেখা যায়। যেহেতু তাদের সংস্কৃতি আচার বাকিদের থেকে ভিন্ন, তাই যদি বিদ্যালয়ের বাকি ছাত্রছাত্রীরা ওদের নাচ, গান, গল্প-কাহিনী নিয়ে চর্চা করে তা হলে বিদ্যালয়ে আদিবাসী ছাত্রছাত্রীদেরও নিজেদের সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধা ও গৌরববোধ গড়ে উঠবে। সেই সঙ্গে অনাদিবাসী শিশুরাও

আদিবাসী সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে উঠবে।

কৃত্যালি– ৭

সৃজনমূলক কাজঃ

ছবি আঁকা নিয়েঃ আদিবাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে যে ধরনের ছবি আঁকার রীতি চালু রয়েছে, তার নমুনা নিয়ে এসে শিক্ষার্থীদেরকে তা আঁকতে দেওয়া যেতে পারে। ওই অঙ্কনকে অনুকরণ করে শিশুরাও নতুন নতুন প্যাটার্ন তৈরি করতে চেষ্টা করবে।

- কৃত্যালি– ৭/১

এলাকায় আদিবাসী নৃত্যের অনুষ্ঠান করা যেতে পারে। প্রয়োজনে আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষজনকে বিদ্যালয়ে ডেকে এনে ওই নৃত্য এবং গানের অনুষ্ঠান করা যায়।

- কৃত্যালি- ৭/২

এই বিষয়ে শিশুপাঠ্য সংগ্রহ করা এবং সেগুলি দলে পড়তে দেওয়া এবং আলোচনা করতে দেওয়া খুব জরুরি। শ্রেণিকক্ষে বা বিদ্যালয়ে এমন কোনও গ্রন্থাগার তৈরি করতে পারলে ভাল হয়। শিশুরা সপ্তাহে দু-একটা পিরিয়ডে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের বিভিন্ন বই দেখবে, পড়বে বা পড়ে শোনাবে বন্ধুদের। প্রয়োজনে কোনও কোনও শিশু ওই বইগুলি বাড়িতে পড়ার জন্যও নিয়ে যেতে পারে।

কৃত্যালি- ৮

দৃশ্য-শ্রাব্য কৃত্যালিঃ

আমাদের রাজ্যের পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং জেলার নানা আদিবাসীদের মধ্যে ছড়িয়ে রয়েছে নানা লোককথা। ইউটিউবে তার নানা নিদর্শন রয়েছে। ভাদুগানকে ঘিরে রয়েছে লোককথা। এরকম আরও নানা লোককথা। শিশুদের তা দেখানো যেতে পারে। এলাকার কোনও বয়স্ক মানুষের কাছ থেকে এলাকার লোকগল্প রেকর্ড করে আনা যেতে পারে। সেগুলি দিয়ে নতুন দৃশ্য-শ্রাব্য ক্লীপ তৈরি করতে পারেন।

উপভাবমূলঃ সব শিশুর জন্য চাই শিক্ষা, বিশেষত জীবনের প্রাসঙ্গিক শিক্ষা ও বিদ্যালয়ের বাইরের শিক্ষা।

কৃত্যালি- ৯

এবিষয়ে শিশুদের সাহায্যে মানস মানচিত্র তৈরি করে একটি সম্ভাব্য শব্দজাল নির্মাণ করে নিতে হবে। এখানে সম্ভাব্য শব্দের তালিকা দেওয়া হল;

শব্দজালঃ

লেখাপড়া, পড়ার আনন্দ, যুক্তিবোধ, কুসংস্কার মুক্ত, সবার জন্য লেখাপড়া, আত্মবিশ্বাস, অশিক্ষা, আগ্রহ, বিদ্যালয়, নিয়মিত হাজিরা, অন্ধবিশ্বাস থেকে মুক্তি, পরিবেশ রক্ষার শিক্ষা, জনস্বাস্থ্যের শিক্ষা, পরিচ্ছন্নতার শিক্ষা, নিজেকে প্রকাশ করার শিক্ষা, সহযোগিতার শিক্ষা।

- কৃত্যালি- ৯/১

যে শিশুরা ভালভাবে পড়তে পারে না তাদের জন্য এক একটি উপভাবমূলকে কেন্দ্র করে ছোট ছোট সহজ পাঠ দিতে হবে। সেখানে শব্দজাল তৈরির সময় উপরের উল্লিখিত শব্দ ও শব্দগুচ্ছকে যতটা সম্ভব ব্যবহার করতে হবে। পাঠটি হবে চতুর্থ শ্রেণির উপযোগী। বাক্যে চার-পাঁচটির বেশি শব্দ থাকবে না। একটি উদাহরণ দেওয়া হল;

সহজ পাঠঃ

বিরসা মুন্ডার মামা থাকতেন আয়ুভাতু গ্রামে। তারা কিছুটা সচ্ছল ছিলেন। তাই বিরসাকে সেখানে পাঠানো হয়। মামাবাড়ির কাছে সাল্লতে একটি বুনিয়াদি স্কুল ছিল। সেখানে বিরসাকে ভর্তি করা হয়। বিরসা স্কুলে যেত। তবে ছাগল নিয়ে। তাই তারা তাকে ভর্তি করেন এক মিশনে। সে ওখানে মাঝে মাঝে অজ্ঞান হয়ে যেত। তখন তার মাসি বিরসাকে নিজের কাছে আনেন। আর ভর্তি করেন এক মিশনে। এখান থেকে বিরসা লোয়ার প্রাইমারি পাশ করেন। আরও পড়তে চান চাইবাসায় পাঠানো হয়। মায়ের আপত্তি থাকলেও বিরসার আগ্রহ জয়ী হয়। চাইবাসায় লেখাপড়া করে আত্মবিশ্বাসী হয়ে ওঠে বিরসা। শুরু হয় পথ চলা। সমাজকে অত্যাচার ও কুসংস্কার থেকে মুক্ত করার ইচ্ছা হল তার।

- কৃত্যালি- ৯/২

অনুরূপভাবে আরও কয়েকটি সহজ পাঠ তৈরি করে বড় বড় হরফে "পঠন-কার্ড" তৈরি করতে হবে। ওই অংশগুলি তৃতীয় শ্রেণির পঠনোপযোগী হবে। উপরের কৃত্যালির মতই তা ব্যবহার করতে হবে।

- কৃত্যালি- ৯/৩

যদি দেখা যায় শিশুর পঠন ক্ষমতা আরও নীচে, তবে মানস মানচিত্র থেকে উঠে আসা শিশুর জানা অজানা শব্দগুলিকে বড় কার্ডবোর্ডে সাটিয়ে দিতে হবে এবং ওই শিশুকে বা শিশুদের দলটিকে বিশেষ নজর দিয়ে শব্দ উচ্চারণে অভ্যস্ত করাতে হবে। এক্ষেত্রে যুক্তবর্ণের শব্দগুলিকে আলাদা চার্টে ধরতে হবে। যুক্তবর্ণে কোন কোন বর্ণ আছে তা ভেঙে দেখিয়ে দিতে হবে। সাথে সাথে শিক্ষক-শিক্ষিকাদেরকে প্রাসঙ্গিকভাবে শব্দ বা শব্দের অর্থ সরাসরি না বলে দিয়ে আরও একবার প্রাসঙ্গিক পরিস্থিতি অনুযায়ী উদাহরণ দিয়ে তাদের মধ্যে সংশ্লিষ্ট শব্দের বোধ গড়ে তুলতে হবে। শিশুরা যাতে নিজের চেষ্টায় অর্থোদ্ধারের আনন্দ পায় তার ব্যবস্থা করার জন্য শিক্ষক-শিক্ষিকাদের যথেষ্ট ধৈর্যশীল হতে হবে।

- কৃত্যালি- ৯/৪

দু-একদিনের মধ্যে শব্দগুলি রপ্ত হলে তাদের কয়েকটি সহজতর পাঠ দিতে হবে। তার মান হবে তৃতীয় শ্রেণির শুরুর দিকে যেমন মান থাকে সেই রকম। বাক্য হবে চার-পাঁচটি শব্দ সম্বলিত। চর্চিত শব্দ ও শব্দগুচ্ছকে সেখানে প্রয়োগ করতে হবে। একটি উদাহরণ দেওয়া হল;

সহজতর পাঠ (তৃতীয় শ্রেণির উপযোগী)

লেখাপড়া শুরু গ্রামেগঞ্জে। সকলকে যেতে হবে পড়তে। খেলা ছেড়ে ইস্কুল যেতে চাইত না সুবল। মন থাকত খেলার মাঠে। কিন্তু ওকে যেতেই হত। লেখাপড়া শুরু হল। মনীষীদের জীবন কাহিনী শুনল। পড়লে মায়ের কষ্ট কমাতে পারবে সে। লোকের মধ্যে যুক্তিবোধ গড়ে তুলবে। কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাস দূর করবে।

- কৃত্যালি- ৯/৫

যদি দেখা যায় শিশুর পঠন ক্ষমতা আরও নীচে তবে সহজতর পাঠগুলিকে আরও সহজ করতে হবে। এর মান হবে প্রথম বা দ্বিতীয় শ্রেণির মতো। দুটি বা তিনটি শব্দ নিয়ে বাক্য গঠন হবে। এইভাবে কয়েকটি সহজতর পাঠ তৈরি করতে হবে এবং আরও বেশি পিছিয়ে পড়া শিশুদের মধ্যে প্রয়োগ করতে হবে।

সহজতর পাঠ (প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির উপযোগী)

লেখাপড়া সবার করা উচিত। পড়াশুনো করলে মানুষ জানতে পারে। সে অন্যের কথায় চালিত হয় না। কত মনীষীর কথা জানতে পারে। সংস্কার ত্যাগ করতে পারে। পরিবেশকে রক্ষা করতে পারে। নতুন মানুষে পরিণত হয়।

- কৃত্যালি- ৯/৬

শিক্ষক-শিক্ষিকারা উভয়ক্ষেত্রেই অনুরূপ সহজতর পাঠ তৈরি করবেন এবং মান অনুসারে একে একে পাঠগুলি শিশুদের মধ্যে পাঠ করাবেন। স্ব-পঠনই যে এখানে মূল কথা সেটা সব সময় মনে রাখতে হবে।

কৃত্যালি- ১০

বহির্বিদ্যালয় কৃত্যালিঃ

'সব শিশুর জন্য শিক্ষা চাই'– এই ধারণাটি বোঝাতে বিভিন্ন কৃত্যালি গ্রহণ করা যায়।

শিক্ষার গুরুত্ব বোঝাবার জন্য প্রথমত একটি সচেতনতা র্যালি করা যেতে পারে। ছাত্রছাত্রীদের নিজেদের হাতে তৈরি ছোট বড় প্ল্যাকার্ড-ফেস্টুন নিয়ে ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষক-শিক্ষিকারা মিলে গ্রাম প্রদক্ষিণ করতে পারে। মাইকে স্লোগান (সচেতনতা বিষয়ক) দিতে দিতে মিছিল করে গোটা গ্রামে ঘুরতে পারে।

- কৃত্যালি- ১০/১

একটি সমীক্ষা করাও যেতে পারে। ছাত্রছাত্রীরা চার-পাঁচটি দলে ভাগ হয়ে সমীক্ষাপত্র নিয়ে গ্রামের বাড়ি বাড়ি গিয়ে তথ্য সংগ্রহ করবে। পরে সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে শিক্ষক-শিক্ষিকার সঙ্গে বসে রিপোর্ট তৈরি করবে। বিবরণ থেকে সেই গ্রামের শিক্ষার হার, শিক্ষার ক্ষেত্রে সুবিধা অসুবিধা ইত্যাদি বিষয় উঠে আসবে। পরে শিক্ষার হার বাড়ানোর জন্য এবং অসুবিধা দূর করার জন্য বিদ্যালয় থেকে বিভিন্ন প্রকল্প নেওয়া যেতে পারে।

নমুনা সমীক্ষাপত্রঃ

(ক) গৃহকর্তার নাম- ----------, বয়স- -------, শিক্ষাগত যোগ্যতা- ----------

(খ) পরিবারের সদস্য সংখ্যা ----------

(গ) সদস্যদের বয়স-

গৃহকর্তী- ----------, পুত্র- -------, পুত্রবধূ- ----------, কন্যা- ----------, অন্যরা- ----------

(১)--------, (২)-------, (৩)-------, (৪)---------

(ঘ) শিক্ষাগত যোগ্যতা

ছেলে- ------, মেয়ে- ----------, গৃহকর্তী- ----------, অন্যরা- ----------

(ঘ) পরিবারের যে সদস্যরা শিক্ষাগ্রহণ করতে পারেননি তাদের নাম ----------

(ঙ) কেন করতে পারেননি তার কারণ (দু-এক কথায় লেখ)

(১) ----------

(২) ----------

(৩) ----------

(৪) ----------

কৃত্যালি– ১১

সৃজনমূলক কাজঃ

স্লোগান ও প্ল্যাকার্ড তৈরিঃ শিক্ষার প্রসারের জন্য সচেতনতা গড়তে শিশুরা শ্রেণিকক্ষে নানান স্লোগান তৈরি করতে পারে এবং রং-তুলি দিয়ে পোষ্টার বানাতে পারে। স্লোগানগুলি যাতে ছড়ার মতন শোনায় তারজন্য শিশুদেরকে অন্তমিলের শব্দ যোগান দিতে হবে। যাতে তাদেরকে দিয়েই স্লোগান তৈরি করানো যায়।

- কৃত্যালি– ১১/১

বিষয়টি নিয়ে একটি নাটিকা উপস্থাপন করা যায়।

নাটিকাঃ শিক্ষার আলো

এখানে চরিত্র হিসাবে গ্রামবাসী ও মহিলারা থাকবেন। একজন শিক্ষক থাকবেন।

শিক্ষক গ্রামে কোনও এলাকায় একটি মিটিং বসাবেন। গ্রামবাসী ও মহিলারা তাদের নিজেদের বিভিন্ন সমস্যার কথা বলবেন। কেন তারা তাদের শিশুদের বিদ্যালয়ে পাঠাচ্ছেন না তার কারণ দেখাবেন। শিক্ষক মহাশয় বোঝানোর চেষ্টা করবেন, কেন শিক্ষার দরকার। শুধু চাকরি করার জন্য নয়। শিক্ষা থাকলে আত্মবিশ্বাসী হওয়া যায়, যে কোনও কাজই সাফল্যের সাথে করা যায়, তা বোঝানো চেষ্টা করবেন। শিক্ষক ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ও শুভদিকগুলি বুঝিয়ে বলবেন। তারপর তাদের নিজেদের মতো সংলাপ তৈরি করতে বলবেন ও অভিনয় করতে বলবেন। নাটকের শেষে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতে বসবে।

- কৃত্যালি- ১১/২

এই বিষয়ে শিশুপাঠ্য সংগ্রহ করা ও সেগুলি দলে পড়তে দেওয়া এবং আলোচনা করতে দেওয়া খুবই জরুরি। শ্রেণিকক্ষে বা বিদ্যালয়ে এমন কোনও গ্রন্থাগার তৈরি করতে পারলে ভাল হয়। শিশুরা সপ্তাহে দু-একটা পিরিয়ডে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের বিভিন্ন বই দেখবে, পড়বে বা বন্ধুদের পড়ে শোনাবে। প্রয়োজনে কোনও কোনও শিশু ওই বইগুলি বাড়িতে পড়ার জন্যও নিয়ে যেতে পারে।

কৃত্যালি– ১২

দৃশ্য-শ্রাব্য কৃত্যালিঃ

সমাজে অশিক্ষার জন্য রয়েছে নানান কুসংস্কার। তার ফলে প্রাণ যায় গরিব মানুষের। গ্রহণের সময় কুসংস্কার এমনকি ডাইনি সন্দেহে মানুষ মারার মতো ঘটনা কিংবা করোনা দূর করার জন্য গরুর রেচন পদার্থ খাওয়ার ঘটনার ছবি ইউটিউব থেকে ডাউনলোড করে দেখিয়ে যুক্তি দিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে। যুক্তিগ্রাহ্য নানা ছবি প্রয়োজনে ডাউনলোড করে দেখানো যেতে পারে। পরে শিশুরা এনিয়ে আলোচনা করবে এবং কুসংস্কার দূরীকরণে যে শিক্ষার ভূমিকা অপরিসীম তাদের মধ্যে সেই ধারণা গড়ে তুলবে।

কৃত্যালি- ১৩

মূল পাঠ্যাংশের কাজঃ

এরপর শিক্ষক-শিক্ষিকারা মূল পাঠ্যাংশের প্রধান প্রধান শব্দ ও শব্দগুচ্ছগুলিকে চার্টের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের উচ্চারণ করতে দেবেন এবং প্রতিটি শব্দ নিয়ে উদাহরণ দিয়ে তাদের অর্থোদ্ধারে সাহায্য করবেন।

শব্দগুচ্ছ-

হাতিঘর, পূর্বপুরুষ, আদিবাসী, শাল গেড়িয়া, আদিপুরুষ, বনাবন, দনাদন, গুনগুন, খটাখট, শূরবী, রাজ্যপাট, উলুগুলান, সাঁওতাল, পোড়ামাটি, মঙ্গলমুণ্ডা, রোহিণী গ্রাম, ডুলং নদী, কুড়িয়ে নেয়, টোকো আম, জ্বলজ্বল, লোধা, ভজন ভুক্তা, সোনার রেণু, জ্বালাই, গর্জন, মেটে আলু, পাঠশালা, শিক্ষা, গেরুয়া, আকাশছোঁয়া, গ্রামদেবতা, স্রোত, দরংগোড়া, গুপ্তমণি, ছাগল চরায়, সুবর্ণরেখা।

- কৃত্যালি নং- ১৩/১

এবার শিক্ষক-শিক্ষিকারা গল্পটিকে সহজ ও সংক্ষিপ্ত করে তৈরি করে শিক্ষার্থীদের পড়তে দেবেন।

গদ্যাংশটি সংক্ষেপে। সংক্ষিপ্তসারঃ

গ্রামে হাতি নেই , তবুও এর নাম হাতিঘর। গ্রামের জমিদার মোতিবাবুর পূর্বপুরুষেরা যখন ছিল তখন হাতি ছিল। ওদের সময় হাতিশালাটি ছিল পাথরের। ওটা এখনও আছে তবে এখন সেখানে অবশ্য ধান রাখা হয়। এতোয়ার দাদু বলছেন যে, এই গ্রামটি ছিল আদিবাসীদের গ্রাম। নাম ছিল শালবেড়িয়া। সাবু আর শাল গাছের পাঁচিল যেন পাহারা দিত গ্রামকে। বড়লোকেরা এল গ্রামের নাম গেল পাল্টে। এই খবরে এতোয়া খুব কষ্ট পেল। প্রশ্ন করল, 'আদিবাসীরা কেন কিছু বলল না?'

গ্রামের আদিবাসীরা লেখাপড়া জানত না, ভয় পেত। তারা প্রতিবাদ করবে কী করে। দাদুকে এতোয়া প্রশ্ন করল, কবে তারা নিজেদের গ্রাম ছেড়ে এলেন। দাদু চাঁদের হিসেব দিলেন। তাদের পূর্বপুরুষেরা সাহেবদের সঙ্গে যুদ্ধ করল। সিধু-কানুও কী ভয়ানক যুদ্ধ করল। কিন্তু হেরে গেল। ক'বছর বাদে বিরসা মুণ্ডা, মুণ্ডাদের নিয়ে সাহেবদের উৎখাত করার চেষ্টা করল। আবার হেরে গেল। এরপর গ্রাম ছেড়ে সুবর্ণনদী পার হয়ে ডুলং-এর কাছে এল। বনের আদিবাসী হল লোধা।

বন কাটা হল, ওদের জীবনযাত্রা শুরু হল। মাটি যেন হেসে উঠল। কিন্তু লেখাপড়া জানত না বলে বড়লোকেরা গ্রামের নাম হাতিঘর রাখলে আদিবাসীরা কিছু বলতে পারেনি।

এতোয়া কী বলবে ভেবে পায় না। রোজ সে যখন বাবুর বাড়িতে কাজে যায়। পাঠশালায় সাঁওতাল মাষ্টার পড়ান। এতোয়া শোনে।

হাতিঘর কলকাতা থেকে বেশ কাছে। কলকাতা থেকে খড়গপুরের বাসে উঠে নেমে পড়তে হয়। গুপ্তমণির মন্দিরের সামনে। বড়াম মা দেবী। যিনি সবাইকে রক্ষা করেন। যাওয়া-আসার পথে অনেকেই প্রণামী দেয় এখানে। গুপ্তমণি থেকে রোহিণী যাওয়ার বাস না পেলে দক্ষিণ-পশ্চিমে আট মাইল হাঁটতে হয়। হাঁটতে হাঁটতে পেরোতে হবে ছোট নদী। তারপর রোহিণী গ্রাম। নদী ডুলং কিন্তু নেচে নেচে চলেছে। আদিবাসীরা একে বলে দরংগাড়া। তারপরই আসবে আকাশছোঁয়া শাল, অর্জুন গাছ। এরপর পৌঁছে যাওয়া যাবে এতোয়াদের গ্রাম হাতিঘরে।

ডুলং নদী চলতে চলতে মিশছে সুবর্ণরেখা নদীর সঙ্গে। দেখতে যেন গেরুয়া রঙের সমুদ্দুর। এতোয়া কতদিন ওর প্রিয় মোষের পিঠে চেপে চলে যায়। এতোয়া নাম রাখা হয়েছে রবিবার জন্মেছে বলে। সোমে জন্মালে সোমাই। আদিবাসীরা তাদের শিশুদের নাম জন্মবারের সঙ্গে মিলিয়ে রাখে। এতোয়ার নামটি দিয়েছে ওর ঠাকুরদাদা মঙ্গল মুণ্ডা। এরাজ্যে মুণ্ডা, সাঁওতাল. লোধা সবাই নিজেদের ভাষাতেও কথা বলে।

- কৃত্যালি- ১৩/২

এরপর শিশুরা সহজভাবে সংক্ষিপ্তসারটি পড়তে পারলে শিক্ষক-শিক্ষিকারা মূল পাঠ্যটি পাঠ করাবেন। স্ব-পঠনের মাধ্যমে যাতে তারা গল্পটি অনুধাবন করতে পারে তার চেষ্টা করা হবে। পরে বাকি দিনগুলিতে 'হাতে-কলমে' অংশটি করাবেন।

(৩)
পাহাড়িয়া বর্ষার সুরে

উত্তরবঙ্গের লোকগান ও লোককথা নিয়ে এই পাঠ্যাংশটি প্রাত্যহিক জীবনের অংশ হয়ে থাকে এই লোকগান আর নাচ। প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল জীবন বলে প্রকৃতিই এখানে উত্তরবঙ্গের আদি জনগোষ্ঠীর কাছে ঈশ্বরের মতো। পাহাড় বনজঙ্গলের স্বাভাবিক অবস্থানের সঙ্গে তারা সহজেই নিজেদেরকে খাপ খাইয়ে নিতে পেরেছেন। সরল জীবনের ধারায় গানের বাণীও হয়ে পড়েছে সরল। অন্যদিকে নানান লোকগল্প ও লোককথা তাদের জীবনযাপনের ধারা আর সহজাত বিশ্বাস ও মূল্যবোধ থেকে উঠে এসেছে। এগুলি মাথায় রেখে আমরা দুটি উপভাবমূলের কথা ভাবতে পারি।

উপভাবমূলঃ

(ক) উত্তরবঙ্গের লোকগান, লোককথা ও লোকসংস্কৃতির মাধ্যমে জনগোষ্ঠীর জীবনবোধ ও প্রকৃতি নির্ভর সরল জীবনযাত্রা ও ঐক্যবদ্ধ সমাজ চেতনা।

(খ) উত্তরবঙ্গের লোকগল্প ও লোককথায় নানান লৌকিক বিশ্বাস ও মূল্যবোধ, যা শৈশব থেকেই একজন মানুষের সামাজিক চেতনা, পরিবেশ চেতনা এবং ব্যক্তিগত বিচারবোধ গড়ে তোলে।

উপভাবমূলঃ উত্তরবঙ্গের লোকগানের মাধ্যমে জনগোষ্ঠীর জীবনবোধ ও প্রকৃতি নির্ভর সরল জীবনযাত্রা ও ঐক্যবদ্ধ সমাজ চেতনা।

কৃত্যালি- ১

এবিষয়ে শিশুদের সাহায্যে মানস মানচিত্র তৈরি করে একটি সম্ভাব্য শব্দজাল নির্মাণ করে নিতে হবে। এখানে সম্ভাব্য শব্দের তালিকা দেওয়া হল;

শব্দজালঃ

জনগোষ্ঠী, সমাজ, মিলেমিশে থাকা, প্রকৃতিকে ভালবাসা, প্রকৃতি নির্ভর জীবন, পাহাড়, আনন্দ, দারিদ্র, ট্যুরিস্ট, সেবা, প্রতিবেশী, স্কোয়াস, কমলালেবু।

- কৃত্যালি- ১/১

যে শিশুরা ভালভাবে পড়তে পারে না, তাদের জন্য এক একটি উপভাবমূলকে কেন্দ্র করে ছোট ছোট সহজ পাঠ দিতে

হবে। সেখানে শব্দজাল তৈরির সময় উপরের উল্লিখিত শব্দ ও শব্দগুচ্ছকে যতটা সম্ভব ব্যবহার করতে হবে। পাঠটি হবে চতুর্থ শ্রেণির উপযোগী। বাক্যে চার-পাঁচটির বেশি শব্দ থাকবে না। একটি উদাহরণ দেওয়া হল;

সহজ পাঠঃ

চাষ আবাদ করে সংসার চালায় বধুয়া। গ্রামে আরও দশটি পরিবারের বাস। ঘরের পাশের জমিতে কমলালেবু, স্কোয়াস ইত্যাদি সবজির চাষ করে। গ্রামের কেউ কেউ যায় নীচের চা বাগানে। বধুয়া ট্যুরিস্টদের গাইডের কাজ করে। একটু দূরে গাড়ি বুকিংয়ের জায়গা। বধুয়া ট্যুরিস্ট গাড়িতে নিয়ে যায়। ঠান্ডায় বেশি যাত্রী আসে না। তাই গরম আর শরতে কাজ বেশি। বধুয়ার বড় মেয়ে উল বোনে। টুপি, মাফলার বোনে। বিক্রি করে পয়সা পায়। বধুয়ার গিন্নি চা, অমলেট, ম্যাগি বানায় যাত্রীদের জন্যে। সন্ধ্যা নামলেই ঘরে। কখনও প্রতিবেশীরা মিলে গান করে। তাদের নাচও হয় মাঝে মাঝে। মিলেমিশে থাকে।

- কৃত্যালি- ১/২

অনুরূপভাবে আরও কয়েকটি সহজ পাঠ তৈরি করে বড় বড় হরফে "পঠন কার্ড" তৈরি করতে হবে। ওই অংশগুলি তৃতীয় শ্রেণির পঠনোপযোগী হবে। উপরের কৃত্যালির মতই তা ব্যবহার করতে হবে।

- কৃত্যালি- ১/৩

যদি দেখা যায় শিশুর পঠন ক্ষমতা আরও নীচে, তবে মানস মানচিত্র থেকে উঠে আসা শিশুর জানা অজানা শব্দগুলিকে বড় কার্ডবোর্ডে সাটিয়ে দিতে হবে এবং ওই শিশুকে বা শিশুদের দলটিকে বিশেষ নজর দিয়ে শব্দ উচ্চারণে অভ্যস্ত করাতে হবে। এক্ষেত্রে যুক্তবর্ণের শব্দগুলিকে আলাদা চার্টে ধরতে হবে। যুক্তবর্ণে কোন কোন বর্ণ আছে তা ভেঙে দেখিয়ে দিতে হবে। সাথে সাথে শিক্ষক-শিক্ষিকাদেরকে প্রাসঙ্গিকভাবে শব্দ বা শব্দের অর্থ সরাসরি না বলে দিয়ে আরও একবার প্রাসঙ্গিক পরিস্থিতি অনুযায়ী উদাহরণ দিয়ে তাদের মধ্যে সংশ্লিষ্ট শব্দের বোধ গড়ে তুলতে হবে এবং শিশুরা যাতে নিজের চেষ্টায় অর্থোদ্ধারের আনন্দ পায় তার ব্যবস্থা করার জন্য শিক্ষক-শিক্ষিকাদের যথেষ্ট ধৈর্যশীল হতে হবে।

- কৃত্যালি- ১/৪

দু-একদিনের মধ্যে শব্দগুলি রপ্ত হলে তাদের কয়েকটি সহজতর পাঠ দিতে হবে। তার মান হবে তৃতীয় শ্রেণির শুরুর দিকে যেমন মান থাকে সেই রকম। বাক্য হবে চার-পাঁচটি শব্দ সম্বলিত। চর্চিত শব্দ ও শব্দগুচ্ছকে সেখানে প্রয়োগ করতে হবে। একটি উদাহরণ দেওয়া হল;

সহজতর পাঠ (তৃতীয় শ্রেণির উপযোগী)

লেপচারা বেশিরভাগই চা বাগানে কাজ করে। তামাং-এর ভাইরা চা বাগানে যায় না। কারণ ওর বাবা চা বাগানে কাজ করতেন। বাঘে তাকে মেরে ফেলে। ওদের মা যেতে দেয় না। তিন ভাই মিলে সরাইখানা চালায়। একটা নড়বড়ে গাড়ি আছে ওদের। সেটি চড়ে চলে যায় পাহাড়ের নীচে। খাওয়ার জিনিস কেনে। ট্যুরিস্টদের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কেনে। হাতে তৈরি উলের জিনিসপত্রও রাখে। এইভাবে আনন্দে দিন কাটায়।

- কৃত্যালি- ১/৫

যদি দেখা যায় শিশুর পঠন ক্ষমতা আরও নীচে, তবে সহজতর পাঠগুলিকে আরও সহজ করতে হবে। এর মান হবে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির মতো। দুটি বা তিনটি শব্দ নিয়ে বাক্য গঠন হবে। এইভাবে কয়েকটি সহজতর পাঠ তৈরি করতে হবে এবং আরও বেশি পিছিয়ে পড়া শিশুদের মধ্যে প্রয়োগ করতে হবে।

সহজতর পাঠ (প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির উপযোগী)

ম্যালের পাশে মোমোর দোকান চালায় মিপিং। সে দোকান খোলে দুই বেলাতেই। না হলে বাড়িতে অসুবিধা হয়। আজকাল অনেকেই ম্যালে খাবারের দোকান দিয়েছে। তাই বাড়ি বসে থাকলে চলে না। সবাই বলে মিপিংয়ের মোমোতে যাদু আছে। রোজ সকালে ছোটো একটা ছেলে কিনে নেয় মোমো। মিপিং শুনেছে ওর মা নেই। সে তাই ভোর ভোর মোমো বসিয়ে দেয়। খুব মজা লাগে। তারপর অনেকে আসে মোমো কিনতে। বেশি রোজগার না হলেও দিন কেটে

যায় ভাল করে।

- কৃত্যালি- ১/৬

শিক্ষক-শিক্ষিকা উভয়ক্ষেত্রেই অনুরূপ সহজতর পাঠ তৈরি করবেন এবং মান অনুসারে একে একে পাঠগুলি শিশুদের মধ্যে পাঠ করাবেন। স্ব-পঠনই যে এখানে মূল কথা সেটা সব সময় মনে রাখতে হবে।

কৃত্যালি- ২

বহির্বিদ্যালয় কৃত্যালিঃ

উত্তরবঙ্গের লোকগান অর্থাৎ মালদা সহ উত্তরবঙ্গের সমস্ত জেলায় লোকগানের এক উন্নত ঐতিহ্য আছে। উত্তরবঙ্গের বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকারা শিক্ষার্থীদের নিয়ে এলাকা পরিদর্শন করে ওখানে এমন কোনও লোকসঙ্গীত আছে কিনা তা অনুসন্ধান করতে পারেন। এমন কোনও লোকগীতির গায়ককে পাওয়া গেলে সবাই মিলে তাঁর গান শোনা এবং গানের অর্থ তাঁর কাছ থেকে জানা যেতে পারে। গানটি খাতায় লিখে এবং রেকর্ড করে এনে পরে বিদ্যালয়ে সেইসব গানের চর্চা করা যেতে পারে। গানের মধ্যে দিয়ে কী বোঝানো যাচ্ছে তা নিয়ে আলোচনা চলতে পারে।

- কৃত্যালি- ২/১

একইভাবে দক্ষিণবঙ্গের ছাত্রছাত্রীদের দিয়ে দক্ষিণবঙ্গের লোকগান সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করানো যেতে পারে। আঞ্চলিক লোকগান শিল্পীর গান শুনতে এলাকা পরিদর্শন, গানটি লিখে এনে চর্চা ও গানের অর্থ সম্পর্কে আলোচনা করা যেতে পারে। শুধু গান নয়, লোকনৃত্য, লোকগল্পও তারা সংগ্রহ করে বিদ্যালয়ে পরিবেশন করতে পারে। তবে শিক্ষক মহাশয় উত্তরবঙ্গের কিছু লোকগান শিশুদের শেখাতে পারেন।

কৃত্যালি- ৩

সৃজনমূলক কাজঃ

লোককথা অবলম্বনে নাটক

এটি উত্তরবঙ্গের না হলেও, লোককথা সম্পর্কে কীভাবে নাটক বানাতে হবে তার একটি উদাহরণ দেওয়া হল;

নাটকঃ ভদ্রাবতী-ভাদু

চরিত্রঃ-	রাজা/রানি/ভাদু/মন্ত্রী/অনুচর/ ২ জন লেঠেল/৫ জন মেয়ে/৪ জন সূত্রধর
১ম দৃশ্যঃ-	[সূত্রধরের প্রবেশ]
১ম সূত্রধরঃ-	নমস্কার। দেখুন লোককথা নিয়ে নাটক 'ভদ্রাবতী-ভাদু'
২য় সূত্রধরঃ-	কথিত আছে বীরভূম জেলার হেতমপুরের রাজা ছিলেন নীলমনি সিং দেও।
৩য়ঃ–	এই রাজার তৃতীয় কন্যার নাম ভদ্রাবতী।
৪র্থঃ-	রাজা রানি আদর করে ডাকেন ভাদু।
কোরাসঃ-	আজ রাজকুমারী ভদ্রাবতীর বিয়ে। বর্ধমানের রাজপুত্রের সঙ্গে। (বলতে বলতে প্রস্থান)
	(ভাদুকে নিয়ে ৫ জন মেয়ের প্রবেশ)
	গান/নাচ/কোরাস- আজকে ভাদুর বে, হলুদ মাখাইরে,
	জল সইতে যাব মোরা পদ্মদীঘিতে।
	পদ্মফুলের পাপড়ি যেমন ভাদুরানির মুখটি তেমন

লাজুক নয়নে দেখে লাজুক নয়নে (রানির প্রবেশ)

রানিঃ- তোরা হলুদমাখা শেষ কর। সাজবে কখন? একটু পরেই আসবে বর।

কোরাসঃ- আজ্ঞে রানিমা।

১মঃ- মা ভাদুর বিয়ের জন্য পোষাক কোথায়?

রানিঃ- সিন্দুকে আছে। এইনে সিন্দুকের চাবি। (ভাদুর মুখে হাত দিয়ে) সাজিয়ে দে। এমনিতেই আমার ভাদু সুন্দরী।

কোরাসঃ- শঙ্খ বাজা, উলু দে। টোপর মাথায় বর আসবে ছাদনা তলাতে। বরের বাড়ি বর্ধমান। রাজা করবে কন্যাদান। তোরা শাক বাজা, উলু দে--- (বলতে বলতে প্রস্থান)

২য় দৃশ্য

রাজাঃ- মন্ত্রী, বরের গাড়ি আসতে এত দেরী হচ্ছে কেন?

মন্ত্রীঃ- চিন্তা করবেন না মহারাজ। অনেক দূর থেকে আসবে, দেরী তো একটু হবেই।

১মঃ- মাছ ভাজাগুলি কোথায় রাখব?

২য়ঃ- মিষ্টি সব তৈরি তো? তোমাকে ডাকছে।

৩য়ঃ- আরে তোমাকে ডাকছে এসো।

১মঃ- হ্যাঁ, যাই।

অনুচরঃ- মহারাজের জয় হোক।

রাজাঃ- খবর বল অনুচর। কী হয়েছে?

অনুচরঃ- মহারাজ, সর্বনাশ হয়ে গেছে। ইলামবাজারের কাছে শাল বনে ডাকাত আক্রমণ করে। বরের পাল্কীতে ডাকাত পড়েছে। নতুন জামাই সেই ডাকাতের সাথে লড়াই করতে গিয়ে

রাজাঃ- কী? কী হয়েছে? বলো।

অনুচরঃ- মারা গেছে। (কান্না)

রাজাঃ- মিথ্যে কথা, একথা মিথ্যে।

লেঠেলরাঃ- ওর সব কথা সত্যি মহারাজ।

রাজাঃ- বেরিয়ে যা, সবাই বেরিয়ে যা। আমি একা থাকতে চাই।

(ঘরের ভেতর থেকে কান্নার আওয়াজ)

৩য় দৃশ্য

১মঃ- রাজকুমারী ভদ্রাবতী আজ লগ্নভ্রষ্টা।

রাজাঃ- (দু'কান চেপে) না------

৩য়ঃ- তোমার ভাদু আজ লগ্নভ্রষ্টা।

রাজাঃ- না, না, চুপ কর তোরা।

২য়ঃ- ভাদু আজ লগ্নভ্রষ্টা। (বলতে বলতে প্রস্থান)

রাজাঃ- না-না-না (কাঁদতে কাঁদতে রানি মাটিতে লুটিয়ে পড়ল)

রাজা-রানিঃ- কাঁদতে কাঁদতে ভাদুরে ভাদুমা-------

১মঃ- তন্ন তন্ন করে খুঁজছি, কিন্তু ভাদুকে খুঁজে পাচ্ছি না।

২য়ঃ- ভাদু তার স্বামীর চিতায় ঝাঁপ দিয়েছে।

রাজাঃ- শোন প্রজারা, আমাদের মুখে সকলে শুনবে ভাদুর নাম। রাজকুমারী ভদ্রাবতী, ভাদুর কথা---- স্ট্যাচু—

কোরাসঃ- আজও লোকের মুখে মুখে ফেরে রাজকুমারী ভাদুর কথা। পূজিত হন ভাদুমাতা। ভাদু পরব, ভাদু গান আজও সবাই দেখতে পান। (বলতে বলতে প্রস্থান)

এর পর শিক্ষার্থীরা গল্পটি নিয়ে আলোচনা করবে।

- কৃত্যালি- ৩/২

উত্তরবঙ্গের লোকগান ভাওয়াইয়াঃ গানটি গাইতে গাইতে দলে বসে ছবি আঁকা।

(গান সংগ্রহ থেকে) ফান্দে পড়িয়া বগা কান্দে রে—ফান্দে পড়িয়া বগা কান্দে

ফাঁদ বসাইছে ফান্দিরে ভাই, পুঁটি মাছ দিয়া

ওরে মাছের লভে বোকা বগা- পড়ে উড়াল দিয়ারে

পড়ে উড়াল দিয়া (সংক্ষিপ্ত)

- কৃত্যালি- ৩/৩

দলে বসে ছড়াটি শেষ কর। নীচের শব্দগুলি নাও এবং তা দিয়ে ছড়া বানাও। শেষ দু'লাইন করে দেওয়া আছে।

ছড়া- 'জলপাইগুড়ি ও কোচবিহারে ভাওয়াইয়া', 'মালদায় গম্ভীরা আলকাফ', 'বীরভূমে রণপা রায়বেশে নাচ'। 'পুরুলিয়া ছৌনাচ' মুর্শিদাবাদের মারফৎ গান, মুরশিদিগন, আলকাফ, মেদিনীপুরের বেনি পুতুল নাচ-পট, দক্ষিণ ২৪ পরগনার- শিবের গাজন বেনি পুতুল নাচ প্রয়োজনে শব্দ বানাও। ছড়ার শেষ দু'লাইন-

এসো তাদের সম্মান করি, জানাই প্রণাম।

এগুলি যারা করেন তাঁদের লোকশিল্পী নাম।

- কৃত্যালি- ৩/৪

এলাকায় আদিবাসী নৃত্যের অনুষ্ঠান করা যেতে পারে। প্রয়োজনে আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষজনকে বিদ্যালয়ে ডেকে এনে ওই নৃত্য এবং গানের অনুষ্ঠান করা যায়।

কৃত্যালি- ৪

দৃশ্য-শ্রাব্য কৃত্যালিঃ

উত্তরবঙ্গের ভাওয়াইয়া গানের দৃশ্য ইউটিউব থেকে ডাউনলোড করে শিশুদের দেখানো যেতে পারে। এছাড়াও রাভাদের নানা উৎসবের গান ও নাচ দেখানো যেতে পারে। ওই গানগুলির অর্থ শিশুদের কাছে তুলে ধরা যেতে পারে এবং গানের মধ্য দিয়ে উত্তরবঙ্গের মানুষদের সরল ও সহজ জীবনযাত্রার যে পরিচয় পাওয়া যায় তা সম্পর্কে শিশুদের ধারণা স্পষ্ট করা যায়।

উপভাবমূলঃ উত্তরবঙ্গের লোকগল্প ও লোককথায় নানান লৌকিক বিশ্বাস ও মূল্যবোধ রয়েছে, যা শৈশব থেকেই একজন মানুষের সামাজিক চেতনা, পরিবেশ চেতনা এবং ব্যক্তিগত বিচারবোধ গড়ে তোলে।

কৃত্যালি- ৫

এবিষয়ে শিশুদের সাহায্যে মানস মানচিত্র তৈরি করে একটি সম্ভাব্য শব্দজাল নির্মাণ করে নিতে হবে। এখানে সম্ভাব্য শব্দের তালিকা দেওয়া হল;

শব্দজালঃ

লোকায়ত ধারা, লোকগান, লোককথা, বিশ্বাস, পূজা, প্রার্থনা, সামাজিক চেতনা, মূল্যবোধ, গায়েন, দু:খ, বেদনা, আনন্দ, জলোচ্ছ্বাস, বাঁধাছেঁদা, রঙ্গিনী, ব্রত, ব্যস্ত, উত্তাল।

- কৃত্যালি- ৫/১

যে শিশুরা ভালভাবে পড়তে পারে না তাদের জন্য উপরের উপভাবমূলটিকে কেন্দ্র করে ছোট ছোট সহজ পাঠ দিতে হবে। সেখানে শব্দজালে চর্চিত শব্দ ও শব্দগুচ্ছগুলিকে যতটা সম্ভব ব্যবহার করতে হবে। পাঠটি হবে চতুর্থ শ্রেণির উপযোগী। বাক্যে সাতটির বেশি শব্দ থাকবে না। যতটা সম্ভব কম যুক্তবর্ণ ব্যবহার করতে হবে। একটি উদাহরণ দেওয়া হল;

- কৃত্যালি- ৫/২

অনুরূপভাবে আরও কয়েকটি সহজ পাঠ তৈরি করে বড় বড় হরফে "পঠন কার্ড" তৈরি করতে হবে। ওই অংশগুলি তৃতীয় শ্রেণির পঠনোপযোগী হবে। উপরের কৃত্যালির মতই তা ব্যবহার করতে হবে।

- কৃত্যালি- ৫/৩

যদি দেখা যায় শিশুর পঠন ক্ষমতা আরও নীচে, তবে মানস মানচিত্র থেকে উঠে আসা শিশুর জানা অজানা শব্দগুলিকে বড় কার্ডবোর্ডে সাটিয়ে দিতে হবে এবং ওই শিশুকে বা শিশুদের দলটিকে বিশেষ নজর দিয়ে শব্দ উচ্চারণে অভ্যস্ত করাতে হবে। এক্ষেত্রে যুক্তবর্ণের শব্দগুলিকে আলাদা চার্টে ধরতে হবে। যুক্তবর্ণে কোন কোন বর্ণ আছে তা ভেঙে দেখিয়ে দিতে হবে। সাথে সাথে শিক্ষক-শিক্ষিকাদেরকে প্রাসঙ্গিকভাবে শব্দ বা শব্দের অর্থ সরাসরি না বলে দিয়ে আরও একবার প্রাসঙ্গিক পরিস্থিতি অনুযায়ী উদাহরণ দিয়ে তাদের মধ্যে সংশ্লিষ্ট শব্দের বোধ গড়ে তুলতে হবে এবং শিশুরা যাতে নিজের চেষ্টায় অর্থোদ্ধারের আনন্দ পায় তার ব্যবস্থা করার জন্য শিক্ষক-শিক্ষিকাদের যথেষ্ট ধৈর্যশীল হতে হবে।

- কৃত্যালি- ৫/৪

দু-একদিনের মধ্যে শব্দগুলি রপ্ত হলে তাদের কয়েকটি সহজতর পাঠ দিতে হবে। তার মান হবে তৃতীয় শ্রেণির শুরুর দিকে যেমন মান থাকে সেই রকম। বাক্য হবে চার-পাঁচটি শব্দ সম্বলিত। চর্চিত শব্দ ও শব্দগুচ্ছকে সেখানে প্রয়োগ করতে হবে। একটি উদাহরণ দেওয়া হল;

সহজতর পাঠ (তৃতীয় শ্রেণির উপযোগী)

জলপাইগুড়ির থেকে একটু দূরে একটা জায়গায় বাড়ির বৌ ও মেয়েরা আজ বেজায় ব্যস্ত। ব্রতকথার সঙ্গে গান হবে আজ। পুঁটির মা পালাগানের মূল গায়েন। হিমালয় আর তিস্তা ও রঙিন নদী নিয়ে অনেক গান বাঁধা হয়েছে। বন্যা যেন না হয় সেই কথাও থাকে এই গানে। বর্ষায় তিস্তা আর শান্ত নেই। উত্তাল হয়ে উঠছে। আজ পুঁটিদের পাড়ায় পুজো হচ্ছে, গানও হবে। তাদের কে আগে এগিয়ে যাবে চলছে সেই প্রতিযোগিতা। ঢেউয়ের তালে তালে চলছে তারা দু'জনই। নিজেদের কল্লোল ধ্বনিতে মাতিয়ে তুলছে চারিদিক। সাধারণ মানুষেরা ভয় পায় বন্যায়। প্রবল জলোচ্ছ্বাসের ভয়ে তারা গান বাঁধে। গান করে। নিজের গ্রামের লোকেরা আসে। আসে আশেপাশের গ্রামের মানুষ। সমাজিক মেলবন্ধন হয়। গ্রামের মাথা হরিহর প্রধান বলে, 'ভাই, জল এলে সবাই যাবু ওই স্কুল বাড়ি। বাঁধাছেদা করে নাও। কাঞ্চাকাঞ্চিদের কাছে রেখো। তাদের টোপলা করে মুড়ি দিয়ে রেখো। শুরু হল গান। কে জানে গানের যাদু কতটা?

এবার ওইখানে বন্যা হল না।

- কৃত্যালি- ৫/৫

যদি দেখা যায় শিশুর পঠন ক্ষমতা আরও নীচে তবে সহজতর পাঠগুলিকে আরও সহজ করতে হবে। এর মান হবে প্রথম বা দ্বিতীয় শ্রেণির মতো। দুটি বা তিনটি শব্দ নিয়ে বাক্য গঠন হবে। এইভাবে কয়েকটি সহজতর পাঠ তৈরি করতে হবে এবং

আরও বেশি পিছিয়ে পড়া শিশুদের মধ্যে প্রয়োগ করতে হবে।

সহজতর পাঠ (প্রথম বা দ্বিতীয় শ্রেণির উপযোগী)

উত্তরবঙ্গের একটি গ্রাম। কাছ দিয়ে তিস্তা বয়ে চলেছে। প্রতি বছর বর্ষায় এখানকার মানুষেরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। লোকেরা প্রার্থনা করে। গানের মধ্য দিয়ে ব্রতকথার মধ্য দিয়ে। প্রতি বছর বন্যা আসবে এই ভয়। তারা তাই আগে থেকে প্রস্তুতি নেয়।

- কৃত্যালি- ৫/৬

শিক্ষক-শিক্ষিকারা উভয়ক্ষেত্রেই অনুরূপ সহজতর পাঠ তৈরি করবেন এবং মান অনুসারে একে একে পাঠগুলি শিশুদের মধ্যে পাঠ করাবেন। স্ব-পঠনই যে এখানে মূল কথা সেটা সব সময় মনে রাখতে হবে।

কৃত্যালি- ৬

বহির্বিদ্যালয় কৃত্যালিঃ

লোক কাহিনী ও লোকগল্প- উত্তরবঙ্গের জেলাগুলির ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীরা তাদের এলাকা পরিদর্শন করে সেই অঞ্চলের লোক কাহিনী, রূপকথার গল্প স্থানীয় মানুষের কাছ থেকে শুনে এসে বিদ্যালয়ে আলোচনা করতে পারে। প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে বলা যেতে পারে তারা যাতে পরিবারের লোকেদের কাছ থেকে এই ধরনের গল্পকথা শুনে এসে শ্রেণিকক্ষে নিজেদের মধ্যে আদানপ্রদান করে।

- কৃত্যালি- ৬/১

দক্ষিণবঙ্গের জেলার বিদ্যালয়গুলির ক্ষেত্রে এই একইভাবে শিক্ষার্থীরা সেইসব অঞ্চলের লোকগল্প, রূপকথার গল্প স্থানীয় বয়স্কদের কাছ থেকে শুনে একইভাবে বিদ্যালয়ে আলোচনা করতে পারে। প্রতিটি লোকগল্পের পেছনে যে বার্তা আছে তা শিশুদের স্পষ্ট করে দেওয়া প্রয়োজন।

কৃত্যালি- ৭

সৃজনমূলক কাজঃ

গল্প পড়ে দলে বসে নাটক তৈরি করঃ

বেড়াচাঁপার লোককথাঃ

প্রথমে শিশুরা গল্প কার্ডে পড়বে, তারপর নিজেদের মধ্যে আলোচনা করবে নিজেরাই ঠিক করবে তাদের চরিত্রগুলিকে। তাদের সম্ভাব্য সংলাপ কী কী হবে তাও আলোচনা করে নেবে। পরে তারা অভিনয় করবে।

চন্দ্রকেতু রাজার প্রিয় গাভী ছিল। প্রায়ই রাখালরা তাকে খুঁজে পেত না। একদিন খুঁজতে খুঁজতে তারা গভীর জঙ্গলে গিয়ে হাজির। দেখল এক ফকির বাবার আশ্রম। কপিলা গাভী নিজের থেকে দুধ ঝরিয়ে তাকে খাওয়াচ্ছে। ধ্যানস্থ ফকির চোখ বন্ধ করে সেই দুধ পান করছে। রাজার কাছে খবর গেল। রাজা আদেশ দিলেন দেখি তার কত অলৌকিক ক্ষমতা। বাগানের বেড়ায় চাঁপা গাছে ফুল ফোটাও দেখি। ফকির বলল- যদি ফোটাই ফুল, আপনার সব কিছু ধ্বংস হবে। রেগে রাজা বললেন- চুপ কর ফকির। যা বলছি তা কর। ফকির ফুঁ দিয়ে ফুল ফোটালেন। ধ্বংস হল চন্দ্রকেতুগড়।

হাড়োয়ায় এখনও আছে ফকিরের মাজার। চাঁদ পীর সাহেবের কবর। এর থেকে জায়গার নাম হয় বেড়াচাঁপা। এটা একটি লোককথা।

- কৃত্যালি– ৭/১

এলাকায় আদিবাসী নৃত্যের অনুষ্ঠান করা যেতে পারে। প্রয়োজনে আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষজনকে বিদ্যালয়ে ডেকে এনে ওই নৃত্য এবং গানের অনুষ্ঠান করা যায়।

কৃত্যালি- ৮

দৃশ্য-শ্রাব্য কৃত্যালিঃ

ইউটিউব থেকে বাংলার লোককথা শিশুদের উপযোগী করে ডাউনলোড করতে পারেন। এছাড়াও আপনার এলাকার কোনও লোককথাকে মোবাইল বন্দি করে শিশুদের দেখানো যেতে পারে। অনেক প্রচলিত লোককথা ভিডিও আকারে খোলা বাজারে পাওয়া যায় তাও দেখাতে পারা যায়। তবে মনে রাখতে হবে এই লোককথাগুলির পশ্চাতে যে মূল্যবোধের বার্তা লুক্কায়িত আছে তা আলোচনার সময়ে শিশুদের কাছে তুলে ধরতে হবে।

কৃত্যালি- ৯

এরপর শিক্ষক-শিক্ষিকারা মূল পাঠ্যাংশের প্রধান প্রধান শব্দ ও শব্দগুচ্ছগুলিকে চার্টের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের উচ্চারণ করতে দেবেন এবং প্রতিটি শব্দ নিয়ে উদাহরণ দিয়ে তাদের অর্থোদ্ধারে সাহায্য করবেন।

শব্দগুচ্ছঃ

অনাবৃষ্টি, খরা, পৃথিবী, মহানন্দ, উৎসব, হুল, উল্লসিত, জীবজন্তুরা, ঝাপটে, রক্ষী, গর্বিত, নাকাল, ক্ষুধার্ত, ধ্বংস, সাক্ষাৎ, মৌমাছি, মোরগ, আত্মীয়তা, জঙ্গল, সমভূমি, পাদদেশে, নিজস্ব, সম্পর্ক উজ্জ্বল, পার্বণ।

- কৃত্যালি- ৯/১

এবার শিক্ষক-শিক্ষিকারা গল্পটিকে সহজ ও সংক্ষিপ্ত করে তৈরি করে শিক্ষার্থীদের পড়তে দেবেন।

সংক্ষিপ্তসারঃ পশ্চিমবঙ্গের উত্তরে হিমালয়। নীচে আছে সবুজ বনকে বলে তরাই অঞ্চল এখানে বাস করে রাভা, মেচ, গারো, লেপচা, আর টোটোরা। গ্রামের আশেপাশে লোকদের সঙ্গে আত্মীয়তার সম্পর্ক। এদের প্রত্যেকের নিজস্ব ভাষা আছে। সেই ভাষায় অনেক অনেক বছর ধরে ওরা গল্প আর গান বেঁধে চলেছে। বৃষ্টি নিয়ে একটি লোকগল্প।

একবার পৃথিবীতে একটুও বৃষ্টি হল না। খরা হল। জল নেই কোথাও। গাছপালা ধ্বংস হয়ে পড়ছে। একটা ব্যাঙ বলল, 'আমি বৃষ্টি আনার চেষ্টা করব'। একদিন সকালে সে চলল বৃষ্টি আনতে ভগবানের কাছে। অনেকটা পথ হেটে সে ক্লান্ত হয়ে পড়ল। পথে দেখা হল এক মৌমাছির সঙ্গে। সে জানতে চাইল কোথায় যাচ্ছে ব্যাঙ। ব্যাঙ বলল যে, চারিদিকে কোথাও বৃষ্টি হচ্ছে না। তাই সে চলেছে ভগবানের কাছে বৃষ্টি আনতে। মৌমাছি বলল তারাও খরায় নাকাল। জল না থাকলে গাছ বাঁচবে না। ফুল ফুটবে না। তাই সেও চলল ব্যাঙের সঙ্গে। চলার পথে দেখা মোরগের সঙ্গে। খরার জন্য কোনও ফসল হচ্ছে না। কিছু একটা করতেই হবে। সেও চলল ব্যাঙ আর মৌমাছির সঙ্গে। যেতে যেতে দেখা হল ক্ষুধার্ত বাঘের সঙ্গে। তারও একই প্রশ্ন, 'সবাই দল বেঁধে চললে কোথায়?' সব শুনে বাঘও চলল। ভগবানের প্রাসাদের কাছে গিয়ে দেখে উৎসব চলছে। নানা ভোজ চলছে। পশুপাখিরা আসল সত্য বুঝল পৃথিবীতে কেন খরা। ভগবানের সঙ্গে দেখা করতে চাইল ব্যাঙের দল। রক্ষীরা পথ আটকাল। তখন মৌমাছিরা হুল ফোটাতে লাগল, বাঘ খাবে বলে ভয় দেখাল। মোরগ ডানা ঝাপটে ভয় দেখাল। এইবার তারা ভগবানের কাছে যাওয়ার অনুমতি পেল। ভগবান সব শুনে মন্ত্রীদের তিরস্কার করলেন। পৃথিবীতে বৃষ্টি এল। ব্যাঙ গর্বিত হয়ে জলে ফিরে গেল। তারপর থেকেই ব্যাঙ ডাকলেই বৃষ্টি শুরু হয়।

- কৃত্যালি- ৯/২

এরপর শিশুরা সহজভাবে সংক্ষিপ্তসারটি পড়তে পারলে শিক্ষক-শিক্ষিকারা মূল পাঠ্যটি পাঠ করাবেন। স্ব-পঠনের মাধ্যমে যাতে তারা গল্পটি অনুধাবন করতে পারে তার চেষ্টা করবেন। পরে বাকি দিনগুলিতে 'হাতে-কলমে' অংশটি করাবেন।

(৪)

মধু আনতে বাঘের মুখে

আলোচ্য পাঠটির মধ্যে সুন্দরবনের মধু সংগ্রহকারীদের জীবিকার পরিচয় দেওয়া হয়েছে এবং তারই সূত্র ধরে বাঘের সাথে মুখোমুখি সাক্ষাতের এই ঘটনা সুন্দরবনের জীবন ও জীবিকার বিপদ সম্পর্কে পাঠকদের অবহিত করে। অন্যদিকে এখানকার মানুষ বিপদকে পায়ের ভৃত্য করে সাধারণ মানুষের জন্য সামাজিক কাজ করে চলেছে। শিশুদের মধ্যে এই জীবিকার প্রতি শ্রদ্ধাবোধ গড়ে তুলতে এই পাঠটি। অপর দিকে মৌমাছিদের জীবনযাত্রার একটা আভাসও পাওয়া যায়। তাদের সমাজ জীবনে ঐক্যবদ্ধতার পরিচয় এখানে মেলে। সঙ্গে সঙ্গে বনজীবি মানুষ, বন্যপ্রাণী ও অরণ্যের সহজ সহাবস্থানের এক আকর্ষণীয় চিত্র পাওয়া যায় এই পাঠে। এখানে জীবজগতে এক ভারসাম্য রক্ষার প্রয়োজনীয়তা নিয়েও শিশুকে অবহিত করতে পারা যায়। এই বিষয়গুলি নিয়েই তিনটি উপভাবমূলের কথা ভাবা হয়েছে এখানে।

উপভাবমূলঃ (ক) 'মউলি'দের বিপজ্জনক জীবিকার মতো অন্যান্য জীবিকার পরিচয় এবং এই ধরনের ঝুঁকিপূর্ণ সামাজিক কাজের প্রতি শিশুদের শ্রদ্ধাবোধ।

(খ) মৌমাছিদের সমাজব্যবস্থায় শৃঙ্খলা ও ঐক্যবোধ।

(গ) বনজীবী মানুষ, বণ্যপ্রাণী ও অরণ্যের সহজ সহাবস্থান। প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য ও ভারসাম্য রক্ষা নিয়ে সদর্থক মনোভাব।

উপভাবমূলঃ 'মউলি'দের বিপজ্জনক জীবিকার মতো অন্যান্য জীবিকার পরিচয় এবং এই ধরনের ঝুঁকিপূর্ণ সামাজিক কাজের প্রতি শিশুদের শ্রদ্ধাবোধ।

কৃত্যালি- ১

এবিষয়ে শিশুদের সাহায্যে মানস মানচিত্র তৈরি করে একটি সম্ভাব্য শব্দ জাল নির্মাণ করে নিতে হবে। এখানে সম্ভাব্য

শব্দের তালিকা দেওয়া হল।

শব্দজালঃ

বিপদ, বিপন্ন, অসহায়, দিনযাপন, সাহসে ভর দিয়ে, জীবনের জন্য সংগ্রাম, অনিশ্চয়তা, ঝুঁকি, অরণ্যজাত, অজানা, বাড়ি ফেরা, দারিদ্র্য, উপায়হীন, মোকাবিলা, নিশ্চিত, তোয়াক্কা, মহাজন, বাঘের আক্রমণ, মধু সন্ধান, মধু সংগ্রহ, কাদার গোলা ছোড়া, মুখোশ পড়া, খেয়াল রাখা।

- কৃত্যালি- ১/১

যে শিশুরা ভালভাবে পড়তে পারে না তাদের জন্য এক একটি উপভাবমূলকে কেন্দ্র করে ছোট ছোট সহজ পাঠ দিতে হবে। সেখানে শব্দজাল তৈরির সময় উপরের উল্লিখিত শব্দ ও শব্দগুচ্ছকে যতটা সম্ভব ব্যবহার করতে হবে। পাঠটি হবে চতুর্থ শ্রেণির উপযোগী। বাক্যে চার-পাঁচটির বেশি শব্দ থাকবে না। একটি উদাহরণ দেওয়া হল;

সহজ পাঠঃ

আবাদের জন্য মাটি কাটতে গেছে মাধব মণ্ডল। মাধবের ডাক নাম মধু। চারটি মুড়ি মুখে দিয়ে চলেছে। আজ আবাদে মাটি কাটলে পয়সা পাবে। তাই দিয়ে ঘরের খাবার জোগাড় করতে হবে। কিছুই নেই ঘরে। হাতে কোদাল, মাথায় গামছা জড়িয়ে মধু চলেছে। কিছুদূর যেতে রহিম চাচা বলেন, 'যাও কই? আবাদে শুনলাম কুমির দেখা গেছে, সাবধানে যাইও'। মধুও শুনেছে, কিন্তু উপায় কোথায়? ছেলেমেয়েদের দিকে তাকানো যায় না। ঘরেতে দারিদ্র্য।

প্রতিদিনের জীবন যুদ্ধ বড়ই কঠিন। প্রাণ হাতে নিয়েই কাজ। আবাদের মাটি কাটা, তারপর মহাজনের সুদ দেওয়া। নিজের পরিবারের কথা তো ভাবতে হয়। পৌঁছতেই শুনল দক্ষিণ দিকে কুমির দেখা গেছে। মাটি কাটতে কাটতে চোখে পড়ল উঁচু ঢিবির উপর কুমির। প্রাণের তোয়াক্কা না করে মাটি কাটল। কুমিরের জন্য সারাদিন তেমন কাজ হল না। তাই টাকাও অর্ধেক পেল। চলল মধু ঘরের দিকে।

- কৃত্যালি- ১/২

অনুরূপভাবে আরও কয়েকটি সহজপাঠ তৈরি করে বড় বড় হরফে "পঠন কার্ড" তৈরি করতে হবে। ওই অংশগুলি চতুর্থ শ্রেণির পঠনোপযোগী হবে। উপরের কৃত্যালির মতই তা ব্যবহার করতে হবে।

- কৃত্যালি- ১/৩

যদি দেখা যায় শিশুর পঠন ক্ষমতা আরও নীচে, তবে মানস মানচিত্র থেকে উঠে আসা শিশুর জানা অজানা শব্দগুলিকে বড় কার্ডবোর্ডে সাটিয়ে দিতে হবে এবং ওই শিশুকে বা শিশুদের দলটিকে বিশেষ নজর দিয়ে শব্দ উচ্চারণে অভ্যস্ত করাতে হবে। এক্ষেত্রে যুক্তবর্ণের শব্দগুলিকে আলাদা চার্টে ধরতে হবে। যুক্তবর্ণে কোন কোন বর্ণ আছে তা ভেঙে দেখিয়ে দিতে হবে। সাথে সাথে শিক্ষক শিক্ষিকাগনকে প্রাসঙ্গিকভাবে শব্দ বা শব্দের অর্থ সরাসরি না বলে দিয়ে আরও একবার প্রাসঙ্গিক পরিস্থিতি অনুযায়ী উদাহরণ দিয়ে তাদের মধ্যে সংশ্লিষ্ট শব্দের বোধ গড়ে তুলতে হবে। শিশুরা যাতে নিজের চেষ্টায় অর্থোদ্ধারের আনন্দ পায় তার ব্যবস্থা করার জন্য শিক্ষক-শিক্ষিকাদের যথেষ্ট ধৈর্যশীল হতে হবে।

- কৃত্যালি- ১/৪

দু-একদিনের মধ্যে শব্দগুলি রপ্ত হলে তাদের কয়েকটি সহজতর পাঠ দিতে হবে। তার মান হবে তৃতীয় শ্রেণির শেষের দিকের পাঠের মতো। তিন-চারটি শব্দ সম্মলিত বাক্য হবে। চর্চিত শব্দ বা শব্দগুলিকেও সেখানে প্রয়োগ করতে হবে।

সহজতর পাঠ (তৃতীয় শ্রেণির উপযোগী)

সুন্দরবনে কুমির বাঁচানোর চেষ্টা চলছে। এই অঞ্চলের কুমিরদের মূল খাবার হল রাক্ষুসে মাছ। এই মাছকে জেলেরা একটু ভয় পায়। রাক্ষুসে মাছ ভাল মাছ খেয়ে নেয়। ব্যবসায় ক্ষতি হয়। বেলে মাছ ধরতে গিয়ে শুনল রাক্ষুসে মাছটি অন্য মাছদের খেয়ে নিচ্ছে। মন খারাপ হল। ঘরে বসে থাকলে তো চলবে না। হঠাৎ শুনল কুমির এসেছে। জেলেরা পাঁচ ছ'জন ছিল। জাল ছড়িয়ে রেখেছিল। জাল টেনে পাড়ে আনল। দেখল একটা ছোটো কুমির জালে ধরা পড়েছে।

সঙ্গে সঙ্গে খবর দিল বন দফতরে। লোকেরা এসে নিয়ে গেল। মহজনেরা বাহবা দিল।

- কৃত্যালি- ১/৫

যদি দেখা যায় শিশুর পঠন ক্ষমতা আরও নীচে তবে সহজতর পাঠগুলিকে আরও সহজ করতে হবে। এর মান হবে প্রথম বা দ্বিতীয় শ্রেণির মতো। দুটি বা তিনটি শব্দ নিয়ে বাক্য গঠন হবে। এইভাবে কয়েকটি সহজতর পাঠ তৈরি করতে হবে এবং আরও বেশি পিছিয়ে পড়া শিশুদের মধ্যে প্রয়োগ করতে হবে।

সহজতর পাঠ (প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির উপযোগী)

মধু যাবে আবাদে। মাটি কাটবে। পয়সা পেলে চাল কিনবে। আবাদে গিয়ে খবর শুনল। কুমির নাকি দেখা গেছে। ভয় পেল। তবু বাঁচার জন্য কোদাল নিল। এগিয়ে গেল সবাই। মাটি কাটতে লাগল। পয়সা পেল। বাড়ি ফিরল।

- কৃত্যালি- ১/৬

শিক্ষক-শিক্ষিকা উভয়ক্ষেত্রেই অনুরূপ সহজতর পাঠ তৈরি করবেন এবং মান অনুসারে একে একে পাঠগুলি শিশুদের মধ্যে পাঠ করাবেন। স্ব-পঠনই যে এখানে মূল কথা সেটা সব সময় মনে রাখতে হবে।

কৃত্যালি- ২

বহির্বিদ্যালয় কৃত্যালিঃ

'মউলি'দের বিপজ্জনক জীবিকার মতো অন্যান্য জীবিকার পরিচয় এবং এই ধরনের ঝুঁকিপূর্ণ সামাজিক কাজের প্রতি শিশুদের শ্রদ্ধাবোধ তৈরি করতে নীচের কৃত্যালিগুলি করা যায়।

ছাত্রছাত্রীরা কয়েকটি ভাগে (২/৩টি) দলে ভাগ হয়ে শিক্ষক-শিক্ষিকার সাথে নিজেদের এলাকা পরিদর্শনে যাবে। এলাকার বিভিন্ন ধরনের পেশার সাথে যুক্ত এমন ব্যক্তির সাথে কথোপকথন করে তাদের জীবিকা সম্বন্ধে বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করবে এবং তাদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কাহিনী শুনবে পরে শ্রেণিকক্ষে ফিরে সেই সমস্ত কাহিনী ও তথ্যের আদানপ্রদান করবে। আলোচনার সময় শিক্ষক-শিক্ষিকা বিশেষভাবে নজর রাখবেন যেন ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে এইসব বিপজ্জনক পেশার সাথে যুক্ত ব্যক্তিদের পারস্পরিক সহযোগিতা, সাহসিকতার প্রতি ধারণা জন্মে এবং ওই সমস্ত মানুষের প্রতি সহমর্মীতার মনোভাব দেখা যায়।

ছাত্রছাত্রীরা এই ধরনের বিপজ্জনক পেশা যেমন দমকল কর্মী, কমান্ডো বাহিনীতে কাজ করে এমন ব্যক্তি, সৈনিক, ডাক্তার, নার্স, বিভিন্ন বনজীবী মানুষ, সমুদ্রে বা নদীতে বিপদ ঘটলে সেখান থেকে উদ্ধার করেন এমন ব্যক্তি, ডুবুরি, কুয়োয় পড়ে গেলে উদ্ধার করেন এমন ব্যক্তি ইত্যাদি বিপজ্জনক কাজের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের সাথে সাক্ষাৎ করে তথ্য সংগ্রহ করতে পারে। শিক্ষক-শিক্ষিকা ছাত্রছাত্রীদের সাহায্যার্থে কিছু প্রশ্নের নমুনা দিয়ে দেবেন।

নমুনা প্রশ্নাবলী-

- ব্যক্তির নামঃ
- পেশা কী? -
- কতদিন ধরে এই পেশায় যুক্ত? -
- এটা কি তাদের পারিবারিক পেশা? -
- পরিবারের অন্য কোনও সদস্য কি এই পেশার সঙ্গে যুক্ত? -
- তিনি কেন এই ধরনের বিপজ্জনক পেশাটি বেছে নিয়েছিলেন? -
- পেশাটি তার কেমন লাগে? -

ছাত্রছাত্রীরা ওই ব্যক্তি সম্পর্কে প্রাথমিক কিছু বিষয় জেনে নেওয়ার পর তাদের কাছে তাদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কাহিনী শুনবে। বিপদের মুখে উনি কীভাবে সাহসের সাথে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন, কীভাবে পরিস্থিতি সামলে ছিলেন, কতজনকে রক্ষা করেছিলেন ইত্যাদি।

কৃত্যালি- ৩

সৃজনমূলক কৃত্যালিঃ

নাটক- মউলি

চরিত্রঃ- লখাই, ছেলে ভজু ও মেয়ে সীমা, বৌ নমিতা। মোজাম, তার ছেলে তুফান, বৌ নাজিরা। পবন তার বৌ মন্দিরা। বাকিরা গ্রামবাসী ও সূত্রধর। একজন মুখোশ পরা বাঘ।

১ম দৃশ্য

(সূত্রধরদের প্রবেশ)

১মঃ- কেউ কোন কটু কথা বললে আমরা বলে থাকি জন্মের সময় মা তোর মুখে মধু দেয়নি?

২য়ঃ- সর্দিকাশি টুকিটাকিতে বনজ মধু দিয়ে খেয়ে থাকি।

৩য়ঃ- রুটি দিয়ে মধু খাই। ভাল লাগে।

৪র্থঃ- রূপচর্চাতেও মধু, এই মধু মুখে মাখি। মধু কোথায় হয় বলত?

৫মঃ- ফুলের ভিতর। ফুল থেকে ঘুরে ঘুরে সংগ্রহ করে মৌমাছি। গুছিয়ে রাখে চাকে। মানুষ চাক থেকে মধু নিয়ে আসে।

কোরাসঃ- জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরে প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে মৌমাছিদের কামড় খেয়ে মধু সংগ্রহ যারা করে, তাদের বলে মউলি।

আসুন দেখি এবার আমাদের নাটক- 'মউলি'।

[বিদ্যালয়ে রক্ষিত বিভিন্ন বস্তু দিয়ে সমবেত শব্দ ও আওয়াজ করতে হবে]

লখাইঃ- আরে চট কাস্তে কলসি মশাল মুখোশ কাটারি ধামা নৌকা থেকে নামিয়েছিস তোরা?

কোরাসঃ- সব নামিয়েছি।

তুফানঃ- আব্বা আমার ভয় করছে।

মোজামঃ- ভয় কেন রে? বনবিবি আর গাজিপীরের পুজো দিয়েছি। তেনারাই রক্ষে করবেন।

তুফানঃ- আব্বা হিন্দু মুসলমান এক সাথে দেন?

মোজামঃ- ওনারা যে জঙ্গলের দেবদেবী।

তুফানঃ- তোমরা ওই যে দক্ষিণ রায়ের পুজো দিলে।

লখাইঃ- ও তো বাঘের রাজা।

পবনঃ- থাক আর নাম নিস না। এই মোজামের ব্যাটা, এত কথা বলিস না। ভজুর মতো চুপ করে থাক। কোথায় চাক আছে দেখ।

ভজুঃ- প্রথম জঙ্গলে এলে মনে অনেক প্রশ্ন জাগে। তোমার হয়নি এমন?

পবনঃ- সে অনেক দিন আগের কথা। তবু মনে হয় সেদিনের কথা। আমি, তোর বাপ লখাই আর মোজাম। বাবাদের সাথে এসেছিলুম। মধুভাঙা দেখতে আর শিখতে। ওরা এসেছিল ওদের বাবার সাথে। কেউ কেউ ফিরেছে, কেউ কেউ ফেরেনি। যেমন তোর ঠাকুরদাও তো ফেরেনি।

তুফানঃ- শুনেছিলুম, আচ্ছা ফেরেনি কেন?

লখাইঃ- সে সব কথা থাক। পরে বলব। এখন চাক কোথায় দেখ। ওই দেখ চাক।

মোজামঃ- মধু আছে তো? ভজু নরম কাদা ছুঁড়ে দেখ তো। [ভজু ছোঁড়ে কাদা] আছে?

তুফানঃ- হ্যা রে, ভজু তুই মৌমাছি তাড়ানোর মন্তর জানিস? আছে, আছে, চাকে মধু আছে।

ভজুঃ- ওরে পাগল। মন্তর টন্তর কিছুই না।

তুফানঃ- তা হলে আমি ওই মৌমাছির কামড়ে মরে যাব। আগে বলিসনি কেন, বিষ দিয়ে মেরে দিতাম।

লখাইঃ- এ কেমন কথা বলিস? মৌমাছিদের বিষ দিয়ে মেরে দিলে চাক বাঁধবে কারা? বাঁচব আমরা কেমন করে?

তুফানঃ- তাহলে কামড় খাব?

পবনঃ- (মশাল জ্বেলে) এই মশালের ধোঁয়ায় তাড়িয়ে দেব।

ভজুঃ- বাবা আজ আমি চাক কাটব।

লখাইঃ- একটু রেখে কাটিস।

ভজুঃ- কেন গো?

মোজামঃ- একটু রেখে কাটলে মাছিরা ফিরে এসে ওই চাকই বড় করবে। আর আমাদেরও খুঁজতে হবে কম।

পবনঃ- মোজাম, ভজু চাক কাটছে। লখাই দেখিয়ে দে। আমি ধোঁয়া দিচ্ছি তুই ধামা ধর। তারপর সবাই মিলে মধু বের করে কলসিতে রাখব। (বাঘের প্রবেশ)

বাঘঃ- হালুম----হালুম---- হুম—

কোরাসঃ- বাবা রে বাঘ বাঘ পালা পালা (ছুটতে ছুটতে প্রস্থান)

২য় দৃশ্য

[দলে বসে নিজেরা তৈরি কর]

গ্রামবাসীরাও সবার পরিবারের লোকেরা একজায়গায় জড়ো হয়েছে। ভজু তুফান সবাইকে কীভাবে বাঘের মুখ থেকে তারা ফিরেছে সেই গল্প বলছে। ছোট্ট বোন সীমা দাদার মুখে গল্প শোনে আর ভয়ে দাদাকে জড়িয়ে ধরে বলে তোকে আর যেতে দেব না দাদা। ভজু বলে তা কী হয় রে বোন। এতো আমাদের পরম্পরা। পূর্বপুরুষের জীবিকা। (নিজেরা সংলাপ তৈরি কর)

৩য় দৃশ্য

(সূত্রধরদের প্রবেশ)

১মঃ- এইভাবে মউলিরা প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরে প্রতিদিন মধু সংগ্রহ করে আনে।

২য়ঃ- কেউ ফেরে আবার কেউ যায় বাঘের পেটে।

৩য়ঃ- আমরা তার খবর রাখিনা। মধু খাই চেটেপুটে।

৪র্থঃ- এই জীবিকায় নিজের অলক্ষ্যে মানুষের সেবায় পবন লখাই মোজাম ভজু তুফানরা।

৫মঃ- হিন্দু মুসলমান একাকার। একটাই ধর্ম খিদে আর তাদের জাত? 'মউলি'।

কোরাসঃ- এসো সব মউলিদের জানাই প্রণাম আর সালাম। প্রণাম আর সালাম। (বলতে বলতে প্রস্থান)

নাটকটি শেষ হলে বিষয়টি নিয়ে তারা আলোচনা করবে। এইভাবে স্থানীয় এলাকায় বসবাসকারী অন্য কোনও জীবিকার একাধিক পরিবার ও পাড়া থাকলে তাদের জীবন জেনে এসেও তাকে নিয়ে শিক্ষক এই রকম কোনও নাটক বানিয়ে নিতে পারে।

- কৃত্যালি- ৩/১

এই বিষয়ে শিশুপাঠ্য সংগ্রহ করা এবং সেগুলি দলে পড়তে দেওয়া এবং আলোচনা করতে দেওয়া খুব জরুরি। শ্রেণিকক্ষে বা বিদ্যালয়ে এমন কোনও গ্রন্থাগার তৈরি করতে পারলে ভাল হয়। শিশুরা সপ্তাহে দু-একটা পিরিয়ডে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের বিভিন্ন বই দেখবে, পড়বে বা পড়ে শোনাবে বন্ধুদের। প্রয়োজনে কোনও কোনও শিশু ওই বইগুলি বাড়িতে পড়ার জন্যও নিয়ে যেতে পারে।

কৃত্যালি- ৪

দৃশ্য-শ্রাব্য কৃত্যালিঃ

সুন্দরবনের মানুষের জীবনের জন্য জীবন উপেক্ষা করে বিপজ্জনকভাবে জঙ্গলের মধ্যে থেকে মধু পাড়ার ছবি ইউটিউব থেকে ডাউনলোড করে তা দেখানো যেতে পারে। এছাড়াও ছোট ডিঙ্গি নৌকায় করে জঙ্গলের খাড়িতে মাছ ধরার ছবি দেখানো যেতে পারে। এই বিপজ্জনক জীবিকার পরিচয় দিতে গিয়ে নেপথ্যে যে সমস্ত শব্দ ও কথা ব্যবহৃত হবে তা সম্পর্কে ইতিমধ্যেই শিশুদের মানস মানচিত্রের মাধ্যমে পরিচয় ঘটিয়ে দিতে হবে।

উপভাবমূলঃ মৌমাছিদের সমাজব্যবস্থায় শৃঙ্খলা ও ঐক্যবোধ।

কৃত্যালি- ৫

এবিষয়ে শিশুদের সাহায্যে মানস মানচিত্র তৈরি করে একটি সম্ভাব্য শব্দজাল নির্মাণ করে নিতে হবে। এখানে সম্ভাব্য শব্দের তালিকা দেওয়া হল;

শব্দজালঃ

মৌমাছির জীবনচক্র, মৌমাছি, মানুষের জীবন, ধৈর্য, পরিশ্রমী, শ্রমিক, রানি, মৌমাছি, পুরুষ মৌমাছি, অলস জীবন, নৃত্য দেখায়, ধাঁ করে উড়ে যায়, ফুলের খোঁজে, রানি মৌমাছির শাসন, নতুন রানি, আলাদা মৌচাক, মউলিদের আক্রমণ, নতুন করে চাক বাঁধা, তদারকি, শৃঙ্খলা, পূর্ণাঙ্গ মৌমাছি।

- কৃত্যালি- ৫/১

যে শিশুরা ভালভাবে পড়তে পারে না তাদের জন্য এক একটি উপভাবমূলকে কেন্দ্র করে ছোট ছোট সহজ পাঠ দিতে হবে। সেখানে শব্দজাল তৈরির সময় উপরের উল্লিখিত শব্দ ও শব্দগুচ্ছকে যতটা সম্ভব ব্যবহার করতে হবে। পাঠটি হবে তৃতীয় শ্রেণির উপযোগী। বাক্যে চার-পাঁচটির বেশি শব্দ থাকবে না। একটি উদাহরণ দেওয়া হল;

সহজ পাঠঃ

ঝাঁকে ঝাঁকে মৌমাছি আসা-যাওয়া শুরু হয়েছে আম গাছে। তারা তৈরি করছে মৌচাক। চাকে দু'ধরনের মৌমাছি আছে। একদল কাজ করে, আরেক দল করে না। শ্রমিক মৌমাছিরা চাক তৈরি, বাচ্চাদের প্রতিপালন করে। রানি মৌমাছি সবার কাজ তদারকি করে থাকে। খুব শৃঙ্খলার মধ্যে দিয়ে ওরা মৌচাক তৈরি করে। মৌমাছির দল খুব পরিশ্রমী। মানুষের জীবনের সঙ্গে মৌমাছিদের মিল আছে। রানি মৌমাছিরা ডিম পাড়ে। শ্রমিকেরা ডিম ফোটায়। বাচ্চাদের বড় করে। শ্রমিকেরা চাকও পাহারা দেয়। পুরুষেরা অলস। তারা শুধু বসে বসে ঘুমায়। মানুষের সমাজের সঙ্গে মিল আছে। সবাই নিয়ম মানে আর কাজ করে। যে যার কাজ সে তাই করে। দেশটাও তো এভাবেই চলে।

- কৃত্যালি- ৫/২

অনুরূপভাবে আরও কয়েকটি সহজপাঠ তৈরি করে বড় বড় হরফে "পঠন কার্ড" তৈরি করতে হবে। ওই অংশগুলি চতুর্থ শ্রেণির পঠনোপযোগী হবে। উপরের কৃত্যালির মতই তা ব্যবহার করতে হবে।

- কৃত্যালি- ৫/৩

যদি দেখা যায় শিশুর পঠন ক্ষমতা আরও নীচে, তবে মানস মানচিত্র থেকে উঠে আসা শিশুর জানা অজানা শব্দগুলিকে বড় কার্ডবোর্ডে সাটিয়ে দিতে হবে এবং ওই শিশুকে বা শিশুদের দলটিকে বিশেষ নজর দিয়ে শব্দ উচ্চারণে অভ্যস্ত করাতে হবে। এক্ষেত্রে যুক্তবর্ণের শব্দগুলিকে আলাদা চার্টে ধরতে হবে। যুক্তবর্ণে কোন কোন বর্ণ আছে তা ভেঙে দেখিয়ে দিতে হবে। সাথে সাথে শিক্ষক-শিক্ষিকাদেরকে প্রাসঙ্গিকভাবে শব্দ বা শব্দের অর্থ সরাসরি না বলে দিয়ে আরও একবার প্রাসঙ্গিক পরিস্থিতি অনুযায়ী উদাহরণ দিয়ে তাদের মধ্যে সংশ্লিষ্ট শব্দের বোধ গড়ে তুলতে হবে এবং শিশুরা যাতে নিজের চেষ্টায় অর্থোদ্ধারের আনন্দ পায় তার ব্যবস্থা করার জন্য শিক্ষক-শিক্ষিকাদের যথেষ্ট ধৈর্যশীল হতে হবে।

- কৃত্যালি- ৫/৪

দু-একদিনের মধ্যে শব্দগুলি রপ্ত হলে তাদের কয়েকটি সহজতর পাঠ দিতে হবে। তার মান হবে তৃতীয় শ্রেণির শেষের দিকের পাঠের মতো। তিন-চারটি শব্দ সম্মলিত বাক্য হবে। চর্চিত শব্দ বা শব্দগুলিকেও সেখানে প্রয়োগ করতে হবে।

সহজতর পাঠ (তৃতীয় শ্রেণির উপযোগী)

মৌমাছি মধু সংগ্রহ করে। মৌচাক বানায়। রানি মৌমাছি একজনই। সে মৌচাকের তদারকি করে। দলবদ্ধভাবে কাজ করে সবাই। শৃঙ্খলা মেনে কাজ করে। শ্রমিক মৌমাছিরাই চাক তৈরি করে। পুরুষ মৌমাছি বসে বসে ঘুমায়। তারা অলস। শ্রমিকেরা নাচ জানে। ফুলের সন্ধান নেচে নেচে দেয়। সবাই বুঝতে পারে আর সবাই ছোটে ওইদিকে। রানি ডিম পাড়ে। ওদের যত্ন করে শ্রমিকরাই। মানুষের সমাজের মতো তাদেরও সবার কাজের ভাগ আছে। কেউ নিয়ম ভাঙে না। একসাথে কাজ করে।

- কৃত্যালি- ৫/৫

যদি দেখা যায় শিশুর পঠন ক্ষমতা আরও নীচে, তবে সহজতর পাঠগুলিকে আরও সহজ করতে হবে। এর মান হবে প্রথম শ্রেণির মতো। দুটি বা তিনটি শব্দ নিয়ে বাক্য গঠন হবে। এইভাবে কয়েকটি সহজতর পাঠ তৈরি করতে হবে এবং আরও বেশি পিছিয়ে পড়া শিশুদের মধ্যে প্রয়োগ করতে হবে।

সহজতর পাঠ (প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির উপযোগী)

মৌমাছির দল চলেছে। সামনে অনেক ফুল। এখানেই চাক বানাবে বড় গাছে। কাছাকাছি কোনও জায়গায় রানি মৌমাছি একজনই। মৌচাকের ভিতরের দেখাশোনা করে। দিন পনেরো লাগল। তারা চাক তৈরি করল।

- কৃত্যালি- ৫/৬

শিক্ষক-শিক্ষিকা উভয়ক্ষেত্রেই অনুরূপ সহজতর পাঠ তৈরি করবেন এবং মান অনুসারে একে একে পাঠগুলি শিশুদের মধ্যে পাঠ করাবেন। স্ব-পঠনই যে এখানে মূল কথা সেটা সব সময় মনে রাখতে হবে।

কৃত্যালি- ৬

বহির্বিদ্যালয় কৃত্যালিঃ

এলাকায় মৌচাষী থাকলে বা কারুর বাড়ির আশেপাশে মৌচাক থাকলে ওই ব্যাক্তিদের কাছ থেকে শিক্ষার্থীরা মৌমাছিদের আচরণ ও অভ্যাস সম্পর্কে জেনে নিতে পারে। মৌচাকগুলি থেকে কখন মৌমাছিরা বেরিয়ে পরে, মৌচাকের ভেতর সব মৌমাছির আকার কি একই, তাদের কুঠুরিগুলি দেখতে কেমন, কোন জায়গায় মধু জমিয়ে রাখা হয়, মৌচাকের বাকি অংশগুলিতে কী থাকে, মৌমাছিদের সবাই কে কী কাজ করে, নাকি কেউ কেউ অলসভাবে দিন কাটায় - এইসব

প্রশ্ন করে যে তথ্যগুলি শিশুরা পাবে তার সঙ্গে মনুষ্য সমাজের একটা তুলনা টানবে। কোথায় কোথায় মিল এবং কোথায় কোথায় অমিল আছে তা বোঝার চেষ্টা করবে।

কৃত্যালি- ৭

সৃজনমূলক কাজঃ

গল্প পড়া ও গল্প বলার আসরঃ

একটা জঙ্গল ছিল। সেখানে একটা বড় গাছ। তার ডালে একটা রানি মৌমাছি উড়ে এসে বসল। তার পিছু পিছু এল কয়েকশো' পুরুষ ও কয়েক হাজার শ্রমিক মৌমাছি। মৌমাছিরা দেহ থেকে যা ত্যাগ করে সেটাই মোম। কাজেই সেই মোম দিয়ে তৈরি হয় চাক। ঘুরে ঘুরে মধু নিয়ে চাক ভরায়। রানি ও পুরুষ মৌমাছিরা সেই মধু বসে বসে খায়। সবাই পেট ভরে খেয়েও অনেক মধু বেশি থাকে। সেগুলি অসময়ের জন্য চাকে জমানো হয়। ব্যাঙ্কে যেমন আমাদের টাকা থাকে তেমনই। একদিন রানির ডিম পাড়ার সময় হয়। রানি সেই লক্ষ লক্ষ কুঠুরিতে ঢোকে। আর একটা করে ডিম পেড়ে যায়। রানির কাজ রানি করেই চলে যায়। কিছুদিন পর যথারীতি ডিম ফুটে বেরিয়ে আসে খুদে খুদে পূর্ণাঙ্গ মৌমাছির। সেখান থেকে জন্ম নেয় কয়েকশো পুরুষ কয়েক হাজার শ্রমিক আর কয়েকটি খুদে রানি। জমানো মধু খেয়ে খুদেরা বড় হতে থাকে। কিছুদিনের মধ্যেই খুদে শ্রমিকরা ভালভাবে উড়তে শেখে। তারা বড়দের পিছু পিছু বেরিয়ে পড়ে মধু সংগ্রহ করতে। বেশ সুখেই কাটে দিন। খুদে রানিরা এখন কিশোরী। একদিন মা রানি খুদে রানিদের ডেকে বলে- 'শোন বাছারা এখানে যত ঘর আছে সব আমার। তোমরা কিন্তু এখানে ডিম পাড়তে পারবে না। সময় থাকতে এখান থেকে পালাও। নিজেদের ব্যবস্থা নিজেরা কর। কিশোরী রানিদের খুব অভিমান হয়। তাই তারা রাগ করে উড়ে গিয়ে বসে অন্য গাছের ডালে। তাদের পিছু পিছু চলে যায় কয়েকশো পুরুষ ও কয়েক হাজার শ্রমিক মৌমাছি। প্রতিটি রানিকে ঘিরে বানায় নতুন চাক। তারাও মধু সংগ্রহ করতে ছোটে। সকাল থেকে সাঁঝ। জঙ্গলে বাড়তে থাকে মৌচাকের সংখ্যা। বেঁচে থাকে মৌমাছিদের ঝাঁক। সারা পৃথিবীতে এদের সংখ্যা সব থেকে বেশি। নানান জাতের মৌমাছি আছে।

গল্পটি পড়ে বা শুনে শিশুরা দুটি দৃশ্য তৈরি করে নাটিকা পরিবেশন করবে। প্রথম দৃশ্যে রানি মৌমাছির শাসন, পরের দৃশ্যে কিশোরী রানি মৌমাছির চাক বানানোর কথা। নিজেরাই সংলাপ বানাবে এবং অভিনয় করবে। মানুষদের সমাজ নিয়েও ওরা নানান অভিমত নাটকের মধ্যেই রাখবে।

- কৃত্যালি- ৭/১

গল্প শুনে ছবি আঁকার ব্যবস্থাও করা যেতে পারে। যে যার মতো করে আঁকতে পারে।

- কৃত্যালি- ৭/২

এই বিষয়ে শিশুপাঠ্য সংগ্রহ করা এবং সেগুলি দলে পড়তে দেওয়া এবং আলোচনা করতে দেওয়া খুব জরুরি। শ্রেণিকক্ষে বা বিদ্যালয়ে এমন কোনও গ্রন্থাগার তৈরি করতে পারলে ভাল হয়। শিশুরা সপ্তাহে দু-একটা পিরিয়ডে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের বিভিন্ন বই দেখবে, পড়বে বা পড়ে শোনাবে বন্ধুদের। প্রয়োজনে কোনও কোনও শিশু ওই বইগুলি বাড়িতে পড়ার জন্যও নিয়ে যেতে পারে।

কৃত্যালি- ৮

দৃশ্য-শ্রাব্য কৃত্যালিঃ

ইউটিউবে মৌমাছির জীবনচক্র খুব সুন্দরভাবে দেওয়া আছে। তা দেখিয়ে শ্রমিক মৌমাছির নানা কর্মকাণ্ড আলোচনা করা যেতে পারে। ওখান থেকে দৃশ্যগুলি নেওয়ার পর নেপথ্য কণ্ঠে মাতৃভাষায় মৌমাছিদের বিভিন্ন সামাজিক কাজগুলি তুলে ধরবে। মনুষ্য সমাজের সঙ্গে তার মিল ও অমিল তুলে ধরবে। শিক্ষক মাঝে মাঝে ভিডিওটি থামিয়ে শিশুদের সাথে আলোচনায় যেতে পারে। সংশ্লিষ্ট শব্দগুলিও ব্যবহার করবে।

উপভাবমূলঃ বনজীবী মানুষ, বন্যপ্রাণী ও অরণ্যের সহজ সহাবস্থান। প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য ও ভারসাম্য রক্ষা নিয়ে সদর্থক মনোভাব।

কৃত্যালি- ৯

এবিষয়ে শিশুদের সাহায্যে মানস মানচিত্র তৈরি করে একটি সম্ভাব্য শব্দজাল নির্মাণ করে নিতে হবে। এখানে সম্ভাব্য শব্দের তালিকা দেওয়া হল;

শব্দজালঃ

জঙ্গল, অরণ্য, ধোঁয়া, ক্ষতিগ্রস্ত, কাদামাটি, ধামা, নির্ভরশীলতা, ফুলের সঙ্গে মৌমাছির সম্পর্ক, পরাগমিলন, ফল আসে গাছে, বীজ পড়ে মাটিতে, গাছ হয়, মৌমাছির সঙ্গে মউলিদের সম্পর্ক, মধু সংগ্রহ, বিপদ, বাঘের হানা, অতর্কিতে আক্রমণ, বাঘ শিকার, বেআইনি, আগুন জ্বেলে রাখে, মাথার পিছনে মুখোশ পড়ে, লাঠি দিয়ে বাঘকে তাড়া দেয়, সহাবস্থান, খাদ্যখাদক সম্পর্ক, প্রাকৃতিক ভারসাম্য, জীববৈচিত্র্য, বাস্তুতন্ত্র, সামুদ্রিক কাঁকড়া, বিদেশে চালান হয়।

- কৃত্যালি- ৯/১

যে শিশুরা ভালভাবে পড়তে পারে না তাদের জন্য এক একটি উপভাবমূলকে কেন্দ্র করে ছোট ছোট সহজ পাঠ দিতে হবে। সেখানে শব্দজাল তৈরির সময় উপরের উল্লিখিত শব্দ ও শব্দগুচ্ছকে যতটা সম্ভব ব্যবহার করতে হবে। পাঠটি হবে চতুর্থ শ্রেণির উপযোগী। বাক্যে চার-পাঁচটির বেশি শব্দ থাকবে না। একটি উদাহরণ দেওয়া হল;

সহজ পাঠঃ

সুন্দরবনের গভীর জঙ্গল। অনেকে মিলে দল বেঁধে মধু সংগ্রহ করতে যায় মউলিরা। সাধারণত ফাল্গুন-চৈত্র, বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে তারা মধু সংগ্রহে যায়। জলে জঙ্গলে সাপ, বাঘ সব বিপদকে অগ্রাহ্য করে তারা চারিদিকে গাছ দেখতে দেখতে এগোয়। কোথায় মৌচাক তা তারা খোঁজে। কেউ একজন পেলেই 'কু' সংকেত দেয়। মউলিরা গায়ে কাদা মাখে, মাথার পিছনে মানুষের মুখোশ ঝুলিয়ে রাখে। ওরা বাঘ শিকার করে না। বাঘ বন রক্ষা করে। ওরা জানে বাঘ আছে বলেই বন আছে। বন আছে বলে ওরাও আছে। বন থেকে ওরা মধু পায়, মাছ পায়, নানা ফলমূল পায়। ওগুলি থেকে ওরা আয় করে। ওরা মধু সংগ্রহ করে বিক্রি করে। মহাজনের কাছে। অল্প কিছু পায়। এইভাবেই চলে যায় ওদের জীবন।

- কৃত্যালি- ৯/২

অনুরূপভাবে আরও কয়েকটি সহজ পাঠ তৈরি করে বড় বড় হরফে "পঠন কার্ড" তৈরি করতে হবে। ওই অংশগুলি তৃতীয় শ্রেণির পঠনোপযোগী হবে। উপরের কৃত্যালির মতই তা ব্যবহার করতে হবে।

- কৃত্যালি- ৯/৩

যদি দেখা যায় শিশুর পঠন ক্ষমতা আরও নীচে, তবে মানস মানচিত্র থেকে উঠে আসা শিশুর জানা অজানা শব্দগুলিকে বড় কার্ডবোর্ডে সাটিয়ে দিতে হবে এবং ওই শিশুকে বা শিশুদের দলটিকে বিশেষ নজর দিয়ে শব্দ উচ্চারণে অভ্যস্ত করাতে হবে। এক্ষেত্রে যুক্তবর্ণের শব্দগুলিকে আলাদা চার্টে ধরতে হবে। যুক্তবর্ণে কোন কোন বর্ণ আছে তা ভেঙে দেখিয়ে দিতে হবে। সাথে সাথে শিক্ষক-শিক্ষিকাদেরকে প্রাসঙ্গিকভাবে শব্দ বা শব্দের অর্থ সরাসরি না বলে দিয়ে আরও একবার প্রাসঙ্গিক পরিস্থিতি অনুযায়ী উদাহরণ দিয়ে তাদের মধ্যে সংশ্লিষ্ট শব্দের বোধ গড়ে তুলতে হবে এবং শিশুরা যাতে নিজের চেষ্টায় অর্থোদ্ধারের আনন্দ পায় তার ব্যবস্থা করার জন্য শিক্ষক-শিক্ষিকাদের যথেষ্ট ধৈর্যশীল হতে হবে।

- কৃত্যালি- ৯/৪

দু-একদিনের মধ্যে শব্দগুলি রপ্ত হলে তাদের কয়েকটি সহজতর পাঠ দিতে হবে। তার মান হবে তৃতীয় শ্রেণির শুরুর দিকে যেমন মান থাকে সেই রকম। বাক্য হবে চার-পাঁচটি শব্দ সম্বলিত। চর্চিত শব্দ ও শব্দগুচ্ছকে সেখানে প্রয়োগ করতে হবে। একটি উদাহরণ দেওয়া হল;

সহজতর পাঠ (তৃতীয় শ্রেণির উপযোগী)

সুন্দরবনে লবণ একটি শিল্প ছিল। তার সঙ্গে যারা জড়িত ছিল তাদের বলে মলঙ্গি। সমুদ্রের নোনা জল নিয়ে তৈরি হত লবণ। এখন অবশ্য এই শিল্পটি বন্ধ। সরকারি প্রচেষ্টায় এখন লবণ উৎপাদন হয়। মলঙ্গিরা এখন জীবিকা বদলেছে। আজকাল নদীতে মাছ ধরতে যায়। কেউ কেউ মধু সংগ্রহ করে। এত বড় বন আছে। ভয় কী তাদের? বনে কত কী পাওয়া যায়। কাঁকড়ার ভাল দাম পাওয়া যায়। সুন্দরী, গরান, হেঁতালের জঙ্গল আছে। শুকনো কাঠ তো আছেই। প্রাণী, গাছ, মানুষ একসাথে থাকে। কোনও বিপদ নেই। শুধু একটু সাবধানে থাকতে হয়।

- কৃত্যালি- ৯/৫

যদি দেখা যায় শিশুর পঠন ক্ষমতা আরও নীচে তবে সহজতর পাঠগুলিকে আরও সহজ করতে হবে। এর মান হবে প্রথম শ্রেণির মতো। দুটি বা তিনটি শব্দ নিয়ে বাক্য গঠন হবে। এইভাবে কয়েকটি সহজতর পাঠ তৈরি করতে হবে এবং আরও বেশি পিছিয়ে পড়া শিশুদের মধ্যে প্রয়োগ করতে হবে।

সহজতর পাঠঃ

বাগদা চিংড়ির চাষ। কেনাবেচা হয়। মশারির মতো জাল। তাতে মিন ধরা হয়। মিন হল বাগদার বাচ্চা। বসন্ত আর গ্রীষ্ম আসে। মাছ ধরার উপযুক্ত সময়। এটাও বিপজ্জনক। কুমীর আসতে পারে। হাঙরও হানা দেয়। তবে কাঁকড়া পাওয়া যায়। বড় বড় সামুদ্রিক কাঁকড়া। চালান হয়ে যায় বিদেশে।

- কৃত্যালি- ৯/৬

শিক্ষক-শিক্ষিকা উভয়ক্ষেত্রেই অনুরূপ সহজতর পাঠ তৈরি করবেন এবং মান অনুসারে একে একে পাঠগুলি শিশুদের মধ্যে পাঠ করাবেন। স্ব-পঠনই যে এখানে মূল কথা সেটা সব সময় মনে রাখতে হবে।

কৃত্যালি- ১০

বহির্বিদ্যালয় কৃত্যালিঃ

বিদ্যালয়ের আশেপাশে যদি কোনও আদিবাসী এলাকা অথবা বনজীবী মানুষের বাস থেকে থাকে তাহলে তাদের কাছে গিয়ে এবিষয় তাদের মতামত গ্রহণ করা যেতে পারে।

প্রশ্নাবলী-

(ক) আপনি কতদিন ধরে এখানে বাস করেন? (খ) আগে কি অন্য কোথাও থাকতেন?

(গ) কোথায় থাকতেন? (ঘ) কেন সেখান থেকে চলে এলেন?

(ঙ) আপনার জীবিকা কী? (চ) জঙ্গলে বসবাসের কি অভিজ্ঞতা আছে?

(ছ) আপনারা জঙ্গল থেকে কীভাবে উপকৃত হন?

(জ) আপনি বা আপনার পূর্বপুরুষেরা কি এখনও জঙ্গলের ওপর নির্ভরশীল?

(ঝ) জঙ্গলে কি আগের মতো গাছ আছে? নাকি কমে গেছে?

(ঞ) যদি কমে গিয়ে থাকে তাহলে কেন?

(ট) আপনি কি গাছ কেটে ফেলাকে সমর্থন করেন? হ্যাঁ---- না---- (ঠ) না হলে কারণ কী?

(ড) অরণ্য সংরক্ষণ করা উচিত- আপনার মতের পক্ষে যে কোনও ৩টি কারণ বলুন-

(ণ) অন্যান্য প্রাণীদের ও কি বেঁচে থাকা উচিত?

তথ্যগুলি নিয়ে শিক্ষার্থীরা শ্রেণিকক্ষে ফিরে এসে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করবে।

কৃত্যালি- ১১

সৃজনমূলক কাজঃ

গল্প পড়ি আর শুনি, নাটক তৈরি করি।

নাটকঃ সুন্দরবন

চরিত্রঃ- বাঘ, গরু, ছাগল, গ্রামবাসীরা ও বনবিভাগের কর্মীরা।

গল্প- পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণে বিশাল জঙ্গল হেঁতাল, গরান, সুন্দরী ইত্যাদির গাছের ঘন বন। ঠাকুরান, মাতলা, বিদ্যাধরী ইত্যাদি নদী, শাখা নদী, খাল ও খাড়ির ছড়াছড়ি। কাজেই শুধু ডাঙাতে সুন্দরবন নয়। এইসব নদীর খাড়ি ও খাল জঙ্গলটাকে ভাগ ভাগ করে দিয়েছে। নদীর বালি জমে জমে অনেক দ্বীপ তৈরি হয়েছে। চারিদিকে নদীর জল দিয়ে ঘিরে রাখা মাটিই হল দ্বীপ। সেখানে অনেক মানুষ বাস করে। নদীর ধারে ম্যানগ্রোভ ফরেস্টে গাছের শ্বাসমূল উপর দিকে ওঠা থাকে। একদিন একটা বাঘ ভরা জোয়ারে ঠাকুরান ও মাতলা নদীতে সাঁতার কাটছিল। ভুল করে জঙ্গল ভেবে এই দ্বীপে এসে হাজির। বাঘ এসে দেখে এখানে মানুষের বাস। সে বলল, "ও বাবা এতো জঙ্গল নয়, এ আমি কী ভুল করলাম? যাই ফিরে যাই। তারপর দেখে একটা গরু দড়ি দিয়ে বাঁধা। এমনিতেই খিদের জ্বালায় শিকার খুঁজতে বাঘ এখানে এসে পড়েছে। তাই সে দেরি না করে গরুটাকে মারল আর খেতে শুরু করল। গ্রামবাসীরা দেখতে পেয়ে মশাল হাতে টিন পিটিয়ে বাঘকে করল তাড়া। বাঘ তাড়া খেয়ে নদীর ধারে গিয়ে দেখে নদীতে ভাটা। বাঘ জানে ভাটা মানে প্রচুর কাদা। ওই কাদায় পা ঢুকে গেলে মানুষেরা ওকে মেরে ফেলবে। যদিও বা নদীতে ঝাঁপ দেয় ভাটার টানে সোজা সমুদ্রে নিয়ে ফেলবে। তখন সোজা দৌড়ে ধান খেতের পাশে ঝোপের জঙ্গলে গিয়ে ঢোকে। আর বলে আমি ভুল করে চলে এসেছি তোরা মারবি কেন? তোরাও তো নদীর ধারে ম্যানগ্রোভ জঙ্গল করে রেখেছিস, আমি বুঝব কী করে? কেউ কেউ বলছে 'ব্যাটাকে মেরে মাটিতে পুতে দে'। আবার বেশিরভাগ লোক বলে 'না ব্যাচারা ভয় পেয়েছে ওকে জঙ্গলে ছেড়ে দিতে হবে'। ফোন করা হল বন দফতরকে। বন বিভাগের কর্মীরা এসে জায়গাটা জাল দিয়ে ঘিরে দিলেন। বাঘ ভয়ে গাছে উঠে গেল। তাকে ঘুম পাড়াতে গুলি করা হল। বাঘ নীচে পড়ে ঘুমিয়ে গেল। তাকে খাঁচায় ভরে জঙ্গলে ছেড়ে দেওয়া হল। খাঁচার মধ্যে বাঘের সাথে দেওয়া হল একটা জ্যান্ত ছাগল। ছাগল অনেক কাঁদল। যাবে না বলে ম্যা ম্যা মা মা করল। সবাইকে বলেও কোনও কাজ হল না, কারণ ছাগলের কথা কেউ বোঝে না। বাঘকে ছেড়ে দেওয়া হল জঙ্গলে।

শিক্ষক মশাই গল্পটি বলবেন। তারপর শিক্ষার্থীরা গল্পটিকে তিনটি দৃশ্যে ভেঙে নেবে।

১ম দৃশ্য- বাঘ জঙ্গলে শিকার খুঁজতে খুঁজতে নদীর ধারে এসে পড়বে। ও দূরে আর একটা জঙ্গলে দেখতে পাবে। তাই সে সাঁতার দেবে নদীতে। ওটা আসলে জঙ্গলে ঘেরা গ্রাম ছিল।

২য় দৃশ্য- নতুন জঙ্গল ভেবে বাঘ ভুল করল। তাই সে ওখানে হাজির হল। একটু এগিয়ে এসে বাঘ ভুল বুঝতে পারে। ফিরে যেতে গিয়েও গরু মেরে খেল। মানুষ তাড়া করল নদীতে ভাঁটা দেখে ফিরে বাঘ লুকালো ঝোপে।

৩য় দৃশ্য- গ্রামবাসীদের কথা ও কোলাহল বাঘ শুনল। সেও তার কথা বলল। সরকারি অফিসে ফোন হল। বন বিভাগের কর্মীরা এল। ছাগল আনা হল। ঘুম পাড়ানো হল বাঘকে। ছাগলের সঙ্গে সংলাপ হল। দুজনকে জঙ্গলে নিয়ে যাওয়া হল।

নাটকটি শেষ হলে এনিয়ে আলোচনা হবে শিক্ষার্থীদের মধ্যে। জীব ও প্রাণীজগতের মধ্যে যে পারস্পরিক নির্ভরতা রয়েছে, শিক্ষার্থীরা তা বুঝতে পেরেছে কিনা শিক্ষকরা তা নজর রাখবেন।

- কৃত্যালি- ১১/১

এই বিষয়ে শিশুপাঠ্য সংগ্রহ করা ও সেগুলি দলে পড়তে দেওয়া এবং আলোচনা করতে দেওয়া খুব জরুরি। শ্রেণিকক্ষে বা বিদ্যালয়ে এমন কোনও গ্রন্থাগার তৈরি করতে পারলে ভাল হয়। শিশুরা সপ্তাহে দু-একটা পিরিয়ডে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের

বিভিন্ন বই দেখবে, পড়বে বা পড়ে শোনাবে বন্ধুদের। প্রয়োজনে কোনও কোনও শিশু ওই বইগুলি বাড়িতে পড়ার জন্যও নিয়ে যেতে পারে।

কৃত্যালি- ১২

দৃশ্য-শ্রাব্য কৃত্যালিঃ

জলে কুমির ডাঙায় বাঘ, এরই মাঝে মানুষের বেঁচে থাকার জন্য খাবারের খোঁজ, সুন্দরবনের মানুষ ও পশুর সহাবস্থানের ছবি দেখিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে। বাঘ আছে বলেই যে জঙ্গলটা টিকে আছে এবং জঙ্গলকে ঘিরে যে মানুষ তার জীবিকা সংগ্রহ করে তা পরিষ্কার করে দিতে হবে।

কৃত্যালি- ১৩

এরপর শিক্ষক-শিক্ষিকারা মূল পাঠ্যাংশের প্রধান প্রধান শব্দ ও শব্দগুচ্ছগুলিকে চার্টের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের উচ্চারণ করতে দেবেন এবং প্রতিটি শব্দ নিয়ে উদাহরণ দিয়ে তাদের অর্থোদ্ধারে সাহায্য করবেন।

শব্দজালঃ

শিষে, গরান গাছ, স্ফূর্তি, শূলো, দুর্দান্ত, সাঁকো, হতভম্ব, ধামা, সম্ভবনা, ট্যাক, গুঞ্জনে, কামড়ে, ঝিরঝির, গোঁয়ার্তুমি, পন্থা, ত্রিভূজ, খণ্ড।

- কৃত্যালি- ১৩/১

মূলত পাঠ্যাংশের কাজঃ

এবার শিক্ষক-শিক্ষিকাদের গল্পটিকে সহজ ও সংক্ষিপ্ত করে তৈরি করে শিক্ষার্থীদের পড়তে দেবেন।

সংক্ষিপ্তসারঃ

আর্জান বনে গিয়ে মধু আনতে খুবই ভালবাসে। পেটপুরে নাস্তা করে সে চলল। ধনাই, আর্জান কাফিল তিনজনে চলল। একজন চাদর মুড়ি দিয়ে গাছে ওঠে। মধুর চাক কাটে। আরেক জন লম্বা বাঁশের মাথায় মশাল জ্বেলে ধোঁয়া দিয়ে মৌমাছি তাড়ায়। তৃতীয়জন ধামা ধরে থাকে। ধনাই নাকি মন্ত্র জানে। সঙ্গে থাকে একটা কলসি। চাক ভেঙে মধু ঝেড়ে কলসিতে ভরা হয়। মধুর চাক খুঁজতে খুঁজতে জঙ্গলের গভীরে চলে যায় তারা। শীতের শেষ। সুন্দরবনে গাছে গাছে নানা ফুল ধরে। গরান গাছে ছোটো ছোটো ফুলের গন্ধ। মৌমাছির দল নেচে উঠে। ওরা তিনজন চলেছে। ডিঙি নিয়ে এসেছে এপাড়ে। একটার পর একটা মৌচাক ভাঙছে। এইভাবে চলতে চলতে ধনাই একটু আগে চলে। বা-হাতে কাস্তে আর চট। মাথায় মধুর কলসি। হোঁচট খায়। তবে হাতে লাঠি আছে বলে বেঁচে গেল। সামনে ছিল একটা ট্যাক। সেটির সামনেই গরান গাছ। তাতে মৌচাক দেখে ধনাই চিৎকার করে উঠল আনন্দে। তারপরই বলল সেখানে মধু নেই। আর্জান বিশ্বাস করল না। এক তাল কাদা ছুঁড়ল। চাকের কোণে গিয়ে লাগল। মধু পেল না। মৌমাছির দল তাড়া করল। এদিকে ধনাই কিছুটা এগিয়ে চলেছে। সামনে সরু খাদ। কী করে ! এমন সময় বাঘের হুঙ্কার। বাঘ লাফিয়ে পড়ল ধনাইকে লক্ষ্য করে। ধনাই যে খাদটি পার হচ্ছিল সেখানে ছিল একটা তবলা গাছ। আর্জন, কাফিল ভয়ে চুপ করে গেল। ধনাইকে ধরার আগেই বাঘের মাথা গিয়ে লাগল তবলা গাছে। উল্টে গিয়ে সে শিষেতে গিয়ে পড়ল। ধনাইয়ের মধু গেল পড়ে। বাঘের নাকে মুখে মধু লাগতেই সে ফোঁৎ ফোঁৎ করতে লাগল। ওরা তিনজন প্রাণ নিয়ে বাঁচল।

- কৃত্যালি- ১৩/২

এরপর শিশুরা সহজভাবে সংক্ষিপ্তসারটি পড়তে পারলে শিক্ষক-শিক্ষিকারা মূল পাঠ্যটি পাঠ করাবেন। স্ব-পঠনের মাধ্যমে যাতে তারা গল্পটি অনুধাবন করতে পারে তার চেষ্টা করবেন। পরে বাকি দিনগুলিতে ‘হাতে-কলমে’ অংশটি করাবেন।

(৫)
মাষ্টারদা

এই পাঠে মাষ্টারদা সূর্য সেনের সম্পর্কে বেশ কিছু তথ্য দেওয়া হয়েছে, রয়েছে তাঁর চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের অনেক অজানা খবর। এই পাঠটি শেষে শিক্ষার্থীদের মধ্যে 'দেশপ্রেম' ও 'আত্মত্যাগ' নিয়ে ধারণা স্পষ্ট হয়ে উঠবে। তবে এই পাঠটিকে বিশ্লেষণী দৃষ্টি থেকে দেখার সুযোগও শিক্ষার্থীকে দিতে হবে, যাতে তারা সেকালের দেশপ্রেম ও একালের দেশপ্রেমের মধ্যে মূলগত দৃষ্টিভঙ্গীর ফারাকটি করতে পারে। দেশের জন্য ভালবাসা ও গঠনমূলক চিন্তা সব যুগেই সমান গুরুত্বপূর্ণ। শুধু স্থান-কাল-পাত্র অনুসারে তার অভিমুখটির বদল ঘটে। আজকের দিনে দেশপ্রেম ও স্বার্থত্যাগ সম্পর্কে শিশুর দৃষ্টিভঙ্গী সহজবোধ্য করে তুলতে হবে। এখানে আরও একটি বিষয় খুবই গুরুত্বপূর্ণ তা হল, ব্যক্তিগত আদর্শবোধ। এই আদর্শবোধের কাঠামোটি (অর্থাৎ কোনও কিছু বৃহত্তর স্বার্থের জন্য নিজের ক্ষুদ্রতাকে বিসর্জন দেওয়ার মানসিকতাকে) গঠন করতে এই পাঠটিকে ব্যবহার করা যায়। তাই উপরের বিষয়গুলি মাথায় রেখে এখানে তিনটি উপভাবমূল চিহ্নিত করা হয়েছে।

উপভাবমূলঃ

(ক) সেকালের দেশপ্রেম ও স্বার্থত্যাগ সম্পর্কে শিশুদের মধ্যে শ্রদ্ধাবোধ ও সহমর্মিতা গড়ে তোলা।

(খ) একালের দেশপ্রেম ও স্বার্থত্যাগের স্বরূপ কেমন হওয়া উচিত তা নিয়ে ধারণা।

(গ) শিশুদের ব্যক্তিগত আদর্শবোধ ও মানুষ হওয়ার সংকল্প গ্রহণে নানান কর্মসূচি।

উপভাবমূলঃ সেকালের দেশপ্রেম ও স্বার্থত্যাগ সম্পর্কে শিশুদের মধ্যে শ্রদ্ধাবোধ ও সহমর্মিতা গড়ে তোলা।

কৃত্যালি- ১

এবিষয়ে শিশুদের সাহায্যে মানস মানচিত্র তৈরি করে একটি সম্ভাব্য শব্দজাল নির্মাণ করে নিতে হবে। এখানে সম্ভাব্য শব্দের তালিকা দেওয়া হল;

শব্দজালঃ

সংগ্রামী, লড়াই, লুণ্ঠন, পরাধীন, দেশপ্রেম, বিদ্রোহ, আদর্শবোধ, আত্মত্যাগ, আত্মবলিদান, প্রতিবাদ, অত্যাচার, কারা

বরণ, জেলে অবরুদ্ধ, মিছিল, গুপ্ত সংগঠন, ব্রিটিশ বিরোধী, গণশক্তি, স্বাধীনতা, আন্দোলন, অহিংস, সহিংস, আটক, শারীরিক নির্যাতন, পুলিশি তল্লাশি, বোমা, গোলাগুলি, অসহযোগ আন্দোলন, আইন অমান্য আন্দোলন, খাজনা।

- কৃত্যালি- ১/১

যে শিশুরা ভালভাবে পড়তে পারে না তাদের জন্য এক একটি উপভাবমূলকে কেন্দ্র করে ছোট ছোট সহজ পাঠ দিতে হবে। সেখানে শব্দজাল তৈরির সময় উপরের উল্লিখিত শব্দ ও শব্দগুচ্ছকে যতটা সম্ভব ব্যবহার করতে হবে। পাঠটি হবে চতুর্থ শ্রেণির উপযোগী। বাক্যে চার-পাঁচটির বেশি শব্দ থাকবে না। একটি উদাহরণ দেওয়া হল;

সহজ পাঠঃ

দেশ ছিল পরাধীন। অনেকে সংগ্রামী লড়াই করতে এসেছিল। এই লড়াই ছিল বেশ কঠিন। ইংরেজরা ছিল শক্তিশালী। পলাশীর প্রান্তরে ভারতীয়রা পরাজিত হল ইংরেজদের হাতে। নানা দিক থেকে তারা অত্যাচার করতে শুরু করল। জমিতে নীল চাষ শুরু করল। কৃষকেরা অন্য কিছু চাষ করতে পারল না। সঙ্গে চলল খাজনা নিয়ে অত্যাচার। শুধু এই ঘটনাই নয়, আরও ঘটনা আছে। ইংরেজরা নানাভাবে অত্যাচার চালাত দেশবাসীর উপর। দেশবাসী বারবার প্রতিবাদ করত। বিদেশি শত্রুকে পরাস্ত করতে দেশের যুবসমাজ আত্মবলিদান দিল। এইভাবে নানা প্রতিবাদ, বিদ্রোহ করতে করতে দেশ স্বাধীন হল ১৯৪৭ সালে।

- কৃত্যালি- ১/২

অনুরূপভাবে আরও কয়েকটি সহজ পাঠ তৈরি করে বড় বড় হরফে "পঠন কার্ড" তৈরি করতে হবে। ওই অংশগুলি তৃতীয় শ্রেণির পঠনোপযোগী হবে। উপরের কৃত্যালির মতই তা ব্যবহার করতে হবে।

- কৃত্যালি- ১/৩

যদি দেখা যায় শিশুর পঠন ক্ষমতা আরও নীচে, তবে মানস মানচিত্র থেকে উঠে আসা শিশুর জানা অজানা শব্দগুলিকে বড় কার্ডবোর্ডে সাটিয়ে দিতে হবে এবং ওই শিশুকে বা শিশুদের দলটিকে বিশেষ নজর দিয়ে শব্দ উচ্চারণে অভ্যস্ত করাতে হবে। এক্ষেত্রে যুক্তবর্ণের শব্দগুলিকে আলাদা চার্টে ধরতে হবে। যুক্তবর্ণে কোন কোন বর্ণ আছে তা ভেঙে দেখিয়ে দিতে হবে। সাথে সাথে শিক্ষক-শিক্ষিকাদেরকে প্রাসঙ্গিকভাবে শব্দ বা শব্দের অর্থ সরাসরি না বলে দিয়ে আরও একবার প্রাসঙ্গিক পরিস্থিতি অনুযায়ী উদাহরণ দিয়ে তাদের মধ্যে সংশ্লিষ্ট শব্দের বোধ গড়ে তুলতে হবে। শিশুরা যাতে নিজের চেষ্টায় অর্থোদ্ধারের আনন্দ পায় তার ব্যবস্থা করার জন্য শিক্ষক-শিক্ষিকাদের যথেষ্ট ধৈর্যশীল হতে হবে।

- কৃত্যালি-১/৪

দু-একদিনের মধ্যে শব্দগুলি রপ্ত হলে তাদের কয়েকটি সহজতর পাঠ দিতে হবে। তার মান হবে তৃতীয় শ্রেণির শেষের দিকের পাঠের মতো। তিন-চারটি শব্দ সম্মলিত বাক্য হবে। চর্চিত শব্দ বা শব্দগুলিকেও সেখানে প্রয়োগ করতে হবে।

সহজতর পাঠ (তৃতীয় শ্রেণির উপযোগী)

ভারত পরাধীন। ইংরেজ শাসন চলছে। দেশবাসীর ওপর চলছে নানা অত্যাচার। ইংরেজরা নানাভাবে অত্যাচার করছে। চট্টগ্রামের তরুণেরা প্রতিবাদ শুরু করল। মাষ্টারদা ছিলেন একজন আদর্শবান শিক্ষক। তিনি তরুণদের পথ দেখালেন। ধীরে ধীরে তরুণরা প্রতিবাদে নামল। বিদ্রোহ শুরু হল। ভারতের বিভিন্ন জায়গায়। লড়াইয়ের মধ্যে দিয়ে বহু বছর কেটে গেল। শেষে ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট দেশ স্বাধীন হল।

- কৃত্যালি- ১/৫

যদি দেখা যায় শিশুর পঠন ক্ষমতা আরও নীচে, তবে সহজতর পাঠগুলিকে আরও সহজ করতে হবে। এর মান হবে প্রথম বা দ্বিতীয় শ্রেণির মতো। দুটি বা তিনটি শব্দ নিয়ে বাক্য গঠন হবে। এইভাবে কয়েকটি সহজতর পাঠ তৈরি করতে হবে এবং আরও বেশি পিছিয়ে পড়া শিশুদের মধ্যে প্রয়োগ করতে হবে।

সহজতর পাঠ (প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির উপযোগী)

পরাধীন ছিল ভারত। দুশো বছর দেশের মানুষ লড়াই করল। বারবার অপমানিত হল। অবশেষে ১৯৪৭-এর ১৫ই আগস্ট এল। ভারতবর্ষ স্বাধীনতা পেল। এই স্বাধীনতা এমনি পাওয়া যায়নি। কত মানুষ জেল খেটেছেন। নিহত হয়েছেন। অবিচারের শিকার হয়েছেন। কেউ লক্ষ্য থেকে সরেনি। তাই স্বাধীনতা এল।

- কৃত্যালি- ১/৬

শিক্ষক-শিক্ষিকারা উভয়ক্ষেত্রেই অনুরূপ সহজতর পাঠ তৈরি করবেন এবং মান অনুসারে একে একে পাঠগুলি শিশুদের মধ্যে পাঠ করাবেন। স্ব-পঠনই যে এখানে মূল কথা সেটা সব সময় মনে রাখতে হবে।

কৃত্যালি- ২

বহির্বিদ্যালয় কৃত্যালিঃ

শিক্ষার্থীরা তাদের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সহযোগিতায় এলাকায় কোনও স্বাধীনতা সংগ্রামীর পরিবার থাকলে তাঁর বাড়ি যাবে। তাঁর ছবি দেখবে এবং তাঁর কৃতিত্বের কথা শুনবে। এব্যাপারে কোনও কাহিনী থাকলে সেগুলিও নোট করে আনবে। উক্ত স্বাধীনতা সংগ্রামীর নাম, তাঁর কর্মস্থল, সাহসিকতার জন্য কোনও পদক পেয়েছেন কিনা এইসব খবর আনবে। যিনি দেশের মুক্তির জন্য এমন মহান কাজ করেছেন তাঁর প্রতি যাতে শিশুর শ্রদ্ধার ভাব জন্মায় তার জন্য শিক্ষক-শিক্ষিকারা আলোচনা করবেন এবং প্রয়োজনমতো একটি সমীক্ষাপত্র তৈরি করে নেবেন। তেমন কেউ না থাকলে, এমন কোনও মানুষকে খুঁজতে হবে যিনি স্বাধীনতা যুগের গল্প বলতে পারেন। তার কাছে থেকে শিশুরা স্বাধীনতার গল্প শুনবে।

কৃত্যালি- ৩

সৃজনমূলক কাজঃ

নাটকঃ দেশের প্রতি ভালবাসা

চরিত্রঃ- ৬ জন সূত্রধর, ৮ জন বিপ্লবী, ১ জন নেতাজি, ১ জন পতাকা হাতে মেয়ে

১ম দৃশ্যঃ- (গান গাইতে গাইতে সূত্রধরের প্রবেশ)

গান কোরাস (সংগ্রহ থেকে)-

শোনোনি নাম বীর ক্ষুদিরাম, মেদিনীপুরের ছেলে

দেশের জন্য জীবন দিয়ে আগুন গেল জ্বেলে

দেশপ্রেমের সেই সে আগুন, তরুণ মনে জ্বলল দ্বিগুণ

লক্ষ ক্ষুদিরাম এগিয়ে এল সেই আগুনে জ্বলে

শোনোনি নাম- বীর ক্ষুদিরাম মেদিনীপুরের ছেলে। (সংক্ষিপ্ত)

(গাইতে গাইতে প্রস্থান) (কালো ওড়না মুখে বিপ্লবীদের প্রবেশ)

[বিপ্লবীদের কোরাস- বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম (হাত দুটো পিছনে জোড়া মাথাটা উঁচু। সারিবদ্ধভাবে) 'বন্দে মাতরম' বলতে বলতে প্রস্থান]

২য় দৃশ্যঃ- [বিপ্লবীদের প্রবেশ] কদম কদম বাড়ায়ে যা, খুশি কে গীত গায়ে যা, ইয়ে জিন্দেগী হ্যায় কৌমকি

[প্রয়োজনে প্রত্যেকে তাদের সংলাপ বাড়িয়ে নিতে পারবে]

১মঃ- বিনয়, বাদল, দীনেশ মারা গেল।

২য়ঃ- মাষ্টারদা সূর্য সেন, তিনিও মারা গেলেন।

৩য়ঃ- মারা গেলেন, বাঘা যতীন, হায়দার আলি, ওয়ারিশ আলি

৪র্থঃ– প্রাণ দিলেন মাতঙ্গিনী হাজরা, অরুণা আসফ আলি, বেগম হজরত।

৫মঃ- রক্ত, রক্ত চারিদিকে শুধু রক্তই বয়ে গেল। (ওই মিউজিকের সঙ্গে নেতাজির প্রবেশ)

নেতাজিঃ- হে আমার ভারতবাসী, 'তোমারা আমাকে রক্ত দাও আমি তোমাদের স্বাধীনতা দেব, দিল্লী চল' (স্ট্যাচু)

৬ষ্ঠঃ- রক্ত বইছে চারিদিকে।

৭মঃ- রক্ত বইছে চারিদিকে।

৮মঃ- বিপ্লবী বন্ধুরা কারাগারে রয়েছে শতাধিক।

৯মঃ- কত মায়ের কোল ফাঁকা।

১০মঃ- পরিবার পরিজনেরা একা

১১তমঃ- পথ চেয়ে ছেলে মেয়ে।

১২তমঃ- কখন বাবা আসবে ফিরে।

১৩তমঃ- অনেক রক্তের বিনিময়ে অবশেষে ১৯৪৭ সাল ১৫ই আগস্ট, ভারতমাতা স্বাধীন হলেন (বলতে থাকবে। পতাকা হাতে একটি মেয়ে প্রবেশ করবে)

স্লোগানঃ- বন্দে মাতরম

কোরাসঃ- (পতাকা হাতে মেয়েটিকে ধীরে ধীরে উপরে তুলবে) বন্দে মাতরম

মেয়েটিঃ- ১৫ই আগস্ট

কোরাসঃ- পালন করুন

মেয়েটিঃ- মাষ্টারদা সূর্য সেন।

কোরাসঃ- অমর রহে, অমর রহে। (বলতে বলতে প্রস্থান)

পরে নাটকটি নিয়ে শিক্ষক-শিক্ষিকারা শিক্ষার্থীদের সাথে আলোচনা করবে। শিক্ষার্থীরা জানবে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের স্বার্থত্যাগের পরে কীভাবে স্বাধীনতা এসেছে। এই স্বাধীনতাকে আমাদের রক্ষা করতে হবে।

কোরাসঃ- ভাই ভাই

মেয়েটিঃ- বন্দেমাতরম

কোরাসঃ- বন্দেমাতরম

- কৃত্যালি- ৩/১

এনিয়ে ছবি আঁকা, জাতীয় পতাকা তৈরি ইত্যাদি করতে পারে। প্রয়োজনে প্রাকৃতিক রং তৈরি করে তারা ছবি আঁকবে।

- কৃত্যালি- ৩/২

এই বিষয়ে শিশুপাঠ্য সংগ্রহ করা এবং সেগুলি দলে পড়তে দেওয়া এবং আলোচনা করতে দেওয়া। শ্রেণিকক্ষে বা বিদ্যালয়ে এমন কোনো গ্রন্থাগার তৈরি করতে পারলে ভাল হয়।

কৃত্যালি- ৪

দৃশ্য-শ্রাব্য কৃত্যালিঃ

ইউটিউব থেকে ভারতের স্বাধীনতার লড়াই সম্পর্কিত সংক্ষিপ্ত তথ্য ডাউনলোড করে শিশুদের ভারতের স্বাধীনতার লড়াই সম্বন্ধে অবহিত করবেন। নেপথ্য কণ্ঠ প্রদান করার সময় দেশের জন্য স্বাধীনতা সংগ্রামীদের স্বার্থত্যাগ এবং প্রাণত্যাগকে বড় করে দেখাতে হবে, যাতে তারা এটা বোঝে যে আমরা এযুগে যে স্বাধীনভাবে বাস করছি তার পেছনে তাঁদের অবদান অপরিসীম।

উপভাবমূলঃ একালের দেশপ্রেম ও স্বার্থত্যাগের স্বরূপ কেমন হওয়া উচিত তা নিয়ে ধারণা।

কৃত্যালি- ৫

এবিষয়ে শিশুদের সাহায্যে মানস মানচিত্র তৈরি করে একটি সম্ভাব্য শব্দজাল নির্মাণ করে নিতে হবে। এখানে সম্ভাব্য শব্দের তালিকা দেওয়া হল;

শব্দজালঃ

দেশপ্রেম, দেশকে ভালোবাসা, দেশের মাটি, কষ্ট, লাঞ্ছনা, অপমান, অসুবিধা, দেশের সেবা, দেশবাসীর জন্য কাজ, সেনাবাহিনী, তাদের নিদ্রাহীন প্রহরা, জনপ্রতিনিধি, ডাক্তার, নার্স, জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কাজ, শিক্ষক, সৎভাবে কাজ করা, নিষ্ঠা সহকারে কাজ, ঝুঁকি নিয়ে অন্যের জন্য কাজ, আপৎকালীন পরিষেবা, পুলিশ, শান্তি রক্ষা, রক্তদান, বনসৃজন, গরিবের পাশে দাঁড়ানো, সমাজে সেবামূলক কাজ করা।

- কৃত্যালি- ৫/১

যে শিশুরা ভালভাবে পড়তে পারে না তাদের জন্য এক একটি উপভাবমূলকে কেন্দ্র করে ছোট ছোট সহজ পাঠ দিতে হবে। সেখানে শব্দজাল তৈরির সময় উপরের উল্লিখিত শব্দ ও শব্দগুচ্ছকে যতটা সম্ভব ব্যবহার করতে হবে। পাঠটি হবে তৃতীয় শ্রেণির উপযোগী। বাক্যে চার-পাঁচটির বেশি শব্দ থাকবে না। একটি উদাহরণ দেওয়া হল;

সহজ পাঠঃ

বিহারের গয়ার একটি গ্রামে বাস করত দশরথ মাঝি। গ্রামটি পাহাড়ে ঘেরা। শহরে যেতে হলে ৫৫ কিলোমিটার পথ ঘুরে যেতে হয়। গ্রামের বেশিরভাগ লোক খুব গরিব। তাদের সুবিধা-অসুবিধা নিয়ে দেশের নেতা, মন্ত্রীরা বড় একটা মাথা ঘামাতেন না। ফলে বিনা চিকিৎসায় মানুষ মরে যেত। তার সঙ্গে ছিল খেতে না পাওয়ার কষ্ট।

দশরথের স্ত্রী ফাল্গুনী প্রতিদিন অনেক পথ হেঁটে পাহাড় ঘুরে দশরথকে খাবার দিতে যেত। নিষেধ শোনেনি। গরমকাল। প্রখর সূর্যের তাপ। দশরথ অপেক্ষা করছে; তবু ফাল্গুনীর দেখা নেই। চিন্তা শুরু হল। শুধু দশরথের নয়, চারপাশের চেনা মানুষরাও ভাবতে শুরু করল। দশরথ থাকতে না পেরে দেখতে গেল। বেশ কিছুদূর এগিয়ে গেল। হঠাৎ দেখল ফাল্গুনী পড়ে আছে। পাহাড়ে উঠতে গিয়ে পা পিছলে পড়ে গেছে ফাল্গুনী। গরুর গাড়িতে রক্তমাখা ফাল্গুনীকে তুলে নিল। পাহাড় ঘুরে ৭০ কিলোমিটার দূরে হাসপাতাল। ওখানে তাকে নিয়ে গেল। পথেই ফাল্গুনি মারা যান। মনের কষ্ট, রাগ সব গিয়ে পড়ল গিয়ে পাহাড়ের উপর। ছাগল বেচে শাবল, হাতুড়ি কিনল আর পাহাড় কাটতে লাগল। কাটতে কাটতে অনেক বছর পার হয়ে গেল। ১৯৮২ সালে ওই অঞ্চলে হঠাৎই প্রবল বৃষ্টিপাত হল। এতে পাথর চিরে পথ দেখা গেল। গ্রামবাসীরা উল্লসিত হল। সবাই হাত লাগাল। পাহাড়ের ভেতর দিয়ে পথ তৈরি হল। পাহাড়ের ওপারে যাওয়া সহজ হয়। এই পরিশ্রমে গোটা গ্রামের মানুষের জীবনে আসে নতুন আলো।

- কৃত্যালি- ৫/২

অনুরূপভাবে আরও কয়েকটি সহজ পাঠ তৈরি করে বড় বড় হরফে "পঠন কার্ড" তৈরি করতে হবে। ওই অংশগুলি তৃতীয় শ্রেণির পঠনোপযোগী হবে। উপরের কৃত্যালির মতই তা ব্যবহার করতে হবে।

- কৃত্যালি- ৫/৩

যদি দেখা যায় শিশুর পঠন ক্ষমতা আরও নীচে, তবে মানস মানচিত্র থেকে উঠে আসা শিশুর জানা অজানা শব্দগুলিকে বড় কার্ডবোর্ডে সাটিয়ে দিতে হবে এবং ওই শিশুকে বা শিশুদের দলটিকে বিশেষ নজর দিয়ে শব্দ উচ্চারণে অভ্যস্ত করাতে হবে। এক্ষেত্রে যুক্তবর্ণের শব্দগুলিকে আলাদা চার্টে ধরতে হবে। যুক্তবর্ণে কোন কোন বর্ণ আছে তা ভেঙে দেখিয়ে দিতে হবে। সাথে সাথে শিক্ষক-শিক্ষিকাদেরকে প্রাসঙ্গিকভাবে শব্দ বা শব্দের অর্থ সরাসরি না বলে দিয়ে আরও একবার প্রাসঙ্গিক পরিস্থিতি অনুযায়ী উদাহরণ দিয়ে তাদের মধ্যে সংশ্লিষ্ট শব্দের বোধ গড়ে তুলতে হবে। শিশুরা যাতে নিজের চেষ্টায় অর্থোদ্ধারের আনন্দ পায় তার ব্যবস্থা করার জন্য শিক্ষক-শিক্ষিকাদের যথেষ্ট ধৈর্যশীল হতে হবে।

- কৃত্যালি- ৫/৪

দু-একদিনের মধ্যে শব্দগুলি রপ্ত হলে তাদের কয়েকটি সহজতর পাঠ দিতে হবে। তার মান হবে তৃতীয় শ্রেণির শেষের দিকের পাঠের মতো। তিন-চারটি শব্দ সম্মলিত বাক্য হবে। চর্চিত শব্দ বা শব্দগুলিকেও সেখানে প্রয়োগ করতে হবে।

সহজতর পাঠঃ

দশরথ মাঝি ও তার বৌ ফাল্গুনী। থাকত এক গাঁয়ে। বিহারের গাঁ। পাহাড়ে ঘেরা ছিল। শহরে যেতে পাহাড় টপকাতে হত। নয় পাহাড় ঘুরে যেতে হত। মানুষরা কাজে যেত পাহাড় পেরিয়ে। দশরথও তাই যেত। ফাল্গুনীও প্রতিদিন খাবার নিয়ে যেত। একদিন এল না। দশরথের চিন্তা শুরু হল। পথে বিপদের কথা ভেবে ছুটে এল। দেখল পাহাড়ি পথে পড়ে রয়েছে। ফাল্গুনীকে বাঁচানোর চেষ্টা করল। তাকে হাসপাতালে নিয়ে গেল। গাঁয়ে কোনও হাসপাতাল নেই। গরুর গাড়ি করে নিয়ে গেল। পথে ফাল্গুনীর মৃত্যু হল। রাগে, দুঃখে দশরথ শাবল নিল। পাহাড় ভাঙতে শুরু করল। অনেক বছর পর পাহাড় কেটে রাস্তা হল।

- কৃত্যালি- ৫/৫

যদি দেখা যায় শিশুর পঠন ক্ষমতা আরও নীচে, তবে সহজতর পাঠগুলিকে আরও সহজ করতে হবে। এর মান হবে প্রথম শ্রেণির মতো। দুটি বা তিনটি শব্দ নিয়ে বাক্য গঠন হবে। এইভাবে কয়েকটি সহজতর পাঠ তৈরি করতে হবে এবং আরও বেশি পিছিয়ে পড়া শিশুদের মধ্যে প্রয়োগ করতে হবে।

সহজতর পাঠ (প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির উপযোগী)

দশরথ গরিব। হেঁটে কাজে যায়। পাহাড়ের পথ পেরিয়ে। দশরথের বউ ফাল্গুনী। খাবার নিয়ে যায়। খুব অসুবিধা হয়। একদিন ফাল্গুনী পড়ে গেল। দশরথ হাসপাতালে নিয়ে চলল। পথে বউ মারা গেল। দশরথের রাগ হল। শাবল নিল। গাঁইতি নিল। পাহাড় কাটতে লাগল। পাহাড় ভাঙল। রাস্তা বানাল। অনেক বছর লাগল। তবু করল।

- কৃত্যালি- ৫/৬

শিক্ষক-শিক্ষিকারা উভয়ক্ষেত্রেই অনুরূপ সহজতর পাঠ তৈরি করবেন এবং মান অনুসারে একে একে পাঠগুলি শিশুদের মধ্যে পাঠ করাবেন। স্ব-পঠনই এখানে মূল কথা সেটা সব সময় মনে রাখতে হবে।

কৃত্যালি- ৬

শিক্ষার্থীরা ২ নম্বর কৃত্যালির মতো এখানেও শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সাহায্য নিয়ে কোনও একজন এমন ব্যক্তির বাড়ি যাবে, যিনি দেশ ও সমাজের সেবায় বড় কোনও অর্থদান করেছেন বা বিদ্যালয় তৈরি করে দিয়েছেন বা দুঃস্থদের জন্য সাহায্য করেছেন বা সেনাবাহিনীতে যোগদান করেছেন। হয়তো তিনি আপৎকালীন সময়ে লড়াই করেছেন বা বন্যা মহামারীতে আত্মত্যাগ করে আর্তের সেবায় এগিয়ে এসেছেন। শিক্ষার্থীরা তাঁর নাম, সেবা, কর্ম, সেবাকর্মের স্থান এবং এই কাজ করার ফলে তাঁর কেমন লেগেছে এসম্পর্কে কাহিনী শুনবে এবং সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করবে। শেষে ওই সমাজসেবীর প্রতি এবং সেবাকর্মের প্রতি যাতে শিশুদের শ্রদ্ধাবোধ জন্মায় এবং অনুকরণের ইচ্ছা তৈরি হয় সেদিকে লক্ষ্য রেখে শিক্ষক-শিক্ষিকারা শিক্ষার্থীদেরকে নিজেদের মধ্যে আলোচনা চালাতে বলবেন।

কৃত্যালি- ৭

এসো গল্প পড়ি, শুনি ও নাটক তৈরি করিঃ

গল্পঃ বড়মা

একটি গাঁয়ে অনেকগুলি পাড়া আছে। তার মধ্যে একটি পাড়া মোড়ল পাড়া। এর পাশে একটি গরিব পাড়া। দাসপাড়া। গরিব পাড়ায় সবার নিজস্ব ভিটে। কিন্তু লোকে খেটে খায় মোড়লদের বাড়িগুলিতে। দাসপাড়ায় মানুষের কিছুই নেই মোড়লদের দয়ায় থাকে। এভাবেই বেঁচে থাকে তারা। এই দুই পাড়ার বাচ্চারাই লেখাপড়া করেনা। দাসপাড়ায় ছেলেরা দু'বেলা পেট ভরে খেতেও পায় না। মোড়ল পাড়ার বড়মা অল্প লেখাপড়া জানেন। ভোর থেকে বউমাদের সংসারে পরিশ্রম করেন। সবাই দুপুরে বিশ্রাম নেয়। বড়মা তখন ওই বাচ্চাদের লেখাপড়া শেখায়। তখন মোড়ল পাড়ার সব শিশুরাও আসে। ওনার নিজের নাম সবাই ভুলেছে। উনি হয়ে উঠেছেন বড়মা। সবার প্রাণ। বর্ণপরিচয়, আদর্শলিপি আর ধারাপাত। নিজের পরিবারের মেয়েরা শিক্ষিতা। তারা সবাই ব্যঙ্গ করে হাসেন। বলেন অল্পবিদ্যা ভয়ঙ্করী। বড়মার তাতে কোনও দুঃখ নেই। কারণ তিনি কোনও পারিশ্রমিক নেন না। পড়াতে ভাল লাগে। শিশুদের সাথে সুন্দর সময় কাটে তার। তাই তিনি বিনা পয়সায় পড়ান। বিনিময়ে পান শিশুদের ভালবাসা। বড়মা বলেন 'আমি যেটুকু জানি সেটুকু দেব। তাতে আমার বাড়বে বৈ কমবে না'। প্রাথমিক শিক্ষা পেয়ে শিশুরা এখন বড় হয়েছে। কেউ কেউ হাইস্কুলে; কেউ বা কলেজে। দাসপাড়ার অনেক মেয়েরাও বড় হল। কেউ মাষ্টার, কেউ ডাক্তার, আবার কেউ পুলিশ হল। বড়মা আজ আমাদের মধ্যে নেই। কিন্তু বড়মার লেখা একটি ছড়া আছে। বড়মা ছড়া লিখতেন।

যে মেয়েটি কাগজ কুড়ায় বস্তা কাঁধে,
যে ছেলেটা কাজু ছাড়ায় কচি হাতে,
এমন অনেক কাজে আজও ব্যস্ত যারা,
যাদের হাতে এখনও নেই বইটি ধরা।
এসো তাদের সাথে মিলে বন্ধু গড়ি,
যদি হাতে বই খাতাটি দিতে পারি।
যাবে তারাও স্কুলেতে লিখবে অ আ,
নিজের নাম লিখবে, পড়বে কাকা, মামা বাবা।
ছড়ার মতো কাজটি যদি করতে পার।
দশের মাঝে তুমিও হবে সবার বড়।

গল্পটিকে কয়েকটি দৃশ্যে ভাগ করে নিয়ে অন্তর্নিহিত বার্তা নিয়ে আলোচনা করবে। তারপর নিজেদের সংলাপ তৈরি করে নাটকে অভিনয় করবেন।

- কৃত্যালি- ৭/১

৫/১ নম্বর কৃত্যালিতে বর্ণিত গল্পটি পাঠ হয়ে গেলে ওই গল্পটিকেও নাটকে রূপান্তরিপ করে করা যায়।

- কৃত্যালি- ৭/২

এই ধরনের বিভিন্ন ঘটনা নিয়ে শিশুরা গল্প বলাবলি করতে পারে। পরিবার থেকে এমন অনেক মানুষের স্বার্থত্যাগের কাহিনী জেনে এসে একে অপরকে তাদের গল্প বলাবলি করতে পারে।

- কৃত্যালি- ৭/৩

এই বিষয়ে শিশুপাঠ্য সংগ্রহ করা এবং সেগুলি দলে পড়তে দেওয়া এবং আলোচনা করতে দেওয়া। শ্রেণিকক্ষে বা বিদ্যালয়ে এমন কোনও গ্রন্থাগার তৈরি করতে পারলে ভাল হয়।

কৃত্যালি- ৮

দৃশ্য-শ্রাব্য কৃত্যালিঃ

ইউটিউবের এমন অনেক মানুষের জীবন্ত কাহিনী পাওয়া যায় যাদের আত্মাত্যাগ না হলে কোনও বড় কাজ হত না। যেমন ধরুন, ভয়ঙ্কর ঝড় বা বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের পাশে থেকে কোনও মানুষ তাদেরকে সর্বস্ব বিলিয়ে দিয়ে তাদের জন্য কাজ করছেন বা করোনা ভাইরাসের আক্রমণের মুখে দাঁড়িয়ে কোনও ডাক্তার বা নার্স দিনরাত সেবা দিচ্ছে অথচ তাদের নিজেদের পরিবারে ভীষণ সংকট। এমন কোনও কাহিনীকে কেন্দ্র করে দৃশ্য-শ্রাব্য ক্লীপ তৈরি শিশুদের দেখানো যেতে পারে এবং এই আত্মত্যাগের মাহাত্ম বোঝানো যেতে পারে।

উপভাবমূলঃ

শিশুদের ব্যক্তিগত আদর্শবোধ ও মানুষ হওয়ার সংকল্প গ্রহণে গৃহীত নানান কর্মসূচি।

কৃত্যালি- ৯

এবিষয়ে শিশুদের সাহায্যে মানস মানচিত্র তৈরি করে একটি সম্ভাব্য শব্দজাল নির্মাণ করে নিতে হবে। এখানে সম্ভাব্য শব্দের তালিকা দেওয়া হল;

শব্দজালঃ

সংকল্প, বিশ্বাস, ভাষা, রাষ্ট্রভাষা, মনের শক্তি, স্বপ্ন, আদর্শবোধ, মানুষ হওয়ার সংকল্প, দৃঢ়তা, আন্দোলন, বিশ্বাসে অবিচল থাকা, সবাইকে ভালবাসা, দেশের জন্য কাজ করা, মনীষী, মহাপুরুষ, প্রণম্য ব্যক্তি, কর্মসূচি, আত্মবলিদান, নিঃস্বার্থ কাজ, স্মরণীয়, যোগ্য।

- কৃত্যালি- ৯/১

যে শিশুরা ভালভাবে পড়তে পারে না তাদের জন্য এক একটি উপভাবমূলকে কেন্দ্র করে ছোট ছোট সহজ পাঠ দিতে হবে। সেখানে শব্দজাল তৈরির সময় উপরের উল্লিখিত শব্দ ও শব্দগুচ্ছকে যতটা সম্ভব ব্যবহার করতে হবে। পাঠটি হবে তৃতীয় শ্রেণির উপযোগী। বাক্যে চার-পাঁচটির বেশি শব্দ থাকবে না। একটি উদাহরণ দেওয়া হল;

সহজ পাঠঃ

সংকল্পে অটুট ছিল পূর্ববঙ্গের অনেক মানুষ। পাকিস্তান আদেশ জারি করল উর্দুকে জাতীয় ভাষা করতেই হবে, তরুণেরা সংকল্প করল বাংলা ভাষাকে বাঁচাতেই হবে। সংকল্পে অটুট থাকল। ১৯৫২ সালে ২১ শে ফেব্রুয়ারি অনেক লড়াই হল। বাংলা ভাষার পক্ষে তারা মিছিল করল। পাকিস্তানের খান সেনারা গুলি চালাল। বরকত, রফিকরা মারা গেল। আজকের বাংলাদেশে বাংলা ভাষাই বাঙালিরা রাষ্ট্রভাষা। এই জন্য যারা প্রাণ দিল তাঁরা মহৎ। তাদের আদর্শ অনুসরণ করা যায়। ২১ শে ফেব্রুয়ারি তাই আন্তর্জাতিক ভাষা দিবস। এবছর আমরাও মিছিল করব। হাতে প্ল্যাকার্ড নেব। ফেস্টুন নেব। বাংলা ভাষাকে বাঁচাতেই হবে। ওটা আমাদের মাতৃভাষা। সবাই বাংলায় কথা বলব। অথচ হিন্দিতে যারা কথা বলে তাদের মাতৃভাষা হিন্দি, তাদেরও শ্রদ্ধা করব। তারা জাতে নিজেদের ভাষায় কথা বলতে পারে তারজন্য সাহায্য করব। এই আদর্শকে তুলে ধরব।

- কৃত্যালি- ৯/২

অনুরূপভাবে আরও কয়েকটি সহজ পাঠ তৈরি করে বড় বড় হরফে "পঠন কার্ড" তৈরি করতে হবে। ওই অংশগুলি তৃতীয় শ্রেণির পঠনোপযোগী হবে। উপরের কৃত্যালির মতই তা ব্যবহার করতে হবে।

- কৃত্যালি- ৯/৩

যদি দেখা যায় শিশুর পঠন ক্ষমতা আরও নীচে, তবে মানস মানচিত্র থেকে উঠে আসা শিশুর জানা অজানা শব্দগুলিকে বড় কার্ডবোর্ডে সাটিয়ে দিতে হবে এবং ওই শিশুকে বা শিশুদের দলটিকে বিশেষ নজর দিয়ে শব্দ উচ্চারণে অভ্যস্ত করাতে হবে। এক্ষেত্রে যুক্তবর্ণের শব্দগুলিকে আলাদা চার্টে ধরতে হবে। যুক্তবর্ণে কোন কোন বর্ণ আছে তা ভেঙে

দেখিয়ে দিতে হবে। সাথে সাথে শিক্ষক-শিক্ষিকাদেরকে প্রাসঙ্গিকভাবে শব্দ বা শব্দের অর্থ সরাসরি না বলে দিয়ে আরও একবার প্রাসঙ্গিক পরিস্থিতি অনুযায়ী উদাহরণ দিয়ে তাদের মধ্যে সংশ্লিষ্ট শব্দের বোধ গড়ে তুলতে হবে। শিশুরা যাতে নিজের চেষ্টায় অর্থোদ্ধারের আনন্দ পায় তার ব্যবস্থা করার জন্য শিক্ষক-শিক্ষিকাদের যথেষ্ট ধৈর্যশীল হতে হবে।

- কৃত্যালি- ৯/৪

দু-একদিনের মধ্যে শব্দগুলি রপ্ত হলে তাদের কয়েকটি সহজতর পাঠ দিতে হবে। তার মান হবে তৃতীয় শ্রেণির শেষের দিকের পাঠের মতো। তিন-চারটি শব্দ সম্মলিত বাক্য হবে। চর্চিত শব্দ বা শব্দগুলিকেও সেখানে প্রয়োগ করতে হবে।

সহজতর পাঠ (তৃতীয় শ্রেণির উপযোগী)

যুবকদের কাছে নেতাজি প্রাতঃস্মরণীয়। তিনি দেখিয়েছিলেন আদর্শবোধ কী। দেশের জন্যে চাকরি ছেড়েছিলেন। বাড়ি ছেড়ে বিদেশে পালিয়েছিলেন। সেখানে নিজের সেনাবাহিনী তৈরি করলেন। ভারতের পূর্বদিকে হানা দিলেন। তিনি বিশ্বাসে অবিচল ছিলেন। দেশ স্বাধীন হয়েছিল। তাঁর আদর্শ ও মনের শক্তি স্মরণীয়। আমাদের জীবনেও আদর্শ গড়তে হবে। দেশ গড়ার আদর্শ। দেশের ভাল, মানে সবার ভাল। দেশের মানুষের দুঃখে দুঃখী বোধ হওয়া। দেশে এখনও নিরক্ষর আছে, গরিব আছে, বড় হয়ে তা দূর করব। আদিবাসীরা আরও পিছিয়ে। এখনও মানুষ তাদের ছোটভাবে, ঘৃণা করে। তাদেরকে এগিয়ে নিয়ে আসব।

- কৃত্যালি- ৯/৫

যদি দেখা যায় শিশুর পঠন ক্ষমতা আরও নীচে, তবে সহজতর পাঠগুলিকে আরও সহজ করতে হবে। এর মান হবে প্রথম শ্রেণির মতো। দুটি বা তিনটি শব্দ নিয়ে বাক্য গঠন হবে। এইভাবে কয়েকটি সহজতর পাঠ তৈরি করতে হবে এবং আরও বেশি পিছিয়ে পড়া শিশুদের মধ্যে প্রয়োগ করতে হবে।

সহজতর পাঠ (প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির উপযোগী)

পড়তে হবে। বড় হতে হবে। কলকাতায় থাকে দুই বোন। বাসে ট্রামে চড়ার পয়সা নেই। পায়ে হেঁটে বড়বাজার থেকে যেত শ্যামবাজারে। পরীক্ষায় ভাল ফল করবে এই ছিল সংকল্প। বিদ্যাসাগরের গল্প শুনত হরিদাদুর কাছ থেকে। এমনই লড়াই বিদ্যাসাগরও করেছেন। দারিদ্র্যের সঙ্গে। অসহযোগিতার সঙ্গে। শেষে তিনি সফল হয়েছিলেন। তাহলে ওই দুই বোন পারবে না কেন? বিদ্যাসাগর চিরস্মরণীয়। তাঁর আদর্শ তাদের এখন সম্বল। মাধ্যমিকে ওরা ভাল ফল করল। এবার লক্ষ্য আরও বড় কিছু।

- কৃত্যালি- ৯/৬

শিক্ষক-শিক্ষিকারা উভয়ক্ষেত্রেই অনুরূপ সহজতর পাঠ তৈরি করবেন এবং মান অনুসারে একে একে পাঠগুলি শিশুদের মধ্যে পাঠ করাবেন। স্ব-পঠনই যে এখানে মূল কথা সেটা সব সময় মনে রাখতে হবে।

কৃত্যালি- ১০

বহির্বিদ্যালয় কৃত্যালিঃ

শিশুরা ব্যক্তিগত আদর্শবোধ ও মানুষ হওয়ার শিক্ষা পেতে পারে বিদ্যালয় থেকেই। তাই শিশুরা বিভিন্ন মনীষীদের ছবি ও বানী নিয়ে একটি এলাকায় মিছিল করতে পারে। ওই মিছিলের স্লোগানগুলি এমনভাবে তৈরি করতে হবে যাতে শিশুরা মুখে চিৎকার করে বলতে পারে যে তারা বিবেকানন্দ, মহাত্মাগান্ধী, রোকেয়া, সুভাষচন্দ্রের মতো জীবনে বড় হতে চায়। পরে এনিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে। সবাই এক একজন মনীষী সম্পর্কে বলবে। তাঁর কোন গুণটা তার ভাল লেগেছে সেই বিষয়ে আলোচনা করবে। জীবনে বড় হতে যে অনেক বাধা তাও জানবে। তারা এই আদর্শ ছেড়ে চলবে না তাও সংকল্প করবে।

কৃত্যালি- ১১

সৃজনমূলক কাজঃ

(ছড়া/গানটি পড় ও ছবি আঁকো)

দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর তাঁর নামটি ভুল না।
মাতা তাহার ভগবতী, ছিলেন অতি দয়াবতী।
যার নাইকো তুলনা তাঁর নামটি ভুলনা।
পিতা ছিলেন ঠাকুরদাস, বীরসিংহ গ্রামে বাস।
খাবার বিনে উপবাস, যেদিন জোটে না।
যার নাইকো তুলনা তাঁর নামটি ভুলনা।
পাঠশালার পাঠ শেষে, কলকাতাতে পড়তে এসে।
পড়াশুনা অতি কষ্টে, আলো বলতে ল্যাম্পপোস্টে।
ঘরে আলো ছিল না, তাঁর নামটি ভুল না।
বাপ দাদার ভাত রেধে, টিকিতে দড়ি বেঁধে।
রাতেতে ঘুমাতো না, যার নাই গো তুলনা।
সাগর যেমন নাই সীমানা, তাঁর জ্ঞানেরও নাই তুলনা।
দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর তাঁর নামটি ভুল না।
(সংগ্রহ থেকে)

- কৃত্যালি- ১১/১

অনুরূপভাবে মনীষীদের জীবন নিয়ে ছড়া তৈরি করতে কিছু সূত্র শিক্ষক মহাশয় দিতে পারেন।

- কৃত্যালি- ১১/২

এই বিষয়ে শিশুপাঠ্য সংগ্রহ করা এবং সেগুলি দলে পড়তে দেওয়া এবং আলোচনা করতে দেওয়া খুব জরুরি। শ্রেণিকক্ষে বা বিদ্যালয়ে এমন কোনও গ্রন্থাগার তৈরি করতে পারলে ভাল হয়। শিশুরা সপ্তাহে দু-একটা পিরিয়ডে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের বিভিন্ন বই দেখবে, পড়বে বা পড়ে শোনাবে বন্ধুদের। প্রয়োজনে কোনও কোনও শিশু ওই বইগুলি বাড়িতে পড়ার জন্যও নিয়ে যেতে পারে।

কৃত্যালি- ১২

দৃশ্য-শ্রাব্য কৃত্যালিঃ

মহান ব্যক্তিদের মনীষীদের বানী ডাউনলোড করে শিশুদের মধ্যে জীবনবোধ গড়ে তুলতে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে শোনাবেন। বানী শুনে শিশুদের বলতে হবে, এটি কার কথা বা কী বলতে চেয়েছেন। পরে তা নিয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা হতে পারে।

কৃত্যালি- ১৩

এরপর শিক্ষক-শিক্ষিকারা মূল পাঠ্যাংশের প্রধান প্রধান শব্দ ও শব্দগুচ্ছগুলিকে চার্টের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের উচ্চারণ করতে দেবেন এবং প্রতিটি শব্দ নিয়ে উদাহরণ দিয়ে তাদের অর্থোদ্ধারে সাহায্য করবেন।

শব্দজালঃ

সাংঘাতিক, ভাণ্ডার, অস্ত্রাগার, মালগাড়ি, পুলিশঘাঁটি, দানব, মনীষী, ভারত মাতা, তাড়ানো, নোটিশ, সংস্কৃত, স্তোত্র, ভক্তি, ত্যাগ, তেজস্বিতা, অন্যরকম, দেশপ্রেম, দেশবাসী, স্বাধীন দেশ, স্বপ্ন, আদর্শ, পরাধীনতার কষ্ট, অপমান, দুঃখ,

বেদনা, অত্যাচারিত হওয়া, রুখে ওঠা, প্রতিবাদ করা, ইংরেজের শাসন, বিপ্লব, দমন, পরাস্ত, দাসত্ব, শক্তিশালী, আত্মযোগ, কারারুদ্ধ, বিচার, সংগ্রামী শাস্তি, লুণ্ঠন, বিদেশি শত্রু, দমন, প্রখর তেজ, পাহাড়।

- কৃত্যালি- ১৩/১

এবার শিক্ষক-শিক্ষিকারা গল্পটিকে সহজ ও সংক্ষিপ্ত করে তৈরি করে শিক্ষার্থীদের পড়তে দেবেন।

সংক্ষিপ্তসারঃ

মাষ্টারদা নাম শুনেছো তো? স্বাধীনতা আন্দোলনে মাষ্টারদার আত্মত্যাগ চিরস্মরণীয়। মাষ্টারদার নাম সূর্য সেন। অঙ্কের শিক্ষক ছিলেন। উমাতারা স্কুলের শিক্ষক। ছেলেদের সঙ্গে বন্ধুর মতো মিশতেন। ছাত্রদের মনের কথা পড়তে পারতেন। তারা তাঁকে সব কথা বলত। রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ ছিল তাঁর আদর্শ। ধুতি পাঞ্জাবী পড়তেন। রবীন্দ্রনাথকে বলতেন কবি সম্রাট। এই মাষ্টারদা নীরবে তাঁর ছাত্রদের সংগঠন গড়লেন। জাগিয়ে তুললেন ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়াই। পরাধীন ভারতবর্ষকে ইংরেজদের হাত থেকে মুক্ত করতে চাইলেন। তাই চট্টগ্রামের ছেলের দলকে দেশের কথা বললেন। খেলাধূলা করা, বন্দুক চালানো শেখালেন। ইংরেজদের সঙ্গে লড়াই করার জন্য উপযুক্ত করে তুললেন তাদের। ছেলের দলকে ভারতের মুক্তির নেশায় খেপিয়ে তুললেন। তাঁর ভক্ত ছাত্ররা ভোর চারটের সময় ঘুম থেকে উঠত। ব্যায়াম করত। সংস্কৃত স্তোত্র আবৃত্তি করত। এইভাবে ছাত্ররা দেশকে মুক্ত করার মন্ত্রে দীক্ষিত হল। মাষ্টারদার লড়াই হল ইংরেজদের সঙ্গে। অদম্য সাহসের সঙ্গে লড়াই চলল চট্টগ্রামে। তবে বিশ্বাসঘাতকতায় তিনি ধরা পড়লেন।

- কৃত্যালি- ১৩/২

এরপর শিশুরা সহজভাবে সংক্ষিপ্তসারটি পড়তে পারলে শিক্ষক-শিক্ষিকারা মূল পাঠ্যটি পাঠ করাবেন। স্ব-পঠনের মাধ্যমে যাতে তারা গল্পটি অনুধাবন করতে পারে তার চেষ্টা করবেন। পরে বাকি দিনগুলিতে 'হাতে-কলমে' অংশটি করাবেন।

(৬)
তালনবমী

এই পাঠ্যাংশে সেকালের স্বল্প আয়ের পরিবারের অবর্ণনীয় দারিদ্র্য এবং দরিদ্র পরিবারগুলির প্রতি সম্পন্ন মানুষদের বঞ্চনা ও সামাজিক অপমানের এক খাঁটি চালচিত্র তুলে ধরা হয়েছে। সেকালের দারিদ্রের মাত্রা ও কষ্টকে বুঝতে হলে একালের সাধারণের লক্ষণীয় দারিদ্রের সঙ্গে তুলনার পরিসর অবশ্যই তৈরি করতে হবে। এরই মাধ্যমে শিশুর মধ্যে দারিদ্রের প্রকৃতি সম্পর্কে যেমন ধারণা জন্মাবে তেমনই দরিদ্র জনসাধারণকে চিহ্নিত করতে পারবে এবং তাদের প্রতি সহমর্মী হতে পারবে। অন্যদিকে বাংলার উৎসবের যে সার্বজনীন রূপ অতীতকাল থেকে চর্চিত হয়ে আসছে তাতে সমতা, সহযোগিতা, ভ্রাতৃত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু এই উৎসব ও ব্রত পালনের মধ্যে বৈষম্য, অনুদারতার অনুপ্রবেশ ঘটলে সারা সমাজ পক্ষান্তরে দুর্বল ও অসাম্যবাদী হয়ে ওঠে। এসম্পর্কেও শিশুদের ধারণা ও উপলব্ধিকে জাগিয়ে তুলতে হবে। তাই এই পাঠ্যাংশের মধ্য দিয়ে শিশুর মধ্যে কিছু ভাল-মন্দ ও উচিত-অনুচিতের বোধ গড়ে তোলা যায়। এই সমস্ত বিষয়কে সামনে রেখে যে উপভাবমূলগুলি চিহ্নিত করা গেছে তা হল;

উপভাবমূলঃ

ক) সেকালের দারিদ্র্য ও একালের দারিদ্র্যের তুলনা-দারিদ্র্যের স্বরূপ সম্পর্কে সম্যক ধারণা এবং দরিদ্র জনসাধারণের প্রতি সহমর্মীতা গড়ে তোলা।

খ) বাংলার ব্রত ও পারিবারিক উৎসবের আসল স্বরূপ হল সামাজিক ঐক্য, ভ্রাতৃত্ব ও পারস্পরিক সহযোগিতার চর্চা।

গ) এযুগে পারিবারিক উৎসব অনুষ্ঠানে বৈষম্যধর্মী মনোভাবের প্রকাশ নিয়ে শিশুদের ভাল-মন্দ, উচিত-অনুচিতের বোধ গড়ে তোলা।

উপভাবমূলঃ সেকালের দারিদ্র্য ও একালের দারিদ্র্যের তুলনা-দারিদ্র্যের স্বরূপ সম্পর্কে সম্যক ধারণা এবং দরিদ্র জনসাধারণের প্রতি সহমর্মীতা গড়ে তোলা।

কৃত্যালি- ১

এবিষয়ে শিশুদের সাহায্যে মানস মানচিত্র তৈরি করে একটি সম্ভাব্য শব্দজাল নির্মাণ করে নিতে হবে। এখানে সম্ভাব্য শব্দের তালিকা দেওয়া হল;

শব্দজালঃ

সেকালের দরিদ্র, ভাঙা কুঁড়ে, জরাজীর্ণ চেহারা, ছেঁড়া জামা প্যান্ট, পায়ে চটি নেই, খেতে পায় না, অপুষ্টিতে ভোগে, রোগে ভোগে, কঠোর পরিশ্রম করে, অল্প মজুরি পায়, শৌচাগার নেই, পানীয় জল পায় না, এক বেলা খেতে থাকে, পেট ভরে খেতে পায় না, কেনার ক্ষমতা নেই, একালের দারিদ্র, কিছুটা অর্থনৈতিক উন্নতি হয়েছে, অনেকেরই এক কোঠা পাকা বাড়ি, রেশন পায়, দুবেলা খেতে পায়, ছোটরা ইস্কুলে যায়, বিনা পয়সায় বই পায়, পাশ করে, মিড-ডে মিল পায়, আজকাল অনেক রকম কাজ, অল্প আয়ও হয়, ভিখারি, প্ল্যাটফর্ম ও ফুটপাতবাসী, নদী ও সমুদ্রের ধারে বসবাসকারী, বনবাসী, পাহাড়ে বসবাসকারী আদিবাসী।

- কৃত্যালি- ১/১

যে শিশুরা ভালভাবে পড়তে পারে না তাদের জন্য এক একটি উপভাবমূলকে কেন্দ্র করে ছোট ছোট সহজ পাঠ দিতে হবে। সেখানে শব্দজাল তৈরির সময় উপরের উল্লিখিত শব্দ ও শব্দগুচ্ছকে যতটা সম্ভব ব্যবহার করতে হবে। পাঠটি হবে চতুর্থ শ্রেণির উপযোগী। বাক্যে চার-পাঁচটির বেশি শব্দ থাকবে না। একটি উদাহরণ দেওয়া হল;

সহজ পাঠঃ

গ্রামে আজ পুজো। মন্দিরের পাশে দোকান দিল লালু, নীলু, বাপ্পা। লালু মাটির পুতুল নিয়ে বসল। ওর বাবা মাটি দিয়ে পুতুল বানান। মেলায় নীলু নিয়ে এল পিঠে, মিষ্টি, নাড়ু। ওর মা ও ঠাকুমা বাড়িতে নাড়ু তৈরি করেন। বাড়ি বাড়ি দিয়ে আসেন। বাপ্পা এসেছে শুধুই মজা করতে। মন্দিরে এসে সবাই পুজো দিল। দোকান থেকে কিছু না কিছু কিনল। কিন্তু নাড়ু কিনে একজন টাকা দিল না। বাপ্পা চাইল। খুব বাজে করে কথা বলল। আর একজন এসে দু-তিনটে পুতুল কিনল, এবারও পয়সা দিল না। লালু, নীলু, বাপ্পা অবাক হল। পুতুল কিনে টোটোতে উঠতে উঠতে বলল, 'মন্দিরের পাশে বসে দোকান করতে পারছিস এই কত ভাল'। বাপ্পার দু'চোখে জল এল। নীলু বলল "ভাই, আমরা তো ওদের মতো নই"।

- কৃত্যালি- ১/২

অনুরূপভাবে আরও কয়েকটি সহজপাঠ তৈরি করে বড় বড় হরফে "পঠন কার্ড" তৈরি করতে হবে। ওই অংশগুলি চতুর্থ শ্রেণির পঠনোপযোগী হবে। উপরের কৃত্যালির মতই তা ব্যবহার করতে হবে।

- কৃত্যালি- ১/৩

যদি দেখা যায় শিশুর পঠন ক্ষমতা আরও নীচে, তবে মানস মানচিত্র থেকে উঠে আসা শিশুর জানা অজানা শব্দগুলিকে বড় কার্ডবোর্ডে সাটিয়ে দিতে হবে এবং ওই শিশুকে বা শিশুদের দলটিকে বিশেষ নজর দিয়ে শব্দ উচ্চারণে অভ্যস্ত করাতে হবে। এক্ষেত্রে যুক্তবর্ণের শব্দগুলিকে আলাদা চার্টে ধরতে হবে। যুক্তবর্ণে কোন কোন বর্ণ আছে তা ভেঙে দেখিয়ে দিতে হবে। সাথে সাথে শিক্ষক-শিক্ষিকাদেরকে প্রাসঙ্গিকভাবে শব্দ বা শব্দের অর্থ সরাসরি না বলে দিয়ে আরও একবার প্রাসঙ্গিক পরিস্থিতি অনুযায়ী উদাহরণ দিয়ে তাদের মধ্যে সংশ্লিষ্ট শব্দের বোধ গড়ে তুলতে হবে। শিশুরা যাতে নিজের চেষ্টায় অর্থোদ্ধারের আনন্দ পায় তার ব্যবস্থা করার জন্য শিক্ষক-শিক্ষিকাদের যথেষ্ট ধৈর্যশীল হতে হবে।

- কৃত্যালি- ১/৪

দু-একদিনের মধ্যে শব্দগুলি রপ্ত হলে তাদের কয়েকটি সহজতর পাঠ দিতে হবে। তার মান হবে তৃতীয় শ্রেণির শেষের দিকের পাঠের মতো। তিন-চারটি শব্দ সম্মলিত বাক্য হবে। চর্চিত শব্দ বা শব্দগুলিকেও সেখানে প্রয়োগ করতে হবে।

সহজতর পাঠ (তৃতীয় শ্রেণির উপযোগী)

মেলা বসেছে। দোকান দিয়েছে এই গাঁয়ের অনেকেই। কেউ আচারের দোকান, কেউ রোলের দোকান দিয়েছে। আবার কেউ দিয়েছে বাসনের। পাশের গাঁ থেকে এসেছে কাপড় নিয়ে খেলনা নিয়ে। বছরে দু'বার মেলা হয়। পসরা সাজিয়ে বসে। মজা হয় খুব। লোকেরা কেনাবেচা করে। লেনদেন হয়। এইভাবে দুই গ্রামের মানুষের মধ্যে যোগাযোগ হয়। ভাল থাকে সবাই। এতে দারিদ্র্য দূর হয়। দু'গ্রামেরই আয় হয়। গ্রামের মানুষ খুশি থাকে।

- কৃত্যালি- ১/৫

যদি দেখা যায় শিশুর পঠন ক্ষমতা আরও নীচে, তবে সহজতর পাঠগুলিকে আরও সহজ করতে হবে। এর মান হবে প্রথম শ্রেণির মতো। দুটি বা তিনটি শব্দ নিয়ে বাক্য গঠন হবে। এইভাবে কয়েকটি সহজতর পাঠ তৈরি করতে হবে এবং আরও বেশি পিছিয়ে পড়া শিশুদের মধ্যে প্রয়োগ করতে হবে।

সহজতর পাঠ (প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির উপযোগী)

সুধারা তিন ভাই। বিশ বছর আগে। খুব গরিব ছিল। খেতে পেত না। বাবা ছিল না। মা ভিক্ষে করত। সুধারা বড় হল। এখনও ওদের কুঁড়ে ঘর। তবে দু'বেলা খেতে পায়। রেশনে চাল পায়, গম পায়। ডালও দেয়। ওতেই ওদের চলে যায়। আগে দারিদ্র্য বেশি ছিল। এখন সুধা মজুর খাটে। দিনে দেড়শো টাকা পায়। ওতে সে পোষাক কেনে। ছেলেমেয়েরা পড়ছে। পুজোয় পোষাক কিনে দেয়।

- কৃত্যালি- ১/৬

উভয়ক্ষেত্রেই শিক্ষক-শিক্ষিকারা অনুরূপ সহজতর পাঠ তৈরি করবেন এবং মান অনুসারে একে একে পাঠগুলি শিশুদের মধ্যে পাঠ করাবেন। স্ব-পঠনই যে এখানে মূল কথা সেটা সব সময় মনে রাখতে হবে।

কৃত্যালি- ২

বহির্বিদ্যালয় কৃত্যালিঃ

সেকালে ও একালের দারিদ্রের এই ধারণা তৈরির জন্য ছাত্রছাত্রীরা তাদের পরিবারের বড়দের কাছে, বিশেষত দাদু ঠাকুমার কাছে প্রশ্ন করে তথ্য সংগ্রহ করবে। পরে শ্রেণিকক্ষে গিয়ে একে অপরের সাথে তথ্যের আদানপ্রদান করবে এবং বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করবে। শিক্ষক-শিক্ষিকাকে নজর রাখতে হবে যেন আলোচনার সময় সেকাল ও একালের দারিদ্র্যের তুলনা করা যায় এবং দারিদ্যের স্বরূপটি উঠে আসে। ছাত্রছাত্রীরা ৪টি বিষয়ে প্রশ্ন করে তথ্য সংগ্রহ করবে।

১) বাসস্থান- ৪০ বছর আগের এবং একালের বাসস্থানের মধ্যে কোনও পরিবর্তন এসেছে কিনা। যেমন পাকা বাড়ি, কাঁচা (মাটির) বাড়ি, ঘরের ভেতরে জলের ব্যবস্থা, শৌচাগারের ব্যবস্থা ইত্যাদি।

২) আয়– সেকালে বেশিরভাগ মানুষের আয়ের উৎস কী ছিল, বর্তমানে কি তাতে কোনও পরিবর্তন এসেছে? এখন কি মানুষের আয় বেড়েছে? ইত্যাদি।

৩) খাদ্যাভাব- ৪০ বছর আগে দরিদ্র পরিবারগুলির মধ্যে কি খাদ্যাভাব দেখা যেত? বর্তমানে পরিস্থিতি কী? এখনও কি আগের মতো দরিদ্র পরিবারগুলির মধ্যে খাদ্যাভাব দেখা যায়? ইত্যাদি।

৪) শিক্ষা- ৪০ বছর আগে এবং বর্তমানের শিক্ষাব্যবস্থা ও শিক্ষিতের হারের মধ্যে কি কোনও পরিবর্তন এসেছে? এখন কি পরিবারের সব ছোটরা বিদ্যালয়ে যায়?

শেষে তাদের কাছ থেকে এবিষয়ে মতামত জেনে নেবে। ৪০ বছর আগের দারিদ্র্য ও বর্তমানের দারিদ্র্যের মধ্যে কী ফারাক বা পার্থক্য তারা দেখতে পান?

কৃত্যালি- ৩

সৃজনমূলক কাজঃ

(ছড়া পড়, দলে বসে গল্প তৈরি কর)

ছড়া

আমার বাবা চাষী তাতে লজ্জা নাই
চাষ করে যা ফসল ফলান সেটাই আমরা খাই
বন্যা খরা ঝড় বাদলে ফসল হলে নষ্ট
এক বেলাতে যদিও জোটে অন্য বেলায় কষ্ট।
কোমর বেঁধে আবার বাবা জমি করেন চাষ।
ফসল ঘরে এলে পরে কাটে উপবাস।
বাবার মতো চাষী হব, লজ্জা নাহি পাই
মাটির বুকে লড়াই করে বেঁচে থাকতে চাই।

- কৃত্যালি- ৩/১

চরিত্রাভিনয় করে কোনও শিক্ষার্থী দারিদ্র্যের স্বরূপ বোঝাতে পারে। এক্ষেত্রে কোনও শিশু অতীতের দারিদ্র্য এবং কেউ একালের দারিদ্র্য ফুটিয়ে তুলতে পারে।

- কৃত্যালি- ৩/২

এনিয়ে কোনও গল্প জানা থাকলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে বলাবলি করাতে পারেন। পরিবারের কেউ অতীতে দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে লড়াই করলে তার গল্প শিক্ষার্থী সবাইকে শোনাতে পারে। দারিদ্র্যের ছবি কাগজে ছাপা হলে তা কেটে বিগবুকে সাটিয়ে রাখতে পারে। নিজেরা দরিদ্র মানুষের ছবি আঁকতে পারে।

- কৃত্যালি- ৩/৩

এই বিষয়ে শিশুপাঠ্য সংগ্রহ করা ও সেগুলি দলে পড়তে দেওয়া এবং আলোচনা করতে দেওয়া খুব জরুরি। শ্রেণিকক্ষে বা বিদ্যালয়ে এমন কোনও গ্রন্থাগার তৈরি করতে পারলে ভাল হয়। শিশুরা সপ্তাহে দু-একটা পিরিয়ডে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের বিভিন্ন বই দেখবে, পড়বে বা পড়ে শোনাবে বন্ধুদের। প্রয়োজনে কোনও কোনও শিশু ওই বইগুলি বাড়িতে পড়ার জন্যও নিয়ে যেতে পারে।

কৃত্যালি- ৪

দৃশ্য-শ্রাব্য কৃত্যালিঃ

ইউটিউব থেকে গ্রামীণ জীবিকা হিসেবে হাত পাখা তৈরি, সাপ খেলা, শাক-সবজি বিক্রি, মাছ, মুরগি, ছাগল বিক্রি, বাঁশের নানান সামগ্রী বিক্রির মধ্যে দিয়ে জীবন ও জীবিকার নানা দিক ডাউনলোড করে শিশুদের দেখিয়ে স্থানীয় জীবন-জীবিকা নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে। দরিদ্র মানুষের জীবিকাগুলি কী কী তার উল্লেখ থাকবে। এই জীবিকাকে কীভাবে আরও উন্নত করা যায় তার ইঙ্গিত থাকবে। ধরুন, হাত পাখা তৈরি, তালপাতা দিয়ে হাত পাখাকে কীভাবে আরও নান্দনিক গুণসম্পন্ন ও শিল্পমণ্ডিত করা যায় তা দেখাবে। সেটা থেকে কীভাবে আয় বাড়তে পারে তা বলা যেতে পারে।

উপভাবমূলঃ বাংলার ব্রত ও পারিবারিক উৎসবের আসল স্বরূপ হল সামাজিক ঐক্য, ভ্রাতৃত্ব ও পারস্পরিক সহযোগিতার চর্চা।

কৃত্যালি- ৫

এবিষয়ে শিশুদের সাহায্যে মানস মানচিত্র তৈরি করে একটি সম্ভাব্য শব্দজাল নির্মাণ করে নিতে হবে। এখানে সম্ভাব্য শব্দের তালিকা দেওয়া হল;

শব্দজালঃ

ব্রত, পারিবারিক উৎসব, ব্রতগান, নিমন্ত্রণ, আমন্ত্রিত মানুষ, আত্মীয়স্বজন, বাজনাদার, পুরোহিত, ব্রতকথা পাঠ, দারিদ্র ও কাঙালিনীরাও আমন্ত্রিত, প্রতিবেশীদের সাহায্য, আঙ্গিনায় মেরাপ বাঁধা, ঢাক বাজে, দলবদ্ধ, উলুধ্বনী, ঈদের অনুষ্ঠান, নতুন জামা কাপড়, নতুন নতুন খাবার, আলিঙ্গন, পঙক্তি ভোজন, হালুইকর রান্না করে, মেয়েরা সবজি কাটে, মাইকে গান হয়।

- কৃত্যালি- ৫/১

যে শিশুরা ভালভাবে পড়তে পারে না তাদের জন্য এক একটি উপভাবমূলকে কেন্দ্র করে ছোট ছোট সহজ পাঠ দিতে হবে। সেখানে শব্দজাল তৈরির সময় উপরের উল্লিখিত শব্দ ও শব্দগুচ্ছকে যতটা সম্ভব ব্যবহার করতে হবে। পাঠটি হবে চতুর্থ শ্রেণির উপযোগী। বাক্যে চার-পাঁচটির বেশি শব্দ থাকবে না। একটি উদাহরণ দেওয়া হল;

সহজ পাঠঃ

আজ বাড়িতে পুজো। বাজনদার বাজনা বাজাবে। অনেক ফল, ফুল এনেছে। পুরোহিত এসে গেছে। হৈহৈ শুরু হয়ে গেছে। রঙিন কাপড়ে আঙ্গিনায় মেরাপ বাঁধা হয়েছে। দূরে কাঙ্গালিনী মেয়েটি দাঁড়িয়ে দেখছে। বাড়ির বড় গিন্নি দেখতে পেয়ে মেয়েটিকে ডাক দিল। আরতি আরম্ভ হল। পাশের পাড়ায় পরশু ঈদ। তাই আজ সাজো সাজো রব। বাজারে পোষাকের দোকানে ভিড়। সিমুইয়ের দোকানে নানা রঙের সিমুই। সবারই মনে আনন্দ। মাইক বাজবে, ছোটরা খেলাধূলা করবে। ছুটির আনন্দ সবার। খুশির ঈদ সবার।

- কৃত্যালি- ৫/২

অনুরূপভাবে আরও কয়েকটি সহজ পাঠ তৈরি করে বড় বড় হরফে "পঠন কার্ড" তৈরি করতে হবে। ওই অংশগুলি তৃতীয় শ্রেণির পঠনোপযোগী হবে। উপরের কৃত্যালির মতই তা ব্যবহার করতে হবে।

- কৃত্যালি- ৫/৩

যদি দেখা যায় শিশুর পঠন ক্ষমতা আরও নীচে, তবে মানস মানচিত্র থেকে উঠে আসা শিশুর জানা অজানা শব্দগুলিকে বড় কার্ডবোর্ডে সাটিয়ে দিতে হবে এবং ওই শিশুকে বা শিশুদের দলটিকে বিশেষ নজর দিয়ে শব্দ উচ্চারণে অভ্যস্ত করাতে হবে। এক্ষেত্রে যুক্তবর্ণের শব্দগুলিকে আলাদা চার্টে ধরতে হবে। যুক্তবর্ণে কোন কোন বর্ণ আছে তা ভেঙে দেখিয়ে দিতে হবে। সাথে সাথে শিক্ষক-শিক্ষিকাদেরকে প্রাসঙ্গিকভাবে শব্দ বা শব্দের অর্থ সরাসরি না বলে দিয়ে আরও একবার প্রাসঙ্গিক পরিস্থিতি অনুযায়ী উদাহরণ দিয়ে তাদের মধ্যে সংশ্লিষ্ট শব্দের বোধ গড়ে তুলতে হবে এবং শিশুরা যাতে নিজের চেষ্টায় অর্থোদ্ধারের আনন্দ পায় তার ব্যবস্থা করার জন্য শিক্ষক-শিক্ষিকাদের যথেষ্ট ধৈর্যশীল হতে হবে।

- কৃত্যালি- ৫/৪

দু-একদিনের মধ্যে শব্দগুলি রপ্ত হলে তাদের কয়েকটি সহজতর পাঠ দিতে হবে। তার মান হবে তৃতীয় শ্রেণির শেষের দিকের পাঠের মতো। তিন-চারটি শব্দ সম্মলিত বাক্য হবে। চর্চিত শব্দ বা শব্দগুলিকেও সেখানে প্রয়োগ করতে হবে।

সহজতর পাঠ (তৃতীয় শ্রেণির উপযোগী)

উৎসব মানেই আনন্দ। সেখানে জাতপাত, সম্প্রদায় বড় নয়। আজ মিলির দিদির বিয়ে। দু'দিন আগে থেকে আত্মীয় পরিজনেরা এসেছে। পাড়ার গরিবেরাও। নানা কাজে যুক্ত। কেউ পাতা কাটে, কেউ আলতা পড়ায়, কেউ মুড়কি তৈরি করে, কেউ নাড়ু তৈরি করে। হঠাৎ নীলু এসে বলল, "বাবা আমি আমার বন্ধুদের ডেকেছি। প্রায় তিরিশ জন। "বেশ করেছ, মা"। বলল দিদা। দাদু শুনছিলেন। এসে মিলির পিঠে হাত রাখলেন। বলেন, "মিলি সোনা, নিমন্ত্রণ করেছ,

তোমার বন্ধুরা অনাহুত নয়। আমি থাকব। বন্ধুরা এলে যত্ন করবে। খাওয়ার সময় থাকব তোমার সঙ্গে। ওদের দেরি করতে দিও না। সবাই বাড়ি ফিরবে তো"। মিলি আনন্দে দাদুকে জড়িয়ে ধরল।

- কৃত্যালি- ৫/৫

যদি দেখা যায় শিশুর পঠন ক্ষমতা আরও নীচে, তবে সহজতর পাঠগুলিকে আরও সহজ করতে হবে। এর মান হবে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির মতো। দুটি বা তিনটি শব্দ নিয়ে বাক্য গঠন হবে। এইভাবে কয়েকটি সহজতর পাঠ তৈরি করতে হবে এবং আরও বেশি পিছিয়ে পড়া শিশুদের মধ্যে প্রয়োগ করতে হবে।

সহজতর পাঠ (প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির উপযোগী)

আজ পুজো। সবাই নতুন জামা পড়েছে। রতনও পড়েছে। মনে খুব খুশি। বাড়ির বাইরে এল। সতুমামা বলল, "কী, রতনবাবু" রতন মুচকি হাসল। রতন দেখল একটা ছোট ছেলে। নতুন জামা পড়েনি সে। রতনের কষ্ট হল। গত বছরের পুজোর জামা। সেটা সে একবারই পড়েছে। আলমারিতে তোলা আছে। রতন ঘরে গেল। গতবারের জামাটা নিয়ে এল। ছেলেটাকে দিয়ে দিল।

- কৃত্যালি- ৫/৬

শিক্ষক-শিক্ষিকারা উভয়ক্ষেত্রেই অনুরূপ সহজতর পাঠ তৈরি করবেন এবং মান অনুসারে একে একে পাঠগুলি শিশুদের মধ্যে পাঠ করাবেন। স্ব-পঠনই যে এখানে মূল কথা সেটা সব সময় মনে রাখতে হবে।

কৃত্যালি- ৬

বহির্বিদ্যালয় কৃত্যালিঃ

ছাত্রছাত্রীরা তাদের মা ঠাকুমার সাথে কথা বলে সারা বছর ধরে পালিত গ্রামীণ পারিবারিক ব্রত নিয়ে তথ্য সংগ্রহ করবে। ছাত্রছাত্রীরা যে বিষয়গুলি নিয়ে প্রশ্নের মাধ্যমে করে বড়দের কাছ থেকে জেনে নেবে, সেগুলি হল;

(ক) ব্রত বা উৎসবের নাম

(খ) কোন সময় হয়

(গ) কারা করে

(ঘ) কার উদ্দেশ্যে করে

(ঙ) কতদিন ধরে চলে

(চ) কেন করে

(ছ) বিশেষ কোনও বস্তুর প্রয়োজন আছে কিনা

(জ) বিশেষ কোনও খাদ্যগ্রহণ করতে হয় কিনা

(ঝ) বিশেষ কোনও ফুল ও ফলের প্রয়োজন হয় কি?

(ঞ) ব্রত উদ্‌যাপনের বিশেষ কোনও রীতি আছে কিনা ইত্যাদি।

এই সমস্ত তথ্যগুলিকে সংক্ষেপে তারা তাদের নোট বুকে লিখবে। পরে শ্রেণিকক্ষে সবাই মিলে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেবে।

কৃত্যালি- ৭

সৃজনমূলক কাজঃ

এলাকার ব্রতকথা বড়দের থেকে শুনে ও দলে বসে সংলাপ তৈরি করতে এবং নাটক মঞ্চস্থ করতে বলতে হবে। যে কোনও এলাকায় বেশ কিছু চালু ব্রতকথা রয়েছে, গ্রামাঞ্চলে যেমন সত্যনারায়ণের ব্রতকথা, মনসার ব্রতকথা, শিবের গাজন নিয়ে ব্রতকথা, পীরের ব্রতকথা চালু আছে সেগুলি প্রথমে শিক্ষক ওদের বলবেন। পরে এলাকা থেকে জেনে আসবে। গল্পগুলি নিজেরা বলাবলি করবে শ্রেণিকক্ষে শেষে একটা গল্প নিয়ে তারা নাট্যাভিনয় করতে পারে। শিক্ষক মশাই সংলাপ তৈরিতে ঘটনা সাজাতে এবং দৃশ্য ভাগ করতে সাহায্য করবেন। গল্পটির শেষে কী ধরনের নীতিকথা আছে তা তারা আবিষ্কার করবে এবং শিখে নেওয়ার চেষ্টা করবে। শিক্ষককে মনে রাখতে হবে, সব ধর্মই যে সমান এই বোধ জাতে এই কৃত্যালির মধ্যে দিয়ে দেওয়া হয়। ঈশ্বরের কোনও ভাগ হয় না। ঈশ্বর এক এবং অদ্বিতীয়, এই ধারণাও স্পষ্ট করতে হবে।

- কৃত্যালি- ৭/১

এই বিষয়ে শিশুপাঠ্য সংগ্রহ করা এবং সেগুলি দলে পড়তে দেওয়া এবং আলোচনা করতে দেওয়া খুব জরুরি। শ্রেণিকক্ষে বা বিদ্যালয়ে এমন কোনও গ্রন্থাগার তৈরি করতে পারলে ভাল হয়। শিশুরা সপ্তাহে দু-একটা পিরিয়ডে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের বিভিন্ন বই দেখবে, পড়বে বা পড়ে শোনাবে বন্ধুদের। প্রয়োজনে কোনও কোনও শিশু ওই বইগুলি বাড়িতে পড়ার জন্যও নিয়ে যেতে পারে।

কৃত্যালি- ৮

দৃশ্য-শ্রাব্য কৃত্যালিঃ

আমাদের বারো মাসের তেরো পার্বণের নানা ছবি ও তার সাথে জড়িত নানা ব্রতকথার চিত্র ইউটিউব থেকে দেখানো যেতে পারে। এই সমস্ত ব্রতকথার পিছনে যে সামাজিক শিক্ষার বিষয়গুলি রয়েছে তা খুঁজে বের করার চেষ্টা করতে হবে। কৃত্যালিটির শেষে শিক্ষার্থীরা আলোচনায় বসবে এবং এর ভেতর যে বার্তা রয়েছে তা আবিষ্কার করার চেষ্টা করবে।

উপভাবমূলঃ এযুগে পারিবারিক উৎসব অনুষ্ঠানে বৈষম্যধর্মী মনোভাবের প্রকাশ নিয়ে শিশুদের ভাল-মন্দ, উচিত-অনুচিতের বোধ গড়ে তোলা।

কৃত্যালি- ৯

এবিষয়ে শিশুদের সাহায্যে মানস মানচিত্র তৈরি করে একটি সম্ভাব্য শব্দজাল নির্মাণ করে নিতে হবে। এখানে সম্ভাব্য শব্দের তালিকা দেওয়া হল;

শব্দজালঃ

পরিবার, ধর্ম, শ্রেণি বৈষম্য, জাতপাত, বৈষম্য, অন্যায়, ন্যায়, পারিবারিক, কুসংস্কার, অর্থ, বৈষম্য, মানবিকতাহীন, অমানবিক, অবজ্ঞা।

- কৃত্যালি- ৯/১

যে শিশুরা ভালভাবে পড়তে পারে না তাদের জন্য এক একটি উপভাবমূলকে কেন্দ্র করে ছোট ছোট সহজ পাঠ দিতে হবে। সেখানে শব্দজাল তৈরির সময় উপরের উল্লিখিত শব্দ ও শব্দগুচ্ছকে যতটা সম্ভব ব্যবহার করতে হবে। পাঠটি হবে তৃতীয় শ্রেণির উপযোগী। বাক্যে চার-পাঁচটির বেশি শব্দ থাকবে না। একটি উদাহরণ দেওয়া হল;

সহজ পাঠঃ

নেপালরা গেছে মাসির বাড়ি। মা বলেছেন যে ওদের জিনিসপত্রে হাত না দিতে। কোনও আবদার না করতে। নেপাল অবাক। দিদিকে বিষয়টি নিয়ে জিজ্ঞাসা করেছে। দিদি বলেছে যে চুপ করে দেখে যেতে। নেপাল অবাক, ছোটমাসির বাড়ি গেলে মা এতকিছু বলেন না। তবে আজ বললেন। মাসির বাড়ি গৃহপ্রবেশ। মনে হচ্ছে রাজার বাড়ির আয়োজন। নেপালরা ভাল জামা কাপড় পড়লেও ওদের মতো নয়। অনেক ম্লান। নেপালের মা একটা সুন্দর শাড়ি পড়েছিলেন। মাসি বলেন নারে তুই আমার এই বেনারসীটা পর। নেপালের কষ্ট হল। খেতে বসেও বুঝল ওদের সবাই যত্ন করছে না। মা বুঝলেন। কোনও রকমে রাতের গাড়ি ধরে বাড়ি এলেন। মায়ের বড় বেজেছে, যখন দেখলেন সবাই তার ছেলেমেয়েদের অবজ্ঞা করছে। নেপালদের খেতে বসানো হয়েছে একটু দূরে। পোষাকে যে তারা ধনবান নয়, সেটা বুঝিয়ে দিয়েছে। নেপাল দেখছে ওর মায়ের দেওয়া উপহারটি নিয়ে সবাই কেমন যেন করেছে।

- কৃত্যালি- ৯/২

অনুরূপভাবে আরও কয়েকটি সহজ পাঠ তৈরি করে বড় বড় হরফে "পঠন কার্ড" তৈরি করতে হবে। ওই অংশগুলি তৃতীয় শ্রেণির পঠনোপযোগী হবে। উপরের কৃত্যালির মতই তা ব্যবহার করতে হবে।

- কৃত্যালি- ৯/৩

যদি দেখা যায় শিশুর পঠন ক্ষমতা আরও নীচে, তবে মানস মানচিত্র থেকে উঠে আসা শিশুর জানা অজানা শব্দগুলিকে বড় কার্ডবোর্ডে সাটিয়ে দিতে হবে এবং ওই শিশুকে বা শিশুদের দলটিকে বিশেষ নজর দিয়ে শব্দ উচ্চারণে অভ্যস্ত করাতে হবে। এক্ষেত্রে যুক্তবর্ণের শব্দগুলিকে আলাদা চার্টে ধরতে হবে। যুক্তবর্ণে কোন কোন বর্ণ আছে তা ভেঙে দেখিয়ে দিতে হবে। সাথে সাথে শিক্ষকশিক্ষিকাদেরকে প্রাসঙ্গিকভাবে শব্দ বা শব্দের অর্থ সরাসরি না বলে দিয়ে আরও একবার প্রাসঙ্গিক পরিস্থিতি অনুযায়ী উদাহরণ দিয়ে তাদের মধ্যে সংশ্লিষ্ট শব্দের বোধ গড়ে তুলতে হবে এবং শিশুরা যাতে নিজের চেষ্টায় অর্থোদ্ধারের আনন্দ পায় তার ব্যবস্থা করার জন্য শিক্ষক-শিক্ষিকাদের যথেষ্ট ধৈর্যশীল হতে হবে।

- কৃত্যালি- ৯/৪

দু-একদিনের মধ্যে শব্দগুলি রপ্ত হলে তাদের কয়েকটি সহজতর পাঠ দিতে হবে। তার মান হবে তৃতীয় শ্রেণির শেষের দিকের পাঠের মতো। তিন-চারটি শব্দ সম্মলিত বাক্য হবে। চর্চিত শব্দ বা শব্দগুলিকেও সেখানে প্রয়োগ করতে হবে।

সহজতর পাঠ (তৃতীয় শ্রেণির উপযোগী)

নেপালের বাবা ধনবান নন। নেপালের বড় মাসির বাড়ি নেমন্তন্ন। যেতে হবে। মা খুব উৎসাহী। বাবার ছুটি নেই। নেপাল বুঝল নেপালরা অর্থের দিক থেকে অনেকটা কম বলে এতো অবজ্ঞা। মেজো মাসির বাড়িতে এমনটি হয়নি। সবাই মিলেমিশে মজা করেছে। মায়ের বোন ভাবতেই কষ্ট হল।

- কৃত্যালি- ৯/৫

যদি দেখা যায় শিশুর পঠন ক্ষমতা আরও নীচে তবে সহজতর পাঠগুলিকে আরও সহজ করতে হবে। এর মান হবে প্রথম শ্রেণির মতো। দুটি বা তিনটি শব্দ নিয়ে বাক্য গঠন হবে। এইভাবে কয়েকটি সহজতর পাঠ তৈরি করতে হবে এবং আরও বেশি পিছিয়ে পড়া শিশুদের মধ্যে প্রয়োগ করতে হবে।

সহজতর পাঠ (প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির উপযোগী)

নেপাল গেল মেজো মাসির বাড়ির পুজোতে, খুব মজা হল। একসাথে খাওয়াদাওয়া হল। বড় মাসির বাড়ি গিয়ে বুঝল তারা বড়লোক নয়, তাই কদর দিল না মাসি। আঘাত লাগল মনে। বাড়ি ফিরে খুব কাঁদল।

- কৃত্যালি- ৯/৬

শিক্ষক-শিক্ষিকা উভয়ক্ষেত্রেই অনুরূপ সহজতর পাঠ তৈরি করবেন এবং মান অনুসারে একে একে পাঠগুলি শিশুদের মধ্যে পাঠ করাবেন। স্ব-পঠনই যে এখানে মূল কথা সেটা সব সময় মনে রাখতে হবে।

কৃত্যালি- ১০

বহির্বিদ্যালয় কৃত্যালিঃ

উৎসব অনুষ্ঠানে বৈষম্যধর্মী মনোভাব প্রকাশ

এবিষয়ে ছাত্রছাত্রীরা শ্রেণিকক্ষে;

(ক) তাদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা জানাবে

(খ) সহপাঠীদের কাছ থেকে তাদের অভিজ্ঞতার কথা শুনবে এবং

(গ) পরিবারের সদস্যদের কাছ থেকে ও তাদের অভিজ্ঞতার কথা জানবে

পাড়ায় বা এলাকায় কোনও বড় জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানে তারা আমন্ত্রণ পায়নি অথচ পাড়ার অধিকাংশ পরিবারই আমন্ত্রণ পেয়েছে। এমন ঘটনা ঘটেছে কিনা তারা জানাবে এবং যদি ঘটে থাকে তখন কেমন লেগেছিল সেই সম্পর্কে তাদের মতামত জানাবে। অন্যদিকে তাদের নিজেদের কোনও অনুষ্ঠানে পাড়ার মানুষেরও আত্মীয়স্বজনের আমন্ত্রণ না থাকায় ব্যপারটা তার খারাপ লেগেছে কিনা তা নিয়েও আলোচনা করবে। শ্রেণিকক্ষে ফিরে তারা নিজেদের মধ্যে কী কী করা উচিত ছিল তা নিয়ে তাদের মতামত প্রকাশ করবে।

কৃত্যালি- ১১

সৃজনমূলক কাজঃ

সংলাপে পরিণত করে নাটকটিকে সম্পূর্ণ করতে বলতে হবে শিক্ষার্থীদের।

নাটকঃ সমাজের ডাক

চরিত্রঃ-	মাধব/প্রতিবেশীরা
	[সবার প্রবেশ]
কোরাসঃ-	মাধব খুড়ো, সমাজ ডেকেছে চল
মাধবঃ-	শোন সবাই (মেয়ের বিয়েতে নেমতন্ন)।
১মঃ-	মাধব জেঠুর কথা (কী কী কাজের দায়িত্ব)।
২য়ঃ-	(কলা পাতা কাটা)
৩য়ঃ-	(কুটনো ও বাটা)।
৪র্থঃ-	(মাছ ধরব)
৫মঃ-	(রান্না)
৬ষ্ঠঃ-	(কাঠ কেটো)
৭মঃ-	(পরিবেশন কর)
৮মঃ-	(কনের কাজ ও সাজ)
৯মঃ-	(বিয়ের মণ্ডপ তৈরি)
১০মঃ-	(বরযাত্রীদের আনা)
১১মঃ-	(কনের পিঁড়ি ধরা)

কোরাসঃ- পাড়ার যত অনুষ্ঠানে/বসি সবাই একাসনে। বুঝে নিই কাজ/নিমন্ত্রিত সবাই কেউ যায় না বাদ। সবাই মিলে লাগাই কাজে হাত/আত্মীয়দের দিয়ে থুইয়ে তবেই পাড়ি পাত। কারণ আমরা পড়শি সমাজের লোক। আমরা মাধব খুড়োর সবচেয়ে কাছের আপনজন।

(সবার প্রস্থান---- সমাপ্ত)

অভিনয়টি শেষ হলে তারা কী বুঝল তা নিয়ে আলোচনা করবে এবং সিদ্ধান্ত নেবে। শিক্ষক-শিক্ষিকারা আলোচনার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের বোঝাতে চাইবেন যে সমাজ একে অপরের কাজে হাত বাড়িয়ে দেয়। এই সহযোগিতার মাধ্যমেই সমাজে চলা উচিত। কাউকে ছোট করা উচিত নয়।

কৃত্যালি- ১২

গ্রামীণ নানা উৎসব যেমন জয়দেবের কেঁদুলি মেলা, রান্না পুজো, ঈদ প্রভৃতি ইউটিউব থেকে ডাউনলোড করে দেখিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে। এইসব উৎসবে যে কোনও বৈষম্য করা উচিত নয়, আলোচনার সময় সেই ভাবনাটা দেওয়ারও ব্যবস্থা করতে হবে।

কৃত্যালি- ১৩

মূল পাঠ্যাংশের কাজঃ

এরপর শিক্ষক-শিক্ষিকারা মূল পাঠ্যাংশের প্রধান প্রধান শব্দ ও শব্দগুচ্ছগুলিকে চার্টের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের উচ্চারণ করতে দেবেন এবং প্রতিটি শব্দ নিয়ে উদাহরণ দিয়ে তাদের অর্থোদ্ধারে সাহায্য করবেন।

শব্দজালঃ

অবিচার, সংসার, অন্যমনস্ক, জলের ধারা, সুগন্ধ, সুখাদ্য, সজল, সলজ্জ, মেঘাচ্ছন্ন, ঝাপসা, দিশেহারা, শীত, হেমন্ত, শরৎ, বর্ষা, গ্রীষ্ম, অবিচার, দোড়গোড়ায়, যত্ন, সম্মান, আদর, আপ্যায়ন, পারিবারিক উৎসব, বাংলার ব্রত, বুদ্ধি, শুদ্ধি, আরতি, কাঙালিনী, শিশু মনে আঘাত, দারিদ্র, বঞ্চনা, বিস্ময়, বড়ো, অনাহুত, লেনদেন, বিপুল, বিশাল, চৈত্র, পুরোহিত, বিপুল, চৈত্র, ফাল্গুন, মাঘ, অঘ্রান, কার্ত্তিক, ঠাকুরমা, নেমন্তন্ন।

- কৃত্যালি- ১৩/১

এবার শিক্ষক-শিক্ষিকারা গল্পটিকে সহজ ও সংক্ষিপ্ত করে তৈরি করে শিক্ষার্থীদের পড়তে দেবেন।

সংক্ষিপ্তসারঃ

ঝমঝম করে বৃষ্টি পড়ছে। ভাদ্র মাস। গাঁয়ের ক্ষুদিরামের আয় সামান্য। যজমানের বাড়ি থেকে কিছু ফসল এসেছিল, তাও ফুরাতে বসেছে। ভাদ্রের শেষে আউস ধান উঠবে। চাষীরা দেবে কিছু। ছেলেরা পেটপুরে খাবে। নেপাল, গোপাল ক্ষুদিরামের দুই ছেলে। খিদে পায় ওদের। হঠাৎ চুনির সাথে দেখা। সে চলেছে মাকে ডাকতে, জটি পিসিমার বাড়ি থেকে। চুনির মা সেখানে গেছেন ব্রতের কাজে। আগামী মঙ্গলবার জটি পিসিমা নেমতন্ন করেছেন তাও বলে গেল। দুই ভাই শুনল। পিসিমা তাদের দুই ভাইকে ডাকবে ভেবে জটি পিসিমার বাড়ির সামনে গেল। পিসিমাকে জিজ্ঞাসা করল, তাল লাগবে না? পিসিমা বললেন, সে মঙ্গলবার লাগবে। তা সন্ধেবেলা দুজনে কোথা থেকে আসছে জানতে চাইল। তারা বলল, মাছ ধরতে গিয়েছিল। পিসিমার ব্রতের জন্য অনেক কষ্টে বৃষ্টি মাথায় করে তাল জোগাড় করে দুই ভাই দিতে গেল। পিসিমা তাল নিলেন। পয়সা দিলেন না, নেমতন্নে ডাকলেন না।

- কৃত্যালি- ১৩/২

এরপর শিশুরা সহজভাবে সংক্ষিপ্তসারটি পড়তে পারলে শিক্ষক-শিক্ষিকারা মূল পাঠ্যটি পাঠ করাবেন। স্ব-পঠনের মাধ্যমে যাতে তারা গল্পটি অনুধাবন করতে পারে তার চেষ্টা করবেন। পরে বাকি দিনগুলিতে 'হাতে-কলমে' অংশটি করাবেন।

(৭)
আকাশের দুই বন্ধু

এই গল্পে দুটি ঘুড়ির মধ্যে সখ্যতা, স্বাধীনভাবে তাদের জীবন কাটানোর যৌথ চেষ্টা ও শেষে আকাশের কাছে উড়ে যাওয়ার মধ্যে দিয়ে লেখক যেন শিশুদের মনের কথাই বলতে চেয়েছেন। বড়দের ইচ্ছার সঙ্গে চলতে শিশুদেরও ভাল লাগে না। তারা সমবয়সীদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে, খেলাচ্ছলে প্রতিযোগিতা করতে আর একে অপরকে সহযোগিতা করতে ভালবাসে। স্বাধীন ক্রিয়াকলাপের মধ্য দিয়ে আকাশের মতো বৃহৎ কল্পনার রাজ্যে বিচরণ করতে ভালবাসে। তাদের উল্লাস কখনও অন্যের যন্ত্রণার কারণ হয়ে ওঠে না। একে অপরের মধ্যে লড়াই লাগিয়ে নিজেদের আনন্দ বা মজা করার হীন মানসিকতা শিশুদের মধ্যে পাওয়া যায় না। তাই এই গল্প থেকে যে দুটি উপভাবমূল চিহ্নিত করা যায় তা হল;

উপভাবমূলঃ

ক) শিশুদের মধ্যে বন্ধুত্ব মজাদার প্রতিযোগিতা এবং নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে সহজ আনন্দ ভোগ।

খ) একে অপরের মধ্যে লড়াই লাগিয়ে তা থেকে মজা পাওয়ার মতো হীন মানসিকতার বিরুদ্ধে শিশুকে সচেতন করে তোলা।

উপভাবমূলঃ শিশুদের মধ্যে বন্ধুত্ব মজাদার প্রতিযোগিতা এবং নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে সহজ আনন্দ ভোগ।

কৃত্যালি- ১

উপভাবমূলটিকে কেন্দ্র করে শিশুদের সাহায্য নিয়ে সংশ্লিষ্ট কিছু শব্দচর্চা করতে হবে। শুরুতে মানস মানচিত্র নির্মাণের মধ্যে দিয়ে একটি সম্ভাব্য 'শব্দজাল' তুলে আনতে হবে শিশুদের মধ্যে থেকেই। এখানে সম্ভাব্য শব্দের তালিকা দেওয়া হল;

শব্দজালঃ

সুতোয়ে জড়িয়ে, ভাসতে ভাসতে, প্যাঁচের খেলা, টিম, খেলোয়াড়, প্রতিদ্বন্দ্বী, হাতে গড়া, লাট খেতে খেতে, দুলতে

দুলতে, এঁকেবেঁকে, হাওয়ায় ভাসিয়ে দেওয়া, নাকানি চোবানি, অসংখ্য প্রাণ, হাড্ডাহাড্ডি, লড়াই, একটা আর একটার ঘাড়ে, কাজ, লড়াই, লড়াইয়ের ময়দান।

- কৃত্যালি- ১/১

যে শিশুরা ভালভাবে পড়তে পারে না তাদের জন্য উপরের উপভাবমূলটিকে কেন্দ্র করে ছোট ছোট সহজ পাঠ দিতে হবে। সেখানে শব্দজালে চর্চিত শব্দ ও শব্দগুচ্ছগুলিকে যতটা সম্ভব ব্যবহার করতে হবে। পাঠটি হবে চতুর্থ শ্রেণির উপযোগী। বাক্যে সাতটির বেশি শব্দ থাকবে না। যতটা সম্ভব কম যুক্তবর্ণ ব্যবহার করতে হবে। একটি উদাহরণ দেওয়া হল;

সহজ পাঠঃ

খেলা শুরু হবে যদু আর নিমাই খেলবে। ওরা দুজনে প্রাণের বন্ধু। কিন্তু তারা আজ খেলবে বিপরীত দলে। নিমাই 'ক' টিমে আর যদু 'খ' টিমে। এপাড়া ওপাড়ার লড়াই। নিমাই আর যদু নিজেদের পাড়ার হয়ে খেলবে। নিমাই খুব ভাল খেলে। দমও আছে খুব। হা ডু ডু-তে ওকে ধরা কঠিন কাজ। নিমাইকে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না কেন? বিপদ হল না তো? সবাই ভাবতে লাগল। এমন সময় গ্যালারি থেকে হাত নাড়ল নিমাই। খেলা শুরু হল। হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হল। অনেকেই অবাক হয়েছে। দুজনের এতো ভাব তবুও দুজন দু'দলে। নিমাইরাই জিতল। প্রাইজ নিল। তারপর কী হল বলতো? যদুকে নিজের উপহারটি তুলে দিয়ে বলল, 'যদু, ভাগ্যিস তোর দম নেই। তাই আমরা জিতলাম। তাই প্রাইজটা তোকেই দিলাম'।

- কৃত্যালি- ১/২

অনুরূপভাবে আরও কয়েকটি ব্যবহার সহজ পাঠ তৈরি করে বড় বড় হরফে পঠন কার্ড করে নিতে হবে। ওই অংশগুলি চতুর্থ শ্রেণির উপযোগী হবে। উপরের কৃত্যালির সবই তা করতে হবে।

- কৃত্যালি- ১/৩

যদি দেখা যায় শিশুর পঠন ক্ষমতা আরও নীচে, তবে মানস মানচিত্র থেকে উঠে আসা শিশুর জানা অজানা শব্দগুলিকে বড় কার্ডবোর্ডে সাটিয়ে দিতে হবে এবং ওই শিশুকে বা শিশুদের দলটিকে বিশেষ নজর দিয়ে শব্দ উচ্চারণে অভ্যস্ত করাতে হবে। এক্ষেত্রে যুক্তবর্ণের শব্দগুলিকে আলাদা চার্টে ধরতে হবে। যুক্তবর্ণে কোন কোন বর্ণ আছে তা ভেঙে দেখিয়ে দিতে হবে। সাথে সাথে শিক্ষক-শিক্ষিকাদেরকে প্রাসঙ্গিকভাবে শব্দ বা শব্দের অর্থ সরাসরি না বলে দিয়ে আরও একবার প্রাসঙ্গিক পরিস্থিতি অনুযায়ী উদাহরণ দিয়ে তাদের মধ্যে সংশ্লিষ্ট শব্দের বোধ গড়ে তুলতে হবে এবং শিশুরা যাতে নিজের চেষ্টায় অর্থোদ্ধারের আনন্দ পায় তার ব্যবস্থা করার জন্য শিক্ষক-শিক্ষিকাদের যথেষ্ট ধৈর্যশীল হতে হবে।

- কৃত্যালি- ১/৪

দু-একদিনের মধ্যে শব্দগুলি রপ্ত হলে তাদের কয়েকটি সহজতর পাঠ দিতে হবে। তার মান হবে তৃতীয় শ্রেণির শুরুর দিকে যেমন হয়ে থাকে সেই রকম। বাক্য হবে চার-পাঁচটি শব্দ সম্বলিত। চর্চিত শব্দ ও শব্দগুচ্ছকে সেখানে প্রয়োগ করতে হবে। একটি উদাহরণ দেওয়া হল;

সহজতর পাঠ (তৃতীয় শ্রেণির উপযোগী)

দুই দলের লড়াই। হা ডু ডু খেলায়। দেখা গেল রহিম আর করিম দু'দলের হয়েও করিম রহিমকে ছেড়ে দিল। এই খেলার প্রাইজ টাকা। রহিমের দাদা অসুস্থ। টাকার দরকার। তাই সে খেলতে গেল অন্য দলে। সবাই ছি ছি করল। জিতে গেল রহিমরা। টাকা পেল দাদাকে সুস্থ করল। তারপর আবার ফিরল নিজের পাড়ায়।

- কৃত্যালি- ১/৫

যদি দেখা যায় শিশুর পঠন ক্ষমতা আরও নীচে, তবে সহজতর পাঠগুলিকে আরও সহজ করতে হবে। এর মান হবে প্রথম শ্রেণির শেষের বা দ্বিতীয় শ্রেণির প্রথম দিকের মতো। তিন-চারটি শব্দ দিয়ে গঠিত হবে বাক্য। এইভাবে কয়েকটি সহজতর পাঠ তৈরি করে পিছিয়ে পড়া শিশুদের মধ্যে প্রয়োগ করতে হবে। একটি উদাহরণ দেওয়া হল;

সহজতর পাঠ (প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির উপযোগী)

দুই দলের লড়াই হা ডু ডু খেলায়। দেখা গেল, রহিম আর করিম দু'দলের হয়েও করিম রহিমকে ছেড়ে দিল। এই খেলার প্রাইজ ছিল টাকা। রহিমের দাদা অসুস্থ। টাকার দরকার।

- কৃত্যালি- ১/৬

শিক্ষক-শিক্ষিকারা উভয়ক্ষেত্রেই অনুরূপ সহজতর পাঠ তৈরি করবেন এবং মান অনুসারে একে একে পাঠগুলি শিশুদের মধ্যে পাঠ করাবেন। স্ব-পঠনই যে এখানে মূল কথা সেটা সব সময় মনে রাখতে হবে।

কৃত্যালি- ২

বহির্বিদ্যালয় কৃত্যালিঃ

পূর্বের পাঠগুলিতে বহির্বিদ্যালয় কৃত্যালি অংশে ছাত্রছাত্রীরা বহু সমীক্ষা, বিভিন্ন স্থান পরিদর্শন গ্রাম প্রদক্ষিণ ও নানা রকম কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। প্রত্যেকটি বহির্বিভাগ কৃত্যালির ক্ষেত্রেই শিক্ষক-শিক্ষিকারা ছাত্রছাত্রীদের কয়েকটি দলে ভাগ করে কাজের দায়িত্ব বুঝিয়ে দেবেন। দলে একজন করে নেতা নির্বাচন করে দেবেন। দলনেতা কীভাবে দলকে পরিচালনা করছে এবং সবাইকে সাথে নিয়ে আনন্দের সাথে কাজ করছে, শিক্ষক-শিক্ষকারা সেদিকে নজর রাখবেন। পরে তাদের ভুল-ঠিক এবং ভাল- মন্দ দিকগুলি বুঝিয়ে দেবেন। ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বন্ধুত্ব, মজাদার প্রতিযোগিতা ও সহযোগিতার বোধ গড়ে তুলতে গেলে অবশ্য প্রথম থেকেই তা নজর করতে হবে। কেবলমাত্র এই পাঠটির মধ্যেই তা সীমাবদ্ধ করা যাবে না। তবু এই পাঠে তা বিশেষভাবে নজর করতে বলতে হবে। শিক্ষক-শিক্ষিকারা এই বিষয়গুলির প্রতি নজর রাখার জন্যে একটি ডাইরি ব্যবহার করতে পারেন। এই বিষয়ে ছাত্রছাত্রীদের সচেতন করার জন্য তাদের কাছে অনুরূপ একটি পরিস্থিতি তৈরি করে তার ভাল-মন্দ দিকটি বোঝানো যেতে পারে।

বিদ্যালয়ের মাঠে, পাড়ায় ছাত্রছাত্রীরা তাদের বন্ধুবান্ধবের সাথে খেলাধুলো করে থাকে। খেলায় হারা এবং জেতা তাদের মনে কেমন প্রভাব ফেলে এই বিষয় নিয়ে শিক্ষক-শিক্ষিকারা ছাত্রছাত্রীদের কিছু প্রশ্নাবলী দিয়ে দেবেন।

খেলা নিয়ে নানান নমুনা প্রশ্নঃ

তুমি বাড়ি ফিরে খেলাধুলা কর? কার সাথে খেল? খেলতে ভাল লাগে? আনন্দ হয়? খেলায় কি তুমি সবসময় জেতো? জিতলে কেমন লাগে? তুমি জেতা মানে তোমার প্রতিপক্ষের হার। কখনও নিজেকে তার জায়গায় বসিয়ে ভেবে দেখেছ তার কেমন লাগে? তুমি হারলে তোমার কষ্ট হয়, কিন্তু তোমার বন্ধু হারলে কি তোমার কষ্ট হয়? কোনও খেলায় তুমি যদি প্রত্যেকবার জেতো আর তোমার বন্ধু প্রত্যেকবার হারে তখন কি তোমার বন্ধুর জন্য দুঃখবোধ হয়? খেলতে খেলতে যদি তোমার বন্ধু আঘাত পায় বা পড়ে যায় তখন তুমি কী কর? ভেবে বল।

আসলে অন্যের দুঃখ বা কষ্টকে বুঝতে পারার ক্ষমতা গড়ে তুলতে হবে শিশুদের মধ্যে। শিক্ষক সেই চেষ্টাই করবে।

কৃত্যালি- ৩

সৃজনমূলক কাজঃ

ভূমিকা অভিনয়ঃ

নাটকঃ সহযোগিতা

চরিত্রঃ- সালমা/টগর/রাজু/আজিবা/মাষ্টারমশাই ও দিদিমনিরা এবং বাকিরা

১ম দৃশ্যঃ- সালমা ক্লাসে বরাবর প্রথম হয়। কিন্তু আজ সালমা অঙ্কগুলি করে আনতে পারেনি। কারণ কাল ক্লাসে দিদিমনি যখন অঙ্ক বোঝাচ্ছিলেন, তখন সে অমনোযোগী হওয়ার ফলে অঙ্ক বুঝতে পারেনি। টগর পড়াশুনা মনে রাখে

না। সে ভীষণ চঞ্চল। তাই একটু পিছিয়ে থাকে সর্বদাই। কিন্তু আজ টগর সব অঙ্ক করে এনেছে। কারণ কাল অঙ্কর ক্লাস সে মনযোগ দিয়ে শুনেছে। এবার টগরের কাছ থেকে অঙ্ক বুঝবে। ক্লাসের সব বন্ধুরা এসে দেখবে এবং ব্যঙ্গ করে বলবে সে নাকি ক্লাসের ফাস্ট গার্ল। শিখছে লাস্ট গার্লের কাছ থেকে। সালমা ওদের হাসি থামিয়ে বলবে, "আমার মা বলেছেন, সবার থেকেই শেখার আছে। তাই আমি সবার থেকে শিখি"। সব বন্ধুরা মিলে আলোচনা করে ঠিক করবে, এবার থেকে যে যে বিষয় ভাল পারবে সবাই তার কাছ থেকে বুঝবে। যেটা বুঝতে পারছে না সবাই মিলে তা আলোচনা করবে। তাহলে কঠিন পড়াও সহজ হয়ে যাবে।

(দলে বসে নিজেরা সংলাপ তৈরি কর)

২য় দৃশ্যঃ- রাজু রানে ফাস্ট হয়েছে। কিন্তু পায়ে হাত ঘষছে আর কাঁদছে। আজিজ তার সহপাঠী। সেও দৌঁড়েছিল। কিছুই হতে পারেনি। হঠাৎ দেখতে পায় রাজুকে। ছুটে গিয়ে তাকে ধরে তোলে আর জিজ্ঞাসা করে। কী হয়েছে এবং কেমন করে হল। তারপর ধরে ধরে মাষ্টার মশাইদের কাছে নিয়ে যায়। আজিজের এই আচরণে সবাই খুব খুশি।

(সংলাপ নিজেরা বানাও)

৩য় দৃশ্যঃ- স্যার ও দিদিমনিরা আলোচনা করেন। এবার পঞ্চম শ্রেণির প্রত্যেকটি শিশু সব বিষয়ে এত সুন্দর পড়াশুনা করছে কীভাবে? এক একজন শিশুর নাম ধরেও আলোচনা করেন যে, গত বছরের তুলনায় এবার সে কত উন্নত হয়েছে। সব শিশুদের ডেকে কারণ জিজ্ঞেস করেন। ওরা কীভাবে একে অপরের থেকে শেখে সেটা বলে এবং সবাই হাত ধরে বলবে। 'আমরা করি সহযোগিতা, প্রত্যেককে সহযোগিতা'।

(সংলাপ নিজেরা তৈরি কর এবং শেষে গান করবে 'আমরা করব জয়'/অথবা 'আমরা সবাই রাজা')

- কৃত্যালি- ৩/১

বাড়ি বড়দের কাছ থেকে এমন সহযোগিতার অভিজ্ঞতা, গল্প জেনে এসে তারা অন্যান্য শিক্ষার্থীদের সঙ্গে বলাবলি করবে।

- কৃত্যালি- ৩/২

সহযোগিতার উদাহরণ তুলে ধরে যদি কোনও পৌরাণিক, নৈতিক বা ঐতিহাসিক গল্প শিশুপাঠ্য হিসেবে থেকে থাকে, তবে তা সংগ্রহ করে এনে বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে রাখা যেতে পারে এবং একদিন সবাই মিলে সেগুলি পড়া যেতে পারে।

কৃত্যালি- ৪

দৃশ্য-শ্রাব্য কৃত্যালিঃ

ইউটিউব থেকে পেঁচা ও পাখির বন্ধুত্বের গল্পটি দেখিয়ে বন্ধুত্ব ও সহযোগিতার কথা শিশুদের দেখানো যেতে পারে। একে অপরকে হিংসা নয়, মানসিক নির্যাতন নয়। ওদের বোঝাতে হবে যে, নিজে ভাল থাকবে সেই যে অন্যকে ভাল রাখে। সবার উপরেই বিশ্বাস রাখতে হবে তাদের। এই ভাবনা মাথায় রেখে যে কোনও ভিডিও ক্লীপ বানানো যেতে পারে।

উপভাবমূলঃ একে অপরের মধ্যে লড়াই লাগিয়ে তা থেকে মজা পাওয়ার মতো হীন মানসিকতার বিরুদ্ধে শিশুকে সচেতন করে তোলা।

কৃত্যালি- ৫

উপভাবমূলটিকে কেন্দ্র করে শিশুদের সাহায্য নিয়ে সংশ্লিষ্ট কিছু শব্দচর্চা করতে হবে। শুরুতে মানস মানচিত্র নির্মাণের মধ্যে দিয়ে একটি সম্ভাব্য 'শব্দজাল' তুলে আনতে হবে শিশুদের মধ্যে থেকেই। এখানে সম্ভাব্য শব্দের তালিকা দেওয়া হল।

শব্দজালঃ

লড়াই, বিবাদ, বিদ্রূপ, হীন মনোভাব, হিংসা।

- কৃত্যালি- ৫/১

যে শিশুরা ভালভাবে পড়তে পারে না তাদের জন্য উপরের উপভাবমূলটিকে কেন্দ্র করে ছোট ছোট সহজ পাঠ দিতে হবে।

সেখানে শব্দজালে চর্চিত শব্দ ও শব্দগুচ্ছগুলিকে যতটা সম্ভব ব্যবহার করতে হবে। পাঠটি হবে চতুর্থ শ্রেণির উপযোগী। বাক্যে পাঁচ-ছ'টির বেশি শব্দ থাকবে না। যতটা সম্ভব কম যুক্তবর্ণ ব্যবহার করতে হবে। একটি উদাহরণ দেওয়া হল;

সহজ পাঠঃ

সুবল চুপচাপ থাকে। ছবি আঁকে ডেস্কে বসে। সব ছবির যে মানে থাকে তা নয়। আঁকার স্যার ওকে উৎসাহ দেন। এই নিয়ে ওদের ক্লাসের কয়েকটি ছেলে প্রায়ই বিদ্রুপ করে। হাসিঠাট্টা করে। এই ক্লাসে ওর এক বন্ধু আছে তার নাম বোধন। বোধন পড়াশোনায় ভাল। তবে অঙ্কে ভাল না। সুবল অঙ্ক পারে। বোধনকে মাঝে মাঝে সাহায্য করে। দেখায়। একদিন টিফিনে সুবল আর বোধন মাঠে গিয়েছিল। সেই ফাঁকে ওর ক্লাসের সেই দুষ্টু ছেলেরা সুবলের ডেক্স থেকে ছবি নি্য়ে দেওয়ালে লাগিয়ে দিয়েছে। পাশে লেখা শিল্পী শ্রেষ্ঠ সুবলের সৃষ্টি। আরও লেখা মন্তব্য দিন। সুবল ক্লাসে ঢুকতেই দেখতে পেল। ও মুখ নীচু করে ডেক্সে গিয়ে বসল। বোধন ছুটে গেল স্যারের কাছে। আঁকার স্যার ওই দুষ্টু ছেলেদের বকা না দিয়ে ক্লাসে বসালেন। ধীরে ধীরে অনেক কিছু বোঝালেন। বললেন, এই ব্যঙ্গ করে তারা নিজের ক্লাসের বন্ধুকে ছোট করছে। ছেলেগুলি মাথা নীচু করে শুনল। ছুটির ঘণ্টা বাজল। সুবলের কাছে গিয়ে ক্ষমা চাইল। হাত মেলাল।

- কৃত্যালি- ৫/২

অনুরূপভাবে আরও কয়েকটি ব্যবহার সহজপাঠ তৈরি করে বড় বড় হরফে পঠন কার্ড করে নিতে হবে। ওই অংশগুলি চতুর্থ শ্রেণির উপযোগী হবে। উপরের কৃত্যালির সবেতেই তা করতে হবে।

- কৃত্যালি- ৫/৩

যদি দেখা যায় শিশুর পঠন ক্ষমতা আরও নীচে, তবে মানস মানচিত্র থেকে উঠে আসা শিশুর জানা অজানা শব্দগুলিকে বড় কার্ডবোর্ডে সাটিয়ে দিতে হবে এবং ওই শিশুকে বা শিশুদের দলটিকে বিশেষ নজর দিয়ে শব্দ উচ্চারণে অভ্যস্ত করাতে হবে। এক্ষেত্রে যুক্তবর্ণের শব্দগুলিকে আলাদা চার্টে ধরতে হবে। যুক্তবর্ণে কোন কোন বর্ণ আছে তা ভেঙে দেখিয়ে দিতে হবে। সাথে সাথে শিক্ষক শিক্ষিকাগনকে প্রাসঙ্গিকভাবে শব্দ বা শব্দের অর্থ সরাসরি না বলে দিয়ে আরও একবার প্রাসঙ্গিক পরিস্থিতি অনুযায়ী উদাহরণ দিয়ে তাদের মধ্যে সংশ্লিষ্ট শব্দের বোধ গড়ে তুলতে হবে এবং শিশুরা যাতে নিজের চেষ্টায় অর্থোদ্ধারের আনন্দ পায় তার ব্যবস্থা করার জন্য শিক্ষক-শিক্ষিকাদের যথেষ্ট ধৈর্যশীল হতে হবে।

- কৃত্যালি- ৫/৪

দু-একদিনের মধ্যে শব্দগুলি রপ্ত হলে তাদের কয়েকটি সহজতর পাঠ দিতে হবে। তার মান হবে তৃতীয় শ্রেণির শুরুর দিকে যেমন হয়ে থাকে সেই রকম। বাক্য হবে চার-পাঁচটি শব্দ সম্বলিত। চর্চিত শব্দ ও শব্দগুচ্ছকে সেখানে প্রয়োগ করতে হবে। একটি উদাহরণ দেওয়া হল;

সহজতর পাঠ (তৃতীয় শ্রেণির উপযোগী)

বনি অঙ্কে ভাল, রিডিংয়ে ভয় পায়। আসলে যুক্তাক্ষর দেখলেই থতমত খেয়ে যায়। তোতলায়। মায়া প্রতিবার প্রথম হয়। বনি কিছু একটা হয়। এই নিয়ে মায়া ও ওর কাছের বন্ধুরা হাসাহাসি করে। কিন্তু মায়া কখনই অঙ্কে একশো পায় না বলে হিংসা করে। স্কুলে সভাপতি আসবেন। নাটক হবে। মায়া ইচ্ছা করে বনিকে যুক্তাক্ষর বেশি আছে এমন একটি কবিতা পাঠ করতে দিল। ভাল করে বলতে পারল না। অপমানিত হল। সভাপতি কিন্তু বনিকে আদর করে বলেন, কখনও কোনও কাজে ভয় পাবে না। কীভাবে অভ্যাস করবে সব বলেন। দিদিমনিরা এলেন। মায়াকে বোঝালেন।

- কৃত্যালি- ৫/৫

যদি দেখা যায় শিশুর পঠন ক্ষমতা আরও নীচে, তবে সহজতর পাঠগুলিকে আরও সহজ করতে হবে। এর মান হবে প্রথম শ্রেণির শেষের বা দ্বিতীয় শ্রেণির প্রথম দিকের মতন। তিন-চারটি শব্দ দিয়ে গঠিত হবে বাক্য। এইভাবে কয়েকটি সহজতর পাঠ তৈরি করে পিছিয়ে পড়া শিশুদের মধ্যে প্রয়োগ করতে হবে। একটি উদাহরণ দেওয়া হল;

সহজতম পাঠঃ

ভাল না অঙ্কে। তবুও দিদিমনি খুব ভালবাসেন সরসীকে। সরসী ইতিহাসে খুব ভাল। ইতিহাসের সন, তারিখ ঠিক মনে রাখে। মানবী ইতিহাসে ভাল নয়। অঙ্কে খুব ভাল। দুষ্টমী করল। বিপদে ফেলল। ক্লাসের বন্ধুরা বুঝে দিদিমনিকে জানাল। দিদিমনি বোঝালেন। মানবী কেঁদে উঠল। তারপর ভাব করল।

- কৃত্যালি- ৫/৬

শিক্ষক-শিক্ষিকারা উভয়ক্ষেত্রেই অনুরূপ সহজতর পাঠ তৈরি করবেন এবং মান অনুসারে একে একে পাঠগুলি শিশুদের মধ্যে পাঠ করাবেন। স্ব-পঠনই যে এখানে মূল কথা সেটা সব সময় মনে রাখতে হবে।

কৃত্যালি- ৬

বহির্বিদ্যালয় কৃত্যালিঃ

এছাড়া একটি দুটি প্রচলিত খেলার মাধ্যমেও এবিষয়ে ছাত্রছাত্রীদের সচেতন করা যেতে পারে। উদাহরণস্বরূপ একটি খেলা দেওয়া হল;

শিক্ষক-শিক্ষিকারা প্রথমে ছাত্রছাত্রীদের একটি গোল করে দৌড়াতে বলবেন। মাঝের ফাঁকা জায়গায় কম সংখ্যায় ফোলানো বেলুন রাখা হবে। হুইসেল বাজালেই প্রত্যেককে ছুটে গিয়ে একটি করে বেলুন নিতে হবে। যে পারবে না সে আউট হয়ে যাবে। অন্যদিকে কেউ না পেলে সে অন্যদের কাছ থেকে কেড়ে নিতে পারবে। শেষ পর্যন্ত যার কাছে বেলুন থাকবে সেই জিতবে। তারপর প্রত্যেকের হাতে একটি করে ফোলানো বেলুন দেবেন। স্টার্ট বলার সাথে সাথে দেখা যাবে ছাত্রছাত্রীরা একে অপরের বেলুন কাড়াকাড়ি করার জন্যে ছুটোছুটি শুরু করছে। কিছুক্ষণ পর দেখা যাবে সবার বেলুন ফেটে গেছে। সবাই হেরে গেছে। কেউই জিততে পারল না। এবার শিক্ষক-শিক্ষিকারা ছাত্রছাত্রীদের জিজ্ঞাসা করবেন কীভাবে খেলার ফলটা অন্যরকম করা যেতে পারত। এখানে তো কেউই জিততে পারল না। কিন্তু যদি কেউ অন্য কারো বেলুন না ফাটাতো তাহলে সবাই জিততে পারত। এধরনের বিভিন্ন খেলার মাধ্যমেও ছাত্রছাত্রীদেরকে সহযোগিতার গুরুত্ব বোঝানো যেতে পারে।

কৃত্যালি- ৭

সৃজনমূলক কাজঃ

অপরের লড়াই দেখে মজা পাওয়ার মতো হীন মানসিকতা নিয়ে একটা গল্প শিক্ষার্থীদের পড়ার জন্য দেওয়া হল। এটা একটা পঠন কার্ডে সাঁটিয়ে শিশুদের দলে পড়তে দিতে হবে। পড়া হয়ে গেলে ওই গল্পটিকে নাটকে পরিণত করা যায় কিনা তা তারা আলোচনা করবে। প্রথমে ঠিক করবে চরিত্র, পরে দৃশ্য বিভাজন। শেষে যে বার্তাটি দেওয়া দরকার তা নিয়ে দু-একটি কথোপকথন করবে।

প্রতিটি চরিত্র মোটামুটি কী কী কথা বলবে তার সম্ভাব্য সংলাপ শিক্ষার্থীরা আলোচনা করে নেবে। দৃশ্য পরিকল্পনাও করবে যাতে তা কখনও বাড়ি, কখনও হাট বলে মনে হয়। শেষে অভিনয় করবে। নাটকের একটি নামকরণও করবে।

গল্পঃ

শিবু টুডু ও সুখলাল মুন্ডা একই পাড়াতে বাস করে। শিবু আর সুখলালের মা হাঁস মুরগি পোষেন। দুজনে একই শ্রেণিতে পড়ে। সুখলাল লেখাপড়া, খেলা নিয়ে থাকে। হাঁস মুরগিদের নিয়ে কোনও মাথা ব্যথা নেই। ডিম, মাংস যখন

মা রান্না করে দেয়, তখনই খায়। কিন্তু শিবু হাঁস মুরগিদের খুবই ভালবাসে। মাকে লুকিয়ে খেতেও দেয়। তাই হাঁস মুরগিগুলি শিবুর খুবই ন্যাওটা। সবার নাম রেখেছে ককরকক। গোড় গোড়, চৈ চৈ করে ডাকে। তার প্রিয় মোরগটা আদর খায়। একদিন শিবু দেখে তার বাবা মোরগটাকে লড়াই শেখাচ্ছে। বলল, "লড়াই শিখতে হবে, না হলে বাঁচবে কী করে?" শিবু ভাল বুঝতে পারে না। রাত থেকে ভোর পর্যন্ত মাঝে মাঝে সুখলালদের মোরগটা ডাকে। অমনি শিবুদেরটাও ককর ককর কক ডেকে উত্তর দেয়। একদিন হাটের পাশে অনেক লোকের ভিড় জমে। তারা মোরগ লড়াই দেখতে এসেছে। শিবুর বাবা-মা ককর কক-কে নিয়ে আসে। সুখলালের বাবা-মা তাদের মোরগটাকে নিয়ে আসে। শিবু দেখে দুটি মোরগের পায়ে ছুরি বাঁধা হচ্ছে। শিবু চেঁচিয়ে বলল, "ওটা বাঁধছ কেন, বাবা? বাবা রেগে শিবুকে বলে, "থাম"। মা হাত ধরে বোঝাতে থাকে। তাদের মোরগ জিতলে অনেক টাকা পাওয়া যাবে। আবার সুখলালদের মরা মোরগটাও পাওয়া যাবে। ইতিমধ্যে লড়াই শুরু হয়। শিবু কাঁদতে থাকে। চারিদিকের শব্দে শিবুর কান্না চাপা পড়ে যায়। কিছুক্ষণ তুমুল লড়াই। তারপর কক করে শব্দ। শিবুদের ককর কক মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। আর ছটফট করতে করতে শেষ। শিবুর বুক ফাটা কান্না দেখার কেউ নেই। কারণ তার বাবা-মায়ের মাথায় হাত। ওদিকে সুখলালের বাবা আর আত্মীয়রা আনন্দে নাচছে। সুখলালের মা ককর ককের মরা দেহটা হাতে তুলে নিল। হাসতে হাসতে বাড়ি যেতে লাগল। আর সবাইকে বলছে আজ বাড়িতে মহাভোজ হবে। সুখলালের বাবা টাকা গুনে দিচ্ছে আর বন্ধু সুখলাল তাদের মোরগটাকে কোলে নিয়ে আদর করছে। পরের দিন ক্লাসে সুখলালদের মোরগের কী তারিফ। শিবু বুক ভরা কষ্ট নিয়ে বাড়িতে এল। মাকে বলল, "তোমরা মোরগটাকে মেরে ফেললে? মা বলল, ও জিততে পারেনি। ওকে তো মরতেই হত। শিবু রেগে বলে 'কেন এই বাজে নিয়ম। কেন ওদের পায়ে ছুরি বাঁধা হবে। বন্ধ হোক ওই ছুরি বাঁধা"। কেঁদে বলে, হেরে গেলেও আমার ককর ককের মতো মোরগরা বেঁচে তো থাকবে। তার সহপাঠীরা কোথা থেকে এসে পড়ে। সবাই শিবুর কান্না দেখে বলে, "না, এই নির্মম লড়াই বন্ধ হোক"।

নাটকের শেষে তারা মূল ভাবনাটিকে নিয়ে নিজেদের মতামত দেবে। সমাজেও এমনভাবে দুজনের মধ্যে লড়াই লাগিয়ে বাকিরা আনন্দ উপভোগ করে। এটা একটা ঘৃণ্য কাজ। এই বোধ শিশুর মধ্যে গড়ে তুলতে হবে।

- কৃত্যালি- ৭/২

মোরগ লড়াই বা ষাঁড়ের লড়াই নিয়ে ছোটদের জন্য নানান শিশুপাঠ্য থাকলে পড়তে পারে। সেগুলি সংগ্রহ করে বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার তৈরি করা যেতে পারে এবং কোনও একদিন সবাই মিলে দলে ওই বইগুলি পড়ে ও আলোচনা করতে পারে।

কৃত্যালি- ৮

ইউটিউব থেকে ষাঁড়ের লড়াই এবং মুরগির লড়াইয়ের ছবি ডাউনলোড করা যায়। এই ছবির মধ্যে দিয়ে মানুষের নিম্নস্তরের আনন্দ উপভোগ করার যে কুপ্রথার চল রয়েছে তা নিয়ে শিশুদের সাথে আলোচনা করবেন, এগুলি বন্ধ করার জন্যে কী করা দরকার তা নিয়েও আলোচনা করা যেতে পারে। একই সাথে শিক্ষার্থীদের অনুভব করাতে হবে ষাঁড় হোক বা মুরগি, তাদের ইচ্ছা থাক আর নাই থাক, তারা এই লড়াই করতে বাধ্য হয়। এতে একজন আহত হয় বা মারা যায়। তারাও কষ্ট পায়। আর যারা দেখে তারা উত্তেজনার আনন্দ ভোগ করে। এটা একটা হীন মানসিকতা। এব্যপারে শিশুদের বোধ জাগিয়ে তুলতে হবে আলোচনার মাধ্যমে।

কৃত্যালি- ৯

মূল পাঠ্যাংশের কাজঃ

এরপর শিক্ষক-শিক্ষিকারা মূল পাঠ্যাংশের প্রধান প্রধান শব্দ ও শব্দগুচ্ছগুলিকে চার্টের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের উচ্চারণ করতে দেবেন এবং প্রতিটি শব্দ নিয়ে উদাহরণ দিয়ে তাদের অর্থোদ্ধারে সাহায্য করবেন।

শব্দজালঃ

একটা আর একটার ঘাড়ে, সুতোয় জড়িয়ে, হাতে গড়া, লাট খেতে খেতে, দুলতে দুলতে, ভাসতে ভাসতে, প্যাঁচের খেলা, এঁকে বেঁকে, ভোকাট্টা, নাকানি চোবানি, ইলেক্ট্রিক, আবর্জনা, অসংখ্য প্রাণ, নিস্তার, হাওয়ায় ভাসতে থাকা, ভাসিয়ে দেওয়া, উৎসব, ঘুরপাক, ভাবছে।

- কৃত্যালি- ৯/১

এবার শিক্ষক-শিক্ষিকারা গল্পটিকে সহজ ও সংক্ষিপ্ত করে তৈরি করে শিক্ষার্থীদের পড়তে দেবেন।

সংক্ষিপ্তসারঃ

আকাশের উড়ছে দুটো ঘুড়ি। একটা চাঁদিয়াল আরেকজন পেটকাটা। দুজন আকাশে উড়তে উড়তে বুঝল ওরা মানুষের হাতের যন্ত্র। পাখির মতো কোথাও যেতে পারে না। চাঁদিয়াল একদিন নদীর এঁকে বেঁকে চলার সঙ্গে নিজেদের লেজের মতো কাগজটির তুলনা করল। শুনল নদী থেকে সাগর আরও বড়। ওদের বারবার মনে হতে লাগল। ওরা বড় অসহায়। ওরা স্বাধীনভাবে আকাশে নিজেদের মেলে দিতে পারে না। দুজনে বুদ্ধি করল কীভাবে মানুষদের জব্দ করবে।

দুই ঘুড়ির প্যাঁচ লাগল। কীভাবে যেন দুই বন্ধু মানুষের কথা শুনল না। সুতো ছিঁড়ে বেড়িয়ে এল। ভাসতে লাগল আকাশে। ভাসতে ভাসতে কোথায় যে হারিয়ে যাবে ওরা জানে না। শুধু জানে ওরা আকাশের বন্ধু।

- কৃত্যালি- ৯/২

এরপর শিশুরা সহজভাবে সংক্ষিপ্তসারটি পড়তে পারলে শিক্ষক-শিক্ষিকারা মূল পাঠ্যটি পাঠ করাবেন। স্ব-পঠনের মাধ্যমে যাতে তারা গল্পটি অনুধাবন করতে পারে তার চেষ্টা করবেন। পরে বাকি দিনগুলিতে ‘হাতে-কলমে’ অংশটি করাবেন।

পাঠ্যপুস্তকঃ আমাদের পরিবেশ

(১)

ভৌত পরিবেশ

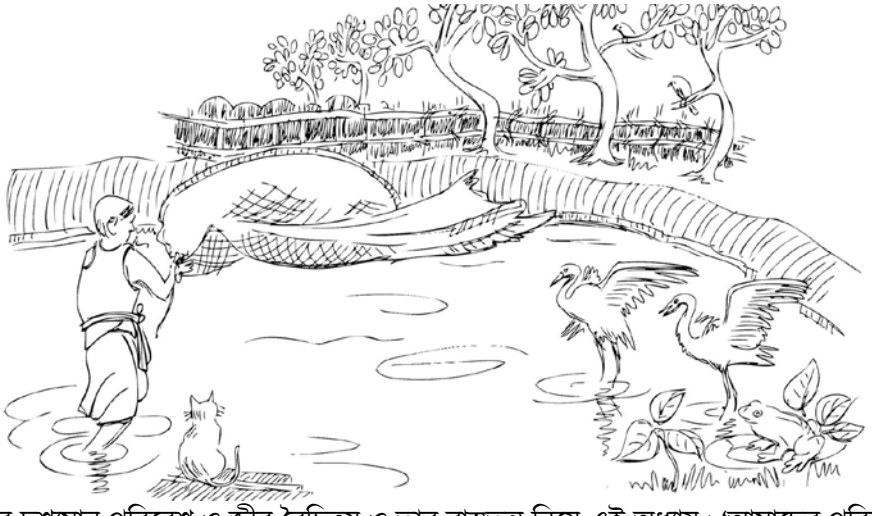

শিশুর চারিদিকের দৃশ্যমান পরিবেশ ও জীব বৈচিত্র্য ও তার বাস্তুতন্ত্র নিয়ে এই অধ্যায়। 'আমাদের পরিবেশ' পাঠ্যবইয়ে ১৯ পৃষ্ঠা থেকে ৬২ পৃষ্ঠা পর্যন্ত দীর্ঘ ৪৩ পৃষ্ঠা জুড়ে নানান টুকরো টুকরো বাস্তব পরিস্থিতি ও দৃশ্যের বর্ণনা এবং পরিচিত জগৎ নিয়ে ঘটনা ও জিজ্ঞাসা রয়েছে এবং সংশয় নিরসনের মাধ্যমে পরিবেশ ও জীব বৈচিত্র্যকে বোঝানোর চেষ্টা হয়েছে। এই বিস্তৃত অধ্যায়টিকে আমরা মূলত পাঁচটি(৫) অংশে আমরা ভেঙে নিতে পারি। এগুলিকে উপভাবমূল হিসেবে গ্রাহ্য করে সেইমতো কৃত্যালি চিহ্নিত করা যেতে পারে।

উপভাবমূলঃ

(ক) মাটি - প্রকার ও বৈশিষ্ট্য - মাটির যত্ন ও পুষ্টি, জৈব ও অজৈব পদার্থ – মাটি মা, খাদ্য যোগান দেয় - ভূমিক্ষয় ও তার রোধ করার উপায়।

(খ) জল থেকে জলাশয় – পরিচিত পরিবেশে জল ও জলাশয়ের অস্তিত্ব ও তার গুরুত্ব, স্রোতের জল, স্থির ও জমা জল, রাসায়নিক বিক্রিয়ায় জলশোধন- প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম, মাটির নীচে কীভাবে জল জমা হল, কত গভীরে জল, তা তোলা হয় কেন বা কী কাজে লাগে, জল অপচয় ও জলকষ্ট, কীভাবে জলের অপচয় রোধ করা যায়, জলাভূমি ও মানবসভ্যতায় তার গুরুত্ব।

(গ) উদ্ভিদ জগৎ - বাড়ির কাছের উদ্ভিদ - চেনা গাছের আচার-আচরণ, হারিয়ে যাওয়া উদ্ভিদ।

(ঘ) প্রাণীজগৎ - বন্যপ্রাণী ও গৃহপালিত প্রাণী - যারা গৃহপালিত কিন্তু আদপে বন্য, ঘরের কাছের প্রাণী - পশু, পাখি, সরীসৃপ, মেরুদণ্ডী ও অমেরুদণ্ডী, কীটপতঙ্গ, গৃহে থাকে অথচ গৃহপালিত নয় - চেনা প্রাণীর আচার-আচরণ- আধচেনা প্রাণীর আচার-আচরণ, হারিয়ে যাওয়া স্থানীয় প্রাণী।

(ঙ) জীব বৈচিত্র্য আর বাস্তুতন্ত্র- সব প্রাণী ও উদ্ভিদেরই বেঁচে থাকার অধিকার আছে - তাদের বাঁচার জন্য উপযুক্ত পরিবেশ রক্ষার চেষ্টা, একে অপরের উপর নির্ভরশীলতা, বাস্তুতন্ত্রের ধারণা ও তার মানচিত্র।

উপভাবমূলঃ মাটি - প্রকার ও বৈশিষ্ট্য - মাটির যত্ন ও পুষ্টি, জৈব ও অজৈব পদার্থ – মাটি মা, খাদ্য যোগান দেয় - ভূমিক্ষয় ও তার রোধ করার উপায়।

কৃত্যালি- ১

শিক্ষক-শিক্ষিকারা এই উপভাবমূলটিকে কেন্দ্র করে ছোট ছোট ধারণাকে (concept items) ভেঙে নেবেন এবং প্রতিটি ধারণার সঙ্গে যুক্ত এলাকার নানান প্রচলিত শব্দ মানস মানচিত্রের মাধ্যমে তুলে আনবেন। আর তা করতে হবে শিশুদের সঙ্গে আলোচনার ভিত্তিতে। এরপর মান্য ভাষায় সংশ্লিষ্ট শব্দগুচ্ছকে ওই তালিকার মধ্যে যুক্ত করবেন। নতুন ও দুরূহ শব্দ হলে প্রতিক্ষেত্রেই সরাসরি মানে না বলে দিয়ে বিভিন্ন পরিস্থিতির উদাহরণ দিয়ে শব্দের ব্যবহার আবিষ্কার করানোর চেষ্টা করবেন। শব্দ তালিকার উদাহরণ দেওয়া হল;

শব্দজালঃ

মাটির প্রকার—এঁটেল মাটি, বেলে মাটি, দোয়াঁশ মাটি।

মাটিকে যত্ন ও পুষ্টি—জল দেওয়া, সার দেওয়া (নাইট্রোজেন সার, ফসফেট সার, কম্পোস্ট) পটাসিয়াম সার, কেঁচো (সজীব জৈব উপাদান), অদেখা জীবাণু, মাটির মৃত জৈব উপাদান, উর্বর।

মাটির জৈব ও অজৈব পদার্থ--- গোবর, মাছের কাঁটা, পচাপাতার কুচি, মস,ফার্ন (জৈব), পলিথিনের কুচি, অ্যালুমিনিয়ামের কুচি, পেনের রিফিলের টুকরো, পেনসিলের শিস, আলো আসতে বাধা, ক্ষতিকর (অজৈব)।

মাটিই মা—মাটি থেকে ফসল, সোনার ধান, বীজ ধান, বীজতলা, রোয়া। দার্জিলিঙে চায়ের চাষ, খাদ্য যোগান, শস্য উৎপাদন।

কৃত্যালি- ২

বহির্বিদ্যালয় কৃত্যালিঃ

মাটির যত্ন ও পুষ্টি এবং ভূমিক্ষয় রোধে ছাত্রছাত্রীরা কয়েকটি কর্মসূচি গ্রহণ করতে পারে।

পাঠ্যপুস্তকে 'মাটি' অংশে মাটির সঙ্গে মিশে থাকা জৈব পদার্থ ও রাসায়নিক পদার্থ নিয়ে কয়েকটি কৃত্যালির কথা উল্লেখ আছে। ওই কৃত্যালিগুলি করার পর ছাত্রছাত্রীরা এবিষয়ে আরও কিছু কাজ করতে পারে। মাটির 'অস্বাভাবিক পদার্থ' বাছাই ও পরিষ্কার করে মাটির পুষ্টি বৃদ্ধি ঘটাতে পারে। শিক্ষক-শিক্ষিকার তত্ত্বাবধানে সবাই মিলে মাটিতে মিশে থাকা প্লাস্টিক, পলিব্যাগ, পেনের ভাঙা অংশ, ফাঁকা রিলিফ ইত্যাদি অপচনশীল পদার্থ কুড়িয়ে একটা ব্যাগে ভরে ডাস্টবিনে ফেলবে। কাজটি তারা বিদ্যালয়ের আশপাশের গ্রামে ও পাড়ায় করতে পারে। এতে ওই এলাকার মানুষের মধ্যেও মাটির যত্ন নিয়ে একটা সচেতনতা গড়ে উঠবে। ছাত্রছাত্রীরা পড়ে থাকা ভাঙা বালতি, গামলা, কোনও বড় পাত্র ইত্যাদি ভালভাবে পরিষ্কার করে তার গায়ে "ডাস্টবিন" শব্দটি লিখে নিজের নিজের বাড়ির সামনে রাখবে। মাটির সাথে মিশে থাকা "অস্বাভাবিক পদার্থ" দেখলেই তা তুলে ডাস্টবিনে ফেলার অভ্যাস করবে।

- কৃত্যালি- ২/১

ভূমিক্ষয় রোধে ছাত্রছাত্রীরা "বৃক্ষরোপণ" কর্মসূচি গ্রহণ করতে পারে। প্রত্যেক ছাত্রছাত্রী তাদের নিজেদের বাড়ি সংলগ্ন এলাকা, পুকুর পাড়, রাস্তার ধার, খালের পাড় ইত্যাদি স্থানে অন্তত ১টি করে গাছ লাগিয়ে তার যত্ন করে তাকে বড় করে তুলবে,বাঁচিয়ে রাখবে। এছাড়া ছাত্রছাত্রীরা বিদ্যালয় প্রাঙ্গন, খেলার মাঠের চারধারেও বৃক্ষরোপণ করতে পারে।

"ভূমিক্ষয় রোধে" গাছের ভূমিকা নিয়ে ছাত্রছাত্রীরা নিজেদের হাতে তৈরি কিছু সাইনবোর্ডে, প্ল্যাকার্ড ইত্যাদি নিয়ে গ্রাম প্রদক্ষিণ করতে পারে। স্লোগানগুলি তৈরিতে শিক্ষক-শিক্ষিকারা তাদের সহায়তা করবেন। এই সচেতনতা মিছিলে শিক্ষক-শিক্ষিকা সহ বিদ্যালয়ের সকল ছাত্রছাত্রীরা অংশগ্রহণ করবে।

কৃত্যালি- ৩

সৃজনমূলক কাজঃ

উপভাবমূলটির বিষয়বস্তু ও মূল বার্তাটিকে আরও স্পষ্ট করে তুলতে শিক্ষক-শিক্ষিকারা নানান সৃজনমূলক ও বিদ্যালয় ভিত্তিক কর্মসূচি গ্রহণ করতে পারেন।

নাটকঃ মাটি

চরিত্র- মামা/মিন্টু/নিতাই

(গল্প পড়ে দলে দলে নিজেরাই সংলাপ তৈরি করবে)

১ম দৃশ্যঃ- নিতাই এসে তার মালিক বড়বাবুকে ডাকবে। বড়বাবু মিন্টুর মামা। উনি নিতাইকে জৈবসারগুলি বস্তায় ভরতে বলবেন। এমন সময় মিন্টু এসে বায়না ধরবে যে সেও আজ মাঠে যাবে। মাটি চিনবে। মামা নিতাইকে দক্ষিণের মাঠে যেতে বলবে। মিন্টুকে নিয়ে ওরা অন্য পথে মাঠের দিকে রওনা হবেন।

২য় দৃশ্যঃ– পথের কাদা মিন্টু আর মামার পায়ে লেগে যাবে। নদীর জলে ধুতে গিয়ে মিন্টু দেখল কাদা সহজে উঠছে না। মিন্টু মামাকে জিজ্ঞাসা করল ওদের গাঁয়ের মাটি একটু জল লাগলেই উঠে যায়, কিন্তু এই কাদা উঠছে না কেন? মামা বুঝিয়ে দিলেন ওদের গাঁয়ের মাটিতে বালি ও কাদার ভাগ সমান সমান। একে বলে দোয়াঁশ মাটি। এই মাটি দিয়ে কিছু জিনিস বানিয়ে রোদে শুকাতে দিলে ফেটে যায়। আবার যে কাদা পায়ে লাগার পর একটু ঝারলেই উঠে যায়, তা হল বালি মাটি। এতে জল ধরে না। এই ধরনের মাটিতে মুড়ি, ছোলা, বাদাম ভাল ভাজা হয়। আবার এঁটেল মাটি হল, যে ধরনের কাদা পায়ে লাগলে সহজে উঠতে চায় না। চটচটে ভাব যার বেশি, এই মাটি দিয়ে কিছু বানালে রোদে শুকালে শক্ত হয়। এই মাটিতে ইঁট ভাল হয়।

৩য় দৃশ্যঃ- দুজনে মাঠের দিকে এগোল। সেখানে নিতাই বস্তায় রাখা জৈবসার বাছছে। মামাও হাত লাগাল। মিন্টু জৈবসারের বিষয়টা জানতে চাইল। প্লাস্টিক, লোহার টুকরো, পোড়া ইঁট, টালি, হাঁড়ি ভাঙা বেছে এক জায়গায় রাখা হল। মামা তাকে অজৈব উপাদানের কথা বলল। মিন্টু হঠাৎ দেখল একটা মরা কেঁচো। মামা এবার তাকে মাটির জৈব উপাদান সম্পর্কে বলেন। মাটির পুষ্টি, অপুষ্টি, কীভাবে ভাল ফসল হয়, কীভাবে আমরা ভাল ফসল পাই, সব বলল। নিতাই এতদিন মাঠে কাজ করছে কিন্তু এতসব জানত না। সে খুশি হয়ে তার বাবুকে বলল, মাটির ক্ষয় হয় কী করে এবং তা রোধ করা যায় কী করে। মামা মাটি ক্ষয়ের কারণ বলল। দুপুর হয়ে যাচ্ছে দেখে তিনজন বাড়ির দিকে এগিয়ে চলল।

- কৃত্যালি- ৩/১

এবিষয়ে বিভিন্ন শিশুপাঠ্য ও ছবি ইতিমধ্যে প্রকাশিত থাকলে তা সংগ্রহ করে বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার গড়ে তুলতে হবে। ওই বইগুলি শিক্ষার্থীরা পড়বে এবং নিজেদের মধ্যে আলোচনা করবে।

কৃত্যালি- ৪

দৃশ্য-শ্রাব্য কৃত্যালিঃ

আমাদের দেশের নানা অঞ্চলের মাটি ও তার নানা গাছগাছালির ছবি ডাউনলোড করে দেখানো যেতে পারে। মাটির যত্ন নিতে বাড়িতে তৈরি জৈবসার কীভাবে গাছেদের পুষ্টি যোগায় তার ছবিও দেখানো যেতে পারে। নদীর ভাঙন রোধে গাছের শক্তপোক্ত মূল কীভাবে মাটি আটকে রাখে তা নিয়ে ছবি দেখিয়েও আলোচনা করা যেতে পারে।

ওই আলোচনার সময় ইতিমধ্যে আলোচিত শব্দ শব্দগুচ্ছকে বারেবারে প্রয়োগ করার চেষ্টা করবেন। যাতে বিষয়টি উত্থাপিত হলেই শিক্ষার্থীরা সহজেই সংশ্লিষ্ট কয়েকটি শব্দকে একসঙ্গে তুলে আনতে পারে। প্রতিটি শব্দ যেহেতু এক একটি ধারণা, তাই তা শিক্ষার্থীকে তার ধারণা প্রকাশেও সাহায্য করবে।

উপভাবমূলঃ পরিচিত পরিবেশে জল ও জলাশয়ের অস্তিত্ব ও তার গুরুত্ব, স্রোতের জল, স্থির ও জমা জল, রাসায়নিক বিক্রিয়ায় জলশোধন- প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম, মাটির নীচে কীভাবে জল জমা হল, কত গভীরে জল, তা তোলা হয় কেন বা কী কাজে লাগে, জল অপচয় ও জলকষ্ট, কীভাবে জলের অপচয় রোধ করা যায়, জলাভূমি ও মানবসভ্যতায় তার গুরুত্ব।

কৃত্যালি- ৫

শিক্ষক-শিক্ষিকারা এই উপভাবমূলটিকে কেন্দ্র করে ছোট ছোট ধারণাকে (concept items) ভেঙে নেবেন এবং প্রতিটি ধারণার সঙ্গে যুক্ত এলাকার নানান প্রচলিত শব্দ মানস মানচিত্রের মাধ্যমে তুলে আনবেন। আর তা করতে হবে শিশুদের সঙ্গে আলোচনার ভিত্তিতে। এরপর মান্য ভাষায় সংশ্লিষ্ট শব্দগুচ্ছকে ওই তালিকার মধ্যে যুক্ত করবেন। নতুন ও দুরূহ শব্দ হলে প্রতিক্ষেত্রেই সরাসরি মানে না বলে দিয়ে বিভিন্ন পরিস্থিতির উদাহরণ দিয়ে শব্দের ব্যবহার আবিষ্কার করানোর চেষ্টা করবেন। শব্দ তালিকার উদাহরণ দেওয়া হল;

শব্দজালঃ

জল ও জলাশয়—পুকুর, বিল, ভেড়ি, নদী, জলাশয়, ঝরনার জল, বাঁওড়, জলের অস্তিত্ব, স্রোত, বর্ষায় নালায় স্রোত, পাহাড়িয়া নদীর স্রোত, জল উঁচু থেকে নীচে যায়, জলে অক্সিজেন মিশে নোংরা জলকে অনেকটা ঠিক করে, জলশোধন, পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট, জীবাণু।

কীভাবে সঞ্চিত হল, কত গভীরের জল, তোলা হয় কেন বা কী কাজে অপচয় ও জলকষ্ট - রোধ করার উপায়, বালিকণা, সাগরের জল, নোনতা, টিউবয়েল, বৃষ্টির জল ধরা, অ্যাসিড, ট্যাপকল, বাড়ির জল, কুড়ি ফুট, নীচে পাইপ, মাটির তলার জল, জলাভূমি ও তার গুরুত্ব - জলাভূমি, জলজীবন।

নদী--ভাগীরথী, গঙ্গা, পদ্মা, চূর্ণী, জলঙ্গী, বিদ্যাধরী, নোয়াই, নদীমাতৃক সভ্যতা, গাঙ্গেয় সমভূমি, কালিন্দী, মাতলা, রায়মঙ্গল, ইছামতি,

সাগর-- বঙ্গোপসাগর, সাগর।

জল-বরফ-গলা-জল, বৃষ্টির জল, নিত্যবহ নদী।

কৃত্যালি- ৬

বহির্বিদ্যালয় কৃত্যালিঃ

(১) ছাত্রছাত্রীরা তাদের বাড়ির আশপাশের এলাকা ও বিদ্যালয় আসা-যাওয়ার সময় পথের ধারের জলাশয়গুলি খুব ভালভাবে নজর করবে ও তথ্য সংগ্রহ করবে। নীচে বর্ণিত প্রশ্নগুলি মাথায় রেখে ছাত্রছাত্রীরা তথ্য সংগ্রহ করে নোট বুকে লিখবে। পরে শ্রেণিকক্ষে ফিরে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের তত্ত্বাবধানে তথ্যের আদানপ্রদান ও আলোচনা করবে।

নমুনা প্রশ্নঃ

ক) মোট কতগুলি জলাশয় দেখেছে?

খ) তার দেখা জলাশয়গুলিকে কী নামে ডাকা হয়?

গ) জলাশয়গুলিতে কোথা থেকে জল এসে জমেছে?

ঘ) তবে চোখে দেখা জলাশয়গুলি কি স্থির, নাকি তাতে স্রোত আছে?

ঙ) জলাশয়গুলিতে কোনও উদ্ভিদ বা প্রাণী দেখেছে কিনা ইত্যাদি।

(২) পাঠ্যাংশটিতে 'জল' বিষয়ক বেশ কয়েকটি কৃত্যালির কথা বলা হয়েছে। যেমন জলকষ্ট, জল নষ্ট, বৃষ্টির

জল, মাটির নীচের জল ইত্যাদি বিষয় কিছুর পর্যবেক্ষণ তথ্য সংগ্রহ ও তালিকা প্রস্তুত করতে বলা আছে। ছাত্রছাত্রীরা এই কৃত্যালিগুলি করার সাথে সাথে আরও দ'একটি কাজ করতে পারে।

শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক-শিক্ষিকার সাথে জল অপচয় বিষয়ে আলোচনার পর ছাত্রছাত্রীরা নিজেদের বাড়ি এবং পাড়া-প্রতিবেশীদেরকেও জলের গুরুত্ব জানিয়ে সচেতন করার চেষ্টা করতে পারে। কোন কোন বিষয় নিজেরা সচেতন থাকবে এবং অপরকে সচেতন করবে তার একটা খসড়া শ্রেণিকক্ষেই শিক্ষক-শিক্ষকাদের সাহায্য নিয়ে তৈরি করে নেবে।

নমুনা পরিস্থিতিঃ

(১) কোথাও অকারণে কলের জল পড়ে নষ্ট হচ্ছে দেখলেই তা সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ করা।

(২) বৃষ্টির জল ধরে রেখে পরে তা অন্য কাজে ব্যবহার করা।

(৩) যতটুকু প্রয়োজন ঠিক ততটুকুই জল ব্যবহার করা অর্থাৎ কল খুলে রেখে হাত-পা, মুখ ধোওয়া যাবে না ইত্যাদি।

(৪) কলের মুখ ভালভাবে বন্ধ করতে হবে, যেন টপটপ করে জল পড়ে নষ্ট না হয় ইত্যাদি।

(৫) আনাজপাতি ধোয়া জল ফেলে না দিয়ে বাড়ির পাশের সবজিবাগানে ঢালা।

কৃত্যালি- ৭

সৃজনমূলক কাজঃ

উপভাবমূলটির বিষয়বস্তু ও মূল বার্তাটিকে আরও স্পষ্ট করে তুলতে শিক্ষক-শিক্ষিকারা নানান সৃজনমূলক ও বিদ্যালয় ভিত্তিক কর্মসূচি গ্রহণ করতে পারেন।

নাটকঃ জলই জীবন

চরিত্র- দাদু/রাখি/হরেন/পঞ্চায়েত প্রধান/গ্রামবাসী/সদস্য

(সংলাপ নিজেরা তৈরি করবে)

১ম দৃশ্যঃ- রাখির দাদু গ্রামের স্কুলের হেড মাস্টারমাশাই ছিলেন। অবসরের পর কঠিন অসুখ এর কারণে শহরে মেয়ের বাড়িতে ছিলেন। সুস্থ হয়ে অনেক দিন পর গাঁয়ে ফিরে এসেছেন। রাখির হাত ধরে গাঁয়ের পথে ঘুরতে বেরিয়েছেন। দাদু রাস্তায় জলের ট্যাপ কল দেখে খুশি হলেন। সবাই বোতল করে জল ভরছে। দেখে দাদু ওদের বলল। মাটির নীচের সঞ্চিত জল সবার এই ভাবে জল নিলে তো জলের অপচয় হয়। তোমরা বড় মুখ আছে এমন পাত্রতে জল নেবে। তাতে বাইরে পড়ে জল নষ্ট হবে না।

২য় দৃশ্যঃ- দাদু আর রাখি এগিয়ে গেল। আর একটি পাড়ায় গিয়ে তারা দেখল কল থেকে অনবরত জল পড়ে যাচ্ছে। সকলে জল নিয়ে চলে যাচ্ছে, কেউ কল বন্ধ করছে না। দাদু ডেকে বলল, কী ব্যপার? তোমরা কেউ কল বন্ধ করছো না কেন? একটা লোক বলল, এটা সরকারি কল। দাদু রেগে বলল, সরকার কোথা থেকে জল পায়? সবই মাটির নীচের সঞ্চিত জল। একদিন শেষ হয়ে যাবে। আমরা জলের অভাবে মরে যাব। সবাই খেয়াল করে জল নিয়ে কল বন্ধ করে যেও।

৩য় দৃশ্যঃ- খানিক এগিয়ে হরেনকে দেখা গেল পাটের বোঝা নিয়ে যাচ্ছে। দাদু হেঁকে বললেন, হরেন এই বোঝা নিয়ে কোথায় যাচ্ছ? হরেন উত্তর দিল, সামনের খালে ফেলে দেব। দাদু বলল, খালে পাট ফেললে তো তা পচে খালের জল দূষিত হবে। হরেন বলল, খাল মজে গেছে। দাদু বলল, বর্ষায় তো খালের জল উপচে গিয়ে আশপাশের পুকুর, জলাভূমি, নদী নালার জল দূষিত হবে। জল ব্যবহার করা যাবে না। মাছ মরে যাবে। চল তো দেখি খালের কী অবস্থা, দেখে

আসি। হরেন বলল, যাবেন না আপনি। দেখে সহ্য করতে পারেবেন না। প্লাস্টিকের বোতল, পলিথিন, সারা গাঁয়ের আবর্জনায় ভর্তি সে খাল।

রাখি দাদুর হাত ধরে বলল, দাদু খাল মজে যাওয়া কী? দাদু খালের দিকে এগিয়ে গিয়ে রাখিকে বলল দেখ, এই হল মজা খাল। এখানে একসময় জল বয়ে যেত। স্রোতের আকারে। এখন সেখানে নোংরা ফেলে স্রোতের পথ বুজে গেছে। জল জমে যাচ্ছে তাই দূষণ বেশি হচ্ছে। জল বয়ে গেলে সঙ্গে নোংরাও বয়ে যেত। মানুষ নিজেরাই নিজেদের বিপদ ডেকে আনছে। রাখি বলল, দাদু তুমি গাঁয়ের মানুষের এই বিপদ থেকে গ্রামকে রক্ষা করতে পার না? দাদু হেসে বলল, এই হল আমার নাতনির মতো কথা। দেখছি দিদিভাই তোমার কথা রাখার চেষ্টা করছি।

৪র্থ দৃশ্যঃ- পরের দিন ওরা বেরিয়ে দেখল কেউ আর বোতল আনেনি। সবাই কলসি বা বালতি দিয়ে জল নিয়ে যাচ্ছে। দাদু খুশি মনে এগিয়ে গেল। খানিক পর দেখা গেল কিছু লোক পাইপ নিয়ে মাঠের দিকে যাচ্ছে। দাদু ডেকে বলল, কোথায় যাচ্ছ সব? একজন বলল, স্যালো বসানো হবে। সবার জমিতে একটা করে স্যালো। সবাই স্যালোর জলে চাষ করবে। দাদু রেগে বলল, হরেন তোদের আমি স্যালোর চাষ করাচ্ছি। সামনের রবিবার গ্রামের সবাইকে স্কুলের মাঠে ডাকবি। পঞ্চায়েত প্রধান, সদস্য এবং একটা মাইক যেন থাকে। আমার কথা বলে সব ব্যবস্থা করবি।

৫ম দৃশ্যঃ- রবিবার, দাদুর ডাকে সকলে উপস্থিত। প্রশ্ন উত্তরের সাথে গ্রামের উপকারের প্রসঙ্গে দাদু উচিত-অনুচিতের বিষয়টি বিশ্লেষণ করলেন। কয়েকটি সিদ্ধান্ত নেওয়া হল;

(ক) গাঁয়ের খাল সংস্কার হবে।

(খ) জলাশয়ের সংস্কার খুব শীঘ্রই হবে।

(গ) ব্যক্তিগত ডোবা সংস্কার করে সেখানে পাট পচানো হবে।

(ঘ) কেউ স্যালো দিয়ে চাষ করবে না।

(ঙ) খাল, জলাশয় এবং পুকুরের জলেই জমিতে চাষ হবে।

(চ) বৃষ্টির জল সংরক্ষণ করতে হবে।

(ছ) দাদু জল সংরক্ষণ এবং বিভিন্ন বিষয়ে বিস্তারিত বর্ণনা করলে সকলে হাততালি দিয়ে সভা শেষ করলেন।

- কৃত্যালি- ৭/১

এবিষয়ে বিভিন্ন শিশুপাঠ্য ও ছবি ইতিমধ্যে প্রকাশিত হয়ে থাকলে তা সংগ্রহ করে বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার গড়ে তুলতে হবে। ওই বইগুলি শিক্ষার্থীরা পড়বে এবং নিজেদের মধ্যে আলোচনা করবে।

কৃত্যালি- ৮

দৃশ্য-শ্রাব্য কৃত্যালিঃ

জল অপচয়ের নানান দৃশ্যাবলী দেখিয়ে তা নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারা। জল অপচয়ের ফলে কীভাব জলসংকট দেখা যায তার ছবিও দেখানো যেতে পারে। তবে জল সঞ্চয়ের জন্য কীভাবে বৃষ্টির জল ধরে পরে তা ব্যবহার করা যায় তা দেখিয়ে জলের ব্যবহার সম্পর্কেও ধারণা তৈরি করা যায়। ওই আলোচনার সময় ইতিমধ্যে আলোচিত শব্দ শব্দগুচ্ছকে বারেবারে প্রয়োগ করার চেষ্টা করবেন, যাতে বিষয়টি উত্থাপিত হলেই শিক্ষার্থীরা সহজেই সংশ্লিষ্ট কয়েকটি শব্দকে একসাথে তুলে আনতে পারে। প্রতিটি শব্দ যেহেতু এক একটি ধারণা তাই তা শিক্ষার্থীকে তার ধারণা প্রকাশেও সাহায্য করবে।

উপভাবমূলঃ উদ্ভিদ জগৎ - বাড়ির কাছের উদ্ভিদ - চেনা গাছের আচার-আচরণ, হারিয়ে যাওয়া উদ্ভিদ।

কৃত্যালি- ৯

শিক্ষক-শিক্ষিকারা এই উপভাবমূলটিকে কেন্দ্র করে ছোট ছোট ধারণাকে (concept items) ভেঙে নেবেন এবং প্রতিটি ধারণার সঙ্গে যুক্ত এলাকার নানান প্রচলিত শব্দ মানস মানচিত্রের মাধ্যমে তুলে আনবেন। শিশুদের সঙ্গে আলোচনার ভিত্তিতে সেটি করতে হবে। এরপর মান্য ভাষায় সংশ্লিষ্ট শব্দগুচ্ছকে ওই তালিকার মধ্যে যুক্ত করবেন। নতুন ও দুরূহ শব্দ হলে প্রতিক্ষেত্রেই সরাসরি মানে না বলে দিয়ে বিভিন্ন পরিস্থিতির উদাহরণ দিয়ে শব্দের ব্যবহার আবিষ্কার করানোর চেষ্টা করবেন। শব্দ তালিকার উদাহরণ দেওয়া হল;

শব্দজালঃ

ধান, নানা ধরনের ফুল, চা, পিপুল, তেঁতুল, নিম, জাম, বাবলা, বাঁশ, বাড়ির কাছের গাছ, লাউ, কুমড়ো, লতানো গাছ, লতানো গাছ, অন্য শক্ত গাছকে ধরে বড় হয়, করলা গাছ, বাঁশ গাছ, আমগাছ, শক্ত কাণ্ড, নিম গাছ, ডাল একটু নরম, ব্রাহ্মী, কুলেখাড়া, হেলেঞ্চা, ঢেঁকিশাক।

কৃত্যালি- ১০

বহির্বিদ্যালয় কৃত্যালিঃ

(১) পাঠ্যাংশটিতে উদ্ভিদ বিষয়ক কয়েকটি কৃত্যালি দেওয়া আছে যেমন বাড়ির কাছের উদ্ভিদ চেনা, তাদের ছবি আঁকা, তাদের সম্পর্কে লেখা, তাদের আচার-আচরণ ইত্যাদি জানা। পাঠ্যপুস্তকে বর্ণিত (পৃষ্ঠা ৫১) ছকে চার প্রকার গাছ সম্পর্কে একটি ছক পূরণের কথা বলা হয়েছে। ওই ছক পূরণ ছাড়াও ছাত্রছাত্রীরা তাদের আশেপাশে আরও যত প্রকারের উদ্ভিদ/গাছ দেখতে পাবে তা খুব ভালভাবে নজর করবে এবং অনুরূপভাবে একটি রিপোর্ট তৈরি করবে। পরে শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের তত্ত্বাবধানে রিপোর্টের তথ্যের আদানপ্রদান করবে।

(২) বর্তমানে আমাদের আশেপাশে বহু উদ্ভিদ হারাতে বসেছে এবং হারিয়ে গেছে। এবিষয়ে ছাত্রছাত্রীরা বাড়ির ও এলাকার বয়স্কদের কাছ থেকে কিছু প্রশ্নের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করে রিপোর্ট তৈরি করবে।

নমুনা প্রশ্নাবলীঃ

আজ থেকে ৫০ বছর আগে যে সমস্ত গাছ/উদ্ভিদ দেখা যেত এখন কিন্তু তা আর দেখা যায় না;

(অ) তাদের নাম কী?

(আ) দেখতে কেমন ছিল?

(ই) কী কী উপকারে লাগত?

(ঈ) ৫০ বছর আগে মানুষ তাদের উপর কতোটা নির্ভরশীল ছিল?

(উ) বর্তমানে কি ওই সমস্ত উদ্ভিদের উপর মানুষের নির্ভরশীলতা কমে গেছে? কমে গিয়ে থাকলে, কেন?

(৩) সম্ভব হলে ছাত্রছাত্রীরা এধরনের হারিয়ে যাওয়া উদ্ভিদের খোঁজ করবে ও সংগ্রহ করবে এবং বাড়ির কাছে তা রোপণ করবে। এ ব্যাপারে শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং পরিবারের বা এলাকার মানুষের সাহায্যও নিতে পারে। এমন উদ্ভিদের চারা নিয়ে এসে বিদ্যালয়ের টবেও লাগানো যেতে পারে।

কৃত্যালি- ১১

সৃজনমূলক কাজঃ

উপভাবমূলটির বিষয়বস্তু ও মূল বার্তাটিকে আরও স্পষ্ট করে তুলতে শিক্ষক-শিক্ষিকারা নানান সৃজনমূলক ও বিদ্যালয়

ভিত্তিক কর্মসূচি গ্রহণ করতে পারেন। যেমন দলে ভাগ হয়ে ছবি আঁকাঃ

১ম দলের ছবি- বাড়ির কাছের উদ্ভিদ। যেমন একটি বাড়ির আশেপাশের আম, জাম, কাঁঠাল, জবা, শিউলি ইত্যাদি গাছ থাকবে।

২য় দল- বাড়ির কাছের ছোট উদ্ভিদ। পুকুর ধারে হয়ে আছে কলমি, নয়নতারা, সুজনি শাক ইত্যাদি।

৩য় দল- চেনা গাছের আচরণ। একটা ঘরে টবের মধ্যে ফুল গাছ। দেখা যাচ্ছে গাছটি যত বড় হচ্ছে ততই খোলা জানলার দিকে এগিয়ে চলছে।

৪র্থ দল- মাচায় লাগানো কুমড়ো/করলা/লাউ গাছ কোনও আকর্ষ দিয়ে লাঠি ধরে ধরে উঠছে।

৫ম দল- একটি বিশাল বট গাছ তার চারদিকে অনেক ঝুরি নামিয়েছে।

৬ষ্ঠ দল- হারিয়ে যাওয়া উদ্ভিদ। লজ্জাবতী লতা, স্বর্ণলতা, মুক্তঝুরি, সর্পগন্ধা, শিয়ালকাটা, মেহেন্দি, তুলো, টেপারি ইত্যাদি গাছ।

ছাত্রছাত্রীরা দৃশ্য-শ্রাব্য ক্লীপ দেখেও এইসব ছবি আঁকতে পারে।

- কৃত্যালি- ১১/১

এবিষয়ে বিভিন্ন শিশুপাঠ্য ও ছবি ইতিমধ্যে প্রকাশিত হয়ে থাকলে তা সংগ্রহ করে বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার গড়ে তুলতে হবে। ওই বইগুলি শিক্ষার্থীরা পড়বে এবং নিজেদের মধ্যে আলোচনা করবে।

কৃত্যালি- ১২

দৃশ্য-শ্রাব্য কৃত্যালিঃ

আমাদের চারপাশের পরিবেশ সচারচর দেখতে পাওয়া নানা উদ্ভিদ ও গাছপালার ছবি দেখিয়ে শিশুদের অভিজ্ঞতাকে বাড়ানো যেতে পারে। ওইসব উদ্ভিদ ও গাছের প্রয়োজনীয়তা এবং তা কমে গেলে পরিবেশের কী কী ক্ষতি হতে পারে তারও একটা বিবরণ তুলে ধরা যেতে পারে। এযাবৎ যে সমস্ত উদ্ভিদ ও গাছ এখন আর দেখতে পাওয়া যায় না তার ছবি দেখিয়ে তাদের সংরক্ষণের বিষয়টির উপরে জোর দেওয়া যেতে পারে। ওই হারিয়ে যাওয়া উদ্ভিদ কোন কোন ভাল কাজে লাগে তারও একটা বিবরণ দেওয়া যায়।

ওই আলোচনার সময় ইতিমধ্যে আলোচিত শব্দ শব্দগুচ্ছকে বারেবারে প্রয়োগ করার চেষ্টা করবেন। যাতে বিষয়টি উত্থাপিত হলেই শিক্ষার্থীরা সহজেই সংশ্লিষ্ট কয়েকটি শব্দকে একসঙ্গে তুলে আনতে পারে। প্রতিটি শব্দ যেহেতু এক একটি ধারণা, তাই তা শিক্ষার্থীকে তার ধারণা প্রকাশেও সাহায্য করবে।

উপভাবমূলঃ প্রাণীজগৎ-বন্যপ্রাণী ও গৃহপালিত প্রাণী - যারা গৃহপালিত কিন্তু আদপে বন্য, ঘরের কাছের প্রাণী - পশু, পাখি, সরীসৃপ, মেরুদণ্ডী ও অমেরুদণ্ডী, কীটপতঙ্গ, গৃহে থাকে অথচ গৃহপালিত নয় - চেনা প্রাণীর আচার-আচরণ- আধচেনা প্রাণীর আচার-আচরণ, হারিয়ে যাওয়া স্থানীয় প্রাণী।

কৃত্যালি- ১৩

শিক্ষক-শিক্ষিকারা এই উপভাবমূলটিকে কেন্দ্র করে ছোট ছোট ধারণাকে (concept items) ভেঙে নেবেন এবং প্রতিটি ধারণার সঙ্গে যুক্ত এলাকার নানান চালু শব্দ মানস মানচিত্রের মাধ্যমে তুলে আনবেন। আর তা করতে হবে শিশুদের সঙ্গে আলোচনার ভিত্তিতে। এরপর মান্য ভাষার সংশ্লিস্ট শব্দগুচ্ছকে ওই তালিকার মধ্যে যুক্ত করবেন, নতুন ও দুরূহ শব্দ হলে প্রতিক্ষেত্রেই সরাসরি মানে না বলে দিয়ে বিভিন্ন পরিস্থিতির উদাহরণ দিয়ে শব্দের ব্যবহার আবিষ্কার করানোর চেষ্টা করবেন। শব্দ তালিকার উদাহরণ দেওয়া হল;

শব্দজালঃ

বন্যপ্রাণী — বাঘ, হরিণ, খরগোশ, গণ্ডার, হাতি, বাঁদর, সাপ, সজারু, কাঠবিড়ালি, বনবিড়াল, শেয়াল, গিরগিটি।

গৃহপালিত প্রাণী যারা -- হাঁস, মুরগি, গোরু, ছাগল, ভেড়া, ঘোড়া, কাকাতুয়া, ময়না।

বন্য প্রাণী গৃহস্থের পাশেপাশে থাকে, কিন্তু পোষ মানে না — গন্ধগোকুল, ভাম, ইঁদুর, ছুঁচো, মাকড়সা, গিরগিটি, বাস্তু সাপ।

ঘরের কাছের প্রাণী – পশু, পাখি, কীটপতঙ্গ- সরীসৃপ, কুকুর, বিড়াল, ময়না, টিয়া, চড়ুই, মৌমাছি, পিঁপড়ে, ফড়িং, আরশোলা, প্রজাপতি, টিকটিকি।

মেরুদণ্ডী প্রাণী ও অমেরুদণ্ডী প্রাণী – মেরুদণ্ডী প্রাণী — মানুষ, চারপেয়ে জীবজন্তু, পাখি, কিছু মাছ (রুই, ইলিশ ইত্যাদি)।

অমেরুদণ্ডী প্রাণী - চিংড়ি, শামুক, প্রজাপতি, কেঁচো।

হারিয়ে যাওয়া প্রাণী - গোসাপ, মাছরাঙা পাখি, সজারু ইত্যাদি।

কৃত্যালি- ১৪

বহির্বিদ্যালয় কৃত্যালিঃ

পাঠ্যাংশটিতে প্রাণীজগতের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বেশ কয়েকটি কৃত্যালির কথা বলা হয়েছে। যেখানে ছাত্রছাত্রীরা এলাকায় পর্যবেক্ষণ, তথ্য সংগ্রহের মতো কিছু কৃত্যালির সঙ্গে যুক্ত হবে। ছাত্রছাত্রীরা পাঠ্যপুস্তকে বর্ণিত কৃত্যালিগুলির সাথে সাথে "হারিয়ে যাওয়া স্থানীয় প্রাণী" – নিয়েও তথ্য সংগ্রহ করে একটি রিপোর্ট তৈরি করতে পারে। ছাত্রছাত্রীরা বাড়ির ও এলাকার বয়স্কদের কাছ থেকে নানা প্রশ্নের মাধ্যমে ওই সমস্ত "হারিয়ে যাওয়া প্রাণীদের" কথা জেনে নেবে। পরে শ্রেণিকক্ষে ফিরে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের তত্ত্বাবধানে তথ্যের আদানপ্রদান ও আলোচনা করবে।

নমুনা প্রশ্নাবলীঃ

৫০ বছর আগে যে সমস্ত প্রাণী, কীটপতঙ্গ, পশুপাখিদের এলাকায় দেখা যেত কিন্তু এখন আর দেখা যায় না, তাদের;-

(১) নাম কী ছিল?

(২) খাদ্যাভ্যাস কেমন ছিল?

(৩) দেখতে কেমন ছিল?

(৪) কী কী উপকার করত?

(৫) হিংস্র ছিল না শান্ত?

(৬) কোনও ক্ষতি করত কি?

(৭) কতদিন ধরে তাদের আর দেখা যাচ্ছে না?

(৮) কেন দেখা যাচ্ছে না বলে মনে হয় ইত্যাদি নিয়ে প্রশ্নপত্রটি তৈরি করতে হবে।

কৃত্যালি- ১৫

সৃজনমূলক কাজঃ

উপভাবমূলটির বিষয়বস্তু ও মূল বার্তাটিকে আরও স্পষ্ট করে তুলতে শিক্ষক-শিক্ষিকারা নানান সৃজনমূলক ও বিদ্যালয় ভিত্তিক কর্মসূচি গ্রহণ করতে পারেন।

নাটকঃ বনদেবীর সন্তান

চরিত্র- সুত্রধর/বনদেবী/সবুজ পাখি/বন্যপ্রাণীরা/পোষ্য প্রাণীরা/ঘরে থাকে তবুও বন্যরা/মেরুদণ্ডীরা/অমেরুদণ্ডীরা, চেনা প্রাণীরা/ আধচেনা প্রাণীরা/হারিয়ে যাওয়া প্রাণীরা/সরীসৃপ

১ম দৃশ্যঃ- (গলায় ক্যামেরা ঝুলিয়ে সূত্রধরের প্রবেশ)

নমস্কার, আমি ক্যামেরাম্যান প্রকাশ। বনে জঙ্গলে ঘুরে ঘুরে ছবি তুলি, ভাল হলে সেটা প্রকাশ করি। এখানে বনদেবী আর তার সন্তানদের ছবি ভিডিও করা আছে দেখুন।

২য় দৃশ্যঃ- (দলে দলে নিজেরা সংলাপ তৈরি কর)

একদিন বনদেবী এলেন সবুজ পাখির কাছে। তিনি সবুজ পাখির কাছে জানতে পারলেন প্রচুর পরিমাণ গাছ কাটার ফলে বনজঙ্গল কমে যাচ্ছে। সবুজ পাখির সবুজ রং হারিয়ে যেতে বসেছে। পাখিদের গায়ের রং ফিকে হয়ে যাচ্ছে। তারপর বনদেবী তার সন্তানদের ডাকলেন। তারা একে একে এসে বসল। প্রথমে গৃহপালিত বা পোষ্যদের একে একে ডেকে বসালেন। বন্যপ্রাণী, সরীসৃপ, পাখিরা এবং মেরুদণ্ডী, অমেরুদণ্ডী প্রাণীরা সকলে এসে জমায়েত হল। বনদেবী সকলকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা কেমন আছো? সকলে মিলে উত্তর দিল, খুব কষ্টে আছি মা। আমরা সংখ্যায় কমে যাচ্ছি, মানুষের অত্যাচারে। মানুষ তাদের নিজেদের স্বার্থে আমাদের ধ্বংস করছে। ইঁদুর, আরশোলা মারা হচ্ছে। শুকুনও আজ বিষক্রিয়ায় মৃত প্রাণী খেয়ে মরছে। সাপ, ব্যাঙ, মাছ, শামুক, ঝিনুক কিছুই মানুষের হাত থেকে নিস্তার পাচ্ছে না। প্রজাপতি, মৌমাছি এমন কী গরু, ছাগল, হাঁস, মুরগি সকলেরই জীবন বিপর্যয়।

সূত্রধরঃ- দেখুন সকলে, এটা কিন্তু বাস্তব। দেখুন আজকাল যে পুকুর লিজ নিয়ে মাছ চাষ করা হয়, চাষের পর সেখানেও বিষ দেওয়া হয়। মাছের সঙ্গে জলজ সব প্রাণী মরে যায়। পচে দুর্গন্ধ বেরিয়ে আশেপাশের পরিবেশও দূষিত করে।

নাটকটির শেষে তারা বিভিন্ন সংকল্প গ্রহণ করবে।

(১) পরিবেশ ঠিক রাখা

(২) বিষ প্রয়োগ না করা

(৩) গাছ না কাটা

(৪) হারিয়ে যাওয়া প্রাণীকে হত্যা না করা ইত্যাদি।

কৃত্যালি- ১৬

দৃশ্য-শ্রাব্য কৃত্যালিঃ

আমাদের চারপাশের নানা ধরনের প্রাণী। অমেরুদণ্ডী থেকে শুরু করে মেরুদণ্ডী, সকল প্রাণীর বেঁচে থাকার গল্প দেখানো যেতে পারে। জলের নানা রকম মাছ ও অন্যান্য প্রাণী থেকে উভচর, সরীসৃপ, পাখি ও স্তন্যপায়ীদের ছবি ডাউনলোড করে আলোচনা করা যেতে পারে। তারমধ্যে কোনগুলি বন্য আর কোনগুলিই বা গৃহপালিত তা নিয়ে আলোচনাও হতে পারে। ওই আলোচনার সময় ইতিমধ্যে আলোচিত শব্দ শব্দগুচ্ছকে বারেবারে প্রয়োগ করার চেষ্টা করবেন। যাতে বিষয়টি উত্থাপিত হলেই শিক্ষার্থীরা সহজেই সংশ্লিষ্ট কয়েকটি শব্দকে একসঙ্গে তুলে আনতে পারে। প্রতিটি শব্দ যেহেতু এক একটি ধারণা, তাই তা শিক্ষার্থীকে তার ধারণা প্রকাশেও সাহায্য করবে।

উপভাবমূলঃ জীব বৈচিত্র্য আর বাস্তুতন্ত্র- সব প্রাণী ও উদ্ভিদেরই বেঁচে থাকার অধিকার আছে - তাদের বাঁচার জন্য উপযুক্ত পরিবেশ রক্ষার চেষ্টা, একে অপরের উপর নির্ভরশীলতা, বাস্তুতন্ত্রের ধারণা ও তার মানচিত্র।

কৃত্যালি- ১৭

এবিষয়ে শিশুদের সাহায্যে মানস মানচিত্র তৈরি করে একটি সম্ভাব্য শব্দজাল নির্মাণ করে নিতে হবে। এখানে সম্ভাব্য শব্দের তালিকা দেওয়া হল;

শব্দজালঃ

নির্ভরশীলতা, বেঁচে থাকার অধিকার, উপযুক্ত পরিবেশ, খাদ্যশৃঙ্খল, উদ্ভিদের উপর প্রাণীরা নির্ভরশীল, এক প্রাণীর অপর অন্য প্রাণী নির্ভরশীল, বাস্তুতন্ত্র, পরিবেশ রক্ষা, জৈব উপাদান, জীব বৈচিত্র্য, জীবকুল, অতিরিক্ত ভোগ, শোষণ, ভারসাম্য রক্ষা, প্রাকৃতিক পরিবেশ, সমুদ্র তলের জীব বৈচিত্র্য, মানুষ ব্যতিক্রমী, অতিরিক্ত ভোগ করে, লোভ, লালসায় ভোগে, জীবের ভারসাম্য রক্ষা করে।

কৃত্যালি- ১৮

বহির্বিদ্যালয় কৃত্যালিঃ

পরিবেশ রক্ষা ও একে অপরের উপর নির্ভরশীলতা নিয়ে ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষক-শিক্ষকারা গ্রামের মানুষকে সচেতন করার জন্য একটি সচেতনার কর্মসূচি গ্রহণ করতে পারে। গ্রামের মাঠে অথবা বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে একটি সেমিনারের আয়োজন করা যেতে পারে। সেমিনারে দু'তিনজন বিশিষ্ট পরিবেশবিদ্‌কে আমন্ত্রণ জানানো যেতে পারে যারা বিষয়টির গুরুত্ব বুঝিয়ে বলবেন। এছাড়া গ্রামের কিছু বয়স্ক মানুষও এবিষয়ে তাদের অভিজ্ঞতার কথা জানাতে পারেন। আলোচনা শুনে শিক্ষার্থীরা রিপোর্ট বানাতে পারে।

কৃত্যালি- ১৯

'বনদেবীর সন্তান'-এর অংশ থেকে গৃহীত;

নাটকঃ বনদেবীর সন্তান-২

সবাই কাঁদবে বনদেবীর কাছে আর বলবে, 'মা মানুষ কি একাই বাঁচবে? আমাদের কি বাঁচার অধিকার নেই?' বনদেবী বলেন, সব প্রাণী ও উদ্ভিদের বেঁচে থাকার অধিকার আছে। উদ্ভিদ, পোকামাকড়, জীবজন্তু, কীটপতঙ্গ, পাখি, মাছ সমস্ত প্রাণী ও গাছকে বেশি দরকার পড়ে মানুষের। মানুষ সবার উপর নির্ভরশীল, কিন্তু তোমরা একে অপরের উপর নির্ভরশীল। মানুষ যেদিন বুঝতে পারবে মাটির জৈব উপাদান থেকে শুরু করে মানুষের চলার পথের প্রতি পদে উদ্ভিদ ও প্রাণীজগতের বিশেষ প্রয়োজন, সেদিন মানুষ তোমাদের বাঁচার উপযুক্ত পরিবেশ রক্ষা করার উদ্যোগ নেবে। তার আর বেশি দেরি নেই। শুনতে পাচ্ছ, মানুষের হাহাকার, কান্না?

[সূত্রধরের প্রবেশ]

সূত্রধরঃ- নমস্কার- একটু ভেবে দেখবেন ------- আমার বাস্তব ছবির চরিত্রগুলির কথা। তাদের বাঁচার উপযুক্ত পরিবেশ রক্ষা করার কথা। না হলে আয়লা, ফনি, বুলবুল, করোনা, আমফান আসবে ধ্বংস করবে প্রকৃতি। সমস্ত জাতির ক্ষতি হবে। নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।

এখানে বিভিন্ন চরিত্র যে একে অপরের নির্ভরশীল এবং তাদের মধ্যে যে একটা খাদ্যশৃঙ্খল আছে, তা একে একে বলে উঠে যাবে।

কেউ যে অতিরিক্ত খাদ্যগ্রহণ করে না, সেটাও বলবে। যার যতটুকু লাগে সে ততটুকুই গ্রহণ করে। এতেই জীবেরা সকলে বেঁচে থাকতে পারে এবং তাতে ভারসাম্য বজায় থাকে। কিন্তু মানুষ এখানে কোনও নিয়মই মানছে না।

(এনিয়ে সংলাপ তৈরি করবে)

সূত্রধরঃ- কান্না – কান্না - শোন ওই, শোন কান্না! এখনও সময় আছে জীব বৈচিত্র্য রক্ষা করা আমাদের প্রথম কাজ। আসুন সবাই ওদের বাঁচাই নিজেরাও বাঁচি। আমরাও বনদেবীর সন্তান।

কৃত্যালি- ২০

দৃশ্য-শ্রাব্য কৃত্যালিঃ

যে কোনও প্রাকৃতিক পরিবেশই আপন মনে এমনভাবে তৈরি হয় যেখানে বসবাসকারী জীবকুলের মধ্যে একটি পারস্পরিক ভারসাম্য থাকে। নিজেদের মধ্যে একটি নীরব খাদ্যশৃঙ্খল আছে। মানুষও যেহেতু এই পরিবেশের অঙ্গ, তাই পরিবেশকে অতিরিক্ত শোষণ না করে তাকে বাঁচিয়ে রাখা মানুষের কর্তব্য। এই ধারণা দিতেই গুগুল থেকে খুঁজে বাস্তুতন্ত্রের এমন কোনও ক্লীপ দেখানো যেতে পারে। কিছু টুকরো টুকরো ছবি ও ভিডিওকে সম্মিলিত করে নেপথ্যে কথা বসিয়ে এই ক্লীপটি বানানো যেতে পারে।

ওই আলোচনার সময় ইতিমধ্যে আলোচিত শব্দ শব্দগুচ্ছকে বারেবারে প্রয়োগ করার চেষ্টা করবেন। যাতে বিষয়টি উত্থাপিত হলেই শিক্ষার্থীরা সহজেই সংশ্লিষ্ট কয়েকটি শব্দকে একসঙ্গে তুলে আনতে পারে। প্রতিটি শব্দ যেহেতু এক একটি ধারণা, তাই তা শিক্ষার্থীকে তার ধারণা প্রকাশেও সাহায্য করবে।

কৃত্যালি- ২১

মূল পাঠ্যাংশের কাজঃ

শিশুদের কাছে পাঠ্যাংশের সংশ্লিষ্ট শব্দগুলি পাঠের উপযোগী হয়ে গেলে শিক্ষক-শিক্ষিকারা এবিষয়ে পাঠটি স্ব-পঠনের জন্যে শিশুদের দেবেন। যে শিশুরা একেবারেই অক্ষম হচ্ছে তাদের জন্য শিক্ষক-শিক্ষিকা পাঠটিকে আরও সহজ করে লিখে একটি পঠন সামগ্রী তৈরি করে তাদের কাছে স্ব-পঠনের জন্য রাখবেন। এক্ষেত্রে একটি বাক্যে দু-তিনটির বেশি শব্দ থাকবে না।

(২)
পরিবেশ ও সম্পদ

আদিম যুগ থেকে মানুষ তার স্বাস্থ্য, বুদ্ধি, অভিজ্ঞতা ও কৌশলকে কাজে লাগিয়ে কীভাবে সম্পদের ক্রমবিকাশ ঘটিয়েছে এবং প্রাকৃতিক সম্পদের উপর একমাত্র নির্ভরতা ত্যাগ করেছে, কীভাবে নতুন নতুন সম্পদ নির্মাণ করেছে তার পরিচয় এই অধ্যায়ে আছে। জ্ঞান-বিজ্ঞান, সমাজবিদ্যা, শিল্পকলায় মানুষ নতুন নতুন সম্পদ তৈরি করে চলেছে। এখানে তাই মানুষও সম্পদ। একে বলে মানবসম্পদ। এই ধারায় যারা স্মরণীয় কীর্তি রেখেছেন তাদের কথাও এই অধ্যায়ে আছে। অধ্যায়টির উদ্দেশ্য শুধু কিছু তথ্য বা নাম শেখানো নয়। এখানে সম্পদের ক্রমবিকাশের ইতিহাসটিকে সংক্ষেপে বোঝা এবং তা থেকে কয়েকটি মানসিক দক্ষতা ও মূল্যবোধের শিক্ষা পাওয়াই আসল উদ্দেশ্য। এই অধ্যায় থেকে যুক্তিগ্রাহ্য চিন্তা ও অতীতের সঙ্গে বর্তমানকে সংযুক্ত করার দক্ষতা বাড়বে। আদিম ও অতীত কাল থেকে বর্তমান পর্যন্ত যেভাবে বৌদ্ধিক ও প্রায়োগিক জ্ঞানচর্চা চলে আসছে তার প্রতি শিশুর মর্যাদাবোধ বাড়বে। নান্দনিক অভিজ্ঞতা, দক্ষতা এবং সুস্থতা ও স্বাস্থ্য সম্পর্কিত যাবতীয় জ্ঞানের প্রতি তার আকর্ষণ বাড়বে। বিজ্ঞানসম্মত যুক্তি, বিচারবোধ বাড়বে এবং প্রতিটি মানুষের মধ্যেই যে অগাধ সম্পদ লুকিয়ে রয়েছে তাও তারা উপলব্ধি করতে পারবে। এগুলি মাথায় রেখে আমরা তিনটি উপভাবমূলকে চিহ্নিত করেছি।

উপভাবমূলঃ

ক) সম্পদের ক্রমবিকাশের ধারাঃ অতীত থেকে সম্পদ বিকাশের আটটি ধারা।

(১) কাঠে কাঠে ঘসে আগুন আবিষ্কার থেকে বিদ্যুৎ ব্যবহার।

(২) মাটি থেকে উৎপন্ন প্রাকৃতিক সম্পদ থেকে নতুন কৃষি ও নতুন বনসম্পদ।

(৩) গুহা ও গাছের ডালে বাস থেকে মাটি ব্যবহার করে আধুনিক শহর নির্মাণ।

(৪) আদিম ও অতীত কালে সূর্যের আলো ব্যবহার থেকে আধুনিক কালে সৌরবিদ্যুতের আবিষ্কার ও ব্যবহার।

(৫) শিকার থেকে পাওয়া মাংস থেকে আধুনিক যুগের প্রাণীজ সম্পদ।

(৬) বন্যপ্রাণী শিকারের পর উল্লাস ও আনন্দ থেকে আধুনিক যুগের চিত্রশিল্প, সঙ্গীত, বাদ্য, স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও কুটির শিল্প।

(৭) আদিম ও অতীতকালে জলের ব্যবহার থেকে এযুগের জল সংরক্ষণ, জল পরিশোধন, জলের অপচয়বোধ এবং জলবিদ্যুৎ।

(৮) একই ধরনের প্রাকৃতিক সম্পদের উপর যৌথ অধিকারবোধ থেকে এক জাতির ধারণা এবং আধুনিক কালে তা থেকে একটি জাতির জন্য নিজস্ব নিয়মকানুন ও সংবিধান তৈরি।

(খ) পারিবারিক সূত্রে পাওয়া দক্ষতা ও জ্ঞান, নান্দনিক বোধ ও শিল্পকাজ এবং চিকিৎসা বিজ্ঞান।

(গ) দেশ স্বাধীন হওয়ার আগে ও পরে জন্ম নেওয়া মনীষীরা এবং নতুন সম্পদ গড়ে তোলায় তাদের অবদান।

উপভাবমূলঃ সম্পদের ক্রমবিকাশের ধারাঃ অতীত থেকে সম্পদ বিকাশের আটটি ধারা।

কৃত্যালি- ১

এই উপভাবমূলটি চর্চার সময়ে মনে রাখতে হবে যে, এখানে এমন আটটি উদাহরণ বাছাই করা হয়েছে যেখানে আদিম যুগে মানুষ সরাসরি প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহার করলেও ধীরে ধীরে তার দৈহিক ক্ষমতা, বুদ্ধি, অভিজ্ঞতা ও কৌশলকে কাজে লাগিয়ে বা নব নব আবিস্কারের মধ্য দিয়ে নতুন সম্পদের সৃষ্টি করেছে। এযুগে এসে সেগুলি মনুষ্যের শ্রেষ্ট সম্পদে পরিণত হয়েছে। তাই এখানে 'মানস মানচিত্র' ব্যবহার করে শিক্ষক-শিক্ষিকারা এই ক্রমবিকাশের ধারাটিকে ধরার চেষ্টা করবেন। তিনি একদিকে যেমন বোর্ড ব্যবহার করবেন, তেমনই আগে থেকেই তৈরি শব্দকার্ডে ওই শব্দগুলিকে ক্রমান্বয়ে লিপিবদ্ধ করে রাখবেন, যাতে সেগুলি শিশুর পঠনের জন্য প্রয়োগ করা যায়। যেমন ৩নং ধারা 'অতীতের গুহা ও গাছের ডাল থেকে 'মাটি' ব্যবহার করে আধুনিক শহর নির্মাণ'- এই বিষয়ে সংশ্লিষ্ট শব্দগুলি শিশুদের সঙ্গে আলোচনার ভিত্তিতে তুলে আনতে হবে। যেমন;

শব্দজালঃ

গুহা, গাছের ডাল, কম জনসংখ্যা, জনসংখ্যা বৃদ্ধি, বাসস্থানের অভাব, ডাল পাতার কুটির, মাটির দেওয়ালের উপর পাতার ছাউনি, আগুন আবিষ্কার, পোড়া মাটির পাত্র আবিষ্কার, শক্ত পোড়া মাটি খন্ড, বর্ষায় ধুয়ে যেত না, খন্ডের উপর খন্ড লাগিয়ে দেওয়াল তৈরি, কয়লা আবিষ্কার, কয়লা ও মাটির সাহায্যে আধুনিক ইঁট তৈরি, মাটি থেকে সিমেন্ট আবিষ্কার, সিমেন্টের ব্যাপক ব্যবহার, ছাদ নির্মাণের নতুন কৌশল, আধুনিক পাকা বাড়ি, দোতালা ও তেতলা বাড়ি তৈরি, বহুতল বাড়ি নির্মাণ, বহুতল বাড়ির শহর, নির্মাণ শিল্পের নানান সম্পদ - বালি, স্টোনচিপস্, মার্বেল ইত্যাদি।

এই চর্চার ফাঁকে ফাঁকে বিভিন্ন সম্পদের সঙ্গে শিক্ষার্থীর পরিচয় ঘটবে। এইভাবে প্রাসঙ্গিকভাবে কৃষি সম্পদ, বনজ সম্পদ, জল সম্পদ, প্রাণীজ সম্পদ, বিদ্যুৎ সম্পদ, সৌধ সম্পদ, নির্মাণ শিল্প সম্পদ, বুদ্ধিজাত সম্পদ, স্বাস্থ্য সম্পদ, বিজ্ঞানজাত সম্পদ, নান্দনিক সম্পদ, মানবসম্পদ, জ্ঞানজাত সম্পদ ইত্যাদির কথা উঠে আসবে।

উপভাবমূলে উল্লিখিত বাকি সাতটি বিকাশের ধারা নিয়েও একইভাবে শব্দজাল তৈরি করতে হবে। সেক্ষেত্রে অতীত থেকে শুরু করে বর্তমান পর্যন্ত যে যে বিকাশ যেভাবে হয়েছে তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট শব্দগুলিকে মানস মানচিত্রের মাধ্যমে তুলে আনতে হবে।

কৃত্যালি- ২

বহির্বিদ্যালয় কৃত্যালিঃ

বিষয়ঃ আদিম ও অতীত কালে সূর্যের আলো ব্যবহার থেকে আধুনিক কালে সৌরবিদ্যুতের আবিষ্কার ও ব্যবহার।

আদিম যুগ থেকে মানুষ সৌরশক্তিকে নানাভাবে ব্যবহার করে তার জীবনযাত্রার মান উন্নত করে চলেছে। ঘরবাড়ি গরম রাখা, জল গরম করা, মাছ, শস্য, সবজি শুকনো করা ইত্যাদির কাজে মানুষ আগে থেকেই সৌরশক্তি ও সূর্যের আলো ব্যবহার করত। এই ব্যবস্থায় কিছুটা পরিবর্তন এলেও মানুষ এখনও অনেকক্ষেত্রেই এই সমস্ত কাজে সূর্যের আলো ব্যবহার করে থাকে। এছাড়া বর্তমানে সৌরচুল্লীতে রান্না, সৌর চার্জার ইত্যাদির ব্যবহার শুরু করেছে। বিভিন্ন

জায়গায় সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদনও হচ্ছে। বিষয়টি সম্পর্কে ধারণা পরিষ্কার হওয়ার জন্য ছাত্রছাত্রীদের এবিষয়ে কয়েকটি কৃত্যালি দেওয়া হল;

(১) ছাত্রছাত্রীরা তাদের এলাকায় এবিষয়টি নিয়ে সমীক্ষা করতে পারে। পাড়ায় বা এলাকায় কতগুলি পরিবার এধরনের সৌরশক্তি চালিত যন্ত্র বা উপকরণ ব্যবহার করে, কতদিন ধরে ব্যবহার করছে এবং এই ব্যবহারের সুবিধা, অসুবিধা ইত্যাদি বিষয়ে প্রথমে ভালভাবে জেনে নেবে। পরে শ্রেণিকক্ষে ফিরে শিক্ষক-শিক্ষিকার তত্ত্বাবধানে তারা তথ্যের আদানপ্রদান ও আলোচনা করবে।

(২) ছাত্রছাত্রীদের গ্রামে বা তাদের কাছাকাছি অন্য কোনও গ্রামে বা শহরে যদি এমন কোনও পরিবার থাকে যারা সৌরশক্তি ব্যবহার করেন বা বাড়ির আলো, পাখা ইত্যাদি জ্বালান, তবে তারা তা পরিদর্শনে যেতে পারে। শিক্ষক-শিক্ষিকারাও ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে যাবেন এবং বিষয়টি বুঝিয়ে বলবেন।

(৩) এছাড়া ছাত্র ছাত্রীরা সৌরশক্তি উৎপাদনের কয়েকটি এক্সপেরিমেন্টও করতে পারে। শিক্ষক শিক্ষিকারা এ বিষয়ে সাহায্য করবেন, আতস কাঁচের সাহায্যে সূর্যের আলো নিচে প্রতিফলিত করলে কি কি ঘটতে পারে তা দেখবেন।

কৃত্যালি- ৩

সৃজনমূলক কাজঃ

উপভাবমূলটির বিষয়বস্তু ও মূল বার্তাটিকে আরও স্পষ্ট করে তুলতে শিক্ষক-শিক্ষিকারা নানান সৃজনমূলক ও বিদ্যালয় ভিত্তিক কর্মসূচি গ্রহণ করতে পারেন।

বিষয়ঃ কাঠে কাঠে ঘসে আগুন আবিষ্কার থেকে বিদ্যুৎ ব্যবহার।

নাটকঃ আবিষ্কার

চরিত্র (দলগত)ঃ- ১ম দল, ২য় দল, ৩য় দল, ৪র্থ দল, ৫ম দল, ৬ষ্ঠ দল ও সবাই।

(সংলাপ ও দৃশ্য নিজেরাই সাজাবে। প্রতিটি দৃশ্য অনুসারে ৬টি ভাগে ভাগ হয়ে গিয়ে শিশুরা এই নাটকের অভিনয় করবে।)

১ম দৃশ্যঃ- কয়েকজন আদিম মানুষ বলে, কাঠে কাঠে ঘসে, পাথরে পাথর ঠুকে আমরা প্রথম জ্বালিয়েছি আগুন। সেই আগুনে পুড়িয়ে খাই মাছ-মাংস-সবজি। আমরা জ্ঞানী ও গুণী। আগুন জ্বালাতে জানি।

২য় দৃশ্যঃ- (কয়েকজন এসে বলে) আমরা বানিয়েছি মাটির পাত্র। মাটির উনুন। মাছ, মাংস, সবজি, ডাল, ভাত করি রান্না। শুকনো ডাল পাতা জাল দিয়ে তৈরি করি। সেদ্ধ ও হজম হয় তাড়াতাড়ি। খেতে ভীষণ স্বাদ। জ্ঞানীগুনী আমরা আজ।

৩য় দৃশ্যঃ- কয়েকজন এসে বলে। কয়লা হল মাটির নীচের থেকে তোলা খনিজ সম্পদ। কয়লা নিয়ে উনুনে দিলাম আঁচ। জ্বালানি দেওয়ার নেই ঝামেলা। বসে শুধু রান্না করো।

৪র্থ দৃশ্যঃ- (কয়েকজন এসে বলে) খনি থেকে তোলা কেরোসিন জ্বালাতে বানিয়েছি স্টোভ। কেরোসিন ভরে, জ্বালিয়ে দাও, রান্না কর আর খাও। আমাদের গুণ গাও।

৫ম দৃশ্যঃ- (কয়েকজন এসে বলে) ব্যাস ব্যাস মাটির নীচু থেকে তুলেছি, গ্যাস ভরেছি সিলিন্ডারে। ওভেন একটি দুটি, তিনটি যেমন খুশি নাও। রান্না করে খাবেন। হাঁড়ি কড়ায় নেই কালি। রান্না তাড়াতাড়ি। মা বোনেরা দিন তালি।

৬ষ্ঠ দৃশ্যঃ- কয়েকজন এসে বলে। আরে আরে তালি থামান। আওয়াজ কমান। আমরা সভ্যতার দূত। কয়লা

দিয়ে উৎপন্ন করেছি তাপবিদ্যুৎ। বানিয়েছি হিটার, ইন্ডাকশন। সুইচ টিপলে চলবে যন্ত্র। রান্নায় এল নতুন মন্ত্র। ঘরে ঘরে জ্বলে আলো। ফ্যানের বাতাসে ঘুম হয় ভাল। ঘরে বসে দেখ টিভি সিনেমা সিরিয়াল খবর সবই।

শিশুরা বিদ্যুতের ব্যবহার নিয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনায় করবে এবং আগুন থেকে কীভাবে বিদ্যুৎ এল তার তথ্য নিয়ে সংলাপ বলবে।

- কৃত্যালি- ৩/১

বিষয়ঃ মাটি থেকে উৎপন্ন প্রাকৃতিক সম্পদ থেকে নতুন কৃষি ও নতুন বনসম্পদ।

ভূমিকাভিনয়ঃ

চরিত্রঃ- সমীর/লতিফ [গল্পটি পড়ে সংলাপ নিজেরা তৈরি কর ও দৃশ্য সাজাও]

১ম দৃশ্যঃ- সমীর তার চাষের জমিতে কাজ করছে। পাশের জমির মালিক সমীরের বন্ধু লতিফকে বলল, "গত মাসে আমার মেয়ের অন্নপ্রাশন ছিল। তাই মেয়ের মামা ৫০টি সেগুন চারা দিয়েছিল। শালাবাবু আমাকে বললেন, চারাগুলির যত্ন কোরো, কাজে লাগবে। বেগুন চারার সাথে আমিও কিছু মেহগনি চারা এনে বসিয়ে দিয়েছি"। শুনে লতিফ বলে, এই গাছ বড় হলে ছায়া বাড়বে। তারপর সবজি চাষ হবে না। কী করবি তখন ভেবেছিস? সমীর হেসে বলে, 'এখনও চার-পাঁচ বছর চাষ হবে তারপর আমার সেগুন মেহগনির বাগান হবে'। লতিফ ভেংচি কেটে বলে, তারপর বনজঙ্গল হবে। সাপ-শেয়ালের বাসা হবে। বাজারে গিয়ে সবজি কিনে আনবি। তুলে ফেল এসব বনের গাছ। এখানে বসালে বন্ধ হবে চাষ। সমীর রেগে বলে, হোক বন হোক জঙ্গল। এনিয়ে দুজনের মধ্যে তর্কবিতর্ক তারপর রাগারাগি। যে যার মুখ ঘুরিয়ে চলে যায়। ২-৩ বছর পরে লতিফ সমীরের বাগানে আসে। দেখে সেগুন মেহগনি মাথা তুলছে তাদের নীচে হলুদ আর গাছ বেয়ে উঠেছে গোলমরিচের লতা। এবার লতিফ সমীরকে সাহায্য করতে বলে। দুজনে বলে (কোরাস) তাহলে মেলাও হাত একসাথে করব কৃষি ও নতুন বনসম্পদ।

- কৃত্যালি- ৩/২

পড়ি আর দলে ভাগ হয়ে ছবি আঁকিঃ

বিষয়ঃ গুহা ও গাছের ডালে বাস থেকে মাটি ব্যবহার করে আধুনিক শহর নির্মাণ।

১ম দলের ছবি- (গুহার ভেতর মানুষের বাস) একটি পাহাড়ে কয়েকটি গুহা। একটিতে মা তার সন্তান কোলে বসে আছে। অন্যটিতে ২-৩ জন আদিম মানব-মানবী বসে আছে।

২য় দলের ছবি- (গাছে বাস) একটি বিশাল ফলের গাছ। তাতে একদল মানুষ। কেউ ফল খাচ্ছে? কেউ ডাল ধরে দোল খাচ্ছে। কেউ ডালে বসে বাচ্চাকে বুকের দুধ খাওয়াচ্ছে। কেউ মোটা ডালে হাত-পা ছড়িয়ে ঘুমাচ্ছে।

৩য় দলের ছবি- ডাল পাতার কুটির। কয়েকজন তৈরি করল একটু মোটা ডালের খুঁটি খুব সরু ডালের বেড়া। পাতার ছাউনি। বাঁশ দরমায় বেড়া পাতা বা খড়ের চাল।

৪র্থ ছবি- ডাল বা বাঁশের বেড়ায় কাদা ও মাটির প্রলেপ। বাঁশের খুঁটি খড়ের চাল।

৫ম ছবি- মাটি কুপিয়ে তাতে জল দিয়ে কাদা মাটি তৈরি করে আর কোদাল দিয়ে চাঙড় বসিয়ে মাটির দেওয়াল তৈরি। তার উপর বাঁশের কাঠামো। তার উপর খড়, কলা পাতার ছাউনি।

৬ষ্ঠ ছবি- কয়েকজন তৈরি করল। কাদা মাটির চাঙড় বা খন্ড আগুনে পুড়িয়ে শক্ত করে। (দেওয়ালের উপর খড় বা গোল পাতা বা হোগলা পাতার ছাউনি)।

৭ম ছবি– কয়েকজন কাদা মাটি দিয়ে ইঁট তৈরি করল। সেগুলি কয়লায় পোড়ালো। সেই পোড়া ইঁট বালি কাদার মিশ্রনে গাঁথল। খড় বা পাতার চাল করল।

৮ম ছবি- কয়েকজন কাদা মাটি দিয়ে টালি তৈরি করল। ইঁটের গাঁথুনির উপর টালির চাল করল।

৯ম ছবি- কয়েকজন সিমেন্ট দিয়ে ইঁট গাঁথল। পাথরের টুকরো বালি সিমেন্ট মিশিয়ে ছাদ তৈরি করে একতলা বাড়ি করল।

১০ম ছবি- দোতলা, তিনতলা, চারতলা বাড়ি ও শহরের ছবি।

(২টি করে আঁকা হল। পরে সবাই মিলে ছবিগুলি সাজাবে এবং দেখবে কীভাবে ধাপে ধাপে গাছের ডালে বাস থেকে আধুনিক শহর গড়ে উঠল।)

- কৃত্যালি- ৩/৩

পড়ি আর দলে দলে বসে ছবি আঁকিঃ

বিষয়ঃ আদিম ও অতীত কালে সূর্যের আলো ব্যবহার থেকে আধুনিক কালে সৌরবিদ্যুতের আবিষ্কার ও ব্যবহার।

১ম ছবি- গুহাবাসী মানুষ শীতে ঠকঠক করে কাঁপছে। বাইরে সূর্যের আলো।

২য় ছবি- গুহা থেকে বেরিয়ে রোদ পোহাচ্ছে আদিম মানুষ।

৩য় ছবি- মাংস, ফল রোদে শুকাতে দিচ্ছে আদিম মানুষ।

৪র্থ ছবি- ধান, গম, ডাল শস্য শুকাতে দিচ্ছে সভ্য মানুষ।

৫ম ছবি- বিভিন্ন সবজি যেমন বাধাকপি, ফুলকপি, মূলো, চাল কুমড়ো কেটে রোদে দেওয়া হচ্ছে। গামলা বা বালতি করে স্নানের জল রোদে দেওয়া।

৬ষ্ঠ ছবি- কয়েকজন মহিলা ডাল বেটে রোদে বড়ি দিচ্ছে। আচারের বয়ামগুলি রোদে শুকাচ্ছে।

৭ম ছবি- একজন ভিজে জামাকাপড়, প্যান্ট, শাড়ি ইত্যাদি ছাদের দড়িতে শুকাতে দিচ্ছে।

৮ম ছবি- নদীর ধারে মাছ শুকিয়ে শুঁটকি করা হচ্ছে।

৯ম ছবি- একটি শিশু শীতের সকালে গাঁয়ে সোয়েটার দিয়ে ছাদের রোদে বসে বই পড়ছে।

১০ম ছবি- (সোলার কুকার) একটি কাঁচ লাগানো চৌকো বাক্সে কয়েকটি বাটির মুখে ঢাকনা। একটিতে চাল জল, একটিতে ডাল জল এবং একটিতে শুধু জল। উপরে সূর্য।

১১তম ছবি- একটি বাড়ির ছাদ বা চালে সোলার প্যানেল বসানো। বাড়ির মধ্যে সোলারের টিউবলাইট জ্বলছে। ফ্যান চলছে। ল্যাপটপ চলছে। টিভি চলছে। ফোনে চার্জ দেওয়া হচ্ছে।

এখানে শিশুরা দেখবে কীভাবে অতীতে সৌরশক্তির ব্যবহার হত। এখানে সেই সৌরশক্তিকে অন্যভাবে কাজে লাগানো হচ্ছে। ছবিগুলিকে আলাদা করে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করবে।

- কৃত্যালি- ৩/৪

মূকাভিনয় বা মাইমঃ

বিষয়ঃ বন্যপ্রাণী শিকারের পর উল্লাস ও আনন্দ থেকে আধুনিক যুগের চিত্রশিল্প, সঙ্গীত, বাদ্য, স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও কুটির শিল্প।

দৃশ্য নিজেদের মতন করে সাজাও। প্রত্যেক দৃশ্যে একজন করে শিল্পী যেন সেইসব দৃশ্যের ছবি আঁকছেন, এমন আঙ্গিক অভিনয় করে দেখাবে।

১ম দৃশ্যঃ- জঙ্গল থেকে কয়েকজন আদিম মানুষ তীর ধনুক দিয়ে একটা হরিণ শিকার করল। তাকে বহন করে তাদের দলে নিয়ে এল।

(কাঠ কয়লা দিয়ে একজন ছবি আঁকার অভিনয় করবে। বাকিরা হরিণ বহন করে ঢুকবে)

২য় দৃশ্যঃ- শিকার করা পশুকে নিয়ে আনন্দ উল্লাস। কাঠিতে কাঠি ঠুকে বাজনা এবং শিস দিয়ে বাজনা, একসাথে হাত ধরে গানের সঙ্গে নাচ।

(২য় শিল্পী পোড়া মাটির খন্ড দিয়ে যেন এই ছবি আঁকবে। বাকি আনন্দ উল্লাসের আঙ্গিক অভিনয় করে দেখাবে)

৩য় দৃশ্যঃ- কয়েকজন আদিম মানুষ শিকারে গিয়ে বাচ্চা সহ ভেড়া পেল। তাকে না মেরে ধরে দলে নিয়ে এল। একজন মোটা লতা দিয়ে মা ভেড়াকে বেঁধে রাখল। দলের কয়েকজন তাকে ঘাস পাতা খেতে দিল।

(৩য় শিল্পী পোড়া মাটি দিয়ে সেই ছবি আঁকল ও বাকিরা মূকাভিনয় করল)

৪র্থ দৃশ্যঃ- এক বা দুজন এযুগের মানুষ মাঠে ছাগল, গরু, ভেড়া চরাচ্ছে।

(একজন শিল্পীর মূকাভিনয়)

৫ম দৃশ্যঃ- একজন ভেড়ার লোম কাটছে, আর একজন সেই লোম পাকিয়ে উল তৈরি করছে। সেই উল দিয়ে সোয়েটার, টুপি ইত্যাদি তৈরি হচ্ছে।

(৫ম শিল্পীর মূকাভিনয়)

৬ষ্ঠ দৃশ্যঃ- একটি পাড়া। তাতে একজন বিড়ি বাঁধছে, একজন ঝুড়ি বুনছে, কেউ মেশিনে সেলাই করছে, কেউ তাঁত বুনছে, কেউ মাটির পাত্র এবং পুতুল, মূর্তি ইত্যাদি বানাচ্ছে।

(এই ধরনের ছবি আঁকার মূকাভিনয়)

৭ম দৃশ্যঃ- কয়েকজন ধামসা মাদল বাজাচ্ছে। আর কয়েকজন হাত ধরে সেই তালে নাচ করছে।

(নাচের মূকাভিনয়)

৮ম দৃশ্যঃ- মাইক্রোফোন নিয়ে একজন গান করবে, বাকিরা গিটার, তবলা, ড্রাম বাজাবে। (মূকাভিনয়)

শিক্ষার্থীরা এখানে বোঝানোর চেষ্টা করবে কীভাবে শিকারের আনন্দ ধীরে ধীরে আজকের দিনে আনন্দ অনুষ্ঠানে পরিণত হল।

- কৃত্যালি- ৩/৫

এবিষয়ে বিভিন্ন শিশুপাঠ্য ও ছবি ইতিমধ্যে প্রকাশিত হয়ে থাকলে তা সংগ্রহ করে বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার গড়ে তুলতে হবে। ওই বইগুলি শিক্ষার্থীরা পড়বে এবং নিজেদের মধ্যে আলোচনা করবে।

কৃত্যালি- ৪

দৃশ্যশ্রাব্য কৃত্যালিঃ

মানুষ কীভাবে আগুন আবিষ্কার করল, এনিয়ে নানা দৃশ্য, অ্যানিমেশন ইউটিউবে রয়েছে। সেখান থেকে কীভাবে জল থেকে বিদ্যুৎ, অচিরাচরিত শক্তি হিসাবে সূর্য থেকেও কীভাবে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয় এবং সৌরশক্তির ব্যবহারে মানবসভ্যতা আরও উন্নত হয়ে ওঠে তা নিয়ে নানা দৃশ্যের কোলাজ দেখানো যেতে পারে। সম্পদের ক্রমবিকাশের বাকি ধারাগুলিতেও একইভাবে প্রত্যেকটিতে ছোট ছোট ভিডিও ক্লীপ বানানো যায়। অতীতে মূল সম্পদের আবিষ্কার থেকে কীভাবে ধীরে ধীরে তা এখন আধুনিক সভ্যতায় পরিণত হল তা নিয়ে ছোট ছোট কোলাজ বানানো যায়। ওই আলোচনার সময় ইতিমধ্যে আলোচিত শব্দ শব্দগুচ্ছকে বারেবারে প্রয়োগ করার চেষ্টা করবেন। যাতে বিষয়টি উত্থাপিত হলেই শিক্ষার্থীরা সহজেই সংশ্লিষ্ট কয়েকটি শব্দকে একসাথে তুলে আনতে পারে। প্রতিটি শব্দ যেহেতু এক একটি ধারণা, তাই তা শিক্ষার্থীকে তার ধারণা প্রকাশেও সাহায্য করবে।

উপভাবমূলঃ পারিবারিক সূত্রে পাওয়া দক্ষতা ও জ্ঞান, নান্দনিক বোধ ও শিল্পকাজ এবং চিকিৎসা বিজ্ঞান।

কৃত্যালি- ৫

শিক্ষক-শিক্ষিকারা এই উপভাবমূলটিকে কেন্দ্র করে ছোট ছোট ধারণাকে (concept items) ভেঙে নেবেন এবং প্রতিটি ধারণার সঙ্গে যুক্ত এলাকার নানান প্রচলিত শব্দ মানস মানচিত্রের মাধ্যমে তুলে আনবেন। আর তা করতে হবে শিশুদের সঙ্গে আলোচনার ভিত্তিতে। এরপর মান্য ভাষায় সংশ্লিষ্ট শব্দগুচ্ছকে ওই তালিকার মধ্যে যুক্ত করবেন। নতুন ও দুরূহ শব্দ হলে প্রতিক্ষেত্রেই সরাসরি মানে না বলে দিয়ে বিভিন্ন পরিস্থিতির উদাহরণ দিয়ে শব্দের ব্যবহার আবিষ্কার করানোর চেষ্টা করবেন। শব্দ তালিকার উদাহরণ দেওয়া হল;

শব্দজালঃ

পারিবারিক সূত্রে শেখা, চিকিৎসা, গাছ থেকে ওষুধ, পাতার রস, কীসে কাজে লাগে, ভেষজ ওষুধ, আয়ুর্বেদ, পারিবারিক সূত্রে শেখা নান্দনিক শিল্প কাজ - নকশা করা কাঁথা, মাটির জিনিসপত্র, আলপনা, প্রতিমা তৈরি, শোলার কাজ, পটচিত্র, কাঠের পুতুল, বাঁশের কাজ।

আদিবাসীদের নাচ, গান, বাঁশি, মাদল, ঢোল, উত্তরবঙ্গের খোল, মৃদঙ্গ, সেতার, তানপুরা, তবলা।

কৃত্যালি- ৬

বহির্বিদ্যালয় কৃত্যালিঃ

বিভিন্ন মানুষের বিভিন্ন বিষয়ে যে জ্ঞান ও দক্ষতা রয়েছে তার প্রতি আগ্রহ ও সম্মানবোধ গড়ে তোলার জন্য ছাত্রছাত্রীদের কয়েকটি কৃত্যালির সঙ্গে যুক্ত করা যেতে পারে।

(১) ছাত্রছাত্রীরা তাদের পারিবারিক পেশা যেমন মাটির জিনিস তৈরি, মুখোশ তৈরি, নক্সিকাঁথা তৈরি, পশুর শিং, কচি কাগজের মণ্ড, কচি বাঁশ ইত্যাদি বিভিন্ন রকম উপকরণ দিয়ে শিল্পকর্ম সম্পর্কে প্রথমে বাড়ির বড়দের কাছ থেকে খুব ভালভাবে জানবে। তারপর নিজেদের হাতে যে কোনও ১-২টি হাতের কাজ করে শিক্ষক-শিক্ষিকার কাছে জমা দেবে। পরে বিদ্যালয়ের বার্ষিক প্রদর্শনীর সময় তা প্রদর্শন করা হবে। এতে ছাত্রছাত্রীদের উৎসাহ বাড়বে।

(২) যে সকল ছাত্রছাত্রীদের পরিবারে লোকগীতি, লোকনৃত্য বিশেষ কোনও বাদ্যযন্ত্রের চর্চা রয়েছে তারা তাদের বাড়ির বড়দের কাছে এধরনের গান, নাচ বা বাদ্যযন্ত্র বাজাতে শিখবে। শ্রেণিকক্ষে প্রদর্শনও করবে এবং পরে বিদ্যালয়ের কোনও অনুষ্ঠানে তারা অংশগ্রহণ করবে।

(৩) অনেক পরিবারে বয়স্ক মানুষ রয়েছেন যারা গাছের পাতা, ফুল, শেকড় ইত্যাদির সাহায্যে প্রাথমিক চিকিৎসা করে থাকেন। যেমন কেটে গেলে কোন পাতার রসে রক্ত বন্ধ হয়, আঘাত লাগলে ভেষজের মিশ্রণ করে প্রলেপ লাগালে ব্যথার উপশম হয় ইত্যাদি। ছাত্রছাত্রীরা তাদের বাড়ির বড়দের কাছ থেকে এবিষয়ে জেনে নোটবুকে লিখে আনবে এবং একে অপরের সঙ্গে আলোচনা করে সমবেতভাবে স্থানীয় ভেষজ ও অন্যান্য চিকিৎসা সম্পর্কে মতামত দান করবে।

কৃত্যালি- ৭

উপভাবমূলটির বিষয়বস্তু ও মূল বার্তাটিকে আরও স্পষ্ট করে তুলতে শিক্ষক-শিক্ষিকারা নানান সৃজনমূলক ও বিদ্যালয় ভিত্তিক কর্মসূচি গ্রহণ করতে পারেন।

নাটকঃ সৃজন মেলা

চরিত্রঃ- ফুলমনি/ময়নামতী/রঘু/চম্পা মাসি/হীরামনি/কবিরাজ দাদু/প্রদীপ/বাকিরা গ্রামবাসী

(নিজেরা সংলাপ তৈরি করে দৃশ্য সাজাও)

১ম ২য় ও ৩য় দৃশ্যঃ- এলাকায় একটি অনুষ্ঠান হচ্ছে দেখা যাবে। সেখানে হাতের কাজের প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী পর্ব চলছে। এলাকার গণ্যমান্য মানুষরা উপস্থিত রয়েছেন। সাথে আছেন কবিরাজ দাদু। নিজেদের মধ্যে নানান বিষয়ে আলোচনা করছে।

শিক্ষার্থীরা নিজেদের মতো সংলাপ তৈরি করবে ও বলবে।

৪র্থ দৃশ্যঃ- মাঠে উৎসবের রেশ তখনও আছে। কয়েকজন ছেলে ধামসা মাদল বাজিয়ে নাচ করছে। সাথে মেয়েদের মধ্যে ফুলমনি, ময়নামতী, চম্পা মাসি সকলে তালে তালে পা মিলিয়ে নাচ করছে। ওরা দূরে প্রদীপকে দেখে ডেকে আনল নাচার জন্য। কিন্তু প্রদীপ ওদের মতো পা মেলাতে পারল না। এরকম খুশির পরিবেশে হীরামনি ছুটে সেই উৎসবে যোগ দিতে গিয়ে পড়ে গেল। চিৎকার করে কেঁদে উঠলে সকলে মিলে। ওইদিকে ছুটে গিয়ে দেখল তার পা কেটে রক্ত বেরচ্ছে। শামুকের খোলায় পা কেটে গেছে তার। সকলে চিৎকার করে প্রথমে প্রদীপকে ডাকল। সে নতুন ডাক্তার হয়ে এসেছে গ্রামে। প্রদীপ সকলের কাছে ক্ষমা চাইল, কারণ তার সাথে ডাক্তারি ব্যাগ বা ওষুধ তখন নেই। এদিকে মেয়ের রক্ত বন্ধ হচ্ছে না। চম্পা মাসি কেঁদে বলল, কেউ ওকে সারিন দে। কবিরাজ দাদু সকলকে আশ্বস্ত করে কিছু পাতা লতা ছিঁড়ে ফুলমনিকে বললেন, যা ভাল করে ধুয়ে থেঁত করে নিয়ে আয়। সাথে পরিষ্কার ছেঁড়া কাপড় আনিস। ফুলমনি তক্ষুনি ছুটে গিয়ে সব নিয়ে এল। দাদু তখন ওইগুলি ক্ষত স্থানে বেঁধে দিলেন। রক্ত বন্ধ হয়ে গেল। সবাই খুব খুশি। সবাই জিঙ্গাসা করল, ডাক্তারি ব্যাগ না থাকলেও এই রকম প্রাথমিক চিকিৎসা তুমি কোথা থেকে শিখলে? দাদু বললেন, 'আমার বাবার থেকে। আমার বাবা শিখেছে তার বাবার থেকে'। চম্পা মাসি বলল, 'তবে কেনে তুর ছেলেকে শিখাইলি না?' দাদু বলল, 'ও শহরের পাশ করা ডাক্তার। আমি টুকিটাকি পারি। ও তো জটিল রোগ সারিয়ে দেবে'। তখন সবাই জিজ্ঞাসা করল,

'ফুলমনি তো পড়াশুনায় ব্যস্ত। কী করে সে নাচ শিখল বল? ফুলমনি বলল, 'আমি বংশগতভাবে সুর-তাল-লয় নিয়ে বড় হয়েছি। আলাদা করে শিখতে হয়নি। ওই যে হাতের তৈরি জিনিস গুলান মেলায় দেখলাম সব বংশগত শেখা। আমাদের গান, নাচ এই ভাবেই বেঁচে থাকে'।

কৃত্যালি- ৮

ইউটিউব থেকে পারিবারিক বৃত্তিনির্ভর মানুষদের কথা কোলাজ হিসেবে দিতে পারেন। সমাজে যারা হস্তশিল্পের কাজ করেন তারা সবাই পারিবারিক সূত্রেই ওই জ্ঞান লাভ করেন। যেমন বাঁশের কাজ, মূর্তি তৈরি করার কাজ, মুখোশ তৈরি, লোহার হাতিয়ার তৈরি ইত্যাদি এবং পাতা-শেকড় থেকে নানান ভেষজ ওষুধ তৈরির মতো কাজ পারিবারিক জ্ঞান থেকেই করা হয়ে থাকে। এগুলি নিয়ে ভিডিও কোলাজ তৈরি করে শিশুদের ওই বার্তা দিতে হবে যে, এই কৌশল সম্পদ আছে বলেই সমাজের মানুষ স্বাভাবিক ও সুস্থভাবে বাঁচতে পারছে। তাই মানুষের এই পারিবারিক জ্ঞানকে ছোট বা খাটো করা উচিত নয়। নেপথ্যে কণ্ঠ প্রদানের সময় সংশ্লিষ্ট শব্দ ও শব্দগুচ্ছের আলোচনা করতে হবে।

উপভাবমূলঃ দেশ স্বাধীন হওয়ার আগে ও পরে জন্ম নেওয়া মনীষীরা এবং নতুন সম্পদ গড়ে তোলায় তাদের অবদান।

কৃত্যালি- ৯

শিক্ষক-শিক্ষিকা এই উপভাবমূলটিকে কেন্দ্র করে ছোট ছোট ধারণাকে (concept items) ভেঙে নেবেন এবং প্রতিটি ধারণার সঙ্গে যুক্ত এলাকার নানান প্রচলিত শব্দ মানস মানচিত্রের মাধ্যমে তুলে আনবেন। আর তা করতে হবে শিশুদের সঙ্গে আলোচনার ভিত্তিতে। এরপর মান্য ভাষায় সংশ্লিষ্ট শব্দগুচ্ছকে ওই তালিকার মধ্যে যুক্ত করবেন। নতুন ও দুরূহ

শব্দ হলে প্রতিক্ষেত্রেই সরাসরি মানে না বলে দিয়ে বিভিন্ন পরিস্থিতির উদাহরণ দিয়ে শব্দের ব্যবহার আবিষ্কার করানোর চেষ্টা করবেন। শব্দ তালিকার উদাহরণ দেওয়া হল;

শব্দজালঃ

স্বাধীনতার পূর্বের মনীষীরা—রাজা রামমোহন রায়, বিদ্যাসাগর, ডিরোজিও, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজী নজরুল ইসলাম, জগদীশচন্দ্র বসু, প্রফুল্ল চন্দ্র রায়. সত্যেন বসু, প্রশান্ত মহলানবিশ, মেঘনাদ সাহা, নিবেদিতা, বেগম রোকিয়া, বিবেকানন্দ, মহাত্মা গান্ধী, সুভাষচন্দ্র বসু, বাঘাযতীন, মাষ্টারদা, ক্ষুদিরাম বসু, ভগৎ সিং, প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার, কল্পনা দত্ত, মাতঙ্গিনী হাজরা। জন্মেছেন পরাধীন ভারতে কিন্তু দেশের জন্য কাজ করেছেন স্বাধীন ভারতে — জহরলাল নেহেরু, আম্বেদকর, রাধাকৃষ্ণাণ, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ।

নতুন সম্পদ গড়ে তোলা — ভারতের সংবিধান, শিক্ষক দিবস, শিশুদিবস, অরণ্য সপ্তাহ।

কৃত্যালি- ১০

বহির্বিদ্যালয় কৃত্যালিঃ

দেশ স্বাধীন হওয়ার আগে ও পরে জন্ম নেওয়া মনীষীরা এবং নতুন সম্পদ গড়ে তোলায় তাদের অবদান রেখে গেছেন।

পাঠ্যাংশটিতে বিখ্যাত হয়েছেন এমন অনেক মানুষ সম্পর্কে বলা আছে। তাদের সম্পর্ক বড়দের কাছে এবং শিক্ষক শিক্ষিকার কাছে জেনে ছক পূরণের কথাও বলা হয়েছে (পাঠ্যপুস্তকের ৯২ পৃষ্ঠা)

ছাত্রছাত্রীরা এর সাথে আর একটি কাজ করতে পারে। এলাকায় খ্যাতি আছে এমন ব্যক্তির সাথে সাক্ষাৎ করে তাঁর নিজের মুখেই তার কাজের অভিজ্ঞতার কথা শোনা যেতে পারে। যদি সেই ব্যক্তি তখন জীবিত না থাকেন তাহলে তার পরিবারের কারোর সাথে সাক্ষাৎ করে তার সম্পর্কে জানা যায় এবং তার ছবির সাথে পরিচিত হওয়া যায়।

কৃত্যালি- ১১

সৃজনমূলক কৃত্যালিঃ

শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন সম্পদ নিয়ে আলোচনা করতে করতে মানবসম্পদ নিয়ে চিন্তা করতে শুরু করবে। মানুষ কি আদৌ সম্পদ হতে পারে? এ নিয়েই নীচের নাটিকা "মানব সম্পদ"।

নাটকঃ মানবসম্পদ

চরিত্রঃ-	শিক্ষক, ১ম, ২য় ছাত্র বা ছাত্রী গাছ, মুরগি, ছাগল, কয়লা, লোহা, বিজ্ঞানী, লেখক, ইঞ্জিনিয়ার, সূত্রধর।
সুত্রধর (প্রবেশ)ঃ-	শুন শুন সর্বজন, শুন দিয়া মন/সকল সম্পদের কথা করিব বর্ণন...
কয়লা (প্রবেশ)ঃ–	আমি কয়লা আমি খনিতে থাকি। আমাকে কাজে লাগিয়ে মানুষ তোমরা সভ্যতা গড়েছো।
লোহা (প্রবেশ)ঃ-	আমি লোহা আমিও খনিজ সম্পদ। আমি ছাড়া তোমাদের শহর গড়া হত না।
মুরগি (প্রবেশ)ঃ-	ককর কক। আমি মুরগি। আমি প্রাণীজ সম্পদ আমাকে খেয়ে তোমরা শক্তি পাও।
ছাগল (প্রবেশ)ঃ-	ম্যা ম্যা, আমি ছাগল। আমি প্রাণীসম্পদ। আমাকে খেয়ে তোমাদের তেজ বাড়ে।
গাছ (প্রবেশ)ঃ-	আমি অরণ্য সম্পদ। আমি আদি কাল থেকে আছি।

১ম ছাত্র বা ছাত্রী, ২য় ছাত্র বা ছাত্রী (প্রবেশ)ঃ-এতসব সম্পদ এখানে হাজির। ওই একজন কে যেন আসছে, দেখি।

বিজ্ঞানী (প্রবেশ)ঃ- তোমাদের সমাজে যত কিছু আবিষ্কার হয়েছে আমার জন্যে হয়েছে।

১ম ছাত্রঃ- তুমি কি সম্পদ নাকি? সমাজের সম্পদ?

বিজ্ঞানীঃ- আমিও সম্পদ।

২য় ছাত্র বা ছাত্রীঃ- ওই স্যার আসছেন। ওনাকেই জিজ্ঞাসা করি।

শিক্ষক (প্রবেশ)ঃ- আমি শিক্ষক। নমস্কার, বিজ্ঞানীবাবু।

২য় ছাত্র বা ছাত্রীঃ- স্যার, বিজ্ঞানী তো মানুষ। তিনি কীভাবে সম্পদ হবেন?

শিক্ষকঃ- ওনার মেধা ও বুদ্ধিই তো এখানে সম্পদ। ওকে কাজে লাগিয়েই তো আমরা সভ্য হচ্ছি।

১ম ছাত্র বা ছাত্রীঃ- তাহলে ওই যে লেখকবাবু আসছেন, উনি?

শিক্ষকঃ- উনিও সম্পদ। ওনার লেখা পড়ে আমরা সম্পন্ন হচ্ছি আর উন্নত হচ্ছি। তাই উনি সম্পদ।

গাছঃ- তোমরা কী ধরনের সম্পদ গো! আমরা আছি পৃথিবী জন্মের পর থেকে। হালে জন্মে তোমরা সম্পদ হয়ে গেলে!

শিক্ষকঃ- এটা ঠিক। গাছ ঠিকই বলেছে, তারা লক্ষ লক্ষ বছর আগে এই পৃথিবীতে এসেছে। ওরা যেমন পৃথিবীর উপকারে লেগেছে তেমন বিজ্ঞানী, লেখক, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার সবাই সমাজের সম্পদ।

বিজ্ঞানীঃ- আমরা পরে এলেও পৃথিবীকে বদল করতে আমরা সাহায্য করি।

লেখক (প্রবেশ)ঃ- আমার কথা কী হচ্ছে শুনি। আমরা লিখি বলেই তো সব ধরা আছে আমাদের লেখার মধ্যে। খনির নীচে তোমরা কেমন আছো, তাও আমরা লিখে রাখি ভূগোলবিদ্‌দের কাছ থেকে জেনে।

মুরগিঃ- ককর কক, আমাকে কেটে খাও, আবার আমাদের সম্পদ বল?

ছাগলঃ- ম্যা ম্যা, ঠিক ঠিক।

কয়লা, লোহাঃ- ঠিক মুরগি দিদি, ছাগল দাদা। আমাদেরকে মানুষ কাটে, তুলে ফেলে। আগুনে পোড়ায়।

১ম ছাত্র বা ছাত্রীঃ- না গো বন্ধুরা। তোমরা কাজে লাগ বলেই তো পৃথিবীতে আমরা সবাই রয়েছি।

২য় ছাত্র বা ছাত্রীঃ- আমাদের স্যারও তো সম্পদ, তিনি আমাদের শিক্ষা দেন বলেই তো আমরা শিখতে পারি, বড় হই।

শিক্ষকঃ- ছাত্ররা, তোমরাও সম্পদ।

১ম ও ২য় ছাত্র বা ছাত্রীঃ- তাই?

শিক্ষকঃ- হ্যাঁ, তোমরা দেশের সম্পদ, ভবিষ্যৎ পৃথিবীর সম্পদ।

সূত্রধরঃ- হ্যাঁ, লোহা আর কয়লা যেমন।

সবাইঃ- খনিজ সম্পদ

সূত্রধরঃ- মুরগি আর ছাগল যেমন।

সবাইঃ- প্রাণীজ সম্পদ।

সূত্রধরঃ- গাছ উদ্ভিদ যেমন।

সবাইঃ- অরণ্য সম্পদ।

সূত্রধরঃ-	তেমনই শিক্ষক, ডাক্তার বিজ্ঞানী, লেখক, ছাত্র।
সবাইঃ-	মানবসম্পদ।
সূত্রধরঃ-	আমাদের দেশ স্বাধীন হওয়ার আগে জন্মেছিলেন এমন মানবসম্পদ হলেন.....
সবাইঃ-	কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ, বিজ্ঞানী জগদীশ বোস, নেতাজী সুভাষ, সংবিধান রচয়িতা বাবা আম্বেদকর।
সূত্রধরঃ-	আর দেশ স্বাধীন হওয়ার পর?
সবাইঃ-	সত্যজিৎ রায়, অমর্ত্য সেন আরও কতজন।
সূত্রধরঃ-	আর এই ছাত্ররা?
সবাইঃ-	আগামী দিনের মানব সম্পদ।
	(সবার প্রস্থান)

কৃত্যালি- ১২

দৃশ্য-শ্রাব্য কৃত্যালিঃ

ইউটিউব ও গুগুল থেকে বিভিন্ন মনীষীর ছবি ও তাঁর অবদান নিয়ে একটি ছোট কোলাজ বানানো যায়। নেপথ্য কণ্ঠস্বরে প্রতিবারই এটা বলতে হবে যে, 'উনি ছিলেন দেশের সম্পদ - মানবসম্পদ'। শেষে লোহা, কয়লা, পেট্রোলিয়ামের সঙ্গে মানবসম্পদের একটি সরল তুলনা টানতে পারেন। স্বাধীনতার আগে এবং পরের যুগে জন্ম নেওয়া পণ্ডিত ও উন্নত মনীষার অধিকারী মানুষদের সম্পর্কে শিশুদের বোধকে স্পষ্ট করে তুলতে হবে।

কৃত্যালি- ১৩

মূল পাঠ্যাংশের কাজঃ

শিশুদের কাছে পাঠ্যাংশের সংশ্লিষ্ট শব্দগুলি পাঠের উপযোগী হয়ে গেলে শিক্ষক এ বিষয়ের পাঠটি স্বপঠনের জন্যে শিশুদের দেবেন। যে শিশুরা একেবারেই অক্ষম হচ্ছে তাদের জন্য শিক্ষক শিক্ষিকা পাঠটিকে আরও সহজ করে লিখে একটি পঠন সামগ্রী তৈরি করে তাদের কাছে স্ব পঠনের জন্য রাখবেন। এ ক্ষেত্রে একটি বাক্যে দুটি তিনটির বেশি শব্দ সংখ্যা থাকবে না।

(৩)
পরিবেশ ও উৎপাদন

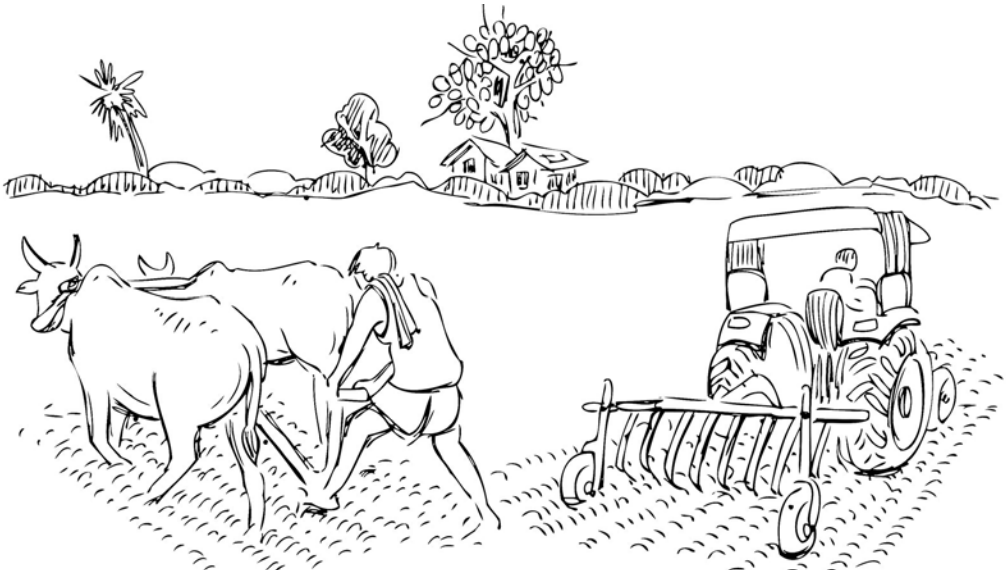

এই অধ্যায়ে কৃষিজ সম্পদের উৎপাদন ধারায় ক্রমবিবর্তন এবং এযুগের কৃষিক্ষেত্রে নতুন নতুন প্রক্রিয়া পদ্ধতি ও উৎপাদনের ভাল- মন্দ দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। জলের সঙ্গে উৎপাদনের সম্পর্ক ও এলাকাগতভাবে স্পষ্ট হয়েছে এখানে। এছাড়া মাছ চাষের নানান খবর এবং মাছ ধরার জালের বৈচিত্র্য নিয়েও আলোচনা আছে। ফসল ও মাছ উৎপাদনের মাধ্যমে অধিক আয়ের প্রত্যাশায় সার ও কীটনাশক ওষুধ প্রয়োগের ভাল-মন্দ দিক সম্পর্কে যুক্তি, বিচারবোধ এবং সঠিক সিদ্ধান্তের প্রতি শিশুদের মনোভাব গড়ে উঠবে এখানে। নতুন উচ্চফলনশীল ফসল ও মাছের চাষ শারীরিক মঙ্গলে কতটা কাজে লাগে তা নিয়েও বিচারের সুযোগ আছে। মূলত বহুদেশীয় ফসল এবং ছোট দেশি মাছ লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে, তার প্রতিও শিশুর মমত্ববোধ গড়ে তোলা এই অধ্যায়ের উদ্দেশ্য। এসব কিছু নিয়ে তিনটি উপভাবমূল ভাবা হয়েছে।

উপভাবমূলঃ

(ক) অদূর অতীত থেকে বর্তমান পর্যন্ত কৃষিক্ষেত্রে বিভিন্ন পরিবর্তন – যন্ত্রপাতি, চাষের কৌশল, সার প্রয়োগ ও কীটনাশকের ব্যবহার, ফলনের পরিমাণ, সবুজ বিপ্লবের প্রভাব – বর্তমান পরিস্থিতির ভাল-মন্দ দিক।

(খ) এলাকাভিত্তিক চাষের রকমফের - জলের প্রাচুর্য ও মাটির গুণের তারতম্যের ভিত্তিতে ফসল উৎপাদন এবং এলাকাভিত্তিক পার্থক্য – ফসল মানচিত্র নির্মাণ।

(গ) বাংলায় মৎসচাষের নানান বৈচিত্র্য - মাছ ধরার কৌশলের বিভিন্নতা ও তার কারণ – লুপ্তপ্রায় দেশি মাছের খবর ও তার প্রতিকারের সম্ভাব্য পথ।

উপভাবমূলঃ অদূর অতীত থেকে বর্তমান পর্যন্ত কৃষিক্ষেত্রে বিভিন্ন পরিবর্তন – যন্ত্রপাতি, চাষের কৌশল, সার প্রয়োগ ও কীটনাশকের ব্যবহার, ফলনের পরিমাণ, সবুজ বিপ্লবের প্রভাব – বর্তমান পরিস্থিতির ভাল-মন্দ দিক।

কৃত্যালি- ১

শিক্ষক-শিক্ষিকারা এই উপভাবমূলটিকে কেন্দ্র করে ছোট ছোট ধারণাকে (concept items) ভেঙে নেবেন এবং প্রতিটি ধারণার সঙ্গে যুক্ত এলাকার নানান প্রচলিত শব্দ মানস মানচিত্রের মাধ্যমে তুলে আনবেন। আর তা করতে

হবে শিশুদের সঙ্গে আলোচনার ভিত্তিতে। এরপর মান্য ভাষায় সংশ্লিষ্ট শব্দগুচ্ছকে ওই তালিকার মধ্যে যুক্ত করবেন। নতুন ও দুরূহ শব্দ হলে প্রতিক্ষেত্রেই সরাসরি মানে না বলে দিয়ে বিভিন্ন পরিস্থিতির উদাহরণ দিয়ে শব্দের ব্যবহার আবিষ্কার করানোর চেষ্টা করবেন। শব্দ তালিকার উদাহরণ দেওয়া হল;

শব্দজালঃ

মাটির নীচের জল, টিউবয়েলের জল, দূষণ মুক্ত জল, শুদ্ধ জল - গোরু, মোষ, স্নান, জলাশয়ে মলমূত্রত্যাগ, মলমূত্রের কাপড় কাচা এবং বাড়ির আবর্জনা ফেলা, পলিথিন ফেলা, শোধনের উপায় - জল দূষণ, পটাসিয়াম পারম্যাঙ্গানেট ব্যবহার, লাঙ্গন, ট্রাক্টর, কৃষিকাজ, যন্তপাতি, কীটনাশক, জৈব ও রাসায়নিক সার, জমি প্রস্তুত, উচ্চফলনশীল ফসল, চাষের পদ্ধতি, চাষের কাজে বিবর্তন, পাওয়ার টিলার

কৃত্যালি- ২

বহির্বিদ্যালয় কৃত্যালিঃ

পাঠ্যাংশটিতে ছাত্রছাত্রীদের অতীত থেকে বর্তমান পর্যন্ত চাষের নানা কাজে যন্ত্রপাতির ব্যবহার সার ও কীটনাশকের ব্যবহার, চাষে জলের ব্যবহার, এলাকায় ফসলের উৎপাদন ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করে ছক পূরণ করতে বলা হয়েছে। ছাত্রছাত্রীরা উল্লিখিত কৃত্যালিগুলি করার পর কৃষিকাজে পরিবেশের ভূমিকা ও গুরুত্ব বুঝতে পারবে এবং নিজেরা এবিষয়ে সচেতন হয়ে অপরকে সচেতন করবে এবং পরবর্তীতে নিজেদের জীবনে তার প্রতিফলন ঘটনোর চেষ্টা করবে। এই বিষয়গুলিকে মাথায় রেখে অতীত ও বর্তমান কৃষিব্যবস্থার ভাল-মন্দ, সুবিধা-অসুবিধা জানার জন্য দু-তিনজন বয়স্ক কৃষকের সাক্ষাৎকার নেবে। শিক্ষক-শিক্ষিকারা সমীক্ষাটি করার জন্য ছাত্রছাত্রীদের কিছু নমুনা প্রশ্ন দিয়ে দেবেন।

সমীক্ষার জন্য নমুনা প্রশ্নাবলীঃ

(১) ব্যক্তির নাম ----------?

(২) বয়স ----------?

(৩) কতদিন ধর কৃষিকাজের সঙ্গে যুক্ত ----------?

(৪) বর্তমানে কৃষির জন্য কীভাবে জমি প্রস্তুত করেন ----------?

(ক) লাঙলের সাহায্যে

(খ) যন্ত্রের (ট্রযাক্টর) সাহায্যে

(৫) আপনার দাদু ও বাবা কীভাবে চাষের জমি প্রস্তুত করতেন----------?

(৬) দুই পদ্ধতির সুবিধা ও অসুবিধা কী----------?

(৭) বর্তমানে চাষের কাজে কী ধরনের সার ও কীটনাশক ব্যবহার করেন?

(ক) জৈব

(খ) রাসায়নিক

(৮) আপনার দাদু-বাবা কী ধরণের সার ও কীটনাশক ব্যবহার করতেন----------?

(৯) রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ব্যবহারে চাষের জমিতে বা জমির আশেপাশে কি কোনও পরিবর্তন লক্ষ্য করেছেন? যা আপনার দাদু বাবাদের সময়ের চেয়ে আলাদা----------?

(১০) চাষের জমির আশেপাশে কি জলাশয়/খাল/বিল আছে? জলজ প্রাণী, কীটপতঙ্গ সব কি আগের মতই আছে? নাকি অন্য কোনও পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে? এই পরিবর্তনের ফলে কি কোনও ক্ষতি হচ্ছে? আগের

প্রাকৃতিক পরিবেশ কি ফিরিয়ে আনা যাবে? এরজন্য আমাদের কী করতে হবে? আপনার কী মনে হয়----?

(১১) চাষের কাজে বিপুল পরিমাণ জলের প্রয়োজন। সেই জল কোথায় পান? আপনার দাদু বাবারা চাষের কাজে কোথাকার জল ব্যবহার করতেন? মাটির তলার না উপরের? বর্তমানে মাটির তলার মিষ্টি (পানীয়) জল 'পাওয়ার টিলারের' সাহায্যে চাষের কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে। এব্যপারে আপনার মত কী? এতে কি ভবিষ্যতে আমাদের পানীয় জলের অভাব দেখা দিতে পারে----------? ইত্যাদি।

কৃত্যালি- ৩

সৃজনমূলক কৃত্যালিঃ

উপভাবমূলটির বিষয়বস্তু ও মূল বার্তাটিকে আরও স্পষ্ট করে তুলতে শিক্ষক শিক্ষিকা নানান সৃজনমূলক ও বিদ্যালয় ভিত্তিক কর্মসূচি গ্রহণ করতে পারেন।

দলে ভাগ হয়ে ছবি আঁক

১ম দলের ছবি- আদিম মানুষ পশুদের মতো জলে মুখ লাগিয়ে খাচ্ছে।

২য় দলের ছবি- আদিম মানুষ পাত্রে করে জল নিয়ে নিজেরা খাচ্ছে, পশুদের খাওয়াচ্ছে এবং গাছের গোড়ায় জল ঢালছে।

৩য় দলের ছবি- পুকুর, খাল সংস্কার হচ্ছে। বৃষ্টির জল ধরে রাখার ব্যবস্থা হচ্ছে।

৪র্থ দলের ছবি- ধরে রাখা জল ফিটকিরি দিয়ে পরিশোধনের জন্য রাখা হচ্ছে।

৫ম দলের ছবি- রাস্তার ট্যাপকলে লোক নেই। কল বন্ধ। অন্যটিতে কয়েকজন বালতি করে জল নিচ্ছে।

৬ষ্ঠ দলের ছবি- (জলবিদ্যুৎ) একটা নদীর স্রোতের বিপরীতে বিশাল বিশাল পাখা মেশিনের সাহায্যে ঘুরছে। নদীর পাড়ে আরও কয়েকটি মেশিন। সেখানে বিদ্যুৎ মজুত হচ্ছে। একটা মেশিন থেকে তার চারিদিকে গেছে।

৭ম দলের ছবি- একটি বাড়িতে বৈদ্যুতিক আলো, পাখা চলছে। টিভি চলছে।

কৃত্যালি- ৪

দৃশ্য-শ্রাব্য কৃত্যালিঃ

সুদূর অতীতে মানুষ কীভাবে চাষবাস করত তার ছবি দেখাতে হবে। তারপর চাষবাসের নানা কৌশলের পরিবর্তন এবং কম সময়ে অধিক শস্য উৎপাদনের জন্য নানান আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতির আবিষ্কার ও তার ব্যবহারের ছবি ইউটউব থেকে ডাউনলোড করে তা নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে।

উপভাবমূলঃ এলাকাভিত্তিক চাষের রকমফের - জলের প্রাচুর্য ও মাটির গুণের তারতম্যের ভিত্তিতে ফসল উৎপাদন এবং এলাকাভিত্তিক পার্থক্য – ফসল মানচিত্র নির্মাণ।

কৃত্যালি- ৫

শিক্ষক-শিক্ষিকারা এই উপভাবমূলটিকে কেন্দ্র করে ছোট ছোট ধারণাকে (concept items) ভেঙে নেবেন এবং প্রতিটি ধারণার সঙ্গে যুক্ত এলাকার নানান প্রচলিত শব্দ মানসমানচিত্রের মাধ্যমে তুলে আনবেন। আর তা করতে হবে শিশুদের সঙ্গে আলোচনার ভিত্তিতে। এরপর মান্য ভাষায় সংশ্লিষ্ট শব্দগুচ্ছকে ওই তালিকার মধ্যে যুক্ত করবেন। নতুন ও দুরূহ শব্দ হলে প্রতিক্ষেত্রেই সরাসরি মানে না বলে দিয়ে বিভিন্ন পরিস্থিতির উদাহরণ দিয়ে শব্দের ব্যবহার আবিষ্কার করানোর চেষ্টা করবেন। শব্দ তালিকার উদাহরণ দেওয়া হল;

শব্দজালঃ

উত্তর অঞ্চল – চা, কমলালেবু, ফুলকপি, বাঁধা কপি, স্কোয়াশ ইত্যাদি।

তরাই অঞ্চল - পাট, গম, বাদাম।

তরাইয়ের ঢালে - চা, চায়ের স্বাদ, চায়ের গন্ধ, আনারস, কলা, রেশমকীট, তুঁত চাষ।

গাঙ্গেয় ব-দ্বীপ – আলু, সরষে ফুল, আমন ধান।

বর্ধমান – রাঢ় অঞ্চল - ধান, পোস্ত।

শিক্ষক-শিক্ষিকারা সুন্দর করে ফসল মানচিত্রটি করে ক্লাসে টাঙিয়ে দিলে ভাল হবে। সমস্ত এলাকার নামের পাশে সেখানকার মাটির গুণ, জলের প্রাচুর্য ও ফসলের বৈচিত্র্যকে উল্লেখ করতে হবে। নিজেদের এলাকার পরিস্থিতি নিয়েও আলাদা করে একটি মানস মানচিত্র তৈরি করে তালিকাভুক্ত করা যায়।

কৃত্যালি- ৬

বহির্বিদ্যালয় কৃত্যালিঃ

শিক্ষক-শিক্ষিকারা শিক্ষার্থীদের নিয়ে এমন একটি সবজি বাগানে যাবেন, যেখানে বিভিন্ন রকমের সবজি রয়েছে। এই অধ্যায়টি যখন শ্রেণিকক্ষে চলবে তখন গ্রীষ্মের শেষ বা বর্ষার শুরু। ফলে সে সময় বিভিন্ন সবজি যেমন লাউ, করলা, ঝিঙ্গা, চিচিঙ্গা, লাল শাক, পুঁই, বরবটি, কলমি লতা এবং বেগুনের সময়। শিক্ষক-শিক্ষিকারা ছাত্রছাত্রীদের এলাকার কোনও এক চাষি ভাইয়ের জমি পরিদর্শনে নিয়ে যেতে পারেন। চাষিরা সাধারণত তার জমিকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করে নিয়ে বিভিন্ন ধরনের ফসল ফলান। পূর্ব-পশ্চিম-উত্তর- দক্ষিণ ভেবে একটা পরিকল্পনা বুঝলে দেখা যাবে এটি একটি ফসল মানচিত্র। তাকে এই মানচিত্রটি এঁকে দেখাতে বলা হবে। চাষি ভাইয়ের সাথে কথা বলে তার পরিকল্পনা ও যুক্তি বুঝে নিতে হবে। শিক্ষক-শিক্ষিকারা পরে শ্রেণিকক্ষে ফিরে এসে এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করবেন।

কৃত্যালি- ৭

বর্তমানে চাষের কাজে কী ধরনের সার ও কীটনাশক ব্যবহার হয় তা নিয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গনে জৈব ও রাসায়নিক সার প্রয়োগের একটি প্রকল্প নেওয়া যেতে পারে। প্রয়োগ ও ফলাফলে যে পার্থক্য এবং তার ভাল মন্দের যে দিকগুলি তা বুঝিয়ে বলতে হবে।

- কৃত্যালি- ৭/১

মূকাভিনয়ঃ

চরিত্রঃ-	চাষি ও চাষি বউ
১ম দৃশ্যঃ-	একজন চাষি কোদাল দিয়ে গোল করে গর্ত খুঁড়ল। চাষি বউ তখন রান্না করছে। সে তরকারির খোসা ওই গর্তে ফেলে দিল। ভাতের ফ্যানও ফেলে দিল। চাষি সেখানে জল দিল।
২য় দৃশ্যঃ-	চাষি আর চাষি বউ তাদের জমিতে জৈবসার ছড়িয়ে দিল।
৩য় দৃশ্যঃ-	চাষি জমিতে বীজ ছড়িয়ে চলে গেল।
৪র্থ দৃশ্যঃ-	কিছুদিন পর ছোট ছোট চারা গজিয়েছে দেখে তারা খুব খুশি হল। কিন্তু কিছু চারায় দেখা গেল পোকা। বউয়ের মন খারাপ হল।
৫ম দৃশ্যঃ-	চাষি কিছু নিম পাতা বউকে দিয়ে বলল, থেঁত করে জলে ফুটিয়ে সেটা ঠাণ্ডা করে চারা গাছে দাও। বউ দিল।

৬ষ্ঠ দৃশ্যঃ- তারপর ওরা দুজনে নিজেদের জমি থেকে ফসল তুলে ঝুড়িতে ভরে কিছু বাড়িতে এবং কিছু হাটে নিয়ে গেল। দুজনেই খুব খুশি।

- কৃত্যালি- ৭/২

মূকাভিনয়ঃ

চরিত্রঃ- চাষি ও চাষি বউ

১ম দৃশ্যঃ- চাষি বউ তাদের জমিতে ঘাস বাছছে। এমন সময় চাষি এসে ঘাস মারা বীজ দিল। ঘাস বাছা বন্ধ করে ওরা চলে গেল।

২য় দৃশ্যঃ- চাষি প্যাকেট কেটে বীজ ছড়াল। বউ জল দিল।

৩য় দৃশ্যঃ- চাষি আর বউ নতুন চারা দেখে খুব খুশি হল। এবার চাষি বস্তাবন্দি কিছু নিয়ে সেই চারা গাছে দিল।

৪র্থ দৃশ্যঃ- চাষি বউ কিছুদিন পর এসে দেখল চারা গাছ বড় বড় হয়েছে। কিন্তু বউ দেখল কিছু গাছে পোকা লেগেছে।

এবার চাষি সেই গাছগুলিতে কিছু স্প্রে করল।

৫ম দৃশ্যঃ- ফসলে গাছে ফুল ফুটেছে। প্রজাপতি, মৌমাছি ঘুরে বেরাচ্ছে। সাথে কিছু পোকাও আছে। চাষি আর তার বউ আরও কিছু জলে মিশিয়ে গাছে স্প্রে করল। তাতে পোকা মরে গেল এবং মৌমাছি প্রজাপতি আর গাছে এসে বসল না।

কৃত্যালি- ৮

দৃশ্য-শ্রাব্য কৃত্যালিঃ

পাহাড়, মরুভুমি, নদীর পাশে, রুক্ষ্ম মাটিতে অর্থাৎ আমাদের এই প্রকৃতির মাঝে মানুষ বেঁচে থাকার জন্য নানা ধরনের ফসল ফলায়। তার একটি কোলাজ ইউটিউব থেকে ডাউনলোড করে শিশুদের সঙ্গে আলোচনা করে তাদের এলাকার একটি ফসল মানচিত্র তৈরি করার উদ্যোগ নেওয়া যেতে পারে।

উপভাবমূলঃ বাংলায় মৎসচাষের নানান বৈচিত্র্য - মাছ ধরার কৌশলের বিভিন্নতা ও তার কারণ – লুপ্তপ্রায় দেশি মাছের খবর ও তার প্রতিকারের সম্ভাব্য পথ।

কৃত্যালি- ৯

শিক্ষক-শিক্ষিকারা এই উপভাবমূলটিকে কেন্দ্র করে ছোট ছোট ধারণাকে (concept items) ভেঙে নেবেন এবং প্রতিটি ধারণার সঙ্গে যুক্ত এলাকার নানান প্রচলিত শব্দ মানস মানচিত্রের মাধ্যমে তুলে আনবেন। আর তা করতে হবে শিশুদের সঙ্গে আলোচনার ভিত্তিতে। এরপর মান্য ভাষায় সংশ্লিষ্ট শব্দগুচ্ছকে ওই তালিকার মধ্যে যুক্ত করবেন। নতুন ও দুরূহ শব্দ হলে প্রতিক্ষেত্রেই সরাসরি মানে না বলে দিয়ে বিভিন্ন পরিস্থিতির উদাহরণ দিয়ে শব্দের ব্যবহার আবিষ্কার করানোর চেষ্টা করবেন। শব্দ তালিকার উদাহরণ দেওয়া হল;

শব্দজালঃ

নালা, নর্দমা, পুকুর, খাল, বিল, নানান দেশি মাছ, কালবোশ, মৌরলা, মাগুর, খলসে, ফলুই, কই, পুঁটি, চ্যাং, জিওল, কাঁটা বেশি, কীটনাশক, রাসায়নিক সার প্রয়োগ, ধানক্ষেত, মাছ ধরা নিষেধ, মাছ ধরার প্রক্রিয়া, বড় ফাদির জাল, জালের সুতো, বাঁশের শলা দিয়ে, মাছ ঘেরা, বাক্সের মতো ঘুনি, ছিপ দিয়ে মাছ ধরা, কায়দা-কৌশল।

কৃত্যালি- ১০

বহির্বিদ্যালয় কৃত্যালিঃ

পাঠ্যাংশটিতে বিভিন্ন প্রজাতির মাছ, মাছ ধরার কৌশল, লুপ্তপ্রায় মাছ ইত্যাদি বিষয়ে বেশ কয়েকটি সমীক্ষা করে ছক পূরণের কথা বলা হয়েছে। এই সমস্ত সমীক্ষা করতে ছাত্রছাত্রীরা বিভিন্ন ব্যক্তির সাথে সাক্ষাৎ করবে ও তথ্য সংগ্রহ করবে। ছাত্রছাত্রীরা এরজন্য পঞ্চায়েত ও পৌরসভা, যারা মাছ চাষ করেন, যারা মাছ কেনেন ও অন্যান্য বিভিন্ন ব্যক্তির কাছে যাবে।

পাঠ্যাংশটিকে মোট ছয়টি ভাগে ভাগ করো হয়েছে। প্রত্যেকটি অংশের জন্য একটি করে কৃত্যালি দেওয়া হয়েছে। এক একটি ভাগের অন্তর্গত একটি করে সমীক্ষা ও ছক পূরণ করতে বলা হয়েছে। ছাত্রছাত্রীরা পাঠ্যাংশটি পড়ার আগে সমীক্ষা ও তথ্য সংগ্রহ করবে। পরে শ্রেণিকক্ষে ফিরে পাঠ্যাংশটি পড়বে। ছকের প্রশ্নগুলিকে মাথায় রেখে ছাত্রছাত্রীরা বিভিন্ন ব্যক্তির কাছ থেকে বিষয়গুলি জেনে নেবে। পরে শ্রেণিকক্ষে ফিরে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের তত্ত্বাবধানে তথ্যের আদানপ্রদান করবে এবং আলোচনা করে ছকগুলি পূরণ করবে। তবে ছাত্রছাত্রীরা যাতে সমস্ত সমীক্ষাগুলি একসাথে না করে ফেলে এবিষয়ে শিক্ষক-শিক্ষিকাকে বিশেষভাবে নজর রাখতে হবে। একটি অংশের সমীক্ষা করার পর উক্ত অংশটি পড়বে।

যেমন "আরও অনেক রকম মাছ" – এই অংশটি পড়ার আগেই ছাত্রছাত্রীরা এই অংশের ছক অনুযায়ী তথ্য সংগ্রহ করবে তারপর পাঠ্যাংশটি পড়বে।

কৃত্যালি- ১১

শিশুরা একটি নাটিকা উপস্থাপন করে দেশি চুনো মাছের সমস্যাটিকে ভালভাবে বোঝাতে পারে। উদাহরণ দেওয়া হল;

নাটকঃ ঊন হল চুনো মাছ

চরিত্রঃ- পুঁটি, কই, প্রত্যেক মানুষ খোলসে, ন্যাদোস, শোল, বেলে, ভোলা, কুঁচো চিংড়ি, চ্যাং, বোয়াল।

১ম দৃশ্য

ন্যাদোস (প্রবেশ)ঃ- আর পারিনা, দম বন্ধ হয়ে আসছে।

বেলে (প্রবেশ)ঃ- কী হল রে ন্যাদোস? তুই তো এমনিতেই থ্যাপ থ্যাপ করিস। এখন আবার কী হল?

ন্যাদোসঃ- আরে দড়িপার খাল থেকে মিষ্টি জল খেতে একটু মাঠে ঢুকেছিলুম। ভরা বর্ষা, ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি হচ্ছে। ভাবলুম, যাই একটু ঘুরে আসি।

বেলেঃ- আর বলিস না, আমিও তো হোগলার মাঠ থেকে প্রাণ নিয়ে ফিরে এলাম।

ন্যাদোসঃ- কী ভয়ঙ্কর অবস্থা। গন্ধে নাক বুজে যাচ্ছে। গায়ে জ্বালা। মানুষরা কী ওইসব বিষ খায় নাকি রে?

বেলেঃ- তুই তো দেখিসনি, ওখানে বাকিদের কী অবস্থা? শোল, বেলে ভোলা, চ্যাং আর পুটিরা মরে মরে ভেসে যাচ্ছে। ওই ওরা আসছে এদিকে।

(শোল, খলসে, ভোলা, চ্যাং, পুঁটি, কই-এর প্রবেশ)

সবাইঃ- হায়, হায় সর্বনাশ হল। ওখানে সব্বাই মরে গেল।

বেলেঃ-	কী হয়েছে, কী হয়েছে?
চ্যাঃ-	আমার জান কড়া তাই বেঁচে এলাম। ওই মানুষ জাতটা সব শেষ করে দিল। এবছর কোথা থেকে রাসায়নিক সার আর বিষাক্ত কীটনাশক জমিতে দিচ্ছে।
কইঃ-	দম বন্ধ হয়ে সব মরে যাচ্ছে। আমি জলের স্রোত বেয়ে হেঁটে হেঁটে কেমন গেলাম। গিয়ে দেখি সবাই অক্কা।
	(খক খক করে কাশতে লাগল)
শোলঃ-	শোন ভায়া, সময় খুব খারাপ। আমদের আর ওরা বেঁচে থাকতে দেবে না। দেখছো না আমার গায়ে লাল লাল দাগ।
খলসেঃ-	আমি হাঁপি খাচ্ছি গো, আর যেন পারছি না।
পুঁটিঃ-	আমিও বন্ধু। ট্যাংরাও তো আসছিল। রাস্তাতেই গেল মরে।
ভোলাঃ-	আমাদের কত বড় বংশ। নড়ে ভোলা, মধু ভোলা, তুল ভোলা আরও কত কই। সব শেষ হয়ে গেল গো।
	(কাঁদতে বসল)
	(ছুটে হাঁপাতে হাঁপাতে বোয়ালের প্রবেশ)
সবাইঃ-	কী হল বোয়াল? কী হল?
বোয়ালঃ-	আমাদের ধরবে বলে বাঁশের ঘুনি নিয়ে চাপাছে আমাদের উপর। ওই আসছে দেখ মানুষটা।
সবাইঃ-	চল সবাই ওর পায়ে জোরসে কামড়ে পালাই।
মানুষ (প্রবেশ)ঃ-	হু, বাছাধন এবার যাবে কোথায়, এখানেই কোথাও একটা আছো। (একটা ঘুনি দু'হাতে তুলে তাক করে দাঁড়ায়)
সবাইঃ-	সবাই মিলে দাও কামড়, তুলে নাও ওর চামড়, চামড়, চামড়, চামড়।
	(সবাই মানুষের পায়ে কামড় দিল)
মানুষঃ-	আঃ আঃ (এই বল ঘুনি ফেলে বসে পড়ল)
সব্বাইঃ-	হো হো হো হো
	ওরে ও মানুষের পো
	আগে তো বাঁচা আমাদের
	তারপরে খাবি না হয় ঢের
	আমাদের আমাদের।
	(সব্বাই স্ট্যাচু হয়ে মানুষের চারপাশে দাঁড়াবে)

নাটকটি হয়ে গেলে শিশুরা সব্বাই মিলে নাটকের বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা করবে এবং নাটকটির মধ্যে যে বার্তা দেওয়া আছে তা বুঝে নেবে।

- কৃত্যালি- ১১/১

লুপ্তপ্রায় দেশি মাছ ও মাছ ধরার পদ্ধতি নিয়ে কোনও শিশুপাঠ্য বই থাকলে তা সংগ্রহ করতে হবে এবং শিক্ষক-শিক্ষিকারা তা একদিন সবাইকে পড়তে দেবেন।

কৃত্যালি- ১২

দৃশ্য-শ্রাব্য কৃত্যালিঃ

আমাদের বাংলার মাছ চাষিদের মাছ চাষের নানান দৃশ্য ডাউনলোড করে দেখানো যেতে পারে। সেখানে মাছের জাল সহ অন্যান্য হাতিয়ারগুলি আলাদা করে বলতে হবে। অতীত থেকে কীভাবে ওই মাছ চাষের পদ্ধতি বদলেছে তা বলতে হবে। লুপ্তপ্রায় দেশি মাছের খবরাখবর দিতে হবে।

কৃত্যালি- ১৩

পাঠ্যাংশের কাজঃ

শিশুদের কাছে পাঠ্যাংশে ব্যবহৃত সংশ্লিষ্ট শব্দগুলি পাঠের উপযোগী হয়ে গেলে এবিষয়ের পাঠটি স্ব-পঠনের জন্যে শিশুদের দিতে হবে। যে শিশুরা একেবারেই অক্ষম হচ্ছে তাদের জন্য শিক্ষক-শিক্ষিকারা পাঠটিকে আরও সহজ করে লিখে একটি পঠন সামগ্রী তৈরি করে দেবেন। যাতে তারা সহজে তা পাঠ করতে পারে। এক্ষেত্রে একটি বাক্যে দুটি-তিনটির বেশি শব্দ থাকবে না।

(৪)

পরিবেশ ও বনভূমি

বনজঙ্গল নিয়ে শিক্ষার্থীদের ধারণা স্বচ্ছ করতেই এই অধ্যায়। শহর যে জীববৈচিত্র্য রক্ষা করতে পারে না। সেটা বোঝাতে গেলে জীববৈচিত্র্যের ধারণা এবং তার সাথে বন ও অরণ্যের সম্পর্ক স্পষ্ট করতে হবে। এই অধ্যায়ে তা করা হয়েছে। অতীত থেকে মানুষ চাষের কাজের জন্য এবং শহর বানাতে গিয়ে কীভাবে অরণ্য ধ্বংস করেছে তার বোধও এই অধ্যায়ে আছে। মানুষের চেতনা যে ফিরছে এবং বৃক্ষরোপণ ও সামাজিক বনসৃজন প্রকল্প যে গড়ে উঠেছে তাও এই অধ্যায় রয়েছে। সর্বোপরি হারিয়ে যাওয়া গাছের সাথে হারিয়ে যাওয়া বন্যপ্রাণীর সম্পর্ক যে নিবিড় তা এখানে বোঝা যায়। তাই বন, বন্যপ্রাণী ও জীববৈচিত্র্যকে রক্ষা করতে শিশুদের যুক্তি, বিচারবোধ গড়ে তোলা এবং তাদের সহমর্মিতা ও সহযোগিতার ভাব গড়ে তোলার উদ্দেশ্যেই এই অধ্যায়। এই অধ্যায়ে দুটি উপভাবমূলকে চিহ্নিত করা হয়েছে;

উপভাবমূলঃ

(ক) জীববৈচিত্র্য রক্ষা এবং বনের ভূমিকা, একটা বনে কী কী আছে, তার থেকে কী কী পাই, কে কার উপর কতটা নির্ভরশীল, বনের উপর মানুষ কতটা নির্ভরশীল, এমনকি একজন শহুরে মানুষও কতটা নির্ভরশীল এইসব বিষয়ে ধারণা স্পষ্ট হবে।

(খ) বনভূমি ধ্বংস হচ্ছে, বন্যপ্রানী সরে যাচ্ছে অথবা হারিয়ে যাচ্ছে। এটা পরিবেশের উপর ব্যাপক ক্ষতিকর প্রভাব ফেলছে। চাই সামাজিক বনসৃজন ও বন্ধ করা দরকার বন্যপ্রাণীর হত্যাও।

উপভাবমূলঃ জীববৈচিত্র্য রক্ষা এবং বনের ভূমিকা, একটা বনে কী কী আছে, তার থেকে কী কী পাই, কে কার উপর কতটা নির্ভরশীল, বনের উপর মানুষ কতটা নির্ভরশীল, এমনকি একজন শহুরে মানুষও কতটা নির্ভরশীল এইসব বিষয়ে ধারণা স্পষ্ট হবে।

কৃত্যালি- ১

শিক্ষক-শিক্ষিকারা এই উপভাবমূলটিকে কেন্দ্র করে ছোট ছোট ধারণাকে (concept items) ভেঙে নেবেন এবং প্রতিটি ধারণার সঙ্গে যুক্ত এলাকার নানান প্রচলিত শব্দ মানস মানচিত্রের মাধ্যমে তুলে আনবেন। আর তা করতে হবে শিশুদের সঙ্গে আলোচনার ভিত্তিতে। এরপর মান্য ভাষায় সংশ্লিষ্ট শব্দগুচ্ছকে ওই তালিকার মধ্যে যুক্ত করবেন। নতুন ও দুরূহ শব্দ হলে প্রতিক্ষেত্রেই সরাসরি মানে না বলে দিয়ে বিভিন্ন পরিস্থিতির উদাহরণ দিয়ে শব্দের ব্যবহার আবিষ্কার করানোর চেষ্টা করবেন। শব্দ তালিকার উদাহরণ দেওয়া হল;

শব্দজালঃ

কাঁকর মাটি, বালি মাটি, মিহি মাটি, নুড়ি, শুকনো মাটি, এঁটেল মাটি, কাদা, বেলে মাটি দোয়াঁশ মাটি, দুটি পাতা একটি কুড়ি, সূর্যের তাপ, বাঁওড়, চাপাতা, ঢালু জমি, স্রোতের জল, নোংরা জল, ঝরনার জল, টিউবলের জল, বৃষ্টির জল জমিয়ে রাখা, বড় জলা, ভূমিরক্ষা, পলিথিনের কুচি, অ্যালুমিনিয়ামের কুচি, পেনের রিফিল, ফিল্টার পেপার, চুঁইয়ে পড়া, ভূমিক্ষয়, ভূমিকম্প, রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় উৎপাদন, শোধন, দূষণ মুক্ত জল, কেঁচো, সাপ, ব্যাঙ, ইঁদুর স্প্রিংটেল, শামুক, মৌমাছি, মধু, মৌচাক, টিকটিকি, গিরগিটি, গন্ধগোকুল, শোল মাছ, ল্যাটা মাছ, চ্যাং মাছ, মেরুদণ্ডহীন প্রাণী, বাঘ, হাতি ব্রাহ্মী শাক, কুলেখাঁড়া, হেলেঞ্চা, ঢেঁকিশাক, মোচা, কলা।

কৃত্যালি- ২

বহির্বিদ্যালয় কৃত্যালিঃ

পাঠ্যাংশটিতে বনের ভূমিকা, বনের উপর নির্ভরশীলতা ইত্যাদি বিষয় নিয়ে কয়েকটি ছক পূরণের কাজ দেওয়া আছে। ছাত্রছাত্রীরা পূর্বপাঠ অর্থাৎ 'মাছ চাষ' পাঠ্যাংশটির কাজ যেভাবে শুরু করেছিল এই পাঠটির ক্ষেত্রেও অনুরূপ পদ্ধতি অবলম্বন করবে।

- প্রথমে বন ও এলাকার বিভিন্ন গাছ পরিদর্শন (শিক্ষিকা-শিক্ষিকাদের সঙ্গে) তারপর ছকের কথা মাথায় রেখে ভালভাবে নজর করা এবং বড়দের ও শিক্ষক-শিক্ষিকাদের কাছ থেকে জেনে নেওয়া।
- তারপর শ্রেণিকক্ষে ফিরে শিক্ষক-শিক্ষিকার তত্ত্বাবধানে তথ্যের আদানপ্রদান ও আলোচনা করা।
- ছক পূরণ করা।
- সবশেষে পাঠ্যাংশটি পড়া।

কৃত্যালি- ৩

সৃজনমূলক কৃত্যালিঃ

নীচের ছড়াটির মতন শিশুদের নানান ছড়া বানাতে বলা যেতে পারে;

বৃক্ষলতাদের ছড়া

আমরা বৃক্ষ লতা ও ঝোপ, জানি না রাগ হিংসা আর লোভ।
থাকি মাটির সাথে, সবাই আসে কাছে।
যে যার মতো নেয় সুযোগ, তাতেও করিনা ক্ষোভ।
অক্সিজেন দিই বাতাসেতে, প্রাণীজগৎ বাঁচে তাতে।
মানুষ জাতির ভীষণ লোভ, নির্বিচারে দেয় কোপ।
করছে ধ্বংস ঘাস ও বন, সব প্রাণীরই প্রাণের ধন,
অতি লোভে প্রকৃতি নষ্ট, এটাই মোদের বড় কষ্ট।

- কৃত্যালি- ৩/১

জীববৈচিত্র্য নিয়ে নাটক তৈরি করা যেতে পারে।

নাটকঃ সবার জন্য সবাই করি বাস

চরিত্র- গাছ ও গাছের পোকা, মৌমাছি আর মউলি, মৌমাছি ও ফুল, হরিণ ও বাঘ, ব্যাঙ ও সাপ আর ময়ূর, প্রত্যেকের সাথে প্রত্যেকের সম্পর্ক নিয়ে ছোট ছোট সংলাপ বলানো যেতে পারে এবং একটি নাটক অভিনয় করানো যেতে পারে। শিক্ষক-শিক্ষিকারা বিষয়গুলি বুঝিয়ে দেবেন। শিশুরা নিজেদের মতন করে সংলাপ তৈরি করবে।

- কৃত্যালি- ৩/২

জঙ্গল থেকে কী পাওয়া যায় তা নিয়ে এই নাটকটি অভিনয় করা যেতে পারে।

নাটকঃ জঙ্গলই সম্পদ

(৫ জন সূত্রধর একে একে প্রবেশ করে চার কোণায় ৪ জন দাঁড়াবে। একজন মাঝখানে দাঁড়িয়ে সংলাপ বলবে)

তার আগে প্রত্যেকে তার সংলাপগুলি পড়বে এবং মুখস্ত করে তারপর বলবে।

- ✓ ১ম সূত্রধরঃ- আমরা বনে যাই। মৌচাক খুঁজে খুঁজে ভেঙে আনি মধু আর মোম। বিক্রি করি কাছেই একটা সংস্থার কাছে। তাদের থেকেই কেনে ছোট ছোট ব্যবসায়ীরা। বিক্রি করে শহরের নাম করা কোম্পানিতে। সেখানে শোধন হয়ে শিশিতে ভরা হয়, গায়ে লেবেল লাগিয়ে সেলসম্যানদের হাত ধরে পৌঁছয় দোকানে দোকানে। দোকান থেকে বাড়ি বাড়ি। বাঘ আর অন্য বন্য জন্তুদের চোখে ফাঁকি দিয়ে পেটের দায়ে প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে মধু আনি আমরা।
- ✓ ২য় সূত্রধরঃ- আমরা যারা বনবিভাগের অনুমোদিত কাঠুরে, বনে যাই কাটি গাছ ও বাঁশ। অনেকে মিলে বড় বড় গাড়িতে দিই ভরে, যায় অনেক দূরে দূরে। মেশিনে হয় টুকরো তক্তা। তৈরি হয় দরজা, জানলা, আলমারি, আলনা, ড্রেসিং টেবিল, চেয়ার, টেবিল, বেঞ্চ, টুল। বড় বড় বাড়ি তৈরি করতে লাগে লম্বা লম্বা বাঁশ। অনেক মানুষের রোজগার করে দেয় আমাদের বনের এই বাঁশগাছ।
- ✓ ৩য় সূত্রধরঃ- জানো, আমরা কেন যাই বনে? মশলা আর ধুনো আনার তরে। সবার ঠাকুরঘরে যে সুগন্ধি ধুনো জ্বলে, দশমীতে ধুনুচি নাচ, সে তো আঠা! দেয় শাল গাছ। ছোট এলাচ, লবঙ্গ, দারচিনি, তেজপাতা, কেওড়া, কাজু, গোলমরিচ, কাঠবাদাম, বনের গাছ ছাড়া এসব পাব কোথায়? অনেকের জীবিকা, রান্নায় স্বাদ আনে আমাদের বনের গাছ।

- ✓ ৪র্থ সূত্রধরঃ- রবার গাছের আঠা এনে তৈরি করি রবার, ঘরে ঘরে তা পৌঁছে যায় সবার। পাইন গাছের কাঠ দিয়ে হয় দেশলাই কাঠি, আগুন আমাদের যে দরকার, তা তো আমরা সবাই জানি।
- ✓ ৫ম সূত্রধরঃ- এসব ছাড়াও প্যাপিরাস গাছ থেকে কাগজ তৈরি হয়। সিঙ্কোনা গাছ থেকে ম্যালেরিয়ার ওষুধ কুইনাইন তৈরি হয়। আরও অনেকরকম ওষুধ তৈরির জন্য বন আমাদের দেয় লতা, পাতা, গাছ, শিকড়, ছাল। বন আমাদের কী কী ফুল দেয় বলতো? ফল ও ফুল আমাদের কত কী দেয়।
- ✓ কোরাসঃ- অশোক, কদম, কৃষ্ণচূড়া, মহুয়া, পলাশ, কেয়া, শিমূল, আরও অনেক ফুল।
- ✓ ১ম সূত্রধরঃ- শিমূল গাছের ফল পেকে বেরিয়ে আসে তুলো, তুলো থেকে সুতো, সুতো থেকে কাপড়। বালিশ, লেপ, তোষক তৈরি করি। মহুয়া ফুলের মধুর নেশায় আছে জাদু। মহুয়া ফুলের খোসা, খেতে লাগে খাসা। মহুয়া ফুলের ল্যাঠা খায় বুড়ো বাচ্চা বউ ব্যাটা। মহুয়া তেলের গুণ? ৮০ বছরেও কালো চুল। আচ্ছা! বন আমাদের কী কী ফল দেয় বলতো?
- ✓ কোরাসঃ- বেল, কদবেল, চালতা, নারকেল, সবেদা, আমড়া, আঁশ ফল, কামরাঙ্গা, গাব, নোনা, করমচা, তাল, খেজুর, ফলসা, জাম, জামরুল, গোলাপজাম, আতা, কুল, লেবু। আরও কি বলব? ফলের নাম?
- ✓ ২য় সূত্রধরঃ- এছাড়াও সামাজিক বন থেকে পাই আম, কাঁঠাল, কলা, পেঁপে, পেয়ারা, লিচু, আপেল, আঙুর, বেদানা, কমলালেবু, আনারস। এবার বলতো বন আমাদের কি কি পাতা দেয়?
- ✓ কোরাসঃ- শালপাতা, কেন্দু পাতা, খেজুর ও তালপাতা, পান পাতা, মেহেন্দি, হোগলা, গোলপাতা। কেওড়া পাতা, কারিপাতা, নারকেল ও তেজপাতা। আরও শুনবে পাতার কথা?
- ✓ ৩য় সূত্রধরঃ- আচ্ছা এবার বলতো, বন আমাদের কী কী শাক-সবজি দেয়?
- ✓ কোরাসঃ- ঢেঁকি শাক, গিমি শাক, হিঞ্চে, ব্রাহ্মী শাক। তেলাকুচা, কলমি, শুশনি শাক, কুলেখাঁড়া, আমরুল, চিকনি শাক। আর বলব?
- ✓ ৪র্থ সূত্রধরঃ- না, থাক। তবে সবজি যেন না যায় বাদ।
- ✓ কোরাসঃ- তিত কুমারী, মাখন শিম, কাঁকরোল, কলার মোচা, থোড়, ডুমুর, ধুধুল, মানকচু, শোলাকচু, ওল, মেটে আলু, শাঁখালু।
- ✓ ৫ম সূত্রধরঃ- তাহলে বন আমাদের ফল, ফুল, শাক, সবজি, কাঠ, মধু, ওষুধ, মশলা, রবার দেয় তাই তো?
- ✓ কোরাসঃ- আরও দেয় মাছ, মাংস, ডিম, দুধ বেঁচে থাকার সব রসদ।
- ✓ ১ম সূত্রধরঃ- ঠিক আছে। বনের পশুপাখি আছে তাই আমরা মাংস আর ডিম না হয় পাই বুঝলাম, কিন্তু বনে ভর্তি গাছ তবে মাছ কোথা থেকে আসে?
- ✓ ২য় সূত্রধরঃ- প্রতি বনের ভেতর বা আশেপাশে আছে খাল-বিল, নদী বা জলাশয়। তাই জল, মাছ, গেঁড়ি, গুগলি, কাঁকড়া ঝিনুক তো থাকবেই।

বনের ধারে করি বাস, এই বন থেকেই বাঁচি বারোমাস।

আর নয় বনজঙ্গল, পশুপাখির সর্বনাশ।

- ✓ সবাই কোরাসঃ- বনজঙ্গল বাঁচান, নিজেরাও বাঁচুন। গাছ লাগান, সামাজিক বনসৃজন গড়ে তুলুন।

নমস্কার। (প্রস্থান)

- কৃত্যালি- ৩/৩

এবিষয়ে বিভিন্ন শিশুপাঠ্য ও ছবি ইতিমধ্যে প্রকাশিত হয়ে থাকলে তা সংগ্রহ করে বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার গড়ে তুলতে হবে। ওই বইগুলি শিক্ষার্থীরা পড়বে এবং নিজেদের মধ্যে আলোচনা করবে।

কৃত্যালি- ৪

দৃশ্য-শ্রাব্য কৃত্যালিঃ

বনের নানা গাছগাছালি থেকে মানুষ কী কী পায় তা দেখাতে হবে। জঙ্গলের ছোটবড় প্রতিটি গাছ যে মানুষের বেঁচে থাকার জীয়নকাঠি তা ছবির মধ্য দিয়ে বোঝাতে হবে। শহুরে মানুষও তাদের বেঁচে থাকার জন্য কীভাবে গাছেদের ওপর নির্ভরশীল তাও ছবির মাধ্যমে দেখানো যেতে পারে।

উপভাবমূলঃ বনভূমি ধ্বংস হচ্ছে, বন্যপ্রানী সরে যাচ্ছে অথবা হারিয়ে যাচ্ছে। এটা পরিবেশের উপর ব্যাপক ক্ষতিকর প্রভাব ফেলছে। চাই সামাজিক বনসৃজন ও বন্ধ করা দরকার বন্যপ্রাণীর হত্যাও।

কৃত্যালি- ৫

শিক্ষক-শিক্ষিকারা এই উপভাবমূলটিকে কেন্দ্র করে ছোট ছোট ধারণাকে (concept items) ভেঙে নেবেন এবং প্রতিটি ধারণার সঙ্গে যুক্ত এলাকার নানান প্রচলিত শব্দ মানস মানচিত্রের মাধ্যমে তুলে আনবেন। আর তা করতে হবে শিশুদের সঙ্গে আলোচনার ভিত্তিতে। এরপর মান্য ভাষায় সংশ্লিষ্ট শব্দগুচ্ছকে ওই তালিকার মধ্যে যুক্ত করবেন। নতুন ও দুরূহ শব্দ হলে প্রতিক্ষেত্রেই সরাসরি মানে না বলে দিয়ে বিভিন্ন পরিস্থিতির উদাহরণ দিয়ে শব্দের ব্যবহার আবিষ্কার করানোর চেষ্টা করবেন। শব্দ তালিকার উদাহরণ দেওয়া হল;

শব্দজালঃ

গাছ- সুন্দরী, গরান, হেঁতাল গাছ, শিশু, গামার, মশলার গাছ।

বড় গাছ - নারকেল, তাল, শাল, বট, অশ্বত্থ, আম, জাম।

কাঠুরিয়া, অবৈধ প্রবেশ, অরণ্যসম্পদ ধ্বংস।

কৃত্যালি- ৬

দৃশ্য-শ্রাব্য কৃত্যালিঃ

পাঠ্যাংশটিতে বন্যপ্রাণীর সুরক্ষা বিষয়ে একটি ছক পূরণের কাজ দেওয়া হয়েছে। ওই কাজটি করার সাথে সাথে ছাত্রছাত্রী এবং শিক্ষক-শিক্ষিকারা যৌথভাবে একটি সচেতনতা র্যা লির আয়োজন করতে পারে। বন্যপ্রাণী হারিয়ে যাচ্ছে, বন্যপ্রাণী হত্যা করা চলবে না, বন্যপ্রাণী হত্যায় প্রকৃতির ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয় নিয়ে ছাত্রছাত্রীরা প্ল্যাকার্ড তৈরি করবে। শিক্ষক-শিক্ষিকারা এবিষয় তাদেরকে সাহায্য করবেন। নির্দিষ্ট দিনে প্ল্যাকার্ড হাতে স্লোগান দিতে দিতে সবাই মিলে গ্রাম প্রদক্ষিণ করবে। গ্রামের মানুষকে বন্যপ্রাণী হত্যা করতে নিষেধ করবে এবং এর গুরুত্ব জানাবে।

এছাড়া 'বন্যপ্রাণী রক্ষা' বিষয়ে একটি সেমিনারের আয়োজন করা যেতে পারে। কোনও বিশিষ্ট পরিবেশবিদ্ বা বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ নিয়ে কাজ করা বিশিষ্ট কোনও ব্যক্তিকে সেখানে আমন্ত্রণ জানানো যেতে পারে। গ্রামের মানুষকেও আমন্ত্রণ জানাতে হবে। গ্রামের কয়েকজন বয়স্ক মানুষকে এবিষয়ে তাদের অভিজ্ঞতা তুলে ধরার কথা বলা যেতে পারে। বয়স্ক মানুষেরা তাদের গ্রামে ও আশেপাশে আগে এমন কোনও প্রাণী দেখেছেন কিনা, যা এখন আর দেখা যায় না এবং তার কারণ কী তা নিয়ে নিজেদের মতামত জানাতে পারেন।

৩রা মার্চ 'বিশ্ব বণ্যপ্রাণ দিবস', এই দিনটিকে স্মরণ করে মিছিল ও সেমিনারের দিন স্থির করা যেতে পারে।

কৃত্যালি- ৭

সৃজনমূলক কৃত্যালিঃ

বনভূমি ধ্বংস হচ্ছে, বন্যপ্রাণী মারা যাচ্ছে ও হারিয়ে যাচ্ছে, তাদের প্রভাবে পরিবেশের বড় ক্ষতি হচ্ছে। বন্যপ্রাণী হত্যা না করে সুরক্ষা করা। গাছ না কেটে সামাজিক বনসৃজন করে নতুন বন সৃষ্টি করা নিয়ে নানান ছড়া ও নাটক তৈরি করা যায়;

ছড়া বলে সাথে সাথে দৃশ্য তৈরি কর এবং অভিনয় কর-

ছড়া

শিয়াল পন্ডিত পাঠশালাতে, বসে গাছের তলে।
পড়তে আসে পশুর ছানা, সবাই দলে দলে।
হাতি, মহিষ, গণ্ডার, বাইসন, চিতা বাঘের ছানা
জেব্রা, জিরাফ হায়না, হরিণ আসে ভাল্লুক ছানা।
হনুমান, বাঁদর, বেজী, ভোঁদড়, খরগোশ, ভাম বলে,
আমরাও যে পড়তে চাই এসেছি দলে দলে।
কুমির ছানা অঙ্ক কষে শেখে আদুলি আনা,
সবাই মিলে পড়া পড় গাও হে তারে না না----
শেয়াল পণ্ডিত পড়ায়, পড়ে সব পশুদের ছানা।

- কৃত্যালি- ৭/১

এবিষয়টি নিয়ে নীচের গল্পটি দেওয়া হল;

(গল্প পড়ে দলে বসে সংলাপ তৈরি কর। নাটকের নামকরণ কর ও চরিত্রগুলি খুঁজে বের করে দৃশ্য সাজাও)

গল্পঃ

এমন সময় কাক এসে খবর দেয় কা কা কা। হারিয়ে গেছে ক্যাঙ্গারু মায়ের ছা। তাকে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। বলেই সে উড়ে গেল। হায়না বলে হি হি হি হি, মানুষ তুলে নিয়ে গেছে নাকি? শিয়াল বলল, না না না, মানুষ পশুপাখি ধরে নিয়ে যায় না। দিদিমার কাছে শুনেছি গল্প। অনেক বছর আগে এই জঙ্গল ছিল ঘন। এত গাছ ছিল যে সূর্যের আলো ঢুকতে পারত না। শুধু গাছ আর গাছ। কীটপতঙ্গ পোকামাকড়ের রাজত্ব। মানুষ কাটতে লাগল গাছ। পশু ও পাখিদের ধরে মেরে খেত। ছিল এক ডোডো নামের হাঁস। মানুষ তাদের ধরে খেয়ে করেছে সাফ। পশুপাখি ধরে খেলা শেখাত। তাদের দিয়ে দেখাত সার্কাস। কিন্তু এখন মানুষ বুঝেছে যে বনজঙ্গল ফাঁকা হলে তাদের হবে ক্ষতি। তাই করেছে আইন। গাছ কাটলে, পশু ধরলে হবে জেল জরিমানা আর ফাইন। আবার কাঁক এল-খবর দিল-'কা কা কা—তোরা শুনেছিস লা? পাওয়া গেছে ক্যাঙ্গারুর ছানা'। পড়তে আসার ভয়ে মাসির থলিতে ঢুকে লুকিয়ে ছিল সে'। কাক চলে গেল। এমন সময় বাঘ এসে বলে, 'হালুম, মায়ের কাছে শুনলুম, এখনও মানুষ বাঘ মেরে তুলে নেয় ছাল'। হাতি বলে, 'আমায় মেরে ভেঙে নিয়ে গেল আমার দাঁত'। গণ্ডার ছানা বলে, 'আমার বাবার ভেঙে নিয়ে গেছে খড়গ। মা আর আমি মৃত বাবার কাছে বসে কত কেঁদেছি। পরে আবার বাবার গা থেকে চামড়াও নিয়ে গেছে। মানুষ যদি দেখি দেব না রেহাই'। শেয়াল বলে, 'কেঁদো না ভাই। সব মানুষ খারাপ হয় না। ভাল মানুষও আছে ঢের। তারা বনসৃজন করছে। গাছ লাগাচ্ছে'। এমন সময় কাক এসে বলল, 'আয় রে সবাই আয় - খাবার এসে গেছে। খাবিনা তোরা?' পণ্ডিত বলল, 'ওই যে বনবিভাগের কর্মীরা রোজ আমাদের খাবার দিয়ে যায়। ওরাও তো মানুষ'। সব ছানারা বলে (কোরাস), 'ওরা ভাল মানুষ রোজ খাবার দেয়। তাই এখন তবে ছুটি, চল খেতে যাই।

(সবাই খাবার খেতে চলে গেল)

- কৃত্যালি- ৭/১

এবিষয়ে বিভিন্ন শিশুপাঠ্য ও ছবি ইতিমধ্যে প্রকাশিত হয়ে থাকলে তা সংগ্রহ করে বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার গড়ে তুলতে হবে। ওই বইগুলি শিক্ষার্থীরা পড়বে এবং নিজেদের মধ্যে আলোচনা করবে।

কৃত্যালি- ৮

দৃশ্য-শ্রাব্য কৃত্যালিঃ

মানুষ তার লোভ ও আগ্রাসনের জন্য বনকে ধ্বংস করছে। বনকে ঘিরে বেঁচে থাকা প্রাণীদের অস্তিত্ব সঙ্কটে পড়ছে। এতে যে মানুষের আরও বড় ক্ষতি হচ্ছে তা ছবির মাধ্যমে দেখানো যেতে পারে। অন্যদিকে মানুষ বেঁচে থাকার জন্য নতুন করে বনভূমি সৃষ্টিও করছে। তা দেখিয়ে শিশুদের কাছে আমাদের চারপাশের বনভূমি সম্পর্কে ধারণা তৈরির চেষ্টা করা যেতে পারে। তবে প্রাকৃতিক বন ধ্বংস করা যে উচিত হবে না তা শিশুদেরকে ভালভাবে বুঝিয়ে বলা প্রয়োজন।

কৃত্যালি- ৯

পাঠ্যাংশের কাজঃ

শিশুদের কাছে পাঠ্যাংশে ব্যবহৃত সংশ্লিষ্ট শব্দগুলি পাঠের উপযোগী হয়ে গেলে এবিষয়ের পাঠটি স্ব-পঠনের জন্যে শিশুদের দিতে হবে। যে শিশুরা একেবারেই অক্ষম হচ্ছে তাদের জন্য শিক্ষক-শিক্ষিকারা পাঠটিকে আরও সহজ করে লিখে একটি পঠন সামগ্রী তৈরি করে দেবেন। যাতে তারা সহজে তা পাঠ করতে পারে। এক্ষেত্রে একটি বাক্যে দুটি-তিনটির বেশি শব্দ থাকবে না।

(৫)
পরিবেশ ও আকাশ

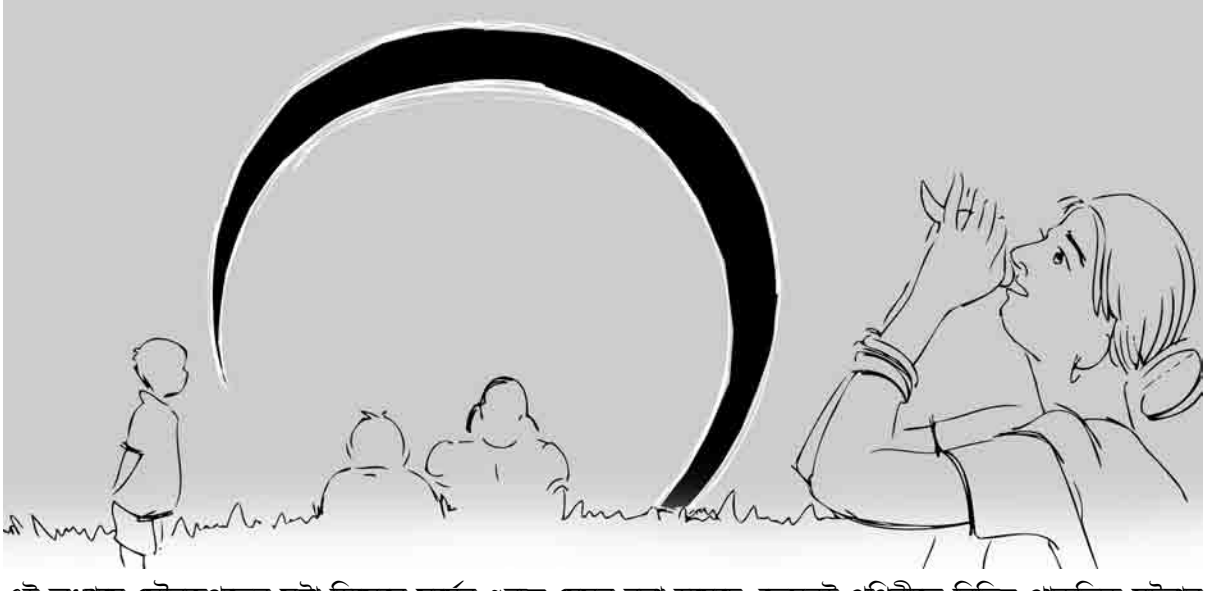

এই অধ্যায়ে সৌরজগতের স্রষ্টা হিসেবে সূর্যের গুরুত্ব যেমন বলা হয়েছে, তেমনই পৃথিবীতে বিভিন্ন প্রাকৃতিক ঘটনার পেছনে সূর্যের ভূমিকার ইঙ্গিতও দেওয়া হয়েছে। ফলে এখানে সূর্যগ্রহণ, চন্দ্রগ্রহণ ও জোয়ার-ভাটার রহস্য ভেদ করা যায় এবং নানান খুঁটিনাটি তথ্য পাওয়া যায়। তাছাড়া পৃথিবী সৃষ্টির বয়স, ভূপৃষ্ঠের নীচে কয়লা, পেট্রোলিয়ামের মতো

খনিজ পদার্থের অস্তিত্বের রহস্যও বোঝা যায় এই অধ্যায়ে। শেষে মহাকাশে সূর্য ছাড়া যে সমস্ত জ্যোতিষ্ক ও নক্ষত্র রয়েছে তাদের সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ধারণা এবং ধুমকেতুর উদয় ও উল্কাপাতের মতন মহাজাগতিক ঘটনা সম্পর্কেও কিছুটা ধারণা দেওয়া আছে। এই অধ্যায়ে এমন কিছু তথ্য আছে যেখানে সময় নির্ধারক গণিতের ধারণা আছে। এই চর্চাও শিক্ষক-শিক্ষিকারা শ্রেণিকক্ষে যেভাবে করে থাকেন সেভাবেই করবেন। শুধু এখানে শিক্ষার্থীদের শিক্ষাকে প্রাসঙ্গিক করে তুলতে যে ধারণা ও মূল্যবোধগুলি এই অধ্যায়ে খুব গুরুত্বপূর্ণ তা তিনটি উপভাবমূলেও উল্লেখ করা হল;

উপভাবমূলঃ

(ক) সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণ নিয়ে সমাজে প্রচলিত সংস্কার ও অবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর বিরুদ্ধে মনোভাব তৈরি।

(খ) সূর্য যে এই সৃষ্টিচক্রের মূল শক্তি এবং সূর্য ছাড়া যে এই সৃষ্টি ধ্বংস হয়ে যাবে সেই ধারণাকে যুক্তিপূর্ণভাবে স্থাপন করা, সূর্যের যে একদিন শেষ আছে তা উপলব্ধি করানো, জীবজগৎ এমনকি ভূপৃষ্ঠের নীচে তৈরি হওয়া জল, কয়লা, পেট্রোলিয়াম মতো নানান পদার্থকে শেষ করে দেওয়া কি উচিত, তা নিয়েও প্রশ্ন তুলতে দেওয়া।

(গ) মহাকাশের রহস্যকে নিজের চোখে ঠিক করে দেখানোর আয়োজন এবং তা থেকে নানান প্রশ্নের মধ্য দিয়ে এই অজানা রহস্যের প্রতি শিক্ষার্থীকে অনুসন্ধিৎসু করে তোলা।

উপভাবমূলঃ সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণ নিয়ে সমাজে প্রচলিত সংস্কার ও অবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর বিরুদ্ধে মনোভাব তৈরি।

কৃত্যালি- ১

শিক্ষক-শিক্ষিকারা এই উপভাবমূলটিকে কেন্দ্র করে ছোট ছোট ধারণাকে (concept items) ভেঙে নেবেন এবং প্রতিটি ধারণার সঙ্গে যুক্ত এলাকার নানান প্রচলিত শব্দ মানস মানচিত্রের মাধ্যমে তুলে আনবেন। আর তা করতে হবে শিশুদের সঙ্গে আলোচনার ভিত্তিতে। এরপর মান্য ভাষায় সংশ্লিষ্ট শব্দগুচ্ছকে ওই তালিকার মধ্যে যুক্ত করবেন। নতুন ও দুরূহ শব্দ হলে প্রতিক্ষেত্রেই সরাসরি মানে না বলে দিয়ে বিভিন্ন পরিস্থিতির উদাহরণ দিয়ে শব্দের ব্যবহার আবিষ্কার করানোর চেষ্টা করবেন। শব্দ তালিকার উদাহরণ দেওয়া হল;

শব্দজালঃ

সূর্যগ্রহণ, পূর্ণগ্রহণ, খন্ডগ্রাস, সূর্য, পৃথিবী, চন্দ্র, মাঝখানে, অতিবেগুনি রশ্মি, ক্ষতিকর, বিশেষ চশমা, চন্দ্রগ্রহণ, পূর্ণিমা, পৃথিবীর ছায়া, নিজের কক্ষপথে ঘোরা, ছায়া, উপছায়া।

অবৈজ্ঞানিক বা পৌরাণিক গল্প, সমুদ্রমন্থন, অমৃত পান, লুকিয়ে রাহু, কেতুর আসা, অমৃত পানের সময় সূর্য বা চন্দ্র দেখতে পায়, বিষ্ণু চক্র, রাহু, কেতুর গলা কাটা পড়ে, ক্রুদ্ধ হয়, আজীবন সূর্য চন্দ্রকে গ্রাস করতে যায়।

সূর্য বিশ্ব সৃষ্টিচক্রের মূল শক্তি, সূর্যছাড়া যে এই সৃষ্টি ধ্বংস, সূর্যের আয়ু, ক্রমে ক্রমে অন্ধকার হয়ে আসা, উদ্ভিদ জগৎ সবুজত্ব হারানো, সারা পৃথিবীতে বরফ জমে যাওয়া।

কৃত্যালি- ২

বহির্বিদ্যালয় কৃত্যালিঃ

সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণ নিয়ে সমাজে নানা ধরনের কুসংস্কার লক্ষ্য করা যায়। এর কোনও বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই। পাঠ্যাংশটিতে বেশ কয়েকটি 'হাতে-কলমে' পরীক্ষানিরীক্ষা দেওয়া আছে। সেখানে চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণ প্রকৃতপক্ষে কেন হয় ও কীভাবে হয়, সেই বিষয়ে জানানো হয়েছে। ছাত্রছাত্রীরা এই পরীক্ষাগুলি করার আগে বাড়ির বড়দের কাছ থেকে সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণ বিষয়ে তাদের ধারণা ও বিশ্বাস সম্পর্কে জেনে আসবে। সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণ কী? কখন হয়? কেন হয়? তারা কখন গ্রহণ খালি চোখে দেখেছে কিনা? গ্রহণের সময় কী করতে হয়? কী করতে নেই? কেন

করতে নেই? গ্রহণ হলে কী হয়? ইত্যাদি প্রশ্নের উত্তর জেনে নেবে। ছাত্রছাত্রীরা নিজেদের পরিবারের ঠাকুমা, দিদিমা, মা এবং বয়স্কদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করে একটি রিপোর্ট তৈরি করবে। পরে শ্রেণিকক্ষে ফিরে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের তত্ত্বাবধানে তথ্যর আদানপ্রদান ও আলোচনা করবে। প্রয়োজনে বিজ্ঞানসম্মত তথ্যগুলি সম্পর্কে ধারণা স্পষ্ট করবে। তারপর পাঠ্যাংশে বর্ণিত পরীক্ষানিরীক্ষাগুলি তারা করবে এবং শেষে পাঠ্যাংশটি পড়বে। বিষয়টির বৈজ্ঞানিক কারণ বোঝার পর ছাত্রছাত্রীরা তাদের পরিবারের বড়দের গ্রহণের বৈজ্ঞানিক কারণগুলি জানাবে ও প্রয়োজনে বড়দের কুসংস্কার থেকে মুক্ত করার চেষ্টা করবে।

- কৃত্যালি- ২/১

শিক্ষক-শিক্ষিকারা সূর্যগ্রহণ দেখার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা বিদ্যালয়ে মজুত রাখবেন। বছরে কখনও এমন সুযোগ এলে উপযুক্ত ব্যবস্থা সহযোগে ছাত্রছাত্রীদের তা দেখার সুযোগ করে দিতে পারেন।

কৃত্যালি- ৩

সৃজনমূলক কৃত্যালিঃ

গল্প পড়ে দলে বসে সংলাপ তৈরি কর। নাটকের নামকরণ কর ও চরিত্রগুলি খুঁজে বের করে দৃশ্য সাজাও।

নাটক

চরিত্রঃ- পিকলু/মিমি/মা/দিদা/ঠাকুমা

১ম দৃশ্য

দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ শুনে মিমি ছুটে এসে দেখল দিদা ও বড় মাসির ছেলে পিকলু দাদা এসেছে। মিমির চিৎকারে মা ঠাকুমাও ছুটে এল। কুশল বিনিময়ের পর ঠাকুমা দিদাকে বলল, নদীর পাড় থেকে আসতে অসুবিধা হয়নি তো? দিদা বলেন, না গো দিদি জোয়ার ছিল তাই কোনও কষ্ট হয়নি। মিমি বলল, জোয়ার কী গো দিদা? পিকলু বলল, ভেতরে যেতে দে আগে পরে বোঝাবো জোয়ারভাটা কী। এই নিয়ে তাদের মধ্যে কথোপকথন চলবে।

২য় দৃশ্য

ঠাকুমাঃ- বৌমা, আজ পূর্ণিমা আমি রাতে ভাত খাব না। আবার চন্দ্রগ্রহণ আছে। লুচি পরোটা যদি কিছু কর, গ্রহণ ছাড়ার পর।

মাঃ- গ্রহণ ছাড়ার পর রান্না করে খেতে অনেক রাত হয়ে যাবে। বাচ্চা দুটো না খেয়ে থাকবে?

ঠাকুমাঃ- (আদেশের সুরে) গ্রহণ লাগার আগেই ওদের খাইয়ে দেবে।

দিদাঃ- আজ তো আবার পূর্ণগ্রাস, পুরোটাই খেয়ে নেবে তাই না দিদি?

পিকলুঃ- গ্রহণের সময় রান্না খাবার খেলে কী হয় দিদা?

দিদাঃ- ওনাদের নজর পড়ে।

(চন্দ্রগ্রহণ সূর্যগ্রহণ নিয়ে তাদের কথোপকথন চলবে এবং এ নিয়ে যা যা কুসংস্কার আছে তা নিয়ে আলোচনা হবে)

৩য় দৃশ্য

(গল্পটি পড় এবং সংলাপ তৈরি কর)

ঠাম্মি বলে, শোন সেই গল্প, একসময় দেবতারা, রাক্ষসরা, আসুররা আর নাগেরা মিলে সমুদ্র থেকে অমৃত তুলে আনে। সেটা পান করলে কেউ কোনও দিন মরে না। তাই দেবতারা ঠিক করল কাউকে ভাগ না দিয়ে শুধু দেবতারাই অমৃত পান করবে। বুঝতে পেরে এক রাক্ষস একটুখানি মুখে দেওয়ার সাথে সাথেই চাঁদ সূর্য দেখতে পেয়ে বলে দেয়, ওমনি বিষ্ণু ভগবান তার চক্র দিয়ে রাক্ষসটার গলা কেটে দেয়। মাথাটার নাম হয় রাহু রাক্ষস আর দেহটার নাম কেতু। তারপর থেকে ওরা তক্কে তক্কে থাকে সুযোগ পেলেই সূর্যকে খায়, তখন হয় সূর্যগ্রহণ। চন্দ্রকে যখন খায়, তখন চন্দ্রগ্রহণ হয়।

(পিকলু তখন চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণ নিয়ে আসল সত্য বলবে)

মাঃ- তাহলে খেলাটা ছাদেই হোক। (সকলে ছাদে চলে আসে)

৪র্থ দৃশ্য

(গল্পটি পড় এবং সংলাপ তৈরি কর)

ছাদে এসে মা দিদা ঠাম্মি বলেন, বা! কী সুন্দর থালার মতো পূর্ণিমার চাঁদ উঠেছে। পিকলু পকেট থেকে একটা চক বের করে ঠাম্মির চারদিকে সমান দূরত্ব রেখে গোল দাগ কেটে দেয়। বলে 'ঠাম্মি তোমার নাম সূর্য। এখানে চুপটি করে দাঁড়িয়ে থাক'। পিকলু দিদার হাত ধরে তাকে সেই দাগে দাঁড় করায়। বলে দিদা তোমার নাম পৃথিবী। তুমি সূর্য, মানে ঠাম্মির চারদিকে লাট্টুর মতো পাক খেতে খেতে ঘুরবে। এইটা তোমার কক্ষপথ মানে এই দাগের ভেতরে ঢুকবে না, বাইরেও বেরবে না। মা তো সব জানে তাই হেসে বললেন, 'আর আমি?' পিকলু বলল, 'তুমি চাঁদ'। মিমি বলল, আমি কি হব? পিকলু বলল, 'তুই সব দেখবি আর যুক্তি দিয়ে বুঝবি'।

পিকলু আবার বলল, 'চাঁদ মাসি, তুমি পৃথিবী দিদার চারপাশে সমান দূরত্ব রেখে লাট্টুর মতো ঘোরো। কেউ যেন কারোর গায়ে ছোঁয়া লাগিও না। পৃথিবী আর চাঁদ ঘুরছে। ঠিক যখন পৃথিবী আর সূর্যের মাঝখানে চাঁদ এসেছে ওমনি

পিকলুঃ- 'থাম। পৃথিবী দিদা তুমি কি সূর্য ঠাম্মিকে দেখতে পাচ্ছ?'

দিদাঃ- কৈ না তো!

পিকলুঃ- কেন?

দিদাঃ- তোর চাঁদ মাসি যে আড়াল করে দিল তাই।

(এইভাবে তারা দু'রকম গ্রহণের ঘটনাই অভিনয় করে বলবে এবং নিজেদের মধ্যে আলোচনা করবে)

৫ম দৃশ্য

মিমিঃ- দাদা, এবার জোয়ার ভাঁটা কী বলে দে।

পিকলুঃ- দেখ বোন, পৃথিবী যেমন ঘুরছে তার একটা টান আছে। আবার চাঁদেরও টান আছে। চাঁদের টান বেশি তাই পৃথিবীর যে দিকটায় চাঁদ আছে সেই দিকটায় সমুদ্র, নদীর জল ফুলে ফেপে ওঠে, একে বলে মূখ্য জোয়ার। অপর দিকটায় একটু কম জল বাড়ে তাই বলে গৌণ জোয়ার। দু'দিকের জল বেড়ে গেলে মাঝখানের নদী, সমুদ্রের জল কমে যায় তাকে বলে ভাঁটা।

মিমিঃ- (হঠাৎ আকশের দিকে তাকিয়ে বলে) দেখ চাঁদ নেই। পৃথিবীর ছায়া পুরোটাই গ্রাস করেছে।

(এইভাবে জোয়ার ভাঁটা আলোচনা করে সবাই পূর্ণগ্রাস চন্দ্রগ্রহণ দেখে অবাক হয়ে যাবে)

অভিনয় শেষে ছাত্রছাত্রীরা বৈজ্ঞানিক সত্যগুলি কী কী তা নিয়ে আলোচনা করবে এবং সমাজের প্রচলিত কুসংস্কারগুলির বিরুদ্ধে মনোভাব গড়ে তুলবে।

কৃত্যালি- ৪

দৃশ্য-শ্রাব্য কৃত্যালিঃ

ইউটিউব থেকে সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণের দৃশ্য তুলে ধরে সমাজের নানা কুসংস্কারের বিরুদ্ধে শিশুদের মতো করে আলোচনা করা যেতে পারে। আলোচনার সময় ইতিমধ্যে আলোচিত শব্দ শব্দগুচ্ছগুলিকে ব্যবহার করতে হবে।

উপভাবমূলঃ সূর্য যে এই সৃষ্টিচক্রের মূল শক্তি এবং সূর্য ছাড়া যে এই সৃষ্টি ধ্বংস হয়ে যাবে সেই ধারণাকে যুক্তিপূর্ণভাবে স্থাপন করা, সূর্যের যে একদিন শেষ আছে তা উপলব্ধি করানো, জীবজগৎ এমনকি ভূপৃষ্ঠের নীচে তৈরি হওয়া জল, কয়লা, পেট্রোলিয়াম মতো নানান পদার্থকে শেষ করে দেওয়া কি উচিত, তা নিয়েও প্রশ্ন তুলতে দেওয়া।

কৃত্যালি- ৫

শিক্ষক-শিক্ষিকারা এই উপভাবমূলটিকে কেন্দ্র করে ছোট ছোট ধারণাকে (concept items) ভেঙে নেবেন এবং প্রতিটি ধারণার সঙ্গে যুক্ত এলাকার নানান প্রচলিত শব্দ মানস মানচিত্রের মাধ্যমে তুলে আনবেন। আর তা করতে হবে শিশুদের সঙ্গে আলোচনার ভিত্তিতে। এরপর মান্য ভাষায় সংশ্লিষ্ট শব্দগুচ্ছকে ওই তালিকার মধ্যে যুক্ত করবেন। নতুন ও দুরূহ শব্দ হলে প্রতিক্ষেত্রেই সরাসরি মানে না বলে দিয়ে বিভিন্ন পরিস্থিতির উদাহরণ দিয়ে শব্দের ব্যবহার আবিষ্কার করানোর চেষ্টা করবেন। শব্দ তালিকার উদাহরণ দেওয়া হল;

শব্দজালঃ

সূর্য, আলো, পৃথিবী, প্রতি আট মিনিট, সূর্য থেকে আসে তাপ, গাছের খাদ্য তৈরিতে লাগে তাপ, জীব জগতেরও জন্য সূর্য, সালোকসংশ্লেষ, কাঠ পোড়ালে তাপ হয়, কয়লা পোড়ালে তাপ হয়, জল গরমে তাপ হয়, সব তাপের মূল সূর্য, সূর্য না থাকলে পৃথিবী ধ্বংস, গাছ তার সবুজত্ব হারাবে, অক্সিজেনের অভাব হবে, মানুষ বাঁচবে না, বন্যপ্রাণীরাও শেষ হয়ে যাবে।

কৃত্যালি- ৬

বহির্বিদ্যালয় কৃত্যালিঃ

সূর্যই যে সৃষ্টিচক্রের মূল শক্তি এবং সূর্য ছাড়া যে সৃষ্টি ধ্বংস হয়ে যাবে, এই ধারণাকে পরিষ্কার করার জন্য ছাত্রছাত্রীরা একটি সমীক্ষা করতে পারে। ছাত্রছাত্রীরা তাদের বাড়ির ও পাড়ার বয়স্ক মানুষদের এবিষয় কিছু প্রশ্ন করে তাদের ধারণা ও মতামত জানবে। শিক্ষক-শিক্ষিকারা ছাত্রছাত্রীদের সমীক্ষার জন্য কিছু প্রশ্ন দিয়ে দেবেন। সমীক্ষার পর ছাত্রছাত্রীরা শ্রেণিকক্ষে ফিরে শিক্ষক-শিক্ষিকার তত্ত্বাবধানে তথ্যের আদানপ্রদান করবে। আলোচনার সময় এই বিষয়টি যাতে উঠে আসে সে বিষয় শিক্ষক-শিক্ষিকারা বিশেষভাবে নজর রাখবেন। এরপর ছাত্রছাত্রীরা পাঠ্যাংশটি পড়বে।

নমুনা প্রশ্নাবলীঃ

ছাত্রছাত্রীরা প্রথমে সমীক্ষাপত্রে ব্যক্তির নাম ও বয়স লিখবে। পরে গল্পের মতন করে যা যা জেনে নেবে;

আচ্ছা দাদু পৃথিবীতে আলো তাপ সব কোথা থেকে আসে? তাহলে সূর্য ছাড়া কি আমাদের চলবে না? ধর, যদি ৬ মাস সূর্য না ওঠে তখন কী হবে? তোমার কী মনে হয়? কী কী অসুবিধা হতে পারে? সূর্যের আলো ও তাপ না থাকলে কি আমরা সব বরফ হয়ে যাব? সমুদ্র, নদী, জলাশয় সব কি জমে পাথর হয়ে যাবে? গাছের কী হবে? গাছ কি জন্মাতে পারবে? বইয়ে পড়েছি গাছ আমাদের অক্সিজেন দেয়। আচ্ছা দাদু, গাছ না জন্মালে কে আমাদের অক্সিজেন দেবে? অক্সিজেন না পেলে আমরা বাঁচব কীভাবে? তাহলে কি পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে? ইত্যাদি।

কৃত্যালি- ৭

সৃজনমূলক কৃত্যালিঃ এই বিষয় নিয়ে একটি নাটিকা অভিনয় করা যায়। কিছু সংলাপ তৈরি করে দেওয়া হল। বাকিটা শিক্ষার্থীরা নিজেরা বানাবে এবং অভিনয় করবে।

নাটকঃ সূর্যই আসল শক্তি

চরিত্রঃ- পিকলু, মিমি, মা, দিদা, ঠাম্মা

মিমিঃ- মা আমরা যে বরফের পাহাড়ে ঘুরতে গেছিলাম ওখানে এত বরফ কে জমা করেছে?

মাঃ- পিকলু দাদা উত্তর দেবে?

পিকলুঃ- দেব। খেলবে আমার সাথে?

সবাইঃ- খেলব।

পিকলুঃ- ঠাম্মি চেয়ারে উঠে দাড়াও, তুমি সূর্য। (একটা টুল দিয়ে দিদাকে বসতে বলে বলল) দিদা তুমি পাহাড়। মাসি তুমি মাটিতে দিদার পায়ের কাছে শুয়ে পর, তুমি হবে নদী। বোন তুই দিদার মাথায় হাত রেখেদে, তুই হবি পাহাড় চূড়ায় বরফ। সূর্য চড়া রোদ দিলে বরফ গলে নদীতে মিশে যায়। গরমে আইসক্রীম যেমন গলে যায়।

(এইভাবে পাহাড়ে বরফ তৈরি, গরমে বরফ গলে জল হয়ে নদীতে মিশে যাওয়া আবার সূর্যের তাপে বাষ্প হয়ে ওপরে উঠে যাওয়া এবং সেই বাষ্প বরফে পরিণত হওয়া ইত্যাদি অভিনয় করে দেখাবে)

কৃত্যালি- ৮

দৃশ্য-শ্রাব্য কৃত্যালিঃ

সূর্যই যে সকল শক্তির উৎস আর তা থেকেই যে সৃষ্টি তার বেশ কিছু রহস্য ইউটিউবে বেশ আকর্ষণীয়ভাবে রয়েছে। তা দেখিয়ে আলোচনা শুরু করা যেতে পারে। সূর্যের তেজ কমে গেলে কেমন হবে। গাছপালার অস্তিত্ব থাকবে কিনা, মানুষ বাঁচতে পারবে কিনা এইসব বিষয়গুলি ছোট ছোট টুকরো ছবি ও ভিডিও সহযোগে নেপথ্য কণ্ঠ প্রদান করে সুন্দরভাবে বোঝানো যায়।

উপভাবমূলঃ মহাকাশের রহস্যকে নিজের চোখে ঠিক করে দেখানোর আয়োজন এবং তা থেকে নানান প্রশ্নের মধ্য দিয়ে এই অজানা রহস্যের প্রতি শিক্ষার্থীকে অনুসন্ধিৎসু করে তোলা।

কৃত্যালি- ৯

শিক্ষক-শিক্ষিকারা এই উপভাবমূলটিকে কেন্দ্র করে ছোট ছোট ধারণাকে (concept items) ভেঙে নেবেন এবং প্রতিটি ধারণার সঙ্গে যুক্ত এলাকার নানান প্রচলিত শব্দ মানস মানচিত্রের মাধ্যমে তুলে আনবেন। আর তা করতে হবে শিশুদের সঙ্গে আলোচনার ভিত্তিতে। এরপর মান্য ভাষায় সংশ্লিষ্ট শব্দগুচ্ছকে ওই তালিকার মধ্যে যুক্ত করবেন। নতুন ও দুরূহ শব্দ হলে প্রতিক্ষেত্রেই সরাসরি মানে না বলে দিয়ে বিভিন্ন পরিস্থিতির উদাহরণ দিয়ে শব্দের ব্যবহার আবিষ্কার করানোর চেষ্টা করবেন। শব্দ তালিকার উদাহরণ দেওয়া হল;

শব্দজালঃ

মহাকাশ, মহাবিশ্ব, রহস্য, আলো, আঁধার, নক্ষত্র, তারা, দূরবীন, নক্ষত্রের জন্ম মৃত্যু, বৃহস্পতি, ধূমকেতু, উল্কা, বরফ জমা, মহাকাশ বিজ্ঞানী, গবেষণা, সপ্তর্ষিমণ্ডল, শ্যুমেকার লেভি, ধ্রুবতারা, কালপুরুষ, লুব্ধক, শুকতারা, সন্ধ্যাতারা, আকাশগঙ্গা।

কৃত্যালি- ১০

বহির্বিদ্যালয় কৃত্যালিঃ

পাড়ার বড়দের মধ্যে যিনি একটু শিক্ষিত তাঁকে সঙ্গে নিয়ে পাড়ার শিশুরা আকাশ পর্যবেক্ষণ করতে পারে। শ্রেণিকক্ষে দৃশ্য-শ্রাব্য কৃত্যালিতে যে যে তারা ও তারামণ্ডলের দৃশ্য দেখছে সেগুলি আকাশে প্রত্যক্ষভাবে খুঁজে বের করার চেষ্টা করতে পারে। শ্রেণিকক্ষে ফিরে তারা কী কী দেখতে পেল তার একটা তালিকা বানাবে এবং বর্ণনা করবে।

কৃত্যালি- ১১

সৃজনমূলক কাজঃ

উপভাবমূলটির বিষয়বস্তু ও মূল বার্তাটিকে আরও স্পষ্ট করে তুলতে শিক্ষক-শিক্ষিকারা নানান সৃজনমূলক ও বিদ্যালয় ভিত্তিক কর্মসূচি গ্রহণ করতে পারেন। কাগজের মণ্ড করে বিভিন্ন তারা মণ্ডলের অবস্থান পিচবোর্ডের উপর তৈরি করতে পারে। মাটি দিয়েও তারা এই কৃত্যালিটি করতে পারে। কোনোদিন একটু সন্ধ্যা পর্যন্ত বিদ্যালয়ে থেকে গিয়ে তারা শিক্ষকের সাথে আকাশ পর্যবেক্ষণ করতে পারে। সেক্ষেত্রে প্রথমে শিক্ষক-শিক্ষিকারা বিভিন্ন তারা ও তারামণ্ডল খুঁজে বের করতে বলবেন, পরে তিনি তা দেখিয়ে দেবেন।

- কৃত্যালি- ১১/১

এবিষয়ে বিভিন্ন শিশুপাঠ্য ও ছবি ইতিমধ্যে প্রকাশিত হয়ে থাকলে তা সংগ্রহ করে বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার গড়ে তুলতে হবে। ওই বইগুলি শিক্ষার্থীরা পড়বে এবং নিজেদের মধ্যে আলোচনা করবে।

কৃত্যালি- ১২

দৃশ্য-শ্রাব্য কৃত্যালিঃ

দৃশ্য-শ্রাব্য কৃত্যালি মহাকাশে সূর্যকে কেন্দ্র করে নানা গ্রহ নক্ষত্রের অবস্থান, ধূমকেতু, উল্কাপিন্ড থেকে শুরু করে নানা রহস্যের দৃশ্য ইউটিউব থেকে দেখিয়ে শিশুমনে অনুসন্ধিৎসা জাগানোর চেষ্টা করা যেতে পারে। এক একটি বিষয় নিয়ে ছোট ছোট অনেকগুলি দৃশ্য- শ্রাব্য ক্লীপ বানানো যায়। নেপথ্য কণ্ঠে যে ভাষা ও শব্দ প্রয়োগ করা হবে তা যেন তার জানা শব্দের মধ্যে হয়। তাই সংশ্লিষ্ট শব্দচর্চার সঙ্গে তাকে যুক্ত করতে হবে।

কৃত্যালি- ১৩

শিশুদের কাছে পাঠ্যাংশে ব্যবহৃত সংশ্লিষ্ট শব্দগুলি পাঠের উপযোগী হয়ে গেলে এবিষয়ের পাঠটি স্ব-পঠনের জন্যে শিশুদের দেবে। যে শিশুরা একেবারেই অক্ষম হচ্ছে তাদের জন্য শিক্ষক-শিক্ষিকারা পাঠটিকে আরও সহজ করে লিখে একটি পঠন সামগ্রী তৈরি করে দেবেন। যাতে তারা সহজে পাঠ করতে পারে। এক্ষেত্রে একটি বাক্যে দুটি-তিনটির বেশি শব্দ থাকবে না।

পরিশিষ্ট (ক)
পাঠভিত্তিক শব্দ ও শব্দগুচ্ছের তালিকা
পাতাবাহার

পাঠের নাম	বিষয়বস্তু ও উপভাবমূল	শব্দ ও শব্দগুচ্ছ
বুনো হাঁস	দেশের জন্য আত্মত্যাগ ও দেশের জওয়ানদের কথা	দেশপ্রেম, স্বদেশপ্রেম, দেশের জন্য ভালবাসা, সংগ্রাম, আত্মত্যাগ, লড়াই, যুদ্ধ, রণক্ষেত্র, সংকল্প, দেশোদ্ধার, স্বপ্নপূরণ, দেশবিপন্ন, দেশবাসীর পাশে থাকা, প্যারাস্যুট, হেলিকপ্টার, জলপ্রপাত, দুর্গত, সেনাবাহিনী, দুঃসাহস, তুষারাবৃত, পর্বত, জরুরি অবস্থা, আপৎকালীন ক্ষেত্র, বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত, ঝড়ে লন্ডভন্ড।
	নিজের গ্রাম, বাড়ি, পাড়া নিয়ে মানুষের ভালবাসা, আন্তরিকতা ও গৌরববোধ এবং তার উন্নতিতে স্বার্থত্যাগ, বিভিন্ন জনমুখী কাজে অংশগ্রহণ এবং একে অপরের প্রতি সহমর্মিতা।	ভালবাসা, ফিরে আসা, প্রত্যাবর্তন, আগমন, নিজের প্রতিবেশীকে ভালবাসা, আত্মত্যাগ, সংকল্প, জীবন বিপন্ন, উদার, মহৎপ্রাণ, দুঃস্থদের প্রতি সহানুভূতিশীল, সমাজের মঙ্গল, সমাজের কল্যাণের জন্য কাজ, আর্তদের সেবা, ক্ষুধার্তদের খাদ্যদান, অস্বচ্ছল পরিবার, গৃহবন্দি, পরোপকারী।
এতোয়া মুন্ডার কাহিনি	বনজীবী মানুষের অরণ্য সংরক্ষণ ও পশুপালন।	অরণ্য, আরণ্যক, জীবিকা, মধু সংগ্রহ, শুকনো কাঠ সংগ্রহ, পশুপালন, ফল-ফুল বিক্রি, বনকাটা, শহর সম্প্রসারণ, পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা, পাতা সংগ্রহ, গাছের মূল এবং নানান উদ্ভিদ সংগ্রহ, তৃণভূমি, পশুচারণ, তীর, গুলতির ব্যবহার, জলাশয়, মাছ শিকার, বন্য শূকর, বন মোরগ, খরগোশ শিকার, শিকড়-বাকড়।
	আদিবাসী সমাজের লোককথা ও লোকশিল্প।	লোকগাথা, লোকগান, নাচ, ছৌনাচ, ভাটিয়ালি, মাঘ সিয়ানের গান, টুসু উৎসব, ঝুমুর নাচ, বাউল গান, গম্ভীরা, কীর্তন, লোকনৃত্য, মাদল, শিঙা, ঢোল, মোহনবংশী, দোতারা, একতারা, ঝুমুর, খোল, করতাল, মৃদঙ্গ, ডুগডুগি, মুখোশ।
	সব শিশুর জন্য চাই শিক্ষা, বিশেষত তাদের জীবনের প্রাসঙ্গিক শিক্ষা ও বিদ্যালয়ের বাইরের শিক্ষা।	লেখাপড়া, পড়ার আনন্দ, যুক্তিবোধ, কুসংস্কার মুক্ত, সবার জন্য লেখাপড়া, আত্মবিশ্বাস, অশিক্ষা, আগ্রহ, বিদ্যালয়, নিয়মিত হাজিরা, অন্ধবিশ্বাস থেকে মুক্তি, পরিবেশ রক্ষার শিক্ষা, জনস্বাস্থ্যের শিক্ষা, পরিচ্ছন্নতার শিক্ষা, নিজেকে প্রকাশ করার শিক্ষা, সহযোগিতার শিক্ষা।
পাহাড়িয়া বর্ষার সুরে	উত্তরবঙ্গের লোকগান, লোককথা ও লোকসংস্কৃতির মাধ্যমে জনগোষ্ঠীর জীবনবোধ ও প্রকৃতি নির্ভর সরল জীবনযাত্রা ও ঐক্যবদ্ধ সমাজ চেতনা।	জনগোষ্ঠী, সমাজ, মিলেমিশে থাকা, প্রকৃতিকে ভালবাসা, প্রকৃতি নির্ভর জীবন, পাহাড়, আনন্দ, দারিদ্র, ট্যুরিস্ট, সেবা, প্রতিবেশী, স্কোয়াস, কমলালেবু।

	উত্তরবঙ্গের লোকগল্প ও লোককথায় নানান লৌকিক বিশ্বাস ও মূল্যবোধ, যা শৈশব থেকেই একজন মানুষের সামাজিক চেতনা, পরিবেশ চেতনা এবং ব্যক্তিগত বিচারবোধ গড়ে তোলে।	লোকায়ত ধারা, লোকগান, লোককথা, বিশ্বাস, পূজা, প্রার্থনা, সামাজিক চেতনা, মূল্যবোধ, গায়েন, দু:খ, বেদনা, আনন্দ, জলোচ্ছ্বাস, বাঁধাছেঁদা, রঙ্গিনী, ব্রত, ব্যস্ত, উত্তাল।
মধু আনতে বাঘের মুখে	'মউলি'দের বিপজ্জনক জীবিকার মতো অন্যান্য জীবিকার পরিচয় এবং এই ধরনের ঝুঁকিপূর্ণ সামাজিক কাজের প্রতি শিশুদের শ্রদ্ধাবোধ।	বিপদ, বিপন্ন, অসহায়, দিনযাপন, সাহসে ভর দিয়ে, জীবনের জন্য সংগ্রাম, অনিশ্চয়তা, ঝুঁকি, অরণ্যজাত, অজানা, বাড়ি ফেরা, দারিদ্র্য, উপায়হীন, মোকাবিলা, নিশ্চিত, তোয়াক্কা, মহাজন, বাঘের আক্রমণ, মধু সন্ধান, মধু সংগ্রহ, কাদার গোলা ছোড়া, মুখোশ পড়া, খেয়াল রাখা।
	মৌমাছিদের সমাজব্যবস্থায় শৃঙ্খলা ও ঐক্যবোধ।	মৌমাছির জীবনচক্র, মৌমাছি, মানুষের জীবন, ধৈর্য, পরিশ্রমী, শ্রমিক, রানি, মৌমাছি, পুরুষ মৌমাছি, অলস জীবন, নৃত্য দেখায়, ধাঁ করে উড়ে যায়, ফুলের খোঁজে, রানি মৌমাছির শাসন, নতুন রানি, আলাদা মৌচাক, মউলিদের আক্রমণ, নতুন করে চাক বাঁধা, তদারকি, শৃঙ্খলা, পূর্ণাঙ্গ মৌমাছি।
	বনজীবী মানুষ, বণ্যপ্রাণী ও অরণ্যের সহজ সহাবস্থান। প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য ও ভারসাম্য রক্ষা নিয়ে সদর্থক মনোভাব।	জঙ্গল, অরণ্য, ধোঁয়া, ক্ষতিগ্রস্থ, কাদামাটি, ধামা, নির্ভরশীলতা, ফুলের সঙ্গে মৌমাছির সম্পর্ক, পরাগমিলন, ফল আসে গাছে, বীজ পড়ে মাটিতে, গাছ হয়, মৌমাছির সঙ্গে মউলিদের সম্পর্ক, মধু সংগ্রহ, বিপদ, বাঘের হানা, অতর্কিতে আক্রমণ, বাঘ শিকার, বেআইনি, আগুন জ্বেলে রাখে, মাথার পিছনে মুখোশ পড়ে, লাঠি দিয়ে বাঘকে তাড়া দেয়, সহাবস্থান, খাদ্যখাদক সম্পর্ক, প্রাকৃতিক ভারসাম্য, জীববৈচিত্র্য, বাস্তুতন্ত্র, সামুদ্রিক কাঁকড়া, বিদেশে চালান হয়।
মাষ্টারদা	সেকালের দেশপ্রেম ও স্বার্থত্যাগ সম্পর্কে শিশুদের মধ্যে শ্রদ্ধাবোধ ও সহমর্মিতা গড়ে তোলা।	সংগ্রামী, লড়াই, লুন্ঠন, পরাধীন, দেশপ্রেম, বিদ্রোহ, আদর্শবোধ, আত্মত্যাগ, আত্মবলিদান, প্রতিবাদ, অত্যাচার, কারা বরণ, জেলে অবরুদ্ধ, মিছিল, গুপ্ত সংগঠন, ব্রিটিশ বিরোধী, গণশক্তি, স্বাধীনতা, আন্দোলন, অহিংস, সহিংস, আটক, শারীরিক নির্যাতন, পুলিশি তল্লাশি, বোমা, গোলাগুলি, অসহযোগ আন্দোলন, আইন অমান্য আন্দোলন, খাজনা।
	একালের দেশপ্রেম ও স্বার্থত্যাগের স্বরূপ কেমন হওয়া উচিত তা নিয়ে ধারণা।	দেশপ্রেম, দেশকে ভালোবাসা, দেশের মাটি, কষ্ট, লাঞ্ছনা, অপমান, অসুবিধা, দেশের সেবা, দেশবাসীর জন্য কাজ, সেনাবাহিনী, তাদের নিদ্রাহীন প্রহরা, জনপ্রতিনিধি, ডাক্তার, নার্স, জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কাজ, শিক্ষক, সৎভাবে কাজ করা, নিষ্ঠা সহকারে কাজ, ঝুঁকি নিয়ে অন্যের জন্য কাজ, আপৎকালীন পরিষেবা, পুলিশ, শান্তি রক্ষা, রক্তদান, বনসৃজন, গরিবের পাশে দাঁড়ানো, সমাজে সেবামূলক কাজ করা।

	শিশুদের ব্যক্তিগত আদর্শবোধ ও মানুষ হওয়ার সংকল্প গ্রহণে নানান কর্মসূচি।	সংকল্প, বিশ্বাস, ভাষা, রাষ্ট্রভাষা, মনের শক্তি, স্বপ্ন, আদর্শবোধ, মানুষ হওয়ার সংকল্প, দৃঢ়তা, আন্দোলন, বিশ্বাসে অবিচল থাকা, সবাইকে ভালবাসা, দেশের জন্য কাজ করা, মনীষী, মহাপুরুষ, প্রণম্য ব্যক্তি, কর্মসূচি, আত্মবলিদান, নিঃস্বার্থ কাজ, স্মরণীয়, যোগ্য।
তালনবমী	সেকালের দারিদ্র্য ও একালের দারিদ্র্যের তুলনা-দারিদ্র্যের স্বরূপ সম্পর্কে সম্যক ধারণা এবং দরিদ্র জনসাধারণের প্রতি সহমর্মীতা গড়ে তোলা।	সেকালের দরিদ্র, ভাঙা কুঁড়ে, জরাজীর্ণ চেহারা, ছেঁড়া জামা প্যান্ট, পায়ে চটি নেই, খেতে পায় না, অপুষ্টিতে ভোগে, রোগে ভোগে, কঠোর পরিশ্রম করে, অল্প মজুরি পায়, শৌচাগার নেই, পানীয় জল পায় না, এক বেলা খেতে থাকে, পেট ভরে খেতে পায় না, কেনার ক্ষমতা নেই, একালের দারিদ্র, কিছুটা অর্থনৈতিক উন্নতি হয়েছে, অনেকেরই এক কোঠা পাকা বাড়ি, রেশন পায়, দুবেলা খেতে পায়, ছোটরা ইস্কুলে যায়, বিনা পয়সায় বই পায়, পাশ করে, মিড-ডে মিল পায়, আজকাল অনেক রকম কাজ, অল্প আয়ও হয়, ভিখারি, প্ল্যাটফর্ম ও ফুটপাতবাসী, নদী ও সমুদ্রের ধারে বসবাসকারী, বনবাসী, পাহাড়ে বসবাসকারী আদিবাসী।
	বাংলার ব্রত ও পারিবারিক উৎসবের আসল স্বরূপ হল সামাজিক ঐক্য, ভ্রাতৃত্ব ও পারস্পরিক সহযোগিতার চর্চা।	ব্রত, পারিবারিক উৎসব, ব্রতগান, নিমন্ত্রণ, আমন্ত্রিত মানুষ, আত্মীয়স্বজন, বাজনাদার, পুরোহিত, ব্রতকথা পাঠ, দারিদ্র ও কাঙালিনীরাও আমন্ত্রিত, প্রতিবেশীদের সাহায্য, আঙ্গিনায় মেরাপ বাঁধা, ঢাক বাজে, দলবদ্ধ, উলুধ্বনী, ঈদের অনুষ্ঠান, নতুন জামা কাপড়, নতুন নতুন খাবার, আলিঙ্গন, পঙক্তি ভোজন, হালুইকর রান্না করে, মেয়েরা সবজি কাটে, মাইকে গান হয়।
	এযুগে পারিবারিক উৎসব অনুষ্ঠানে বৈষম্যধর্মী মনোভাবের প্রকাশ নিয়ে শিশুদের ভাল-মন্দ, উচিত-অনুচিতের বোধ গড়ে তোলা।	পরিবার, ধর্ম, শ্রেণি বৈষম্য, জাতপাত, বৈষম্য, অন্যায়, ন্যায়, পারিবারিক, কুসংস্কার, অর্থ বৈষম্য, মানবিকতাহীন, অমানবিক, অবজ্ঞা।
আকাশের দুই বন্ধু	শিশুদের মধ্যে বন্ধুত্ব মজাদার প্রতিযোগিতা এবং নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে সহজ আনন্দ ভোগ।	সুতোয়ে জড়িয়ে, ভাসতে ভাসতে, প্যাঁচের খেলা, টিম, খেলোয়াড়, প্রতিদ্বন্দ্বী, হাতে গড়া, লাট খেতে খেতে, দুলতে দুলতে, এঁকেবেঁকে, হাওয়ায় ভাসিয়ে দেওয়া, নাকানি চোবানি, অসংখ্য প্রাণ, হাড্ডাহাড্ডি, লড়াই, একটা আর একটার ঘাড়ে, কাজ, লড়াই, লড়াইয়ের ময়দান।
	একে অপরের মধ্যে লড়াই লাগিয়ে তা থেকে মজা পাওয়ার মতো হীন মানসিকতার বিরুদ্ধে শিশুকে সচেতন করে তোলা।	লড়াই, বিবাদ, বিদ্রূপ, হীন মনোভাব, হিংসা।

পরিশিষ্ট (ক)
পাঠভিত্তিক শব্দ ও শব্দগুচ্ছের তালিকা
আমাদের পরিবেশ

পাঠের নাম	বিষয়বস্তু ও উপভাবমূল	শব্দ ও শব্দগুচ্ছ
ভৌত পরিবেশ	মাটি - প্রকার ও বৈশিষ্ট্য - মাটির যত্ন ও পুষ্টি, জৈব ও অজৈব পদার্থ – মাটি মা, খাদ্য যোগান দেয় - ভূমিক্ষয় ও তার রোধ করার উপায়।	মাটির প্রকার—এঁটেল মাটি, বেলে মাটি, দোয়াঁশ মাটি। মাটিকে যত্ন ও পুষ্টি—জল দেওয়া, সার দেওয়া (নাইট্রোজেন সার, ফসফেট সার, কম্পোস্ট) পটাসিয়াম সার, কেঁচো (সজীব জৈব উপাদান), অদেখা জীবাণু, মাটির মৃত জৈব উপাদান, উর্বর। মাটির জৈব ও অজৈব পদার্থ--- গোবর, মাছের কাঁটা, পচাপাতার কুচি, মস,ফার্ন (জৈব), পলিথিনের কুচি, অ্যালুমিনিয়ামের কুচি, পেনের রিফিলের টুকরো, পেনসিলের শিস, আলো আসতে বাধা, ক্ষতিকর (অজৈব)। মাটিই মা—মাটি থেকে ফসল, সোনার ধান, বীজ ধান, বীজতলা, রোয়া। দার্জিলিঙে চায়ের চাষ, খাদ্য যোগান, শস্য উৎপাদন।
	জল থেকে জলাশয়।	জল ও জলাশয়—পুকুর, বিল, ভেড়ি, নদী, জলাশয়, ঝরনার জল, বাঁওড়, জলের অস্তিত্ব, স্রোত, বর্ষায় নালায় স্রোত, পাহাড়িয়া নদীর স্রোত, জল উঁচু থেকে নীচে যায়, জলে অক্সিজেন মিশে নোংরা জলকে অনেকটা ঠিক করে, জলশোধন, পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট, জীবাণু। কীভাবে সঞ্চিত হল, কত গভীরের জল, তোলা হয় কেন বা কী কাজে অপচয় ও জলকষ্ট - রোধ করার উপায়, বালিকণা, সাগরের জল, নোনতা, টিউবয়েল, বৃষ্টির জল ধরা, অ্যাসিড, ট্যাপকল, বাড়ির জল, কুড়ি ফুট, নীচে পাইপ, মাটির তলার জল, জলাভূমি ও তার গুরুত্ব - জলাভূমি, জলজীবন। নদী--ভাগীরথী, গঙ্গা, পদ্মা, চূর্ণী, জলঙ্গী, বিদ্যাধরী, নোয়াই, নদীমাতৃক সভ্যতা, গাঙ্গেয় সমভূমি, কালিন্দী, মাতলা, রায়মঙ্গল, ইছামতি, সাগর-- বঙ্গোপসাগর, সাগর। জল-বরফ-গলা-জল, বৃষ্টির জল, নিত্যবহ নদী।
	উদ্ভিদ জগৎ - বাড়ির কাছের উদ্ভিদ – চেনা গাছের আচার-আচরণ, হারিয়ে যাওয়া উদ্ভিদ।	ধান, নানা ধরনের ফুল, চা, পিপুল, তেঁতুল, নিম, জাম, বাবলা, বাঁশ, বাড়ির কাছের গাছ, লাউ, কুমড়ো, লতানো গাছ, লতানো গাছ, অন্য শক্ত গাছকে ধরে বড় হয়, করলা গাছ, বাঁশ গাছ, আমগাছ, শক্ত কাণ্ড, নিম গাছ, ডাল একটু নরম, ব্রাহ্মী, কুলেখাড়া, হেলেঞ্চা, ঢেঁকিশাক।

	প্রাণীজগৎ - বন্যপ্রাণী ও গৃহপালিত প্রাণী।	বন্যপ্রাণী — বাঘ, হরিণ, খরগোশ, গণ্ডার, হাতি, বাঁদর, সাপ, সজারু, কাঠবিড়ালি, বনবিড়াল, শেয়াল, গিরগিটি। গৃহপালিত প্রাণী যারা -- হাঁস, মুরগি, গোরু, ছাগল, ভেড়া, ঘোড়া, কাকাতুয়া, ময়না। বন্য প্রাণী গৃহস্থের পাশেপাশে থাকে, কিন্তু পোষ মানে না — গন্ধগোকুল, ভাম, ইঁদুর, ছুঁচো, মাকড়সা, গিরগিটি, বাস্তু সাপ। ঘরের কাছের প্রাণী – পশু, পাখি, কীটপতঙ্গ- সরীসৃপ, কুকুর, বিড়াল, ময়না, টিয়া, চড়ুই, মৌমাছি, পিঁপড়ে, ফড়িং, আরশোলা, প্রজাপতি, টিকটিকি। মেরুদণ্ডী প্রাণী ও অমেরুদণ্ডী প্রাণী – মেরুদণ্ডী প্রাণী — মানুষ, চারপেয়ে জীবজন্তু, পাখি, কিছু মাছ (রুই, ইলিশ ইত্যাদি)। অমেরুদণ্ডী প্রাণী - চিংড়ি, শামুক, প্রজাপতি, কেঁচো। হারিয়ে যাওয়া প্রাণী - গোসাপ, মাছরাঙা পাখি, সজারু ইত্যাদি।
	জীব বৈচিত্র্য আর বাস্তুতন্ত্র।	নির্ভরশীলতা, বেঁচে থাকার অধিকার, উপযুক্ত পরিবেশ, খাদ্যশৃঙ্খল, উদ্ভিদের উপর প্রাণীরা নির্ভরশীল, এক প্রাণীর অপর অন্য প্রাণী নির্ভরশীল, বাস্তুতন্ত্র, পরিবেশ রক্ষা, জৈব উপাদান, জীব বৈচিত্র্য, জীবকুল, অতিরিক্ত ভোগ, শোষণ, ভারসাম্য রক্ষা, প্রাকৃতিক পরিবেশ, সমুদ্র তলের জীব বৈচিত্র্য, মানুষ ব্যতিক্রমী, অতিরিক্ত ভোগ করে, লোভ, লালসায় ভোগে, জীবের ভারসাম্য রক্ষা করে।
পরিবেশ ও সম্পদ	সম্পদের ক্রমবিকাশের ধারাঃ অতীত থেকে সম্পদ বিকাশের আটটি ধারা।	গুহা, গাছের ডাল, কম জনসংখ্যা, জনসংখ্যা বৃদ্ধি, বাসস্থানের অভাব, ডাল পাতার কুটির, মাটির দেওয়ালের উপর পাতার ছাউনি, আগুন আবিষ্কার, পোড়া মাটির পাত্র আবিষ্কার, শক্ত পোড়া মাটি খন্ড, বর্ষায় ধুয়ে যেত না, খন্ডের উপর খন্ড লাগিয়ে দেওয়াল তৈরি, কয়লা আবিষ্কার, কয়লা ও মাটির সাহায্যে আধুনিক ইঁট তৈরি, মাটি থেকে সিমেন্ট আবিষ্কার, সিমেন্টের ব্যাপক ব্যবহার, ছাদ নির্মাণের নতুন কৌশল, আধুনিক পাকা বাড়ি, দোতালা ও তেতলা বাড়ি তৈরি, বহুতল বাড়ি নির্মাণ, বহুতল বাড়ির শহর, নির্মাণ শিল্পের নানান সম্পদ - বালি, স্টোনচিপস্, মার্বেল ইত্যাদি।
	পারিবারিক সূত্রে পাওয়া দক্ষতা ও জ্ঞান, নান্দনিক বোধ ও শিল্পকাজ এবং চিকিৎসা বিজ্ঞান।	পারিবারিক সূত্রে শেখা, চিকিৎসা, গাছ থেকে ওষুধ, পাতার রস, কীসে কাজে লাগে, ভেষজ ওষুধ, আয়ুর্বেদ, পারিবারিক সূত্রে শেখা নান্দনিক শিল্প কাজ - নকশা করা কাঁথা, মাটির জিনিসপত্র, আলপনা, প্রতিমা তৈরি, শোলার কাজ, পটচিত্র, কাঠের পুতুল, বাঁশের কাজ।

		আদিবাসীদের নাচ, গান, বাঁশি, মাদল, ঢোল, উত্তরবঙ্গের খোল, মৃদঙ্গ, সেতার, তানপুরা, তবলা।
	দেশ স্বাধীন হওয়ার আগে ও পরে জন্ম নেওয়া মনীষীরা এবং নতুন সম্পদ গড়ে তোলায় তাদের অবদান।	স্বাধীনতার পূর্বের মনীষীরা—রাজা রামমোহন রায়, বিদ্যাসাগর, ডিরোজিও, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজী নজরুল ইসলাম, জগদীশচন্দ্র বসু, প্রফুল্ল চন্দ্র রায়. সত্যেন বসু, প্রশান্ত মহলানবিশ, মেঘনাদ সাহা, নিবেদিতা, বেগম রোকিয়া, বিবেকানন্দ, মহাত্মা গান্ধী, সুভাষচন্দ্র বসু, বাঘাযতীন, মাষ্টারদা, ক্ষুদিরাম বসু, ভগৎ সিং, প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার, কল্পনা দত্ত, মাতঙ্গিনী হাজরা। জন্মেছেন পরাধীন ভারতে কিন্তু দেশের জন্য কাজ করেছেন স্বাধীন ভারতে — জহরলাল নেহেরু, আম্বেদকর, রাধাকৃষ্ণাণ, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ। নতুন সম্পদ গড়ে তোলা — ভারতের সংবিধান, শিক্ষক দিবস, শিশুদিবস, অরণ্য সপ্তাহ।
পরিবেশ ও উৎপাদন	অদূর অতীত থেকে বর্তমান পর্যন্ত কৃষিক্ষেত্রে বিভিন্ন পরিবর্তন।	মাটির নীচের জল, টিউবয়েলের জল, দূষণ মুক্ত জল, শুদ্ধ জল - গোরু, মোষ, স্নান বন্ধ পুকুরে, জলাশয়ে মলমূত্র ত্যাগ করা যাবে না, মলমূত্রের কাপড় কাচা বন্ধ, বাড়ির আবর্জনা ফেলা বন্ধ, পলিথিন ফেলা বন্ধ, শোধনের উপায় - জল দূষণ করা চলবে না, পটাসিয়াম পারম্যাঙ্গানেট দিতে হবে জলে।
	এলাকাভিত্তিক চাষের রকমফের।	উত্তর অঞ্চল – চা, কমলালেবু, ফুলকপি, বাঁধা কপি, স্কোয়াশ ইত্যাদি। তরাই অঞ্চল - পাট, গম, বাদাম। তরাইয়ের ঢালে - চা, চায়ের স্বাদ, চায়ের গন্ধ, আনারস, কলা, রেশমকীট, তুঁত চাষ। গাঙ্গেয় ব-দ্বীপ – আলু, সরষে ফুল, আমন ধান। বর্ধমান – রাঢ় অঞ্চল - ধান, পোস্ত।
	বাংলায় মৎসচাষ ও লুপ্তপ্রায় দেশি মাছ।	নালা, নর্দমা, পুকুর, খাল, বিল, নানান দেশি মাছ, কালবোশ, মৌরলা, মাগুর, খলসে, ফলুই, কই, পুঁটি, চ্যাং, জিওল, কাঁটা বেশি, কীটনাশক, রাসায়নিক সার প্রয়োগ, ধানক্ষেত, মাছ ধরা নিষেধ, মাছ ধরার প্রক্রিয়া, বড় ফাদির জাল, জালের সুতো, বাঁশের শলা দিয়ে, মাছ ঘেরা, বাক্সের মতো ঘুনি, ছিপ দিয়ে মাছ ধরা, কায়দা-কৌশল।
পরিবেশ ও বনভূমি	জীববৈচিত্র্য রক্ষা এবং বনের ভূমিকা।	কাঁকর মাটি, বালি মাটি, মিহি মাটি, নুড়ি, শুকনো মাটি, এঁটেল মাটি, কাদা, বেলে মাটি দোয়াঁশ মাটি, দুটি পাতা একটি কুড়ি, সূর্যের তাপ, বাঁওড়, চাপাতা, ঢালু জমি, স্রোতের জল, নোংরা জল, ঝরনার জল, টিউবলের জল, বৃষ্টির জল জমিয়ে রাখা, বড় জলা, ভূমিরক্ষা, পলিথিনের কুচি, অ্যালুমিনিয়ামের কুচি, পেনের রিফিল,

		ফিল্টার পেপার, চুঁইয়ে পড়া, ভূমিক্ষয়, ভূমিকম্প, রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় উৎপাদন, শোধন, দূষণ মুক্ত জল, কেঁচো, সাপ, ব্যাঙ, ইঁদুর স্প্রিংটেল, শামুক, মৌমাছি, মধু, মৌচাক, টিকটিকি, গিরগিটি, গন্ধগোকুল, শোল মাছ, ল্যাটা মাছ, চ্যাং মাছ, মেরুদণ্ডহীন প্রাণী, বাঘ, হাতি ব্রাহ্মী শাক, কুলেখাঁড়া, হেলেঞ্চা, ঢেঁকিশাক, মোচা, কলা।
	বনভূমি ধ্বংস হচ্ছে।	গাছ- সুন্দরী, গরান, হেঁতাল গাছ, শিশু, গামার, মশলার গাছ। বড় গাছ - নারকেল, তাল, শাল, বট, অশ্বত্থ, আম, জাম। কাঠুরিয়া, অবৈধ প্রবেশ, অরণ্যসম্পদ ধ্বংস।
পরিবেশ ও আকাশ	সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণ নিয়ে সমাজে প্রচলিত সংস্কার ও অবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর বিরুদ্ধে মনোভাব তৈরি।	সূর্যগ্রহণ, পূর্ণগ্রহণ, খন্ডগ্রাস, সূর্য, পৃথিবী, চন্দ্র, মাঝখানে, অতিবেগুনি রশ্মি, ক্ষতিকর, বিশেষ চশমা, চন্দ্রগ্রহণ, পূর্ণিমা, পৃথিবীর ছায়া, নিজের কক্ষপথে ঘোরা, ছায়া, উপছায়া। অবৈজ্ঞানিক বা পৌরাণিক গল্প, সমুদ্রমন্থন, অমৃত পান, লুকিয়ে রাহু, কেতুর আসা, অমৃত পানের সময় সূর্য বা চন্দ্র দেখতে পায়, বিষ্ণু চক্র, রাহু, কেতুর গলা কাটা পড়ে, ক্রুদ্ধ হয়, আজীবন সূর্য চন্দ্রকে গ্রাস করতে যায়। সূর্য বিশ্ব সৃষ্টিচক্রের মূল শক্তি, সূর্যছাড়া যে এই সৃষ্টি ধ্বংস, সূর্যের আয়ু, ক্রমে ক্রমে অন্ধকার হয়ে আসা, উদ্ভিদ জগৎ সবুজত্ব হারানো, সারা পৃথিবীতে বরফ জমে যাওয়া।
	সূর্য যে এই সৃষ্টিচক্রের মূল শক্তি এবং সূর্য ছাড়া যে এই সৃষ্টি ধ্বংস হয়ে যাবে সেই ধারণাকে যুক্তিপূর্ণভাবে স্থাপন করা, সূর্যের যে একদিন শেষ আছে তা উপলব্ধি করানো, জীবজগৎ এমনকি ভূপৃষ্ঠের নীচে তৈরি হওয়া জল, কয়লা, পেট্রোলিয়াম মতো নানান পদার্থকে শেষ করে দেওয়া কি উচিত, তা নিয়েও প্রশ্ন তুলতে দেওয়া।	সূর্য, আলো, পৃথিবী, প্রতি আট মিনিট, সূর্য থেকে আসে তাপ, গাছের খাদ্য তৈরিতে লাগে তাপ, জীব জগতেরও জন্য সূর্য, সালোকসংশ্লেষ, কাঠ পোড়ালে তাপ হয়, কয়লা পোড়ালে তাপ হয়, জল গরমে তাপ হয়, সব তাপের মূল সূর্য, সূর্য না থাকলে পৃথিবী ধ্বংস, গাছ তার সবুজত্ব হারাবে, অক্সিজেনের অভাব হবে, মানুষ বাঁচবে না, বন্যপ্রাণীরাও শেষ হয়ে যাবে।
	মহাকাশের রহস্যকে নিজের চোখে ঠিক করে দেখানোর আয়োজন এবং তা থেকে নানান প্রশ্নের মধ্য দিয়ে এই অজানা রহস্যের প্রতি শিক্ষার্থীকে অনুসন্ধিৎসু করে তোলা।	মহাকাশ, মহাবিশ্ব, রহস্য, আলো, আঁধার, নক্ষত্র, তারা, দূরবীন, নক্ষত্রের জন্ম মৃত্যু, বৃহস্পতি, ধূমকেতু, উল্কা, বরফ জমা, মহাকাশ বিজ্ঞানী, গবেষণা, সপ্তর্ষিমণ্ডল, শ্যুমেকার লেডি, ধ্রুবতারা, কালপুরুষ, লুব্ধক, শুকতারা, সন্ধ্যাতারা, আকাশগঙ্গা।

পরিশিষ্ট (খ)

পাঠভিত্তিক মূল ভাব/উপভাবমূল ভাব ও সামর্থ্যের বিকাশ

পাতাবাহার

পাঠের নাম	উপভাবমূল	নৈতিক মূল্যবোধ ও নানান সামর্থ্যের বিকাশ
বুনো হাঁস	দেশের জন্য আত্মত্যাগ ও দেশের জওয়ানদের কথা	বৃহত্তর স্বার্থের কারণে যারা ক্ষুদ্র স্বার্থ ত্যাগ করেন তাদের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ ও উপলব্ধি।
	নিজের গ্রাম, বাড়ি, পাড়া নিয়ে মানুষের ভালবাসা, আন্তরিকতা ও গৌরববোধ এবং তার উন্নতিতে স্বার্থত্যাগ, বিভিন্ন জনমুখী কাজে অংশগ্রহণ এবং একে অপরের প্রতি সহমর্মিতা।	নিজের সমাজের বা এলাকার প্রতি গর্ববোধ ও জনসেবার মনোভাব নির্মাণ করা।
এতোয়া মুন্ডার কাহিনি	বনজীবী মানুষের অরণ্য সংরক্ষণ ও পশুপালন।	অরণ্যভূমি যে সম্পদ এবং তা রক্ষা করা যে সবার কর্তব্য এনিয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং বনজীবী মানুষদের জীবনযাত্রার প্রতি শ্রদ্ধাবোধ উপলব্ধি করা।
	আদিবাসী সমাজের লোককথা ও লোকশিল্প।	লোকজ সংস্কৃতি এবং আদিবাসী সমাজের গান, লোককথা ও লোকশিল্পের প্রতি শিশুদের শ্রদ্ধাবোধ গড়ে তোলা।
	সব শিশুর জন্য চাই শিক্ষা, বিশেষত তাদের জীবনের প্রাসঙ্গিক শিক্ষা ও বিদ্যালয়ের বাইরের শিক্ষা।	শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার প্রতি স্বচ্ছ ধারণা, সমাজের সবাইকে শিক্ষার দুয়ারে নিয়ে যাওয়ার জন্য সামাজিক কাজে উদ্বুদ্ধ হওয়ার মনোভাব।
পাহাড়িয়া বর্ষার সুরে	উত্তরবঙ্গের লোকগান, লোককথা ও লোকসংস্কৃতির মাধ্যমে জনগোষ্ঠীর জীবনবোধ ও প্রকৃতি নির্ভর সরল জীবনযাত্রা ও ঐক্যবদ্ধ সমাজ চেতনা।	লোকসংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাবোধ এবং মানুষের সরল জীবনযাত্রা ও ঐক্যবদ্ধ সমাজের প্রতি আকর্ষণবোধ।
	উত্তরবঙ্গের লোকগল্প ও লোককথায় নানান লৌকিক বিশ্বাস ও মূল্যবোধ, যা শৈশব থেকেই একজন মানুষের সামাজিক চেতনা, পরিবেশ চেতনা এবং ব্যক্তিগত বিচারবোধ গড়ে তোলে।	লোকসংস্কৃতি নিয়ে মানুষের সামাজিক চেতনা পরিবেশ চেতনা ও ব্যক্তিগত বিচারবোধ গড়ে তোলা।
মধু আনতে বাঘের মুখে	'মউলি'দের বিপজ্জনক জীবিকার মতো অন্যান্য জীবিকার পরিচয় এবং এই ধরনের ঝুঁকিপূর্ণ সামাজিক কাজের প্রতি শিশুদের শ্রদ্ধাবোধ।	ঝুঁকিপূর্ণ সামাজিক কাজের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ গড়ে তোলা।
	মৌমাছিদের সমাজব্যবস্থায় শৃঙ্খলা ও ঐক্যবোধ।	সামাজিক শৃঙ্খলা ও ঐক্যবোধের প্রতি শিশুর আকর্ষণ।

	বনজীবী মানুষ, বণ্যপ্রাণী ও অরণ্যের সহজ সহাবস্থান। প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য ও ভারসাম্য রক্ষা নিয়ে সদর্থক মনোভাব।	প্রকৃতি ও পরিবেশের মধ্যে যে ভারসাম্য আছে তা যুক্তি দিয়ে বোঝা ও তার প্রতি স্বাভাবিক শ্রদ্ধাবোধ।
মাষ্টারদা	সেকালের দেশপ্রেম ও স্বার্থত্যাগ সম্পর্কে শিশুদের মধ্যে শ্রদ্ধাবোধ ও সহমর্মিতা গড়ে তোলা।	দেশপ্রেম ও স্বার্থত্যাগের প্রতি শিশুর মনোভাব তৈরি করা।
	একালের দেশপ্রেম ও স্বার্থত্যাগের স্বরূপ কেমন হওয়া উচিত তা নিয়ে ধারণা।	সমাজসেবার মানসিকতা গড়ে তোলা।
	শিশুদের ব্যক্তিগত আদর্শবোধ ও মানুষ হওয়ার সংকল্প গ্রহণে নানান কর্মসূচি।	আদর্শ মানুষ হওয়ার অনুপ্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হওয়া।
তালনবমী	সেকালের দারিদ্র্য ও একালের দারিদ্র্যের তুলনা-দারিদ্র্যের স্বরূপ সম্পর্কে সম্যক ধারণা এবং দরিদ্র জনসাধারণের প্রতি সহমর্মীতা গড়ে তোলা।	দরিদ্র জনসাধারণের প্রতি সহমর্মিতা গড়ে তোলা।
	বাংলার ব্রত ও পারিবারিক উৎসবের আসল স্বরূপ হল সামাজিক ঐক্য, ভ্রাতৃত্ব ও পারস্পরিক সহযোগিতার চর্চা।	পারিবারিক উৎসবের মাধ্যমে সামাজিক ঐক্য ও ভ্রাতৃত্ববোধের উপলব্ধি।
	এযুগে পারিবারিক উৎসব অনুষ্ঠানে বৈষম্যধর্মী মনোভাবের প্রকাশ নিয়ে শিশুদের ভাল-মন্দ, উচিত-অনুচিতের বোধ গড়ে তোলা।	সমাজের বৈষম্যধর্মী আচরণের বিরুদ্ধে বিচারবোধ গড়ে তোলা।
আকাশের দুই বন্ধু	শিশুদের মধ্যে বন্ধুত্ব মজাদার প্রতিযোগিতা এবং নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে সহজ আনন্দ ভোগ।	বন্ধুত্ব ও সহজ আনন্দ ভোগের প্রতি শিশুর আকর্ষণ বাড়িয়ে তোলা।
	একে অপরের মধ্যে লড়াই লাগিয়ে তা থেকে মজা পাওয়ার মতো হীন মানসিকতার বিরুদ্ধে শিশুকে সচেতন করে তোলা।	হিংসা ও ঈর্ষার বিরুদ্ধে মনোভাব তৈরি করা। অন্যকে বিপদে ফেলে বা আঘাত করে নিজে মজা পাওয়ার হীন মানসিকতার বিরুদ্ধে মনোভাব তৈরি করা।

পরিশিষ্ট (খ)

পাঠভিত্তিক মূল ভাব/উপভাবমূল ভাব ও সামর্থ্যের বিকাশ

আমাদের পরিবেশ

পাঠের নাম	উপভাবমূল	নৈতিক মূল্যবোধ ও নানান সামর্থ্যের বিকাশ
ভৌত পরিবেশ	মাটি - প্রকার ও বৈশিষ্ট্য - মাটির যত্ন ও পুষ্টি, জৈব ও অজৈব পদার্থ – মাটি মা, খাদ্য যোগান দেয় - ভূমিক্ষয় ও তার রোধ করার উপায়।	যুক্তি, বিচারবোধ নির্মাণ ও মাটির দূষণ ও ভূমিক্ষয়ের বিরুদ্ধে মনোভাব তৈরি করা।
	জল থেকে জলাশয়।	যুক্তি, বিচারবোধ নির্মাণ ও মিষ্টি জল ও জলাশয়ের গুরুত্ব উপলব্ধি করা। জল অপচয়ের বিরুদ্ধে মনোভাব তৈরি করা।
	উদ্ভিদ জগৎ - বাড়ির কাছের উদ্ভিদ - চেনা গাছের আচার-আচরণ, হারিয়ে যাওয়া উদ্ভিদ।	পরিবেশ ও উদ্ভিদ জগতের প্রতি মমত্ববোধ এবং হারিয়ে যাওয়া উদ্ভিদের গুরুত্ব অনুভব করা।
	প্রাণীজগৎ-বন্যপ্রাণী ও গৃহপালিত প্রাণী।	পরিবেশ রক্ষায় প্রাণী জগতের ভূমিকা উপলব্ধি করা এবং হারিয়ে যাওয়া প্রাণীদের গুরুত্ব অনুভব করা।
	জীব বৈচিত্র্য আর বাস্তুতন্ত্র।	পরিবেশের মধ্যে সবারই বেঁচে থাকার অধিকার আছে এবং তাদের প্রত্যকের নিজস্ব কৌশল আছে- এই ব্যবস্থার প্রতি সহনশীলতা ও মমত্ববোধ অনুভব করা।
পরিবেশ ও সম্পদ	সম্পদের ক্রমবিকাশের ধারাঃ অতীত থেকে সম্পদ বিকাশের আটটি ধারা।	অতীত থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত সম্পদের বিকাশের ধারা বুঝে মানুষের অবদানের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ করা এবং কোনও জিনিসই যে রাতারাতি ঘটে যায়নি তার প্রতি বিচারবোধ গড়ে তোলা।
	পারিবারিক সূত্রে পাওয়া দক্ষতা ও জ্ঞান, নান্দনিক বোধ ও শিল্পকাজ এবং চিকিৎসা বিজ্ঞান।	প্রথাগত শিক্ষার বাইরে যে পারিবারিক দক্ষতা রয়েছে তার প্রতি শ্রদ্ধাবোধ জাগ্রত করা এবং তাকে ঘৃণা না করা।
	দেশ স্বাধীন হওয়ার আগে ও পরে জন্ম নেওয়া মনীষীরা এবং নতুন সম্পদ গড়ে তোলায় তাদের অবদান।	এইসব মনীষীদের প্রতি মর্যাদা ও সম্মানবোধ গড়ে তোলা এবং তাঁদের অবদানকে স্বীকৃতি দেওয়া।
পরিবেশ ও উৎপাদন	অদূর অতীত থেকে বর্তমান পর্যন্ত কৃষিক্ষেত্রে বিভিন্ন পরিবর্তন।	পরিবর্তনের অতীত ভবিষ্যৎ নিয়ে বোধ তৈরি করা। সব পরিবর্তনই যে শুভ তা নয়, তা কৃষিক্ষেত্রে বর্তমান প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে শিশুকে উপলব্ধি করানো।
	এলাকাভিত্তিক চাষের রকমফের।	কৃষি ও চাষের মানচিত্র নির্মাণের মাধ্যমে ফসল উৎপাদনের যুক্তিনির্ভর প্রক্রিয়া সম্পর্কে ধারণা লাভ।

	বাংলায় মৎসচাষ ও লুপ্তপ্রায় দেশি মাছ।	মানুষের নানান উদ্ভাবনী ক্ষমতার প্রতি শ্রদ্ধাবোধ এবং লুপ্তপ্রায় সম্পদ যেমন দেশি মাছের প্রতি মমত্ববোধ তৈরি করা।
পরিবেশ ও বনভূমি	জীববৈচিত্র্য রক্ষা এবং বনের ভূমিকা।	গাছ ও অরণ্যের মধ্যে সবাইকে নিয়ে বেঁচে থাকার যে গুণ রয়েছে তা উপলব্ধি করা।
	বনভূমি ধ্বংস হচ্ছে।	পরিবেশ ধ্বংস করা ও বন্যপ্রাণী হত্যা করার বিরুদ্ধে শিশুদের মনোভাব দৃঢ় করে তোলা।
পরিবেশ ও আকাশ	সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণ নিয়ে সমাজে প্রচলিত সংস্কার ও অবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর বিরুদ্ধে মনোভাব তৈরি।	কুসংস্কারের বিরুদ্ধে মনোভাব তৈরি করা এবং যুক্তিশীল মানসিকতা তৈরিতে জোর দেওয়া।
	সূর্য যে এই সৃষ্টিচক্রের মূল শক্তি এবং সূর্য ছাড়া যে এই সৃষ্টি ধ্বংস হয়ে যাবে সেই ধারণাকে যুক্তিপূর্ণভাবে স্থাপন করা, সূর্যের যে একদিন শেষ আছে তা উপলব্ধি করানো, জীবজগৎ এমনকি ভূপৃষ্ঠের নীচে তৈরি হওয়া জল, কয়লা, পেট্রোলিয়াম মতো নানান পদার্থকে শেষ করে দেওয়া কি উচিত, তা নিয়েও প্রশ্ন তুলতে দেওয়া।	শক্তির আধার যে সূর্য তা উপলব্ধি করা এবং সূর্যের কারণে গড়ে ওঠা খনিজ সম্পদ উত্তোলনের
	মহাকাশের রহস্যকে নিজের চোখে ঠিক করে দেখানোর আয়োজন এবং তা থেকে নানান প্রশ্নের মধ্য দিয়ে এই অজানা রহস্যের প্রতি শিক্ষার্থীকে অনুসন্ধিৎসু করে তোলা।	অজানা রহস্যের প্রতি শিশুকে অনুসন্ধিৎসু করে তোলা।

–

পরিশিষ্ট (গ)
পাঠভিত্তিক কৃত্যালি সমূহ
পাতাবাহার

পাঠের নাম	উপভাবমূল বা আলোচ্য বিষয়বস্তু	কৃত্যালি
বুনো হাঁস	দেশের জন্য আত্মত্যাগ ও দেশের জওয়ানদের কথা	১) বহির্বিদ্যালয় কৃত্যালি শিক্ষার্থীদের মধ্যে সহমর্মিতার বোধ গড়ে তোলার জন্য প্রথমত ছাত্রছাত্রীদের আশেপাশের পাড়ায়, পরিবারে কেউ বিপদে পড়লে সকলে মিলে কীভাবে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়, কীভাবে তাকে এবং তার পরিবারকে আবার উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করে- এই বিষয় তথ্য সংগ্রহ করবে এবং শ্রেণিকক্ষে ফিরে তথ্যের আদানপ্রদান করবে। ২) সৃজনমূলক কাজ শুধু দেশ রক্ষার ক্ষেত্রে জওয়ানদের ভূমিকা নয়, যে কোনও সংকটে যে সমস্ত মানুষ ও কর্মী নিজেদের প্রাণ বিপন্ন করেও দেশের মানুষকে বাঁচাতে সচেষ্ট হয়, তাদের প্রতি শিশুদের মমত্ববোধ গড়ে তুলতে বিভিন্ন প্রকার কৃত্যালি গ্রহণ করা যায়। ৩) ছড়া তৈরি ও ছড়া বলা ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে ছড়া নির্মাণের ব্যবস্থা করতে হবে। ৪) সেনাবাহিনীদের কীর্তি বা দেশের জন্য আত্মত্যাগের কথা নিয়ে ছোটদের ছবি ও গল্পের বই সংগ্রহ করা এবং সবাই মিলে তা পড়া। ৫) দৃশ্য-শ্রাব্য কৃত্যালি জীবনের ঝুকি নিয়ে উইং কমান্ডার অভিনন্দনের পাকিস্তান ঢুকে পড়া এবং তারা ধরা পড়ে যাওয়ার ঘটনা ইউটিউব থেকে ডাউনলোড করে নেওয়া যেতে পারে।
	নিজের গ্রাম, বাড়ি, পাড়া নিয়ে মানুষের ভালবাসা, আন্তরিকতা ও গৌরববোধ এবং তার উন্নতিতে স্বার্থত্যাগ, বিভিন্ন জনমুখী কাজে অংশগ্রহণ এবং একে অপরের প্রতি সহমর্মিতা।	১) বহির্বিদ্যালয় কৃত্যালি বাড়ির, পাড়ার বা অঞ্চলের কোনও অবসরপ্রাপ্ত সৈনিক, আপৎকালীন কাজের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিগণ, কোনও মহামারী, বন্যা, ঝড়, ভূমিকম্পে সাহায্য করেছে এমন মানুষ অথবা কোনও স্বাধীনতা সংগ্রামীর সাথে ছাত্রছাত্রীরা সাক্ষাৎ করবে এবং তাদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কাহিনী শুনবে। ২) সৃজনমূলক কাজ শিক্ষক-শিক্ষিকারা শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিভিন্ন চরিত্র বন্টন করে দেবেন এবং তাদের অভিনয় করতে দেবেন। ৩) দৃশ্য-শ্রাব্য কৃত্যালিঃ শিক্ষক-শিক্ষিকা একটি দৃশ্য-শ্রাব্য ক্লীপ তৈরি করবেন

		যেখানে কোনও ব্যক্তি বা সংগঠন সমাজের জন্য গঠনমূলক কাজ করেছেন।
এতোয়া মুন্ডার কাহিনি	বনজীবী মানুষের অরণ্য সংরক্ষণ ও পশুপালন।	১) বহির্বিদ্যালয় কৃত্যালি বিদ্যালয়ের আশেপাশে যদি কোনও আদিবাসী এলাকা অথবা বনজীবী মানুষের বাস থেকে থাকে তাহলে তাদের কাছে গিয়ে এবিষয়ে তাদের মতামত গ্রহণ করা যেতে পারে। ২) সৃজনমূলক কাজঃ আদিবাসী সমাজে অরণ্য সংরক্ষণের একটা রীতি এবং সংস্কৃতি আছে। দেবতা জ্ঞানে ওরা জঙ্গলকে রক্ষা করে। অহেতুক তাকে ধ্বংস করে না। ওরা ছোট গাছের বন কেটে বসত গড়ে ঠিকই, কিন্তু জঙ্গলকে নষ্ট করে না। এই কারণেই ওখান থেকে ওরা ক্ষুধা মেটাবার ও জীবনধারন করবার রসদ পায়। এই বিষয় নিয়ে একটা বিতর্ক সভা করা যায়। বিষয়ঃ 'আদিবাসী সম্প্রদায় বনজঙ্গল কেটে শেষ করে দেয়'। ৩) নাটকঃ জঙ্গল আমার মা [জঙ্গল থেকে মানুষ ও পশুপাখিরা কত রকমের সাহায্য পায় তা নিয়ে এই নাটক, বিষয়বস্তুটি বুঝিয়ে দিয়ে সংলাপ অনেক বেশি বাড়ানো যায়। তবু কিছু সংলাপ করে দেওয়া হল] ৪) দৃশ্য-শ্রাব্য কৃত্যালিঃ অরণ্য যখন মানুষের বাঁচার অবলম্বন হয়ে ওঠে তখন তাকে বাঁচাবার দায়িত্বও মানুষ তুলে নেয়। অরণ্য সংরক্ষণে রাজস্থানের আদিবাসী বিশনয়দের ভূমিকা ইউটিউব থেকে নিয়ে দেখানো যেতে পারে। পশ্চিমবঙ্গের জঙ্গলে বিভিন্ন গ্রামের মানুষের পাশুপালন ও সামগ্রী সংগ্রহের ছবি ডাউনলোড করে দেখানো যেতে পারে। পশুপালন থেকে কীভাবে মানুষ তার বেঁচে থাকার রসদ জোগাড় করে তা শিশুদের সঙ্গে আলোচনা করা যেতে পারে।
	আদিবাসী সমাজের লোককথা ও লোকশিল্প।	১) বহির্বিদ্যালয় কৃত্যালি আদিবাসী সংস্কৃতি, লোকসংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাবোধ এবং গৌরববোধ গড়ে তোলার জন্য কয়েকটি কৃত্যালি নেওয়া যেতে পারে। যদি বিদ্যালয়ের বাকি ছাত্রছাত্রীরা ওদের নাচ, গান, গল্প-কাহিনী নিয়ে চর্চা করে তা হলে বিদ্যালয়ে আদিবাসী ছাত্রছাত্রীদেরও নিজেদের সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধা ও গৌরববোধ গড়ে উঠবে। সেই সঙ্গে অনাদিবাসী শিশুরাও আদিবাসী সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে উঠবে।

		২) সৃজনমূলক কাজ ছবি আঁকা- আদিবাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে যে ধরনের ছবি আঁকার রীতি চালু রয়েছে, তার নমুনা নীয়ে এসে শিক্ষার্থীদেরকে তা আঁকতে দেওয়া যেতে পারে। ওই অঙ্কনকে অনুকরণ করে শিশুরাও নতুন নতুন প্যাটার্ন তৈরি করতে চেষ্টা করবে। ৩) এলাকায় আদিবাসী নৃত্যের অনুষ্ঠান করা যেতে পারে। প্রয়োজনে আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষজনকে বিদ্যালয়ে ডেকে এনে ওই নৃত্য এবং গানের অনুষ্ঠান করা যায়। ৪) এই বিষয়ে শিশুপাঠ্য সংগ্রহ করা এবং সেগুলি দলে পড়তে দেওয়া এবং আলোচনা করতে দেওয়া খুব জরুরি। শ্রেণিকক্ষে বা বিদ্যালয়ে এমন কোনও গ্রন্থাগার তৈরি করতে পারলে ভাল হয়। শিশুরা সপ্তাহে দু-একটা পিরিয়ডে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের বিভিন্ন বই দেখবে, পড়বে বা পড়ে শোনাবে বন্ধুদের। প্রয়োজনে কোনও কোনও শিশু ওই বইগুলি বাড়িতে পড়ার জন্যও নিয়ে যেতে পারে। ৫) দৃশ্য-শ্রাব্য কৃত্যালি আমাদের রাজ্যের পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং জেলার নানা আদিবাসীদের মধ্যে ছড়িয়ে রয়েছে নানা লোককথা। ইউটিউবে তার নানা নিদর্শন রয়েছে। ভাদুগানকে ঘিরে রয়েছে লোককথা। এরকম আরও নানা লোককথা। শিশুদের তা দেখানো যেতে পারে। এলাকার কোনও বয়স্ক মানুষের কাছ থেকে এলাকার লোকগল্প রেকর্ড করে আনা যেতে পারে। সেগুলি দিয়ে নতুন দৃশ্য-শ্রাব্য ক্লীপ তৈরি করতে পারেন।
	সব শিশুর জন্য চাই শিক্ষা, বিশেষত তাদের জীবনের প্রাসঙ্গিক শিক্ষা ও বিদ্যালয়ের বাইরের শিক্ষা।	১) বহির্বিদ্যালয় কৃত্যালি ‘সব শিশুর জন্য শিক্ষা চাই’– এই ধারণাটি বোঝাতে বিভিন্ন কৃত্যালি গ্রহণ করা যায়। শিক্ষার গুরুত্ব বোঝাবার জন্য প্রথমত একটি সচেতনতা র‍্যালি করা যেতে পারে। ছাত্রছাত্রীদের নিজেদের হাতে তৈরি ছোট বড় প্ল্যাকার্ড-ফেস্টুন নিয়ে ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষক-শিক্ষিকারা মিলে গ্রাম প্রদক্ষিণ করতে পারে। মাইকে স্লোগান (সচেতনতা বিষয়ক) দিতে দিতে মিছিল করে গোটা গ্রামে ঘুরতে পারে। ২) একটি সমীক্ষা করাও যেতে পারে। ছাত্রছাত্রীরা চার-পাঁচটি দলে ভাগ হয়ে সমীক্ষাপত্র নিয়ে গ্রামের বাড়ি বাড়ি গিয়ে তথ্য সংগ্রহ করবে। পরে সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে শিক্ষক-শিক্ষিকার সঙ্গে বসে রিপোর্ট তৈরি করবে। বিবরণ থেকে সেই গ্রামের শিক্ষার হার, শিক্ষার ক্ষেত্রে সুবিধা অসুবিধা ইত্যাদি বিষয় উঠে আসবে। পরে শিক্ষার হার বাড়ানোর জন্য এবং অসুবিধা

		দূর করার জন্য বিদ্যালয় থেকে বিভিন্ন প্রকল্প নেওয়া যেতে পারে। ৩) সৃজনমূলক কাজ স্লোগান ও প্ল্যাকার্ড তৈরিঃ শিক্ষার প্রসারের জন্য সচেতনতা গড়তে শিশুরা শ্রেণিকক্ষে নানান স্লোগান তৈরি করতে পারে এবং রং-তুলি দিয়ে পোষ্টার বানাতে পারে। স্লোগানগুলি যাতে ছড়ার মতন শোনায় তারজন্য শিশুদেরকে অন্তমিলের শব্দ যোগান দিতে হবে। যাতে তাদেরকে দিয়েই স্লোগান তৈরি করানো যায়। ৪) বিষয়টি নিয়ে একটি নাটিকা উপস্থাপন করা যায়। নাটিকাঃ শিক্ষার আলো ৫) এই বিষয়ে শিশুপাঠ্য সংগ্রহ করা ও সেগুলি দলে পড়তে দেওয়া এবং আলোচনা করতে দেওয়া খুবই জরুরি। শ্রেণিকক্ষে বা বিদ্যালয়ে এমন কোনও গ্রন্থাগার তৈরি করতে পারলে ভাল হয়। শিশুরা সপ্তাহে দু-একটা পিরিয়ডে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের বিভিন্ন বই দেখবে, পড়বে বা বন্ধুদের পড়ে শোনাবে। প্রয়োজনে কোনও কোনও শিশু ওই বইগুলি বাড়িতে পড়ার জন্যও নিয়ে যেতে পারে। ৬) দৃশ্য-শ্রাব্য কৃত্যালি সমাজে অশিক্ষার জন্য রয়েছে নানান কুসংস্কার। তার ফলে প্রাণ যায় গরিব মানুষের। গ্রহণের সময় কুসংস্কার এমনকি ডাইনি সন্দেহে মানুষ মারার মতো ঘটনা কিংবা করোনা দূর করার জন্য গরুর রেচন পদার্থ খাওয়ার ঘটনার ছবি ইউটিউব থেকে ডাউনলোড করে দেখিয়ে যুক্তি দিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে। যুক্তিগ্রাহ্য নানা ছবি প্রয়োজনে ডাউনলোড করে দেখানো যেতে পারে। পরে শিশুরা এনিয়ে আলোচনা করবে এবং কুসংস্কার দূরীকরণে যে শিক্ষার ভূমিকা অপরিসীম তাদের মধ্যে সেই ধারণা গড়ে তুলবে।
পাহাড়িয়া বর্ষার সুরে	উত্তরবঙ্গের লোকগান, লোককথা ও লোকসংস্কৃতির মাধ্যমে জনগোষ্ঠীর জীবনবোধ ও প্রকৃতি নির্ভর সরল জীবনযাত্রা ও ঐক্যবদ্ধ সমাজ চেতনা।	১) বহির্বিদ্যালয় কৃত্যালি উত্তরবঙ্গের লোকগান অর্থাৎ মালদা সহ উত্তরবঙ্গের সমস্ত জেলায় লোকগানের এক উন্নত ঐতিহ্য আছে। উত্তরবঙ্গের বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকারা শিক্ষার্থীদের নিয়ে এলাকা পরিদর্শন করে ওখানে এমন কোনও লোকসঙ্গীত আছে কিনা তা অনুসন্ধান করতে পারেন। এমন কোনও লোকগীতির গায়ককে পাওয়া গেলে সবাই মিলে তাঁর গান শোনা এবং গানের অর্থ তাঁর কাছ থেকে জানা যেতে পারে। গানটি খাতায় লিখে এবং রেকর্ড করে এনে পরে বিদ্যালয়ে সেইসব গানের চর্চা করা যেতে পারে। গানের

		মধ্যে দিয়ে কী বোঝানো যাচ্ছে তা নিয়ে আলোচনা চলতে পারে। ২) একইভাবে দক্ষিণবঙ্গের ছাত্রছাত্রীদের দিয়ে দক্ষিণবঙ্গের লোকগান সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করানো যেতে পারে। আঞ্চলিক লোকগান শিল্পীর গান শুনতে এলাকা পরিদর্শন, গানটি লিখে এনে চর্চা ও অর্থ সম্পর্কে আলোচনা করা যেতে পারে। শুধু গান নয়, লোকনৃত্য, লোকগল্পও তারা সংগ্রহ করে বিদ্যালয়ে পরিবেশন করতে পারে। তবে শিক্ষক মহাশয় উত্তরবঙ্গের কিছু লোকগান শিশুদের শেখাতে পারেন। ৩) সৃজনমূলক কাজ লোককথা অবলম্বনে নাটক এটি উত্তরবঙ্গের না হলেও, লোককথা সম্পর্কে কীভাবে নাটক বানাতে হবে তার একটি উদাহরণ দেওয়া হল; নাটকঃ ভদ্রাবতী-ভাদু ৪) উত্তরবঙ্গের লোকগান ভাওয়াইয়াঃ গানটি গাইতে গাইতে দলে বসে ছবি আঁকা। ৫) দলে বসে ছড়াটি শেষ কর। নীচের শব্দগুলি নাও এবং তা দিয়ে ছড়া বানাও। শেষ দু'লাইন করে দেওয়া আছে। ৬) এলাকায় আদিবাসী নৃত্যের অনুষ্ঠান করা যেতে পারে। প্রয়োজনে আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষজনকে বিদ্যালয়ে ডেকে এনে ওই নৃত্য এবং গানের অনুষ্ঠান করা যায়। ৭) দৃশ্য-শ্রাব্য কৃত্যালি উত্তরবঙ্গের ভাওয়াইয়া গানের দৃশ্য ইউটিউব থেকে ডাউনলোড করে শিশুদের দেখানো যেতে পারে। এছাড়াও রাভাদের নানা উৎসবের গান ও নাচ দেখানো যেতে পারে। ওই গানগুলির অর্থ শিশুদের কাছে তুলে ধরা যেতে পারে এবং গানের মধ্য দিয়ে উত্তরবঙ্গের মানুষদের সরল ও সহজ জীবনযাত্রার যে পরিচয় পাওয়া যায় তা সম্পর্কে শিশুদের ধারণা স্পষ্ট করা যায়।
	উত্তরবঙ্গের লোকগল্প ও লোককথায় নানান লৌকিক বিশ্বাস ও মূল্যবোধ, যা শৈশব থেকেই একজন মানুষের সামাজিক চেতনা, পরিবেশ চেতনা এবং ব্যক্তিগত বিচারবোধ গড়ে তোলে।	১) বহির্বিদ্যালয় কৃত্যালি লোককাহিনী ও লোকগল্প- উত্তরবঙ্গের জেলাগুলির ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীরা তাদের এলাকা পরিদর্শন করে সেই অঞ্চলের লোক কাহিনী, রূপকথার গল্প স্থানীয় মানুষের কাছ থেকে শুনে এসে বিদ্যালয়ে আলোচনা করতে পারে। প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে বলা যেতে পারে তারা যাতে পরিবারের লোকেদের কাছ থেকে এই ধরনের গল্পকথা শুনে এসে শ্রেণিকক্ষে নিজেদের মধ্যে আদানপ্রদান করে। ২) দক্ষিণবঙ্গের জেলার বিদ্যালয়গুলির ক্ষেত্রে এই একইভাবে শিক্ষার্থীরা সেইসব অঞ্চলের লোকগল্প,

		রূপকথার গল্প স্থানীয় বয়স্কদের কাছ থেকে শুনে একইভাবে বিদ্যালয়ে আলোচনা করতে পারে। প্রতিটি লোকগল্পের পেছনে যে বার্তা আছে তা শিশুদের স্পষ্ট করে দেওয়া প্রয়োজন। ৩) সৃজনমূলক কাজ গল্প পড়ে দলে বসে নাটক তৈরি কর। উদাহরণ, বেড়াচাঁপার লোককথা। ৪) এলাকায় আদিবাসী নৃত্যের অনুষ্ঠান করা যেতে পারে। প্রয়োজনে আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষজনকে বিদ্যালয়ে ডেকে এনে ওই নৃত্য এবং গানের অনুষ্ঠান করা যায়। ৫) দৃশ্য-শ্রাব্য কৃত্যালি ইউটিউব থেকে বাংলার লোককথা শিশুদের উপযোগী করে ডাউনলোড করতে পারেন। এছাড়াও আপনার এলাকার কোনও লোককথাকে মোবাইল বন্দি করে শিশুদের দেখানো যেতে পারে। অনেক প্রচলিত লোককথা ভিডিও আকারে খোলা বাজারে পাওয়া যায় তাও দেখাতে পারা যায়। তবে মনে রাখতে হবে এই লোককথাগুলির পশ্চাতে যে মূল্যবোধের বার্তা লুক্কায়িত আছে তা আলোচনার সময়ে শিশুদের কাছে তুলে ধরতে হবে।
মধু আনতে বাঘের মুখে	'মউলি'দের বিপজ্জনক জীবিকার মতো অন্যান্য জীবিকার পরিচয় এবং এই ধরনের ঝুঁকিপূর্ণ সামাজিক কাজের প্রতি শিশুদের শ্রদ্ধাবোধ।	১) বহির্বিদ্যালয় কৃত্যালি 'মউলি'দের বিপজ্জনক জীবিকার মতো অন্যান্য জীবিকার পরিচয় এবং এই ধরনের ঝুঁকিপূর্ণ সামাজিক কাজের প্রতি শিশুদের শ্রদ্ধাবোধ তৈরি করতে এলাকা পরিদর্শন, সমীক্ষার মতো কৃত্যালিগুলি করা যায়। ২) সৃজনমূলক কৃত্যালি নাটকঃ মউলি ৩) এই বিষয়ে শিশুপাঠ্য সংগ্রহ করা এবং সেগুলি দলে পড়তে দেওয়া এবং আলোচনা করতে দেওয়া খুব জরুরি। শ্রেণিকক্ষে বা বিদ্যালয়ে এমন কোনও গ্রন্থাগার তৈরি করতে পারলে ভাল হয়। শিশুরা সপ্তাহে দু-একটা পিরিয়ডে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের বিভিন্ন বই দেখবে, পড়বে বা পড়ে শোনাবে বন্ধুদের। প্রয়োজনে কোনও কোনও শিশু ওই বইগুলি বাড়িতে পড়ার জন্যও নিয়ে যেতে পারে। ৪) দৃশ্য-শ্রাব্য কৃত্যালি সুন্দরবনের মানুষের জীবনের জন্য জীবন উপেক্ষা করে বিপজ্জনকভাবে জঙ্গলের মধ্যে থেকে মধু পাড়ার ছবি ইউটিউব থেকে ডাউনলোড করে তা দেখানো যেতে পারে। এছাড়াও ছোট ডিঙ্গি নৌকায় করে জঙ্গলের খাড়িতে মাছ ধরার ছবি দেখানো যেতে পারে। এই বিপজ্জনক

		জীবিকার পরিচয় দিতে গিয়ে নেপথ্যে যে সমস্ত শব্দ ও কথা ব্যবহৃত হবে তা সম্পর্কে ইতিমধ্যেই শিশুদের মানস মানচিত্রের মাধ্যমে পরিচয় ঘটিয়ে দিতে হবে।
	মৌমাছিদের সমাজব্যবস্থায় শৃঙ্খলা ও ঐক্যবোধ।	১) বহির্বিদ্যালয় কৃত্যালি এলাকায় মৌচাষী থাকলে বা কারুর বাড়ির আশেপাশে মৌচাক থাকলে ওই ব্যাক্তিদের কাছ থেকে শিক্ষার্থীরা মৌমাছিদের আচরণ ও অভ্যাস সম্পর্কে জেনে নিতে পারে। মৌচাকগুলি থেকে কখন মৌমাছিরা বেরিয়ে পরে, মৌচাকের ভেতর সব মৌমাছির আকার কি একই, তাদের কুঠুরিগুলি দেখতে কেমন, কোন জায়গায় মধু জমিয়ে রাখা হয়, মৌচাকের বাকি অংশগুলিতে কী থাকে, মৌমাছিদের সবাই কে কী কাজ করে, নাকি কেউ কেউ অলসভাবে দিন কাটায় - এইসব প্রশ্ন করে যে তথ্যগুলি শিশুরা পাবে তার সঙ্গে মনুষ্য সমাজের একটা তুলনা টানবে। কোথায় কোথায় মিল এবং কোথায় কোথায় অমিল আছে তা বোঝার চেষ্টা করবে। ২) সৃজনমূলক কাজ গল্প পড়া ও গল্প বলার আসরঃ গল্প শুনে ছবি আঁকার ব্যবস্থাও করা যেতে পারে। যে যার মতো করে আঁকতে পারে। ৩) এই বিষয়ে শিশুপাঠ্য সংগ্রহ করা এবং সেগুলি দলে পড়তে দেওয়া এবং আলোচনা করতে দেওয়া খুব জরুরি। শ্রেণিকক্ষে বা বিদ্যালয়ে এমন কোনও গ্রন্থাগার তৈরি করতে পারলে ভাল হয়। শিশুরা সপ্তাহে দু-একটা পিরিয়ডে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের বিভিন্ন বই দেখবে, পড়বে বা পড়ে শোনাবে বন্ধুদের। প্রয়োজনে কোনও কোনও শিশু ওই বইগুলি বাড়িতে পড়ার জন্যও নিয়ে যেতে পারে। ৪) দৃশ্য-শ্রাব্য কৃত্যালি ইউটিউবে মৌমাছির জীবনচক্র খুব সুন্দরভাবে দেওয়া আছে। তা দেখিয়ে শ্রমিক মৌমাছির নানা কর্মকাণ্ড আলোচনা করা যেতে পারে। ওখান থেকে দৃশ্যগুলি নেওয়ার পর নেপথ্য কণ্ঠে মাতৃভাষায় মৌমাছিদের বিভিন্ন সামাজিক কাজগুলি তুলে ধরবে। মনুষ্য সমাজের সঙ্গে তার মিল ও অমিল তুলে ধরবে। শিক্ষক মাঝে মাঝে ভিডিওটি থামিয়ে শিশুদের সাথে আলোচনায় যেতে পারে। সংশ্লিষ্ট শব্দগুলিও ব্যবহার করবে।

	বনজীবী মানুষ, বণ্যপ্রাণী ও অরণ্যের সহজ সহাবস্থান। প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য ও ভারসাম্য রক্ষা নিয়ে সদর্থক মনোভাব।	১) বহির্বিদ্যালয় কৃত্যালি বিদ্যালয়ের আশেপাশে যদি কোনও আদিবাসী এলাকা অথবা বনজীবী মানুষের বাস থেকে থাকে তাহলে তাদের কাছে গিয়ে এবিষয় তাদের মতামত গ্রহণ করা যেতে পারে। ২) সৃজনমূলক কাজ গল্প পড়ি আর শুনি, নাটক তৈরি করি। ৩) এই বিষয়ে শিশুপাঠ্য সংগ্রহ করা ও সেগুলি দলে পড়তে দেওয়া এবং আলোচনা করতে দেওয়া খুব জরুরি। শ্রেণিকক্ষে বা বিদ্যালয়ে এমন কোনও গ্রন্থাগার তৈরি করতে পারলে ভাল হয়। শিশুরা সপ্তাহে দু-একটা পিরিয়ডে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের বিভিন্ন বই দেখবে, পড়বে বা পড়ে শোনাবে বন্ধুদের। প্রয়োজনে কোনও কোনও শিশু ওই বইগুলি বাড়িতে পড়ার জন্যও নিয়ে যেতে পারে। ৪) দৃশ্য-শ্রাব্য কৃত্যালি জলে কুমির ডাঙায় বাঘ, এরই মাঝে মানুষের বেঁচে থাকার জন্য খাবারের খোঁজ, সুন্দরবনের মানুষ ও পশুর সহাবস্থানের ছবি দেখিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে। বাঘ আছে বলেই যে জঙ্গলটা টিকে আছে এবং জঙ্গলকে ঘিরে যে মানুষ তার জীবিকা সংগ্রহ করে তা পরিষ্কার করে দিতে হবে।
মাষ্টারদা	সেকালের দেশপ্রেম ও স্বার্থত্যাগ সম্পর্কে শিশুদের মধ্যে শ্রদ্ধাবোধ ও সহমর্মিতা গড়ে তোলা।	১) বহির্বিদ্যালয় কৃত্যালি শিক্ষার্থীরা তাদের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সহযোগিতায় এলাকায় কোনও স্বাধীনতা সংগ্রামীর পরিবার থাকলে তাঁর বাড়ি যাবে। তাঁর ছবি দেখবে এবং তাঁর কৃতিত্বের কথা শুনবে। এব্যাপারে কোনও কাহিনী থাকলে সেগুলিও নোট করে আনবে। উক্ত স্বাধীনতা সংগ্রামীর নাম, তাঁর কর্মস্থল, সাহসিকতার জন্য কোনও পদক পেয়েছেন কিনা এইসব খবর আনবে। যিনি দেশের মুক্তির জন্য এমন মহান কাজ করেছেন তাঁর প্রতি যাতে শিশুর শ্রদ্ধার ভাব জন্মায় তার জন্য শিক্ষক-শিক্ষিকারা আলোচনা করবেন এবং প্রয়োজনমতো একটি সমীক্ষাপত্র তৈরি করে নেবেন। তেমন কেউ না থাকলে, এমন কোনও মানুষকে খুঁজতে হবে যিনি স্বাধীনতা যুগের গল্প বলতে পারেন। তার কাছে থেকে শিশুরা স্বাধীনতার গল্প শুনবে। ২) সৃজনমূলক কাজ নাটক। উদাহরণ ‘দেশের প্রতি ভালবাসা’। ৩) এনিয়ে ছবি আঁকা, জাতীয় পতাকা তৈরি ইত্যাদি করতে পারে। প্রয়োজনে প্রাকৃতিক রং তৈরি করে তারা ছবি আঁকবে।

		৪) এই বিষয়ে শিশুপাঠ্য সংগ্রহ করা এবং সেগুলি দলে পড়তে দেওয়া এবং আলোচনা করতে দেওয়া। শ্রেণিকক্ষে বা বিদ্যালয়ে এমন কোনো গ্রন্থাগার তৈরি করতে পারলে ভাল হয়। ৫) দৃশ্য-শ্রাব্য কৃত্যালি ইউটিউব থেকে ভারতের স্বাধীনতার লড়াই সম্পর্কিত সংক্ষিপ্ত তথ্য ডাউনলোড করে শিশুদের ভারতের স্বাধীনতার লড়াই সম্বন্ধে অবহিত করবেন। নেপথ্য কণ্ঠ প্রদান করার সময় দেশের জন্য স্বাধীনতা সংগ্রামীদের স্বার্থত্যাগ এবং প্রাণত্যাগকে বড় করে দেখাতে হবে, জাতে তারা এটা বোঝে যে আমরা এযুগে যে স্বাধীনভাবে বাস করছি তার পেছনে তাঁদের অবদান অপরিসীম।
	একালের দেশপ্রেম ও স্বার্থত্যাগের স্বরূপ কেমন হওয়া উচিত তা নিয়ে ধারণা।	১) শিক্ষার্থীরা ২ নম্বর কৃত্যালির মতো এখানেও শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সাহায্য নিয়ে কোনও একজন এমন ব্যক্তির বাড়ি যাবে, যিনি দেশ ও সমাজের সেবায় বড় কোনও অর্থদান করেছেন বা বিদ্যালয় তৈরি করে দিয়েছেন বা দুঃস্থদের জন্য সাহায্য করেছেন বা সেনাবাহিনীতে যোগদান করেছেন। হয়তো তিনি আপৎকালীন সময়ে লড়াই করেছেন বা বন্যা মহামারীতে আত্মত্যাগ করে আর্তের সেবায় এগিয়ে এসেছেন। শিক্ষার্থীরা তাঁর নাম, সেবা, কর্ম, সেবাকর্মের স্থান এবং এই কাজ করার ফলে তাঁর কেমন লেগেছে এসম্পর্কে কাহিনী শুনবে এবং সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করবে। শেষে ওই সমাজসেবীর প্রতি এবং সেবাকর্মের প্রতি যাতে শিশুদের শ্রদ্ধাবোধ জন্মায় এবং অনুকরণের ইচ্ছা তৈরি হয় সেদিকে লক্ষ্য রেখে শিক্ষক-শিক্ষিকারা শিক্ষার্থীদেরকে নিজেদের মধ্যে আলোচনা চালাতে বলবেন। ২) এসো গল্প পড়ি, শুনি ও নাটক তৈরি করি। গল্প ৩) ৫/১ নম্বর কৃত্যালিতে বর্ণিত গল্পটি পাঠ হয়ে গেলে ওই গল্পটিকেও নাটকে অনুরূপ করে তৈরি করে যায় ও অভিনয় করা যায়। ৪) এই ধরনের বিভিন্ন ঘটনা নিয়ে শিশুরা গল্প বলাবলি করতে পারে। পরিবার থেকে এমন অনেক মানুষের স্বার্থত্যাগের কাহিনী জেনে এসে একে অপরকে তাদের গল্প বলাবলি করতে পারে। ৫) এই বিষয়ে শিশুপাঠ্য সংগ্রহ করা এবং সেগুলি দলে পড়তে দেওয়া এবং আলোচনা করতে দেওয়া। শ্রেণিকক্ষে বা বিদ্যালয়ে এমন কোনও গ্রন্থাগার তৈরি করতে পারলে ভাল হয়।

		৬) দৃশ্য-শ্রাব্য কৃত্যালি ইউটিউবের এমন অনেক মানুষের জীবন্ত কাহিনী পাওয়া যায় যাদের আত্মাত্যাগ না হলে কোনও বড় কাজ হত না। যেমন ধরুন, ভয়ঙ্কর ঝড় বা বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের পাশে থেকে কোনও মানুষ তাদেরকে সর্বস্ব বিলিয়ে দিয়ে তাদের জন্য কাজ করছেন বা করোনা ভাইরাসের আক্রমণের মুখে দাঁড়িয়ে কোনও ডাক্তার বা নার্স দিনরাত সেবা দিচ্ছে অথচ তাদের নিজেদের পরিবারে ভীষণ সংকট। এমন কোনও কাহিনীকে কেন্দ্র করে। দৃশ্য-শ্রাব্য ক্লীপ তৈরি শিশুদের দেখানো যেতে পারে এবং এই আত্মত্যাগের মাহাত্ম বোঝানো যেতে পারে।
	শিশুদের ব্যক্তিগত আদর্শবোধ ও মানুষ হওয়ার সংকল্প গ্রহণে নানান কর্মসূচি।	১) বহির্বিদ্যালয় কৃত্যালি শিশুরা ব্যক্তিগত আদর্শবোধ ও মানুষ হওয়ার শিক্ষা পেতে পারে বিদ্যালয় থেকেই। তাই শিশুরা বিভিন্ন মনীষীদের ছবি ও বানী নিয়ে একটি এলাকায় মিছিল করতে পারে। ওই মিছিলের স্লোগানগুলি এমনভাবে তৈরি করতে হবে যাতে শিশুরা মুখে চিৎকার করে বলতে পারে যে তারা বিবেকানন্দ, মহাত্মাগান্ধী, রোকেয়া, সুভাষচন্দ্রের মতো জীবনে বড় হতে চায়। পরে এনিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে। সবাই এক একজন মনীষী সম্পর্কে বলবে। তাঁর কোন গুণটা তার ভাল লেগেছে সেই বিষয়ে আলোচনা করবে। জীবনে বড় হতে যে আনেক বাঁধা তাও জানবে। তারা এই আদর্শ ছেড়ে চলবে না তাও সংকল্প করবে। ২) সৃজনমূলক কাজ (ছড়া/গানটি পড় ও ছবি আঁকো) ৩) দৃশ্য-শ্রাব্য কৃত্যালি মহান ব্যক্তিদের মনীষীদের বানী ডাউনলোড করে শিশুদের মধ্যে জীবনবোধ গড়ে তুলতে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে শোনাবেন। বানী শুনে শিশুদের বলতে হবে, এটি কার কথা বা কী বলতে চেয়েছেন। পরে তা নিয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা হতে পারে।
তালনবমী	সেকালের দারিদ্র্য ও একালের দারিদ্র্যের তুলনা-দারিদ্র্যের স্বরূপ সম্পর্কে সম্যক ধারণা এবং দরিদ্র জনসাধারণের প্রতি সহমর্মীতা গড়ে তোলা।	১) বহির্বিদ্যালয় কৃত্যালি সেকালে ও একালের দারিদ্রের এই ধারণা তৈরির জন্য ছাত্রছাত্রীরা তাদের পরিবারের বড়দের কাছে, বিশেষত দাদু ঠাকুমার কাছে প্রশ্ন করে তথ্য সংগ্রহ করবে। পরে শ্রেণিকক্ষে গিয়ে একে অপরের সাথে তথ্যের আদানপ্রদান করবে এবং বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করবে। শিক্ষক-শিক্ষিকাকে নজর রাখতে হবে যেন আলোচনার সময় সেকাল ও একালের দারিদ্র্যের তুলনা করা যায় এবং

		দারিদ্যের স্বরূপটি উঠে আসে। ছাত্রছাত্রীরা ৪টি বিষয়ে প্রশ্ন করে তথ্য সংগ্রহ করবে। ২) সৃজনমূলক কাজ (ছড়া পড়, দলে বসে গল্প তৈরি কর) ছড়া ৩) চরিত্রাভিনয় করে কোনও শিক্ষার্থী দারিদ্র্যের স্বরূপ বোঝাতে পারে। এক্ষেত্রে কোনও শিশু অতীতের দারিদ্র্য এবং কেউ একালের দারিদ্র্য ফুটিয়ে তুলতে পারে। ৪) এনিয়ে কোনও গল্প জানা থাকলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে বলাবলি করাতে পারেন। পরিবারের কেউ অতীতে দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে লড়াই করলে তার গল্প শিক্ষার্থী সবাইকে শোনাতে পারে। দারিদ্র্যের ছবি কাগজে ছাপা হলে তা কেটে বিগবুকে সাটিয়ে রাখতে পারে। নিজেরা দরিদ্র মানুষের ছবি আঁকতে পারে। ৫) এই বিষয়ে শিশুপাঠ্য সংগ্রহ করা ও সেগুলি দলে পড়তে দেওয়া এবং আলোচনা করতে দেওয়া খুব জরুরি। শ্রেণিকক্ষে বা বিদ্যালয়ে এমন কোনও গ্রন্থাগার তৈরি করতে পারলে ভাল হয়। শিশুরা সপ্তাহে দু-একটা পিরিয়ডে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের বিভিন্ন বই দেখবে, পড়বে বা পড়ে শোনাবে বন্ধুদের। প্রয়োজনে কোনও কোনও শিশু ওই বইগুলি বাড়িতে পড়ার জন্যও নিয়ে যেতে পারে। ৬) দৃশ্য-শ্রাব্য কৃত্যালি ইউটিউব থেকে গ্রামীণ জীবিকা হিসেবে হাত পাখা তৈরি, সাপ খেলা, শাক-সবজি বিক্রি, মাছ, মুরগি, ছাগল বিক্রি, বাঁশের নানান সামগ্রী বিক্রির মধ্যে দিয়ে জীবন ও জীবিকার নানা দিক ডাউনলোড করে শিশুদের দেখিয়ে স্থানীয় জীবন-জীবিকা নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে। দরিদ্র মানুষের জীবিকাগুলি কী কী তার উল্লেখ থাকবে। এই জীবিকাকে কীভাবে আরও উন্নত করা যায় তার ইঙ্গিত থাকবে। ধরুন, হাত পাখা তৈরি, তালপাতা দিয়ে হাত পাখাকে কীভাবে আরও নান্দনিক গুণসম্পন্ন ও শিল্পমণ্ডিত করা যায় তা দেখাবে। সেটা থেকে কীভাবে আয় বাড়তে পারে তা বলা যেতে পারে।
	বাংলার ব্রত ও পারিবারিক উৎসবের আসল স্বরূপ হল সামাজিক ঐক্য, ভ্রাতৃত্ব ও পারস্পরিক সহযোগিতার চর্চা।	১) বহির্বিদ্যালয় কৃত্যালি ছাত্রছাত্রীরা তাদের মা ঠাকুমার সাথে কথা বলে সারা বছর ধরে পালিত গ্রামীণ পারিবারিক ব্রত নিয়ে তথ্য সংগ্রহ করবে। ছাত্রছাত্রীরা যে বিষয়গুলি নিয়ে প্রশ্নের মাধ্যমে করে বড়দের কাছ থেকে জেনে নেবে। ২) সৃজনমূলক কাজ এলাকার ব্রতকথা বড়দের থেকে শুনে ও দলে বসে

		সংলাপ তৈরি করতে এবং নাটক মঞ্চস্থ করতে বলতে হবে। যে কোনও এলাকায় বেশ কিছু চালু ব্রতকথা রয়েছে, গ্রামাঞ্চলে যেমন সত্যনারায়ণের ব্রতকথা, মনসার ব্রতকথা, শিবের গাজন নিয়ে ব্রতকথা, পীরের ব্রতকথা চালু আছে সেগুলি প্রথমে শিক্ষক ওদের বলবেন। পরে এলাকা থেকে জেনে আসবে। গল্পগুলি নিজেরা বলাবলি করবে শ্রেণিকক্ষে শেষে একটা গল্প নিয়ে তারা নাট্যাভিনয় করতে পারে। শিক্ষক মশাই সংলাপ তৈরিতে ঘটনা সাজাতে এবং দৃশ্য ভাগ করতে সাহায্য করবেন। গল্পটির শেষে কী ধরনের নীতিকথা আছে তা তারা আবিষ্কার করবে এবং শিখে নেওয়ার চেষ্টা করবে। শিক্ষককে মনে রাখতে হবে, সব ধর্মই যে সমান এই বোধ জাতে এই কৃত্যালির মধ্যে দিয়ে দেওয়া হয়। ঈশ্বরের কোনও ভাগ হয় না। ঈশ্বর এক এবং অদ্বিতীয়, এই ধারণাও স্পষ্ট করতে হবে। ৩) এই বিষয়ে শিশুপাঠ্য সংগ্রহ করা এবং সেগুলি দলে পড়তে দেওয়া এবং আলোচনা করতে দেওয়া খুব জরুরি। শ্রেণিকক্ষে বা বিদ্যালয়ে এমন কোনও গ্রন্থাগার তৈরি করতে পারলে ভাল হয়। শিশুরা সপ্তাহে দু-একটা পিরিয়ডে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের বিভিন্ন বই দেখবে, পড়বে বা পড়ে শোনাবে বন্ধুদের। প্রয়োজনে কোনও কোনও শিশু ওই বইগুলি বাড়িতে পড়ার জন্যও নিয়ে যেতে পারে। ৪) দৃশ্য-শ্রাব্য কৃত্যালি আমাদের বারো মাসের তেরো পার্বণের নানা ছবি ও তার সাথে জড়িত নানা ব্রতকথার চিত্র ইউটিউব থেকে দেখানো যেতে পারে। এই সমস্ত ব্রতকথার পিছনে যে সামাজিক শিক্ষার বিষয়গুলি রয়েছে তা খুঁজে বের করার চেষ্টা করতে হবে। কৃত্যালিটির শেষে শিক্ষার্থীরা আলোচনায় বসবে এবং এর ভেতর যে বার্তা রয়েছে তা আবিষ্কার করার চেষ্টা করবে।
	এযুগে পারিবারিক উৎসব অনুষ্ঠানে বৈষম্যধর্মী মনোভাবের প্রকাশ নিয়ে শিশুদের ভাল-মন্দ, উচিত-অনুচিতের বোধ গড়ে তোলা।	১) বহির্বিদ্যালয় কৃত্যালি উৎসব অনুষ্ঠানে বৈষম্যধর্মী মনোভাব প্রকাশ। ২) সৃজনমূলক কাজ ফাঁকা জায়গায় সংলাপ দিয়ে নাটকটি সম্পূর্ণ করতে বলতে হবে শিক্ষার্থীদের। ৩) গ্রামীণ নানা উৎসব যেমন জয়দেবের কেঁদুলি মেলা, রান্না পুজো, ঈদ প্রভৃতি ইউটিউব থেকে ডাউনলোড করে দেখিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে। এইসব উৎসবে যে কোনও বৈষম্য করা উচিত নয়, আলোচনার সময় সেই ভাবনাটা দেওয়ারও ব্যবস্থা করতে হবে।

আকাশের দুই বন্ধু	শিশুদের মধ্যে বন্ধুত্ব মজাদার প্রতিযোগিতা এবং নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে সহজ আনন্দ ভোগ।	১) বহির্বিদ্যালয় কৃত্যালি পূর্বের পাঠগুলিতে বহির্বিদ্যালয় কৃত্যালি অংশে ছাত্রছাত্রীরা বহু সমীক্ষা, বিভিন্ন স্থান পরিদর্শন গ্রাম প্রদক্ষিণ ও নানা রকম কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। প্রত্যেকটি বহির্বিভাগ কৃত্যালির ক্ষেত্রেই শিক্ষক-শিক্ষিকারা ছাত্রছাত্রীদের কয়েকটি দলে ভাগ করে কাজের দায়িত্ব বুঝিয়ে দেবেন। দলে একজন করে নেতা নির্বাচন করে দেবেন। দলনেতা কীভাবে দলকে পরিচালনা করছে এবং সবাইকে সাথে নিয়ে আনন্দের সাথে কাজ করছে, শিক্ষক-শিক্ষকারা সেদিকে নজর রাখবেন। পরে তাদের ভুল-ঠিক এবং ভাল- মন্দ দিকগুলি বুঝিয়ে দেবেন। ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বন্ধুত্ব, মজাদার প্রতিযোগিতা ও সহযোগিতার বোধ গড়ে তুলতে গেলে অবশ্য প্রথম থেকেই তা নজর করতে হবে। কেবলমাত্র এই পাঠটির মধ্যেই তা সীমাবদ্ধ করা যাবে না। তবু এই পাঠে তা বিশেষভাবে নজর করতে বলতে হবে। শিক্ষক-শিক্ষিকারা এই বিষয়গুলির প্রতি নজর রাখার জন্যে একটি ডাইরি ব্যবহার করতে পারেন। এই বিষয়ে ছাত্রছাত্রীদের সচেতন করার জন্য তাদের কাছে অনুরূপ একটি পরিস্থিতি তৈরি করে তার ভাল-মন্দ দিকটি বোঝানো যেতে পারে। বিদ্যালয়ের মাঠে, পাড়ায় ছাত্রছাত্রীরা তাদের বন্ধুবান্ধবের সাথে খেলাধুলো করে থাকে। খেলায় হারা এবং জেতা তাদের মনে কেমন প্রভাব ফেলে এই বিষয় নিয়ে শিক্ষক-শিক্ষিকারা ছাত্রছাত্রীদের কিছু প্রশ্নাবলী দিয়ে দেবেন। ২) সৃজনমূলক কাজ ভূমিকাভিনয় ৩) বাড়ি বড়দের কাছ থেকে এমন সহযোগিতার অভিজ্ঞতা, গল্প জেনে এসে তারা অন্যান্য শিক্ষার্থীদের সঙ্গে বলাবলি করবে। ৪) সহযোগিতার উদাহরণ তুলে ধরে যদি কোনও পৌরাণিক, নৈতিক বা ঐতিহাসিক গল্প শিশুপাঠ্য হিসেবে থেকে থাকে, তবে তা সংগ্রহ করে এনে বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে রাখা যেতে পারে এবং একদিন সবাই মিলে সেগুলি পড়া যেতে পারে।
		৫) দৃশ্য-শ্রাব্য কৃত্যালি ইউটিউব থেকে পেঁচা ও পাখির বন্ধুত্বের গল্পটি দেখিয়ে বন্ধুত্ব ও সহযোগিতার কথা শিশুদের দেখানো যেতে পারে। একে অপরকে হিংসা নয়, মানসিক নির্যাতন নয়। ওদের বোঝাতে হবে যে, নিজে ভাল থাকবে সেই যে

		অন্যকে ভাল রাখে। সবার উপরেই বিশ্বাস রাখতে হবে তাদের। এই ভাবনা মাথায় রেখে যে কোনও ভিডিও ক্লীপ বানানো যেতে পারে।
	একে অপরের মধ্যে লড়াই লাগিয়ে তা থেকে মজা পাওয়ার মতো হীন মানসিকতার বিরুদ্ধে শিশুকে সচেতন করে তোলা।	১) বহির্বিদ্যালয় কৃত্যালি এছাড়া একটি দুটি প্রচলিত খেলার মাধ্যমেও এবিষয়ে ছাত্রছাত্রীদের সচেতন করা যেতে পারে। উদাহরণস্বরূপ একটি খেলা দেওয়া হল; শিক্ষক-শিক্ষিকারা প্রথমে ছাত্রছাত্রীদের একটি গোল করে দৌড়াতে বলবেন। মাঝের ফাঁকা জায়গায় কম সংখ্যায় ফোলানো বেলুন রাখা হবে। হুইসেল বাজালেই প্রত্যেককে ছুটে গিয়ে একটি করে বেলুন নিতে হবে। যে পারবে না সে আউট হয়ে যাবে। অন্যদিকে কেউ না পেলে সে অন্যদের কাছ থেকে কেড়ে নিতে পারবে। শেষ পর্যন্ত যার কাছে বেলুন থাকবে সেই জিতবে। তারপর প্রত্যেকের হাতে একটি করে ফোলানো বেলুন দেবেন। স্টার্ট বলার সাথে সাথে দেখা যাবে ছাত্রছাত্রীরা একে অপরের বেলুন কাড়াকাড়ি করার জন্যে ছুটোছুটি শুরু করছে। কিছুক্ষণ পর দেখা যাবে সবার বেলুন ফেটে গেছে। সবাই হেরে গেছে। কেউই জিততে পারল না। এবার শিক্ষক-শিক্ষিকারা ছাত্রছাত্রীদের জিজ্ঞাসা করবেন কীভাবে খেলার ফলটা অন্যরকম করা যেতে পারত। এখানে তো কেউই জিততে পারল না। কিন্তু যদি কেউ অন্য কারো বেলুন না ফাটাতো তাহলে সবাই জিততে পারত। এধরনের বিভিন্ন খেলার মাধ্যমেও ছাত্রছাত্রীদেরকে সহযোগিতার গুরুত্ব বোঝানো যেতে পারে। ২) সৃজনমূলক কাজ অপরের লড়াই দেখে মজা পাওয়ার মতো হীন মানসিকতা নিয়ে একটা গল্প শিক্ষার্থীদের পড়ার জন্য দেওয়া হল। এটা একটা পঠন কার্ডে সাটিয়ে শিশুদের দলে পড়তে দিতে হবে। পড়া হয়ে গেলে ওই গল্পটিকে নাটকে পরিণত করা যায় কিনা তা তারা আলোচনা করবে। প্রথমে ঠিক করবে চরিত্র, পরে দৃশ্য বিভাজন। শেষে যে বার্তাটি দেওয়া দরকার তা নিয়ে দু-একটি কথোপকথন করবে। প্রতিটি চরিত্র মোটামুটি কী কী কথা বলবে তার সম্ভাব্য সংলাপ শিক্ষার্থীরা আলোচনা করে নেবে। দৃশ্য পরিকল্পনাও করবে যাতে তা কখনও বাড়ি, কখনও হাট বলে মনে হয়। শেষে অভিনয় করবে। নাটকের একটি নামকরণও করবে। কোনও একদিন সবাই মিলে দলে ওই বইগুলি পড়ে ও আলোচনা করতে পারে।

		৩) মোরগ লড়াই বা ষাঁড়ের লড়াই নিয়ে ছোটদের জন্য নানান শিশুপাঠ্য থাকলে পড়তে পারে। সেগুলি সংগ্রহ করে বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার তৈরি করা যেতে পারে এবং
		৪) ইউটিউব থেকে ষাঁড়ের লড়াই এবং মুরগির লড়াইয়ের ছবি ডাউনলোড করা যায়। এই ছবির মধ্যে দিয়ে মানুষের নিম্নস্তরের আনন্দ উপভোগ করার যে কুপ্রথার চল রয়েছে তা নিয়ে শিশুদের সাথে আলোচনা করবেন, এগুলি বন্ধ করার জন্যে কী করা দরকার তা নিয়েও আলোচনা করা যেতে পারে। একই সাথে শিক্ষার্থীদের অনুভব করাতে হবে ষাঁড় হোক বা মুরগি, তাদের ইচ্ছা থাক আর নাই থাক, তারা এই লড়াই করতে বাধ্য হয়। এতে একজন আহত হয় বা মারা যায়। তারাও কষ্ট পায়। আর যারা দেখে তারা উত্তেজনার আনন্দ ভোগ করে। এটা একটা হীন মানসিকতা। এব্যপারে শিশুদে র বোধ জাগিয়ে তুলতে হবে আলোচনার মাধ্যমে।

পরিশিষ্ট (গ)
পাঠভিত্তিক কৃত্যালি সমূহ
আমাদের পরিবেশ

পাঠের নাম	উপভাবমূল বা আলোচ্য বিষয়বস্তু	কৃত্যালি
ভৌত পরিবেশ	মাটি - প্রকার ও বৈশিষ্ট্য - মাটির যত্ন ও পুষ্টি, জৈব ও অজৈব পদার্থ – মাটি মা, খাদ্য যোগান দেয়-ভূমিক্ষয় ও তার রোধ করার উপায়।	১) বহির্বিদ্যালয় কৃত্যালি মাটির যত্ন ও পুষ্টি এবং ভূমিক্ষয় রোধে ছাত্রছাত্রীরা কয়েকটি কর্মসূচি গ্রহণ করতে পারে। পাঠ্যপুস্তকে 'মাটি' অংশে মাটির সঙ্গে মিশে থাকা জৈব পদার্থ ও রাসায়নিক পদার্থ নিয়ে কয়েকটি কৃত্যালির কথা উল্লেখ আছে। ওই কৃত্যালিগুলি করার পর ছাত্রছাত্রীরা এবিষয়ে আরও কিছু কাজ করতে পারে। মাটির 'অস্বাভাবিক পদার্থ' বাছাই ও পরিষ্কার করে মাটির পুষ্টি বৃদ্ধি ঘটাতে পারে। শিক্ষক-শিক্ষিকার তত্ত্বাবধানে সবাই মিলে মাটিতে মিশে থাকা প্লাস্টিক, পলিব্যাগ, পেনের ভাঙা অংশ, ফাঁকা রিলিফ ইত্যাদি অপচনশীল পদার্থ কুড়িয়ে একটা ব্যাগে ভরে ডাস্টবিনে ফেলবে। কাজটি তারা বিদ্যালয়ের আশপাশের গ্রামে ও পাড়ায় করতে পারে। এতে ওই এলাকার মানুষের মধ্যেও মাটির যত্ন নিয়ে একটা সচেতনতা গড়ে উঠবে। ছাত্রছাত্রীরা পড়ে থাকা ভাঙা বালতি, গামলা, কোনও বড় পাত্র ইত্যাদি ভালভাবে পরিষ্কার করে তার গায়ে "ডাস্টবিন" শব্দটি লিখে নিজের

		নিজের বাড়ির সামনে রাখবে। মাটির সাথে মিশে থাকা "অস্বাভাবিক পদার্থ" দেখলেই তা তুলে ডাস্টবিনে ফেলার অভ্যাস করবে।
		২) ভূমিক্ষয় রোধে ছাত্রছাত্রীরা "বৃক্ষরোপণ" কর্মসূচি গ্রহণ করতে পারে। প্রত্যেক ছাত্রছাত্রী তাদের নিজেদের বাড়ি সংলগ্ন এলাকা, পুকুর পাড়, রাস্তার ধার, খালের পাড় ইত্যাদি স্থানে অন্তত ১টি করে গাছ লাগিয়ে তার যত্ন করে তাকে বড় করে তুলবে,বাঁচিয়ে রাখবে। এছাড়া ছাত্রছাত্রীরা বিদ্যালয় প্রাঙ্গন, খেলার মাঠের চারধারেও বৃক্ষরোপণ করতে পারে। "ভূমিক্ষয় রোধে" গাছের ভূমিকা নিয়ে ছাত্রছাত্রীরা নিজেদের হাতে তৈরি কিছু সাইনবোর্ডে, প্ল্যাকার্ড ইত্যাদি নিয়ে গ্রাম প্রদক্ষিণ করতে পারে। স্লোগানগুলি তৈরিতে শিক্ষক-শিক্ষিকারা তাদের সহায়তা করবেন। এই সচেতনতা মিছিলে শিক্ষক-শিক্ষিকা সহ বিদ্যালয়ের সকল ছাত্রছাত্রীরা অংশগ্রহণ করবে। ৩) সৃজনমূলক কাজ উপভাবমূলটির বিষয়বস্তু ও মূল বার্তাটিকে আরও স্পষ্ট করে তুলতে শিক্ষক-শিক্ষিকারা নানান সৃজনমূলক ও বিদ্যালয় ভিত্তিক কর্মসূচি গ্রহণ করতে পারেন। (মাটি নিয়ে ভূমিকাভিনয়) (গল্প পড়ে দলে দলে নিজেরাই সংলাপ তৈরি করবে) ৪) এবিষয়ে বিভিন্ন শিশুপাঠ্য ও ছবি ইতিমধ্যে প্রকাশিত থাকলে তা সংগ্রহ করে বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার গড়ে তুলতে হবে। ওই বইগুলি শিক্ষার্থীরা পড়বে এবং নিজেদের মধ্যে আলোচনা করবে। ৫) দৃশ্য-শ্রাব্য কৃত্যালি আমাদের দেশের নানা অঞ্চলের মাটি ও তার নানা গাছগাছালির ছবি ডাউনলোড করে দেখানো যেতে পারে। মাটির যত্ন নিতে বাড়িতে তৈরি জৈবসার কীভাব গাছেদের পুষ্টি যোগায় তার ছবিও দেখানো যেতে পারে। নদীর ভাঙন রোধে গাছের শক্তপোক্ত মূল কীভাবে মাটি আটকে রাখে তা নিয়ে ছবি দেখিয়েও আলোচনা করা যেতে পারে। ওই আলোচনার সময় ইতিমধ্যে আলোচিত শব্দ শব্দগুচ্ছকে বারেবারে প্রয়োগ করার চেষ্টা করবেন। যাতে বিষয়টি উত্থাপিত হলেই শিক্ষার্থীরা সহজেই সংশ্লিষ্ট কয়েকটি শব্দকে একসঙ্গে তুলে আনতে পারে। প্রতিটি শব্দ যেহেতু এক একটি ধারণা, তাই তা শিক্ষার্থীকে তার ধারণা প্রকাশেও সাহায্য করবে।

	জল থেকে জলাশয়।	১) বহির্বিদ্যালয় কৃত্যালি (১) ছাত্রছাত্রীরা তাদের বাড়ির আশপাশের এলাকা ও বিদ্যালয় আসা-যাওয়ার সময় পথের ধারের জলাশয়গুলি খুব ভালভাবে নজর করবে ও তথ্য সংগ্রহ করবে। নীচে
		বর্ণিত প্রশ্নগুলি মাথায় রেখে ছাত্রছাত্রীরা তথ্য সংগ্রহ করে নোট বুকে লিখবে। পরে শ্রেণিকক্ষে ফিরে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের তত্ত্বাবধানে তথ্যের আদানপ্রদান ও আলোচনা করবে। (২) পাঠ্যাংশটিতে 'জল' বিষয়ক বেশ কয়েকটি কৃত্যালির কথা বলা হয়েছে। যেমন জলকষ্ট, জল নষ্ট, বৃষ্টির জল, মাটির নীচের জল ইত্যাদি বিষয় কিছুর পর্যবেক্ষণ তথ্য সংগ্রহ ও তালিকা প্রস্তুত করতে বলা আছে। ছাত্রছাত্রীরা এই কৃত্যালিগুলি করার সাথে সাথে আরও দ'একটি কাজ করতে পারে। ২) সৃজনমূলক কাজ উপভাবমূলটির বিষয়বস্তু ও মূল বার্তাটিকে আরও স্পষ্ট করে তুলতে শিক্ষক-শিক্ষিকারা নানান সৃজনমূলক ও বিদ্যালয় ভিত্তিক কর্মসূচি গ্রহণ করতে পারেন। নাটকঃ জলই জীবন ৩) এবিষয়ে বিভিন্ন শিশুপাঠ্য ও ছবি ইতিমধ্যে প্রকাশিত হয়ে থাকলে তা সংগ্রহ করে বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার গড়ে তুলতে হবে। ওই বইগুলি শিক্ষার্থীরা পড়বে এবং নিজেদের মধ্যে আলোচনা করবে। ৪) দৃশ্য-শ্রাব্য কৃত্যালি জল অপচয়ের নানান দৃশ্যাবলী দেখিয়ে তা নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারা। জল অপচয়ের ফলে কীভাব জলসংকট দেখা যায তার ছবিও দেখানো যেতে পারে। তবে জল সঞ্চয়ের জন্য কীভাবে বৃষ্টির জল ধরে পরে তা ব্যবহার করা যায় তা দেখিয়ে জলের ব্যবহার সম্পর্কেও ধারণা তৈরি করা যায়। ওই আলোচনার সময় ইতিমধ্যে আলোচিত শব্দ শব্দগুচ্ছকে বারেবারে প্রয়োগ করার চেষ্টা করবেন, যাতে বিষয়টি উত্থাপিত হলেই শিক্ষার্থীরা সহজেই সংশ্লিষ্ট কয়েকটি শব্দকে একসাথে তুলে আনতে পারে। প্রতিটি শব্দ যেহেতু এক একটি ধারণা তাই তা শিক্ষার্থীকে তার ধারণা প্রকাশেও সাহায্য করবে।
	উদ্ভিদ জগৎ-বাড়ির কাছের উদ্ভিদ-চেনা গাছের আচার-আচরণ, হারিয়ে যাওয়া উদ্ভিদ।	১) বহির্বিদ্যালয় কৃত্যালি (১) পাঠ্যাংশটিতে উদ্ভিদ বিষয়ক কয়েকটি কৃত্যালি দেওয়া আছে যেমন বাড়ির কাছের উদ্ভিদ চেনা, তাদের ছবি আঁকা, তাদের সম্পর্কে লেখা, তাদের আচার-আচরণ

		ইত্যাদি জানা। পাঠ্যপুস্তকে বর্ণিত (পৃষ্ঠা ৫১) ছকে চার প্রকার গাছ সম্পর্কে একটি ছক পূরণের কথা বলা হয়েছে। ওই ছক পূরণ ছাড়াও ছাত্রছাত্রীরা তাদের আশেপাশে আরও যত প্রকারের উদ্ভিদ/গাছ দেখতে পাবে তা খুব ভালভাবে নজর করবে এবং অনুরূপভাবে একটি রিপোর্ট
		তৈরি করবে। পরে শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের তত্ত্বাবধানে রিপোর্টের তথ্যের আদানপ্রদান করবে। (২) বর্তমানে আমাদের আশেপাশে বহু উদ্ভিদ হারাতে বসেছে এবং হারিয়ে গেছে। এবিষয়ে ছাত্রছাত্রীরা বাড়ির ও এলাকার বয়স্কদের কাছ থেকে কিছু প্রশ্নের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করে রিপোর্ট তৈরি করবে। ২) সৃজনমূলক কাজ উপভাবমূলটির বিষয়বস্তু ও মূল বার্তাটিকে আরও স্পষ্ট করে তুলতে শিক্ষক-শিক্ষিকারা নানান সৃজনমূলক ও বিদ্যালয় ভিত্তিক কর্মসূচি গ্রহণ করতে পারেন। ৩) এবিষয়ে বিভিন্ন শিশুপাঠ্য ও ছবি ইতিমধ্যে প্রকাশিত হয়ে থাকলে তা সংগ্রহ করে বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার গড়ে তুলতে হবে। ওই বইগুলি শিক্ষার্থীরা পড়বে এবং নিজেদের মধ্যে আলোচনা করবে। ৪) দৃশ্য-শ্রাব্য কৃত্যালি আমাদের চারপাশের পরিবেশ সচারচর দেখতে পাওয়া নানা উদ্ভিদ ও গাছপালার ছবি দেখিয়ে শিশুদের অভিজ্ঞতাকে বাড়ানো যেতে পারে। ওইসব উদ্ভিদ ও গাছের প্রয়োজনীয়তা এবং তা কমে গেলে পরিবেশের কী কী ক্ষতি হতে পারে তারও একটা বিবরণ তুলে ধরা যেতে পারে। এযাবৎ যে সমস্ত উদ্ভিদ ও গাছ এখন আর দেখতে পাওয়া যায় না তার ছবি দেখিয়ে তাদের সংরক্ষণের বিষয়টির উপরে জোর দেওয়া যেতে পারে। ওই হারিয়ে যাওয়া উদ্ভিদ কোন কোন ভাল কাজে লাগে তারও একটা বিবরণ দেওয়া যায়।
	প্রাণীজগৎ-বন্যপ্রাণী ও গৃহপালিত প্রাণী।	১) বহির্বিদ্যালয় কৃত্যালি পাঠ্যাংশটিতে প্রাণীজগতের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বেশ কয়েকটি কৃত্যালির কথা বলা হয়েছে। যেখানে ছাত্রছাত্রীরা এলাকায় পর্যবেক্ষণ, তথ্য সংগ্রহের মতো কিছু কৃত্যালির সঙ্গে যুক্ত হবে। ছাত্রছাত্রীরা পাঠ্যপুস্তকে বর্ণিত কৃত্যালিগুলির সাথে সাথে "হারিয়ে যাওয়া স্থানীয় প্রাণী" – নিয়েও তথ্য সংগ্রহ করে একটি রিপোর্ট তৈরি করতে পারে। ছাত্রছাত্রীরা বাড়ির ও এলাকার বয়স্কদের কাছ থেকে নানা প্রশ্নের মাধ্যমে ওই সমস্ত "হারিয়ে যাওয়া

		প্রাণীদের” কথা জেনে নেবে। পরে শ্রেণিকক্ষে ফিরে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের তত্ত্বাবধানে তথ্যের আদানপ্রদান ও আলোচনা করবে। ২) সৃজনমূলক কাজ উপভাবমূলটির বিষয়বস্তু ও মূল বার্তাটিকে আরও স্পষ্ট করে তুলতে শিক্ষক-শিক্ষিকারা নানান সৃজনমূলক ও
		বিদ্যালয় ভিত্তিক কর্মসূচি গ্রহণ করতে পারেন। নাটকঃ বনদেবীর সন্তান ৩) দৃশ্য-শ্রাব্য কৃত্যালি আমাদের চারপাশের নানা ধরনের প্রাণী। অমেরুদণ্ডী থেকে শুরু করে মেরুদণ্ডী, সকল প্রাণীর বেঁচে থাকার গল্প দেখানো যেতে পারে। জলের নানা রকম মাছ ও অন্যান্য প্রাণী থেকে উভচর, সরীসৃপ, পাখি ও স্তন্যপায়ীদের ছবি ডাউনলোড করে আলোচনা করা যেতে পারে। তারমধ্যে কোনগুলি বন্য আর কোনগুলিই বা গৃহপালিত তা নিয়ে আলোচনাও হতে পারে। ওই আলোচনার সময় ইতিমধ্যে আলোচিত শব্দ শব্দগুচ্ছকে বারেবারে প্রয়োগ করার চেষ্টা করবেন। যাতে বিষয়টি উত্থাপিত হলেই শিক্ষার্থীরা সহজেই সংশ্লিষ্ট কয়েকটি শব্দকে একসঙ্গে তুলে আনতে পারে। প্রতিটি শব্দ যেহেতু এক একটি ধারণা, তাই তা শিক্ষার্থীকে তার ধারণা প্রকাশেও সাহায্য করবে।
	জীববৈচিত্র্য আর বাস্তুতন্ত্র।	১) বহির্বিদ্যালয় কৃত্যালি পরিবেশ রক্ষা ও একে অপরের উপর নির্ভরশীলতা নিয়ে ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষক-শিক্ষকারা গ্রামের মানুষকে সচেতন করার জন্য একটি সচেতনার কর্মসূচি গ্রহণ করতে পারে। গ্রামের মাঠে অথবা বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে একটি সেমিনারের আয়োজন করা যেতে পারে। সেমিনারে দু’তিনজন বিশিষ্ট পরিবেশবিদ্‌কে আমন্ত্রণ জানানো যেতে পারে। যারা বিষয়টির গুরুত্ব বুঝিয়ে বলবেন। এছাড়া গ্রামের কিছু বয়স্ক মানুষও এবিষয়ে তাদের অভিজ্ঞতার কথা জানাতে পারেন। আলোচনা শুনে শিক্ষার্থীরা রিপোর্ট বানাতে পারে। ২) সৃজনমূলক কাজ পূর্ববর্তী নাটিকা ‘বনদেবীর সন্তান’-এর অংশ থেকে গৃহীত।(কৃত্যালি-১৯) ৩) দৃশ্য-শ্রাব্য কৃত্যালি যে কোনও প্রাকৃতিক পরিবেশই আপন মনে এমনভাবে তৈরি হয় যেখানে বসবাসকারী জীবকুলের মধ্যে একটি পারস্পরিক ভারসাম্য থাকে। নিজেদের মধ্যে একটি নীরব খাদ্যশৃঙ্খল আছে। মানুষও যেহেতু এই পরিবেশের অঙ্গ,

		তাই পরিবেশকে অতিরিক্ত শোষণ না করে তাকে বাঁচিয়ে রাখা মানুষের কর্তব্য। এই ধারণা দিতেই গুগুল থেকে খুঁজে বাস্তুতন্ত্রের এমন কোনও ক্লীপ দেখানো যেতে পারে। কিছু টুকরো টুকরো ছবি ও ভিডিওকে সম্মিলিত করে নেপথ্যে কথা বসিয়ে এই ক্লীপটি বানানো যেতে পারে। ওই আলোচনার সময় ইতিমধ্যে আলোচিত শব্দ শব্দগুচ্ছকে বারেবারে প্রয়োগ করার চেষ্টা করবেন। যাতে বিষয়টি উত্থাপিত হলেই শিক্ষার্থীরা সহজেই সংশ্লিষ্ট কয়েকটি শব্দকে একসঙ্গে তুলে আনতে পারে। প্রতিটি শব্দ যেহেতু এক একটি ধারণা, তাই তা শিক্ষার্থীকে তার ধারণা প্রকাশেও সাহায্য করবে।
পরিবেশ ও সম্পদ	সম্পদের ক্রমবিকাশের ধারাঃ অতীত থেকে সম্পদ বিকাশের আটটি ধারা।	১) বহির্বিদ্যালয় কৃত্যালি বিষয়ঃ আদিম ও অতীত কালে সূর্যের আলো ব্যবহার থেকে আধুনিক কালে সৌরবিদ্যুতের আবিষ্কার ও ব্যবহার। আদিম যুগ থেকে মানুষ সৌরশক্তিকে নানাভাবে ব্যবহার করে তার জীবনযাত্রার মান উন্নত করে চলেছে। ঘরবাড়ি গরম রাখা, জল গরম করা, মাছ, শস্য, সবজি শুকনো করা ইত্যাদির কাজে মানুষ আগে থেকেই সৌরশক্তি ও সূর্যের আলো ব্যবহার করত। এই ব্যবস্থায় কিছুটা পরিবর্তন এলেও মানুষ এখনও অনেকক্ষেত্রেই এই সমস্ত কাজে সূর্যের আলো ব্যবহার করে থাকে। এছাড়া বর্তমানে সৌরচুল্লীতে রান্না, সৌর চার্জার ইত্যাদির ব্যবহার শুরু করেছে। বিভিন্ন জায়গায় সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদনও হচ্ছে। বিষয়টি সম্পর্কে ধারণা পরিষ্কার হওয়ার জন্য ছাত্রছাত্রীদের এবিষয়ে কয়েকটি কৃত্যালি দেওয়া হয়েছে। ২) সৃজনমূলক কাজ উপভাবমূলটির বিষয়বস্তু ও মূল বার্তাটিকে আরও স্পষ্ট করে তুলতে শিক্ষক-শিক্ষিকারা নানান সৃজনমূলক ও বিদ্যালয় ভিত্তিক কর্মসূচি গ্রহণ করতে পারেন। বিষয়ঃ কাঠে কাঠে ঘসে আগুন আবিষ্কার থেকে বিদ্যুৎ ব্যবহার। নাটকঃ আবিষ্কার বিষয়ঃ মাটি থেকে উৎপন্ন প্রাকৃতিক সম্পদ থেকে নতুন কৃষি ও নতুন বনসম্পদ। ভূমিকাভিনয়ঃ বিষয়ঃ গুহা ও গাছের ডালে বাস থেকে মাটি ব্যবহার করে আধুনিক শহর নির্মাণ। পড়ি আর দলে ভাগ হয়ে ছবি আঁকিঃ বিষয়ঃ আদিম ও অতীত কালে সূর্যের আলো ব্যবহার থেকে আধুনিক কালে সৌরবিদ্যুতের আবিষ্কার ও ব্যবহার।

		এখানে শিশুরা দেখবে কীভাবে অতীতে সৌরশক্তির ব্যবহার হত। এখানে সেই সৌরশক্তিকে অন্যভাবে কাজে লাগানো হচ্ছে। ছবিগুলিকে আলাদা করে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করবে। বিষয়ঃ বন্যপ্রাণী শিকারের পর উল্লাস ও আনন্দ থেকে আধুনিক যুগের চিত্রশিল্প, সঙ্গীত, বাদ্য, স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও কুটির শিল্প। মূকাভিনয় বা মাইমঃ দৃশ্য নিজেদের মতন করে সাজাও। প্রত্যেক দৃশ্যে একজন করে শিল্পী যেন সেইসব দৃশ্যের ছবি আঁকছেন। ৩) এবিষয়ে বিভিন্ন শিশুপাঠ্য ও ছবি ইতিমধ্যে প্রকাশিত হয়ে থাকলে তা সংগ্রহ করে বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার গড়ে তুলতে হবে। ওই বইগুলি শিক্ষার্থীরা পড়বে এবং নিজেদের মধ্যে আলোচনা করবে। ৪) মানুষ কীভাবে আগুন আবিষ্কার করল, এনিয়ে নানা দৃশ্য, অ্যানিমেশন ইউটিউবে রয়েছে। সেখান থেকে কীভাবে জল থেকে বিদ্যুৎ, অচিরাচরিত শক্তি হিসাবে সূর্য থেকেও কীভাবে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয় এবং সৌরশক্তির ব্যবহারে মানবসভ্যতা আরও উন্নত হয়ে ওঠে তা নিয়ে নানা দৃশ্যের কোলাজ দেখানো যেতে পারে। সম্পদের ক্রমবিকাশের বাকি ধারাগুলিতেও একইভাবে প্রত্যেকটিতে ছোট ছোট ভিডিও ক্লীপ বানানো যায়। অতীতে মূল সম্পদের আবিষ্কার থেকে কীভাবে ধীরে ধীরে তা এখন আধুনিক সভ্যতায় পরিণত হল তা নিয়ে ছোট ছোট কোলাজ বানানো যায়। ওই আলোচনার সময় ইতিমধ্যে আলোচিত শব্দ শব্দগুচ্ছকে বারেবারে প্রয়োগ করার চেষ্টা করবেন। যাতে বিষয়টি উত্থাপিত হলেই শিক্ষার্থীরা সহজেই সংশ্লিষ্ট কয়েকটি শব্দকে একসাথে তুলে আনতে পারে। প্রতিটি শব্দ যেহেতু এক একটি ধারণা, তাই তা শিক্ষার্থীকে তার ধারণা প্রকাশেও সাহায্য করবে।
	পারিবারিক সূত্রে পাওয়া দক্ষতা ও জ্ঞান, নান্দনিক বোধ ও শিল্পকাজ এবং চিকিৎসা বিজ্ঞান।	১) বহির্বিদ্যালয় কৃত্যালি বিভিন্ন মানুষের বিভিন্ন বিষয়ে যে জ্ঞান ও দক্ষতা রয়েছে তার প্রতি আগ্রহ ও সম্মানবোধ গড়ে তোলার জন্য ছাত্রছাত্রীদের কয়েকটি কৃত্যালির সঙ্গে যুক্ত করা যেতে পারে। ২) উপভাবমূলটির বিষয়বস্তু ও মূল বার্তাটিকে আরও স্পষ্ট করে তুলতে শিক্ষক-শিক্ষিকারা নানান সৃজনমূলক ও বিদ্যালয় ভিত্তিক কর্মসূচি গ্রহণ করতে পারেন। নাটকঃ সৃজন মেলা

		৩) ইউটিউব থেকে পারিবারিক বৃত্তিনির্ভর মানুষদের কথা কোলাজ হিসেবে দিতে পারেন। সমাজে যারা হস্তশিল্পের কাজ করেন তারা সবাই পারিবারিক সূত্রেই ওই জ্ঞান লাভ করেন। যেমন বাঁশের কাজ, মূর্তি তৈরি করার কাজ, মুখোশ তৈরি, লোহার হাতিয়ার তৈরি ইত্যাদি এবং পাতা-শেকড় থেকে নানান ভেষজ ওষুধ তৈরির মতো কাজ পারিবারিক জ্ঞান থেকেই করা হয়ে থাকে। এগুলি নিয়ে ভিডিও কোলাজ তৈরি করে শিশুদের ওই বার্তা দিতে হবে যে, এই কৌশল সম্পদ আছে বলেই সমাজের মানুষ স্বাভাবিক ও সুস্থভাবে বাঁচতে পারছে। তাই মানুষের এই পারিবারিক জ্ঞানকে ছোট বা খাটো করা উচিত নয়। নেপথ্যে কণ্ঠ প্রদানের সময় সংশ্লিষ্ট শব্দ ও শব্দগুচ্ছের আলোচনা করতে হবে।
	দেশ স্বাধীন হওয়ার আগে ও পরে জন্ম নেওয়া মনীষীরা এবং নতুন সম্পদ গড়ে তোলায় তাদের অবদান।	১) বহির্বিদ্যালয় কৃত্যালি দেশ স্বাধীন হওয়ার আগে ও পরে জন্ম নেওয়া মনীষীরা এবং নতুন সম্পদ গড়ে তোলায় তাদের অবদান রেখে গেছেন। পাঠ্যাংশটিতে বিখ্যাত হয়েছেন এমন অনেক মানুষ সম্পর্কে বলা আছে। তাদের সম্পর্ক বড়দের কাছে এবং শিক্ষক-শিক্ষিকার কাছে জেনে ছক পূরণের কথাও বলা হয়েছে। ২) সৃজনমূলক কৃত্যালি শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন সম্পদ নিয়ে আলোচনা করতে করতে মানবসম্পদ নিয়ে চিন্তা করতে শুরু করবে। মানুষ কি আদৌ সম্পদ হতে পারে? এনিয়েই নাটিকা "মানব সম্পদ"। ৩) দৃশ্য-শ্রাব্য কৃত্যালি ইউটিউব ও গুগুল থেকে বিভিন্ন মনীষীর ছবি ও তাঁর অবদান নিয়ে একটি ছোট কোলাজ বানানো যায়। নেপথ্য কণ্ঠস্বরে প্রতিবারই এটা বলতে হবে যে, 'উনি ছিলেন দেশের সম্পদ - মানবসম্পদ'। শেষে লোহা, কয়লা, পেট্রোলিয়ামের সঙ্গে মানবসম্পদের একটি সরল তুলনা টানতে পারেন। স্বাধীনতার আগে এবং পরের যুগে জন্ম নেওয়া পণ্ডিত ও উন্নত মনীষার অধিকারী মানুষদের সম্পর্কে শিশুদের বোধকে স্পষ্ট করে তুলতে হবে।
পরিবেশ ও উৎপাদন	অদূর অতীত থেকে বর্তমান পর্যন্ত কৃষিক্ষেত্রে বিভিন্ন পরিবর্তন।	১) বহির্বিদ্যালয় কৃত্যালি (ক) এবং (খ) পাঠ্যাংশটিতে ছাত্রছাত্রীদের অতীত থেকে বর্তমান পর্যন্ত চাষের নানা কাজে যন্ত্রপাতির ব্যবহার সার ও কীটনাশকের ব্যবহার, চাষে জলের ব্যবহার, এলাকায় ফসলের উৎপাদন

		ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করে ছক পূরণ করতে বলা হয়েছে। ছাত্রছাত্রীরা উল্লিখিত কৃত্যালিগুলি করার পর কৃষিকাজে পরিবেশের ভূমিকা ও গুরুত্ব বুঝতে পারবে এবং নিজেরা এবিষয়ে সচেতন হয়ে অপরকে সচেতন করবে এবং পরবর্তীতে নিজেদের জীবনে তার প্রতিফলন ঘটনোর চেষ্টা করবে। এই বিষয়গুলিকে মাথায় রেখে অতীত ও বর্তমান কৃষিব্যবস্থার ভাল-মন্দ, সুবিধা-অসুবিধা জানার জন্য দু-তিনজন বয়স্ক কৃষকের সাক্ষাৎকার নেবে। শিক্ষক-শিক্ষিকারা সমীক্ষাটি করার জন্য ছাত্রছাত্রীদের কিছু নমুনা প্রশ্ন দিয়ে দেবেন। ২) সৃজনমূলক কৃত্যালি উপভাবমূলটির বিষয়বস্তু ও মূল বার্তাটিকে আরও স্পষ্ট করে তুলতে শিক্ষক শিক্ষিকা নানান সৃজনমূলক ও বিদ্যালয় ভিত্তিক কর্মসূচি গ্রহণ করতে পারেন। দলে ভাগ হয়ে ছবি আঁক ৩) দৃশ্য-শ্রাব্য কৃত্যালি সুদূর অতীতে মানুষ কীভাবে চাষবাস করত তার ছবি দেখাতে হবে। তারপর চাষবাসের নানা কৌশলের পরিবর্তন এবং কম সময়ে অধিক শস্য উৎপাদনের জন্য নানান আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতির আবিষ্কার ও তার ব্যবহারের ছবি ইউটউব থেকে ডাউনলোড করে তা নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে।
	এলাকাভিত্তিক চাষের রকমফের।	১) বহির্বিদ্যালয় কৃত্যালি শিক্ষক-শিক্ষিকারা শিক্ষার্থীদের নিয়ে এমন একটি সবজি বাগানে যাবেন, যেখানে বিভিন্ন রকমের সবজি রয়েছে। এই অধ্যায়টি যখন শ্রেণিকক্ষে চলবে তখন গ্রীষ্মের শেষ বা বর্ষার শুরু। ফলে সে সময় বিভিন্ন সবজি যেমন লাউ, করলা, ঝিঙ্গা, চিচিঙ্গা, লাল শাক, পুঁই, বরবটি, কলমি লতা এবং বেগুনের সময়। শিক্ষক-শিক্ষিকারা ছাত্রছাত্রীদের এলাকার কোনও এক চাষি ভাইয়ের জমি পরিদর্শনে নিয়ে যেতে পারেন। চাষিরা সাধারণত তার জমিকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করে নিয়ে বিভিন্ন ধরনের ফসল ফলান। পূর্ব-পশ্চিম-উত্তর- দক্ষিণ ভেবে একটা পরিকল্পনা বুঝলে দেখা যাবে এটি একটি ফসল মানচিত্র। তাকে এই মানচিত্রটি এঁকে দেখাতে বলা হবে। চাষি ভাইয়ের সাথে কথা বলে তার পরিকল্পনা ও যুক্তি বুঝে নিতে হবে। শিক্ষক-শিক্ষিকারা পরে শ্রেণিকক্ষে ফিরে এসে এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করবেন। বর্তমানে চাষের কাজে কী ধরনের সার ও কীটনাশক ব্যবহার হয়।

		(ক) জৈব (খ) রাসায়নিক মূকাভিনয় মূকাভিনয় ২) দৃশ্য-শ্রাব্য কৃত্যালি পাহাড়, মরুভুমি, নদীর পাশে, রুক্ষ মাটিতে অর্থাৎ আমাদের এই প্রকৃতির মাঝে মানুষ বেঁচে থাকার জন্য নানা ধরনের ফসল ফলায়। তার একটি কোলাজ ইউটিউব থেকে ডাউনলোড করে শিশুদের সঙ্গে আলোচনা করে তাদের এলাকার একটি ফসল মানচিত্র তৈরি করার উদ্যোগ নেওয়া যেতে পারে।
	বাংলায় মৎসচাষ ও লুপ্তপ্রায় দেশি মাছ।	১) বহির্বিদ্যালয় কৃত্যালি সম্ভাব্য পথ পাঠ্যাংশটিতে বিভিন্ন প্রজাতির মাছ, মাছ ধরার কৌশল, লুপ্তপ্রায় মাছ ইত্যাদি বিষয়ে বেশ কয়েকটি সমীক্ষা করে ছক পূরণের কথা বলা হয়েছে। এই সমস্ত সমীক্ষা করতে ছাত্রছাত্রীরা বিভিন্ন ব্যক্তির সাথে সাক্ষাৎ করবে ও তথ্য সংগ্রহ করবে। ছাত্রছাত্রীরা এরজন্য পঞ্চায়েত ও পৌরসভা, যারা মাছ চাষ করেন, যারা মাছ কেনেন ও অন্যান্য বিভিন্ন ব্যক্তির কাছে যাবে। ২) শিশুরা একটি নাটিকা উপস্থাপন করে দেশি চুনো মাছের সমস্যাটিকে ভালভাবে বোঝাতে পারে। উদাহরণ দেওয়া হল; নাটকঃ ঊন হল চুনো মাছ ৩) লুপ্তপ্রায় দেশি মাছ ও মাছ ধরার পদ্ধতি নিয়ে কোনও শিশুপাঠ্য বই থাকলে তা সংগ্রহ করতে হবে এবং শিক্ষক-শিক্ষিকারা তা একদিন সবাইকে পড়তে দেবেন। ৪) দৃশ্য-শ্রাব্য কৃত্যালি আমাদের বাংলার মাছ চাষিদের মাছ চাষের নানান দৃশ্য ডাউনলোড করে দেখানো যেতে পারে। সেখানে মাছের জাল সহ অন্যান্য হাতিয়ারগুলি আলাদা করে বলতে হবে। অতীত থেকে কীভাবে ওই মাছ চাষের পদ্ধতি বদলেছে তা বলতে হবে। লুপ্তপ্রায় দেশি মাছের খবরাখবর দিতে হবে।
পরিবেশ ও বনভূমি	জীববৈচিত্র্য রক্ষা এবং বনের ভূমিকা।	১) বহির্বিদ্যালয় কৃত্যালি পাঠ্যাংশটিতে বনের ভূমিকা, বনের উপর নির্ভরশীলতা ইত্যাদি বিষয় নিয়ে কয়েকটি ছক পূরণের কাজ দেওয়া আছে। ছাত্রছাত্রীরা পূর্বপাঠ অর্থাৎ 'মাছ চাষ' পাঠ্যাংশটির কাজ যেভাবে শুরু করেছিল এই পাঠটির ক্ষেত্রেও অনুরূপ পদ্ধতি অবলম্বন করবে।

		২) সৃজনমূলক কৃত্যালি গল্প পড়ে দলে বসে সংলাপ তৈরি কর। নাটকের নামকরণ কর এবং চরিত্রগুলি খুঁজে বের করে দৃশ্য সাজাও। ৩) এবিষয়ে বিভিন্ন শিশুপাঠ্য ও ছবি ইতিমধ্যে প্রকাশিত হয়ে থাকলে তা সংগ্রহ করে বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার গড়ে তুলতে হবে। ওই বইগুলি শিক্ষার্থীরা পড়বে এবং নিজেদের মধ্যে আলোচনা করবে। ৪) দৃশ্য-শ্রাব্য কৃত্যালি বনের নানা গাছগাছালি থেকে মানুষ কী কী পায় তা দেখাতে হবে। জঙ্গলের ছোটবড় প্রতিটি গাছ যে মানুষের বেঁচে থাকার জীয়নকাঠি তা ছবির মধ্য দিয়ে বোঝাতে হবে। শহুরে মানুষও তাদের বেঁচে থাকার জন্য কীভাবে গাছেদের ওপর নির্ভরশীল তাও ছবির মাধ্যমে দেখানো যেতে পারে।
	বনভূমি ধ্বংস হচ্ছে।	১) বহির্বিদ্যালয় কৃত্যালি পাঠ্যাংশটিতে বন্যপ্রাণীর সুরক্ষা বিষয়ে একটি ছক পূরণের কাজ দেওয়া হয়েছে। ওই কাজটি করার সাথে সাথে ছাত্রছাত্রী এবং শিক্ষক-শিক্ষিকারা যৌথভাবে একটি সচেতনতা র‍্যালির আয়োজন করতে পারে। বন্যপ্রাণী হারিয়ে যাচ্ছে, বন্যপ্রাণী হত্যা করা চলবে না, বন্যপ্রাণী হত্যায় প্রকৃতির ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয় নিয়ে ছাত্রছাত্রীরা প্ল্যাকার্ড তৈরি করবে। শিক্ষক-শিক্ষিকারা এবিষয় তাদেরকে সাহায্য করবেন। নির্দিষ্ট দিনে প্ল্যাকার্ড হাতে স্লোগান দিতে দিতে সবাই মিলে গ্রাম প্রদক্ষিণ করবে। গ্রামের মানুষকে বন্যপ্রাণী হত্যা করতে নিষেধ করবে এবং এর গুরুত্ব জানাবে। এছাড়া 'বন্যপ্রাণী রক্ষা' বিষয়ে একটি সেমিনারের আয়োজন করা যেতে পারে। কোনও বিশিষ্ট পরিবেশবিদ্ বা বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ নিয়ে কাজ করা বিশিষ্ট কোনও ব্যক্তিকে সেখানে আমন্ত্রণ জানানো যেতে পারে। গ্রামের মানুষকেও আমন্ত্রণ জানাতে হবে। গ্রামের কয়েকজন বয়স্ক মানুষকে এবিষয়ে তাদের অভিজ্ঞতা তুলে ধরার কথা বলা যেতে পারে। বয়স্ক মানুষেরা তাদের গ্রামে ও আশেপাশে আগে এমন কোনও প্রাণী দেখেছেন কিনা, যা এখন আর দেখা যায় না এবং তার কারণ কী তা নিয়ে নিজেদের মতামত জানাতে পারেন। ৩রা মার্চ 'বিশ্ব বণ্যপ্রাণ দিবস', এই দিনটিকে স্মরণ করে মিছিল ও সেমিনারের দিন স্থির করা যেতে পারে। ২) সৃজনমূলক কৃত্যালি বনভূমি ধ্বংস হচ্ছে, বন্যপ্রাণী মারা যাচ্ছে ও হারিয়ে

		যাচ্ছে, তাদের প্রভাবে পরিবেশের বড় ক্ষতি হচ্ছে। বন্যপ্রাণী হত্যা না করে সুরক্ষা করা। গাছ না কেটে সামাজিক বনসৃজন করে নতুন বন সৃষ্টি করা। ছড়া বলে সাথে সাথে দৃশ্য তৈরি কর। (গল্প পড়ে দলে বসে সংলাপ তৈরি কর। নাটকের নামকরণ কর এবং চরিত্র খুঁজে বের করে দৃশ্য সাজাও) ৩) এবিষয়ে বিভিন্ন শিশুপাঠ্য ও ছবি ইতিমধ্যে প্রকাশিত হয়ে থাকলে তা সংগ্রহ করে বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার গড়ে তুলতে হবে। ওই বইগুলি শিক্ষার্থীরা পড়বে এবং নিজেদের মধ্যে আলোচনা করবে। ৪) দৃশ্য-শ্রাব্য কৃত্যালি মানুষ তার লোভ ও আগ্রাসনের জন্য বনকে ধ্বংস করছে। বনকে ঘিরে বেঁচে থাকা প্রাণীদের অস্তিত্ব সঙ্কটে পড়ছে। এতে যে মানুষের আরও বড় ক্ষতি হচ্ছে তা ছবির মাধ্যমে দেখানো যেতে পারে। অন্যদিকে মানুষ বেঁচে থাকার জন্য নতুন করে বনভূমি সৃষ্টিও করছে। তা দেখিয়ে শিশুদের কাছে আমাদের চারপাশের বনভূমি সম্পর্কে ধারণা তৈরির চেষ্টা করা যেতে পারে। তবে প্রাকৃতিক বন ধ্বংস করা যে উচিত হবে না তা শিশুদেরকে ভালভাবে বুঝিয়ে বলা প্রয়োজন।
পরিবেশ ও আকাশ	সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণ নিয়ে সমাজে প্রচলিত সংস্কার ও অবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর বিরুদ্ধে মনোভাব তৈরি।	১) বহির্বিদ্যালয় কৃত্যালি সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণ নিয়ে সমাজে নানা ধরনের কুসংস্কার লক্ষ্য করা যায়। এর কোনও বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই। পাঠ্যাংশটিতে বেশ কয়েকটি 'হাতে-কলমে' পরীক্ষানিরীক্ষা দেওয়া আছে। সেখানে চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণ প্রকৃতপক্ষে কেন হয় ও কীভাবে হয়, সেই বিষয়ে জানানো হয়েছে। ছাত্রছাত্রীরা এই পরীক্ষাগুলি করার আগে বাড়ির বড়দের কাছ থেকে সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণ বিষয়ে তাদের ধারণা ও বিশ্বাস সম্পর্কে জেনে আসবে। সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণ কী? কখন হয়? কেন হয়? তারা কখন গ্রহণ খালি চোখে দেখেছে কিনা? গ্রহণের সময় কী করতে হয়? কী করতে নেই? কেন করতে নেই? গ্রহণ হলে কী হয়? ইত্যাদি প্রশ্নের উত্তর জেনে নেবে। ছাত্রছাত্রীরা নিজেদের পরিবারের ঠাকুমা, দিদিমা, মা এবং বয়স্কদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করে একটি রিপোর্ট তৈরি করবে। পরে শ্রেণিকক্ষে ফিরে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের তত্ত্বাবধানে তথ্যর আদানপ্রদান ও আলোচনা করবে। প্রয়োজনে বিজ্ঞানসম্মত তথ্যগুলি সম্পর্কে ধারণা স্পষ্ট করবে। তারপর পাঠ্যাংশে বর্ণিত পরীক্ষানিরীক্ষাগুলি তারা করবে এবং শেষে পাঠ্যাংশটি পড়বে। বিষয়টির বৈজ্ঞানিক কারণ বোঝার

		পর ছাত্রছাত্রীরা তাদের পরিবারের বড়দের গ্রহণের বৈজ্ঞানিক কারণগুলি জানাবে ও প্রয়োজনে বড়দের কুসংস্কার থেকে মুক্ত করার চেষ্টা করবে। ২) সৃজনমূলক কৃত্যালি গল্প পড়ে দলে বসে সংলাপ তৈরি কর। নাটকের নামকরণ কর ও চরিত্রগুলি খুঁজে বের করে দৃশ্য সাজাও। ৩) দৃশ্য-শ্রাব্য কৃত্যালি শিক্ষক-শিক্ষিকারা সূর্যগ্রহণ দেখার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা বিদ্যালয়ে মজুত রাখবেন। বছরে কখনও এমন সুযোগ এলে উপযুক্ত ব্যবস্থা সহযোগে ছাত্রছাত্রীদের তা দেখার সুযোগ করে দিতে পারেন।
	সূর্য যে এই সৃষ্টিচক্রের মূল শক্তি এবং সূর্য ছাড়া যে এই সৃষ্টি ধ্বংস হয়ে যাবে সেই ধারণাকে যুক্তিপূর্ণভাবে স্থাপন করা, সূর্যের যে একদিন শেষ আছে তা উপলব্ধি করানো, জীবজগৎ এমনকি ভূপৃষ্ঠের নীচে তৈরি হওয়া জল, কয়লা, পেট্রোলিয়াম মতো নানান পদার্থকে শেষ করে দেওয়া কি উচিত, তা নিয়েও প্রশ্ন তুলতে দেওয়া।	১) বহির্বিদ্যালয় কৃত্যালি সূর্যই যে সৃষ্টিচক্রের মূল শক্তি এবং সূর্য ছাড়া যে সৃষ্টি ধ্বংস হয়ে যাবে, এই ধারণাকে পরিষ্কার করার জন্য ছাত্রছাত্রীরা একটি সমীক্ষা করতে পারে। ছাত্রছাত্রীরা তাদের বাড়ির ও পাড়ার বয়স্ক মানুষদের এবিষয় কিছু প্রশ্ন করে তাদের ধারণা ও মতামত জানবে। শিক্ষক-শিক্ষিকারা ছাত্রছাত্রীদের সমীক্ষার জন্য কিছু প্রশ্ন দিয়ে দেবেন। সমীক্ষার পর ছাত্রছাত্রীরা শ্রেণিকক্ষে ফিরে শিক্ষক-শিক্ষিকার তত্ত্বাবধানে তথ্যের আদানপ্রদান করবে। আলোচনার সময় এই বিষয়টি যাতে উঠে আসে সে বিষয় শিক্ষক-শিক্ষিকারা বিশেষভাবে নজর রাখবেন। এরপর ছাত্রছাত্রীরা পাঠ্যাংশটি পড়বে। ৩) সৃজনমূলক কৃত্যালি এই বিষয় নিয়ে একটি নাটিকা অভিনয় করা যায়। কিছু সংলাপ তৈরি করে দেওয়া হল। বাকিটা শিক্ষার্থীরা নিজেরা বানাবে এবং অভিনয় করবে। নাটকঃ সূর্যই আসল শক্তি ৪) দৃশ্য-শ্রাব্য কৃত্যালি সূর্যই যে সকল শক্তির উৎস আর তা থেকেই যে সৃষ্টি তার বেশ কিছু রহস্য ইউটিউবে বেশ আকর্ষণীয়ভাবে রয়েছে। তা দেখিয়ে আলোচনা শুরু করা যেতে পারে। সূর্যের তেজ কমে গেলে কেমন হবে। গাছপালার অস্তিত্ব থাকবে কিনা, মানুষ বাঁচতে পারবে কিনা এইসব বিষয়গুলি ছোট ছোট টুকরো ছবি ও ভিডিও সহযোগে নেপথ্য কণ্ঠ প্রদান করে সুন্দরভাবে বোঝানো যায়।

	মহাকাশের রহস্যকে নিজের চোখে ঠিক করে দেখানোর আয়োজন এবং তা থেকে নানান প্রশ্নের মধ্য দিয়ে এই অজানা রহস্যের প্রতি শিক্ষার্থীকে অনুসন্ধিৎসু করে তোলা।	১) বহির্বিদ্যালয় কৃত্যালি পাড়ার বড়দের মধ্যে যিনি একটু শিক্ষিত তাঁকে সঙ্গে নিয়ে পাড়ার শিশুরা আকাশ পর্যবেক্ষণ করতে পারে। শ্রেণিকক্ষে দৃশ্য-শ্রাব্য কৃত্যালিতে যে যে তারা ও তারামণ্ডলের দৃশ্য দেখছে সেগুলি আকাশে প্রত্যক্ষভাবে খুঁজে বের করার চেষ্টা করতে পারে। শ্রেণিকক্ষে ফিরে তারা কী কী দেখতে পেল তার একটা তালিকা বানাবে এবং বর্ণনা করবে। ২) সৃজনমূলক কাজ উপভাবমূলটির বিষয়বস্তু ও মূল বার্তাটিকে আরও স্পষ্ট
		করে তুলতে শিক্ষক-শিক্ষিকারা নানান সৃজনমূলক ও বিদ্যালয় ভিত্তিক কর্মসূচি গ্রহণ করতে পারেন। কাগজের মণ্ড করে বিভিন্ন তারা মণ্ডলের অবস্থান পিচবোর্ডের উপর তৈরি করতে পারে। মাটি দিয়েও তারা এই কৃত্যালিটি করতে পারে। কোনোদিন একটু সন্ধ্যা পর্যন্ত বিদ্যালয়ে থেকে গিয়ে তারা শিক্ষকের সাথে আকাশ পর্যবেক্ষণ করতে পারে। সেক্ষেত্রে প্রথমে শিক্ষক-শিক্ষিকারা বিভিন্ন তারা ও তারামণ্ডল খুঁজে বের করতে বলবেন, পরে তিনি তা দেখিয়ে দেবেন। ৩)এবিষয়ে বিভিন্ন শিশুপাঠ্য ও ছবি ইতিমধ্যে প্রকাশিত হয়ে থাকলে তা সংগ্রহ করে বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার গড়ে তুলতে হবে। ওই বইগুলি শিক্ষার্থীরা পড়বে এবং নিজেদের মধ্যে আলোচনা করবে। ৪) দৃশ্য-শ্রাব্য কৃত্যালি দৃশ্য-শ্রাব্য কৃত্যালি মহাকাশে সূর্যকে কেন্দ্র করে নানা গ্রহ নক্ষত্রের অবস্থান, ধূমকেতু, উল্কাপিন্ড থেকে শুরু করে নানা রহস্যের দৃশ্য ইউটিউব থেকে দেখিয়ে শিশুমনে অনুসন্ধিৎসা জাগানোর চেষ্টা করা যেতে পারে। এক একটি বিষয় নিয়ে ছোট ছোট অনেকগুলি দৃশ্য- শ্রাব্য ক্লীপ বানানো যায়। নেপথ্য কণ্ঠে যে ভাষা ও শব্দ প্রয়োগ করা হবে তা যেন তার জানা শব্দের মধ্যে হয়। তাই সংশ্লিষ্ট শব্দচর্চার সঙ্গে তাকে যুক্ত করতে হবে।

নবদিশা

নবদিশার ভাবনা

- গ্রাম বাংলার শিক্ষাঙ্গনে প্রচলিত শিক্ষার পাশাপাশি আঞ্চলিক জীবনযাপন-নির্ভর শিক্ষার সংযোজিত প্রচেষ্টা।
- আঞ্চলিক জ্ঞান ও সংস্কৃতিই হবে সংযোজিত শিক্ষার মূল ভিত্তি।
- এর বাস্তব রূপায়ণে সাধারণ মানুষের স্থানীয় স্বায়ত্ব শাসিত সরকার একটা উল্লেখযোগ্য অবদানের দিশারী হবে।

যোগাযোগের ঠিকানা ঃ AHEAD Initiatives

৩২/৬, গড়িয়াহাট রোড (সাউথ), কলকাতা- ৭০০ ০৩১, টেলিফোন নং ঃ ০৩৩ ৪০৬৭ ০৩৬৯